খুন রাঙা রাত্রি

পঞ্চানন ঘোষাল

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ —মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীকানাই পাল

'সর্দার! অভি ভুরমল জীকো বাড়ে পক্কা খবর মিলে গেলো। উনকো জান লেনেকো জরুরত নেহী। উনকো মান বিলকুল বরবাদ কর দেঙ্গী। যিসিকো মান গ'য়া উনকো জান ক্যা হো'গী', ডোরাকাটা আধ ময়লা সার্টের ঝলঝলে আস্তীনাতে লুক্কায়িত মুঠিবদ্ধ ছুরিকাটি বাইরে বার করে রহমন সর্দারের বিশ্বাসী লায়েকী সাকরেদ বাচ্চুরাম বাবু তাদের গোপন আড্ডা ঘরেতে এসে রহমনিয়া সর্দারকে তার ঐ ছুরি সুদ্ধ মুঠি উঁচিয়ে সেলাম জানিয়ে বললে, "মেরী পক্কা খোবর ভুরিমল সর্দার ঘরিয়ালা আদমী। ঘরিয়ালা আউর শেয়ানামে আসমান জমীন তফাৎ হাঁ"—

অপরাধী সমাজে সাধীবালা আদমীকে ঘরিয়ালা এবং বে-সাধীবালা মানুষকে শেয়ানা বলা হয়ে থাকে। অপরাধ বিজ্ঞানীরা অবগত আছেন যে প্রথম অবস্থার অপরাধী 'প্রাথমিক অপরাধী' এবং শেষ অবস্থার অপরাধী প্রকৃত অপরাধী। প্রথমাবস্থাতে এরা নাগিরক জীবনের সাথে সম্পর্কশূন্য নয়। কিন্তু শেষ অবস্থাতে সভ্যসমাজের সাথে সম্পর্কশূন্য হয়ে এরা পঙ্কিল বস্তিতে বসবাস করে। বস্তীবাসী জঘন্য নারীদের সাথে জৈব কারণে এদের সাময়িক মিলন ঘটে বটে! কিন্তু বিবাহ রূপ কোনও স্থায়ী আচার বিচারে শেয়ানারা বিশ্বাসী নয়। নারী এদের কাছে মাদক দ্রব্যের মত সাময়িক ভাবে প্রিয়। ওদের ঐ সব উপভোগ্য নারীদের মধ্যেও একনিষ্ঠার কোনও বালাই নেই। কোনও বিবাহরূপ স্থায়ী একনিষ্ঠা এদের কাম-উমে'র প্রতিকূল এক ঘৃণার বস্তু। অপরাধ বিজ্ঞানীরা এই কারণে অপরাধীদিগকে প্রাথমিক এবং প্রকৃত—এই প্রধান দুই বিভাগে বিভক্ত করে থাকেন। অপরাধীরা নিজেদেরকেও সম অর্থে ঘরিয়ালা ও শেয়ানা নামে অভিহিত করে। তাই শিক্ষানবিশদের সমপর্যায়ের অপরাধী এই ঘরিয়ালা মানুষরা ওখানকার পাক্কা শেয়ানাদের কাছে সদা পরিহার যোগ্য এক তাচ্ছিল্যের বস্তু।

রহমনিয়া সর্দার এবং ভুরোমল সর্দার—উভয় অপরাধীপ্রধান শহরের অপরাধী সমাজে এক একজন দিকপাল ব্যক্তি। বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন বস্তীতে এদের বসবাস হলেও একই মহানগরীতে তাদের কাজকর্ম চলে। ছিনতাই ও পিকপকেট অপরাধীদের মত তাদের কাজকর্মের জন্য শহরেতে কোনও নির্দিষ্ট

এলাকা ভাগ করা নেই। একই কম্পাউণ্ডে দুজন ফকিরের স্থান হলেও দুজন রাজার সেখানে একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। তাই এদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী খুনাখুনি এবং বাদ বিসংবাদ ও অহেতুক কলহের বিরাম নেই। এখানে একদল অপর দলকে কাজকর্মে ডিঙিয়ে যেতে সদা ব্যস্ত।

ভদ্রমানুষদের সদা পরিহার্য মহাভয়ঙ্করী বিড়ালপচা গলির নাম শহরবাসী ভদ্রমানুষ মাত্রেরই শোনা আছে। এই গলির দক্ষিণে শান্তি ডাঙ্গা বস্তীতে কুখ্যাত রহমন সর্দারের আড্ডা। আর ঐ গলিরই উত্তরে কিছু দূরে মেঠো ভাঙ্গা বস্তীতে ভুরোমল ব্রাহ্মণের ডেরা। এদের বিভিন্ন স্তরের ও পদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও স্ব স্ব পদমর্যাদানুযায়ী ওদের ঐ মূল আড্ডা ঘরের আশে পাশে একতল বা দ্বিতল মাঠকোঠাগুলিতে স্ব স্ব রক্ষিতাদের সাথে বসবাস করে। এই উভয় সর্দারই জানে যে তাদের দলের লোকজন'দের ভক্তি শ্রদ্ধার উপর তাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে একটু মাত্রও ব্যতিক্রম হলে দলে ভাঙন ধরবে। তাই এরা নিয়ত আপন হিম্মত বজায় রাখতে চায়। সুবিধা পেলে একে অপরকে এরা অপদস্থ করতে বদ্ধপরিকর। এরা জানে যে একের দল ভাঙলে অপরের দল পুষ্ট হবে।

'আরে! এ তুম ক্যা বাত্ মেকো শুনাওত ভাই। ভুরোমল সর্দারকো সাধী কিয়ে হুয়ে বঙ্গালী জেনানার এক খুপসুরতী লেডকী আছে! আউর উনে গৃহস্থীয়া বানকে গৃহীস্থী মহাল্লামে রহ কর নিকা পড়া শিখছে', শহরের নাম করা অপদলের সর্দার ভুরোমল'জীর চির-বৈরী বিরোধী পক্ষীয় সিঁদেল চৌর-দলের নেতা রহমনিয়া সর্দার তার অন্যতম উপসর্দার বাচ্চুরাম বাবুর মুখে ঐ বিষয়ে তাবৎ সমাচার শুনে রাগে দাঁত কড়মড় করে বললে, 'হুম্! উনে পড়ুয়া লেড়কী কোহী পুলিশ উলিশকে সাধি করিয়ে লেয় তব্? উসমে উনিকো সাথে সাথে মে লোকভি বরবাদ হোগী। শান্তি ডাঙ্গা বস্তীয়েঁমে হর আদমী কো এ বাত্ হামি লোককো কহিয়ে দিতে হোবে। তুলোক পাত্তা লাগিয়ে লেও উনে লেড়কী কাঁহা রহতি আউর ঘুমতি। উনে লেড়কী' কো হামি লোক পয়লা গুম করিয়ে দেবে। লেকেন এতো ছোটা কাম হামি লোক'সে নেহী হোবে। তুম লেড়কী গুম করনে বালা গণ্ডারিয়া রাম'কো এহী কামেতে লাগাও। উনলোককো সর্দার ভুরোমলবাবু সাধীবালা ঘরিয়ালা বদমাস আছে। আউর তুহোর সর্দার বে-সাধীবালা শেয়ানা আদমী। ঘরিয়ালা আউর শেয়ানামে আসমান জমীন তফাৎ। এবাৎ ক্যা ঘরিয়ালা ক্যা

শেয়ানা সবকোই জানে। আভি দেখো তো গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়া ক্যা করে। গণ্ডারিয়া বাবুকো আজহী খবর ভেজ দেও। ক্যা বেটা! ইস্ বাতমে তেরা মঞ্জুর হোয় ?'

শান্তি ভাঙ্গা বস্তীর বনেদী সি দেল চৌর-দলের নেতা রহমনিয়া সর্দার এবার একটু স্বস্তির হাসি হেসে তাদের ঐ মাঠ-কোঠিয়ার চণ্ডুখানাতে ভাঙা নড়নড়ে চৌকীর উপর পাতা তার ছেঁড়া মাদুরের উপরই একটু নড়ে বসলো। তারপর সে একটা চণ্ডুর চেপ্টা হুক্কাতে লাগানো চণ্ডুর পাইপ মুখে তুলে তুলা বারকরা ছেঁড়া চামসে ধরা বালিশে বুক রেখে উপুড় হয়ে শোয়। এরপর সে তার বিশ্বাসী সাকরেদ বাচ্চুরাম বাবুর মুখ থেকে তৎসম্পর্কীত একটী উপযুক্ত উত্তরের অপেক্ষাতে দুই চোখ বুজোয়। ভুরোমল সর্দারের মত এমন এক কাম উমের লায়েক শেয়ানা মন্য এমন আদমীর এই অধঃপাতের মহা-অশুভ সংবাদে সে তাজ্জব বেনে গিয়েছে। এতাবৎ তার ধারণা ছিল যে তার বিরোধী দলের নেতা একজন বে-সাধিবালা উঁচুদরের শেয়ানা আদমী। এমন এক উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হারানোর জন্যও তার মনেতে ক্ষোভ কম নয়। সাধী না করে স্থায়ী জেনানা রাখলে তাদের অপদল সমাজে ততো আপত্তির কারণ নেই। সাধিবালা মরদরা কেউ কেউ তাদের অপদলে যোগ দিয়েছে বটে! কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পূর্বাশ্রমের বিষয় ভুলে যাওয়ার মত এদেরকেও গৃহস্থ জীবনের সকল বিষয় বিলকুল ভুলে যেতে হয়। অবশ্য এই ক্রমিক দলীয় উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ বলে এদের উচ্চমার্গে উঠতে দেরী হয়। এই সময়টুকুর মধ্যে এদেরকে দলের কাজে খুউব বেশী বিশ্বাস করার রীতি নেই। সহজ গৃহস্থ জীবনযাপন দলের পাকাপোক্ত লোকের পক্ষে ব্যবসার অনুকুল নয়। তাই এই ধরনের তস্করদের এরা ঘরিয়ালা আদমী বলে উপহাস করে থাকে। এই ঘরিয়ালা থেকে শেয়ানার পর্যায়ে উঠে না এলে রহমনিয়ার মূল আড্ডা ঘরের মূল মজলিসে বদমাস-বালাদের স্থান নেই। সংবাদ সংগ্রহার্থে ও অন্যান্য কয়েক কাজে এদেরকে কয়েকজন ঘরিয়ালাকে দলে রাখতে হয় বটে! সে ক্ষেত্রে তাদের সাথে উপসর্দারদের মাধ্যমে সংযোগ রাখার নিয়ম। মূল আড্ডা ঘরের আশে পাশে মধ্যে মধ্যে এরা জমায়েৎ হলেও সকলের সকল সময়ে সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই। এই সব অপদলীয় রাজাধিরাজও তাদের দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আমে বিশ্বাসী। তাই তাদের খাস মজলিস ও আম মজলিস বিভিন্ন

স্থানে বসানো হয়। এইটুকু সাবধানতা গ্রহণ না করলে তাদের রক্ষী কুল দ্বারা ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই ওদের সকল অপদলেতে এই দ্বিবিধ দরবারি প্রথার প্রচলন আছে।

রহমনিয়া সর্দার চণ্ডুর আমেজে চোখ বুজিয়ে ভাবে যে এতোদিন একটা ঘরিয়ালা বেকুব আদমীকে শেয়ানা রূপে ভুল করে সে তাকে এতো ভয় ও সেই সাথে এতো মান্যি করে এসেছে। অপরাধী সমাজে ভুরোমল সর্দারের নামে ঘরিয়ালা অপবাদ রটিয়ে তাকে ছোট করার এমন মওকা যে সে পাবে তা এতোদিন তার ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে ভূরোমল বাবুর দল তার দলের চেয়ে শক্তি ও সামর্থ্যে এরই মধ্যে অনেক উচুতে উঠেছে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে কেমন করে সে এই বিরোধী পক্ষীয় অপদল সর্দারের শির ও সেই সাথে তার দল ভাঙবে! আপন মনে গুমরতে গুমরতে চণ্ডুর পাইপটাকে দাঁতে দাঁতে চেপে শেরই সর্দার রহমনিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে। অক্ষমতার গ্লানিতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ রহমন সর্দারকে বুঝিবা এবার পাগল বেনে যেতে হয়। এরই মধ্যে তারই দল থেকে তারই তালিম দেওয়া বহু আদমীকে ভূরোমল বাবু ভাঙিয়ে এনে তার নিজের দল পুষ্ট করেছে। এই দল ভাঙা বেইমানদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তাদেব চেনা জানা স্ব পক্ষীয় কাউকে সেখানে গুপ্তচররূপে পাঠানো মুস্কিল। মাত্র দুই একটা চোরা গোপ্তা চাকু মারার কামে সফল হলেও এখনও পর্যন্ত এই বেয়াদবীর বড়ো রকম কোনও প্রতিকার সে করে উঠতে পারে নি। তাই এইরকম একটা পাক্কা খবর পাওয়া সত্ত্বেও রহমন সর্দারের মনে সন্দেহ—সত্যই কি তার ঐ দুষমন ভূরোমল সর্দার একজন বর্ণচোরা ঘরিয়ালা মানুষ? এই ঘরিয়ালা ও শেয়ানা সম্পর্কিত দ্বন্দ্বে তার মন থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই ঘরিয়ালার চিন্তা: চণ্ডুর আমেজের মধ্যে তার মনের খিড়কীর দুয়ার খুলে তাকে বহু দূরে পিছিয়ে নিয়ে যায়। তার মনে পড়ে যে সে'ও তার পুর্বাশ্রমে একজন ঘরিয়ালা মানুষই ছিলো তো বটে! বহুদিন পূর্বে ভুলে যাওয়া একটি ষোড়শী কন্যার গোলগাল নথ পরা মুখ তার মনের মাঝে উঁকি দেয়। কিন্তু বহুক্ষণ ভেবেও সেই জেনানা যে কে তা তার ঠিক ভাবে মনে পড়ে না। নেশার মৌতাতে মদের সাথে চাটের মত সেই মুখখানা তাকে আরও বিভোর করে তোলে।

অপরাধ-বিজ্ঞানীরা প্রথমাবস্থার অপরাধীকে প্রাথমিক তথা প্রাইমারি

অপরাধী এবং তাদের শেষ অবস্থার অপরাধীকে 'প্রকৃত অপরাধী' অর্থাৎ 'হার্ডেন্ড ক্রিমিন্যাল' বলে থাকেন।—এই প্রাথমিক অপরাধীরা সাধারণ সভ্য মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত হয় না। এরা ঐ সময়ে প্রকৃত অপরাধী এবং নিরপরাধী মানুষদের মধ্যে সংযোগ সেতু। কিন্তু কিছুকাল পরে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হেতু এরা 'প্রকৃত অপরাধী' হয়ে উঠলে এরা আদিম মানুষের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এরা তখন ঘর সংসারের বিষয় ভুলে গহন বস্তীবাসী জীবে পরিণত হয়ে নিকৃষ্ট নারীদের সাথে হুল্লোড়ে মত্ত হয়। এরা তখন ধীরে ধীরে তাদের মনের প্রতিটি সুকুমার বৃত্তি হারিয়ে ফেলে কেবল মাত্র অতি ঘৃণ্য স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। ঐ সময় অপকর্মকে তারা জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় মনে করে। অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধীরাও তাদের জীবনের ঐ দুইটি পৃথক স্তর সম্বন্ধে সচেতন আছে। তাই এরাও প্রাথমিক অপরাধী বোঝাতে ঘরিয়ালা এবং প্রকৃত অপরাধী বুঝাতে শেয়ানা শব্দটি ব্যবহার করে। অবশ্য এই উভয়ের মধ্যবর্তী জীবকে তারা লায়েকী নামে অবহিত করে। এরা ধীরে ধীরে ঘরিয়ালা থেকে লায়েকীতে এবং লায়েকী থেকে শেয়ানাতে পরিণত হয়।

এখন এই ঘরিয়ালা শব্দটির বারে বারে উচ্চারণ যে তার নিজেরই ঘরের কথা তাকে মনে করিয়ে দেবে তা এযাবৎ রহমনিয়া সর্দারের ধারণার বাইরে ছিল। এর আগেতে সে পিতলের বা সোনার কোনও একটি নোলোক দেখলে এরকম অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠতো। এবার বুঝি তার ঐ রোগের হঠাৎ উৎপত্তির অপর আর এক উপসর্গ এসে গেল। এই রোগ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কোনও নোলক চুরি করার বিরুদ্ধে তার সাকরেদদের প্রতি কড়া হুকুম। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তার একমাত্র উত্তর—উ'কাম মেকো পসন্দ নেহী। পুলিশের লোকও তাদের দলের লোকের এই দুর্বলতার বিষয় জেনে গিয়েছে। কোনও বাড়িতে নোলক ছাড়া গহনা চুরি গেলে পুলিশ তাদের দলকেই সন্দেহ করে। তবুও রহমন সর্দার দলের ওপর তার এই অন্যায় হুকুমৎ প্রত্যাহার করে নি। কিন্তু এতো সত্ত্বেও এই নোলকের ধারক ও বাহককে তার মনে পড়ে না। তা মনে পড়লে তাকে আবার শেয়ানা থেকে ঘরিয়ালা হতে হতো। এমন কি এর ফলে তার অপরাধ জীবনেরও হঠাৎ সমাপ্তি ঘটতে পারত। নেশার ঝোঁকে এমনি চিন্তার মধ্যে সে নিজের অজ্ঞাতে বারে বারে মনমরা হয়ে উঠে। কিন্তু

হঠাৎ তার মনের শান্তি কেন এমন বিঘ্নিত হয় তা' সে চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না।

নেশার সময় সৈদ-রহমনিয়া সর্দারের মনে হয় যে সেও বুঝি ভূরমল ব্রাহ্মণের মত অবাঞ্ছিত ভাবে ঘরিয়ালা মানুষদের ঘৃণ্য জীবনে ফিরে গিয়েছে। সে মনের এই দুর্বলতা এড়ানোর জন্যে ঘন ঘন চণ্ডু পাইপ যোগে আফিমের ধোঁয়া গলধঃকরণ করতে থাকে। এর পর একসময় ধড়মড় করে উঠে বসে আশ্বস্ত হয়ে সে ভাবে যে এতোক্ষণ তাহলে সে স্বপ্ন দেখেছে। অধঃপাতিত হয়ে ঘরিয়ালাদের ঘৃণ্য জীবনে ঝুটমুট ফিরবার মত শেয়ানা মানুষ সে নয়। তবুও মৌতাতের মুখে দেখা নোলোক না'কে ঐ জেনানা লোককে ভুলতে না পেরে সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে কোনও এক ঘরিয়ালা অপরাধী হলে সন্ন্যাসীদের মত সদ্য ফেলে আসা জেনানার চিন্তা তাকে লজ্জিত করতো। কিন্তু প্রকৃত শেয়ানা মানুষদের ধাতে লজ্জা সরম বা অনুতাপের স্থান নেই। তাই এই অশুভ চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠে সে তার প্রিয় সাকরেদ বাচ্চুরাম বাবুর মুখের উপর চণ্ডুর-হুক্কার লম্বা কঠিন পাইপটা সজোরে ছুড়ে মারলো। কিন্তু গুরুজীর এটা একপ্রকার দৃষ্টি আকর্ষণী আদর বুঝে বাচ্চুরাম তাতে রাগ না করে খুশী হয়ে উঠলো।

আপন সর্দারকে গভীর ভাবে চিন্তা মগ্ন দেখে উপসর্দার বাবুরাম এগিয়ে এসে আফিম লিপ্ত মৃৎপাত্র থেকে তপ্ত লৌহের শিকের সাহায্যে আফিমের ফোঁটা তুলে জলন্ত ডিবিয়ার শিখায় তা পুড়িয়ে সেটা ভূমে রাখা চণ্ডুর অদ্ভুত হুক্কার ফাঁকে সন্তর্পনে লাগিয়ে দিচ্ছিল। উপযুক্ত সাকরেতদের পক্ষে মালিকের সেবার ইহা একটি সম্মানই ব্যবস্থা—

'ক্যা সর্দার! কুছ কসুর উসুর বান্দাকো হুয়া', সর্দারের তাকে আঘাত করা রূপ এই দৃষ্টি আকর্ষণী ব্যবস্থাতে একটু মাত্রও না হকচকিয়ে তার ঘা'খাওয়া ফোলা নাকটা রগড়ে উপসর্দার বাচ্চুরামবাবু রহমন সর্দারকে বললে, 'যো কুছ আপকো হুকুম মেকো ফরমাইয়ে। সার! সে সব কুছ'মে হাম পুরিসে তৈয়ার। তব মজলিস আজ আপ বন্ধ রাখিয়ে। শেয়ানা লোককো আনা হাম মানা কর দেয়। লেকেন গণ্ডারিয়া তো আভি আ' যায়গা। হাম তো আপকো হুকুম মোতাবেক উনকো বোলানে কব আদমী ভেজ দিয়া। হাম সমঝে কি উনেকো আভি আপকো জরুরত। ফরমাইয়ে তো আজ মজলিস বন্ধ কর দেয়।'

'ক্যাহে ছোট উটা কামকো বাড়ে মজলিস বন্ধ করে। ইতো কোহী বড়া মজলিস নেহী। ইতো হাম লোককো ছোটা মজলিস আছে,' বিশ্বাসী সাকরেদ বাচ্চুরাম উপসর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে রহমন সর্দার তার মনের পূর্ব হিম্মত ত্বরায় ফিরিয়ে এনে বললে, 'ইসমে তো এইসেন কুছ খাস বাত নেহী। ইতো বিলকুল এক মামুলী কাম আছে। আনে দেও গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়াকো। আজকো কাম কালকো আস্তে কাহে রাখে। কাল আউর কুছ কাম আ'যায় তব? ইসসে ভি বড়া খাস ইয়ে খানদানী কাম'ভি আনে সেকথা। যে কুছ হোয় আজই খতম কর দেইঙ্গা'।

রহমন সর্দারের চৌকীর ঠিক পিছনে রাখা একটা বিরাট কাষ্ঠ নির্মিত সিন্দুক রাখা ছিল। তার অপরাধ জীবনের প্রথম দিকে রূপার ও তামার বাসন সুদ্ধ সে এই সিন্দুক এক বনেদী বাড়ি থেকে চুরি করে আনে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত একদিনও সে এটি কাছ ছাড়া করে নি। প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন এই কাঠের সিন্দুকের কাঠ দিবসের উষ্ণতার সাথে প্রসারিত হয় এবং উহার অবসান জনিত আর্দ্রতাতে তা সঙ্কুচিত হয়। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের সাথে প্রহরে প্রহরে উহা কড়কড কটকট্ করে আওয়াজ তুলে। এই প্রাচীন কাষ্ঠ নির্মিত সিন্দুকটা এইখানে সময় নির্দেশক ঘড়ির কাজ করে। হঠাৎ সেটা থেকে কটকট আওয়াজ শুনে রহমনিয়া সর্দার নড়ে বসলো। এই সিন্দুকের ডাক তাকে আর একটি নির্দিষ্ট কাজের বিষয় মনে করিয়ে দিলে।

আরে! হামতো একঠো জরুরী কাম ভুলিয়ে গেলো। 'রুথমনিয়া এক রংরুটি নয়া লেড়কা'কে হেনে লিয়ে আসবে', হঠাৎ একটি পুর্ব নির্ধারিত জরুরী কাম মনে পড়ে যাওয়াতে রহমন সর্দার বেশ ব্যস্ত হয়ে তাকে বললো, 'এই তেনি দেখো তো রুকমনীয়া আ'গয়া কি'না। জমায়েত কো পহেলী এহী কাম হামি ফতে করবে। আরে, এ রুকমনিয়া! কাঁহা হো তুম?'

'বাবুজী! আপকো বান্দা ইহীপর বহুৎ ঘড়ীসে হাজির আছে। রঙরুটিয়া বেচারাম'ভি হামার সাথে ইথানে এইসে গেছে', রহমনিয়া সর্দারের অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর রুকমনিয়া ইজের ও শার্ট পরা এক কিশোরকে সঙ্গে করে শূন্য আড্ডা ঘুরে ঢুকে সর্দারকে ছেলাম করে বললো, 'হামার [সংগ্রীহীৎ] এই লেড়কা বহুৎ হিম্মত বালা লেড়কা আছে। ঠিকসে শিখছা মিলে তো বড়ীয়া লায়েক হো যায়গী।'

বহুবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নয়া নয়া উঠতি অপরাধমুখি বালকদের ভুলিয়ে আড্ডাতে এনে এদের অপদল পুষ্ট করা হয়। ধীরে ধীরে এদেরকে নানাপ্রকার বদ অভ্যাসে দীক্ষিত করে ও পানের সাথে কোকেনের গুঁড়া খাইয়ে এদেরকে শেয়ানা করার রীতি। এই কোকেন ঔষধ মস্তিকের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ করে এদের প্রদমিত অপস্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়। এই সঙ্গে আনুষঙ্গিক কুলটা বালিকাদেরও এদের জন্য যোগাড় করার রীতি। আরও কয়েকটি কু-অভ্যাসে এদের রপ্ত করানো হয়ে থাকে। এই বালকটির উপর এই কু-ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত কুফল ফলতে দেরী হয় নি। তাই ইতিমধ্যেই ঐ বালকের কয়টি দাঁতে মিশি কালো রঙ ধরেছে। তার দুই চোখের কোলে কোলে কালির রেখা। তখনও পর্যন্ত তার ফুলো গাল দুটোতে সদ্য উঠা একরাশ দ্রাড়ীম ব্রণ। পক্কা শেয়ানা রুকমণিয়ার সাথে সাথে সে এতোদিন শিক্ষানবীশ ছিল। এতোদিন পর হাতে কলমে এদের আকাঙ্খিত কাজে সে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাকে একটা কাপড়কাচা নরম সাবান হাতে দিয়ে তার বাবাড়ি থেকে তারই মায়ের সিন্দুকের চাবির ছাঁচ আনতে বলা হয়েছিল। সে ঠিক গর্ভধারিনী ঘুমন্ত মাতার আঁচল থেকে চাবি খুলে তা ঐ নরম সাবানের মধ্যে ঢুকিয়ে একটা নিখুঁত ছাঁচ তৈরী তো করেছেই; এমন কি খুব সতর্কতার সঙ্গে ঐ চাবির গোছা তার সেই ঘুমন্ত মার আঁচলের খুঁটে ঠিক পূর্বের মতই সে বেঁধে দিতে পেরেছে। এর পর ঐ গৃহত্যাগী বালক যেমন নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে সে সবার অলক্ষ্যে সেখান হতে বার হয়ে আসে। এই শিক্ষানবীশের পরীক্ষক রুকমনীয়া তার পরিক্রমা যাচাই করবার জন্যে রাস্তার ওপারে পানের দোকানে অপেক্ষা করছিল। তার সাক্ষ্য এই যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই অপকার্য সমাধা করে সে ধরা না পড়ে ঐ বাড়ি থেকে সে বার হতে পেরেছে।

সকল সমাচার শুনে অপদল সর্দার রহমন মিয়া একবার মাত্র সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ লায়েক বালক বেচারামের প্রতি তাকিয়ে দেখলে। এর পর সে হঠাৎ হুমড়ী খেয়ে সামনে এগিয়ে ঐ বালকের চুলের গোছা দৃঢ় মুঠিতে ধরে টান দিলে। সেই নির্মম অতর্কিত হেঁচকা টানে বালক মুখ থুবড়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। রহমন সর্দারের হাতের চেটোর উল্টা দিকের ঘায়ে তার ঠোঁট কেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বার হয়। সেই সাথে রহমন সর্দারের মুঠির মধ্যে তার মাথা হতে ছিঁড়ে পড়া কিছু চুলও উঠে আসে। কিন্তু এইখানে এই টুকুতে ঐ হতভাগ্য বালকের মহা নির্যাতন শেষ হয় নি।

রহমন সর্দারের বজ্র মুষ্টির কিল চড় ও স্থূল পায়ের লাথি ক্রমাগত তার বুকে পিঠে উরুতে মুখে চোখে পায়ে ও মাথাতে পড়তে থাকে। এর পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে রহমন সর্দার একটা মোটা লাঠি ধরে। মারের চোটে ঐ বালকের ঠোঁট হতে রক্ত ও মুখ হতে লালা গড়িয়ে পড়ে। দেহের নানা স্থানে ডুমু ডুমু ফোলা ও খুন মাখা কাল শিরা এবং তার মুখটা বলের মত ফুলে চোখ মুখ নাক ও গাল একাকার। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার উপর নিদারুণ অকথ্য নির্যাতনের বিরাম নেই। ঐ বালক তখনও একটুকুও চোখের জল না ফেলে বা না কেঁদে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিথর নীরেট পাথরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে চোখে যন্ত্রণার এতটুকু অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত নেই। ঐ দুগ্ধপোষ্য বালকের দেহ ক্লান্ত হলেও মনে এতটুকু ক্লান্তি নেই। বড় চোরের মার সারাক্ষণ সে নিঃশব্দে মুখ বুঝে সহ্য করে।

'সাবাস! ছোকরা'! এইবার হাঁপাতে হাঁপাতে মার ধরে ক্ষ্যান্ত দিয়ে রহমন সর্দার ঐ রক্তাক্ত দেহী বালকের অনেক প্রশংসা করলে ও তার পর সে তাকে সোহাগ করে বুকের মধ্যে টেনে এনে আদর করতে করতে তার শিক্ষাগুরু রুকমনিয়াকে উদ্দেশ করে বললে, 'হাঁ বেটা! এ লেড়কা বহুৎ মজবুৎ লেডকা আছে। পুলিশ'নে বহুৎ সে পিটনে ভি উনে কিসিকো কুছ বাতলাবে না। আভি ইনকো দো ভাঁড মিঠা পানি পিলায় দেও। উসমে তুরণ উনকো আরাম মিল যায়গা। ইসকো বদনমে তেনি পিস্থয়া রস আউর গরম পানিসে ঝাড় ফুঁক করভি দেও। উনে তো ঘরিয়ালা সে তুরণ লায়েক বনা গয়া। মালুম হোতি দো-চার সালমে এই লায়েক ছোকরা শেয়ানা ভি বনে যাবে। কালসে ইসকো বিশ রুপেয়া হপ্তা বন্দোবস্ত করো। আভি কুছ রোজ উসকো চুরী করনে হুয়ে কুঠিকো বাহার পাহারা রাখো। পাছু কোই রোজ উনে অন্দর ঘুসনে কো কৌশল শিখে লেবে।

এমনি করেই এরা ধাপে ধাপে ঘরিয়ালা থেকে লায়েকী এবং লায়েকী হতে মানুষকে শেয়ানা বানায়। একদা মধ্যবিত্ত সমাজের এই অধঃপাতিত এই বালক বেচারামের এই দিন হতে অপ-পথে প্রকৃত যাত্রা হলো শুরু। এমনি ভাবেই একদিন তাদের দলের সর্দার রহমন খাঁরও অপজীবন শুরু হয়েছিল। তার ঐ কর্ম ও ধর্ম গুরুর মত সে'ও ভবিষ্যতে তার পুর্ব জীবনের সুখ দুঃখের প্রতিটি বিষয় ভুলে মানব দানবে পরিণত হবে। সে তখন হয়ে উঠবে পঙ্কিল

বস্তীবাসী একজন জাত শেয়ানা। অপরাধ জীবনের প্রথম পরীক্ষাতে সে আজ সসম্মানে উত্তীর্ণ।

ততক্ষণে খুশী হয়ে রহমন সর্দার বালক বেচারামকে তার বুকের মধ্যে সাদরে টেনে নিয়েছে। কিন্তু লে-লেণ্ড্রা বাজীতে অভ্যস্ত রহমন মিয়াকে আজ এক অভূতপূর্ব অপত্য স্নেহেতে পেয়ে বসেছে। কতো দিন পূর্বে তার একমাত্র পুত্রকে সে তার গাঁয়ে ফেলে এসেছে। এখন তা সে চেষ্টা করে মনে করতে পারে না বটে। কিন্তু তার চমকপ্রদ অনুভূতি আজও সে অনুভব করতে পারে। প্রৌঢ় সর্দার রহমন খাঁর বুকে চোখ বুজে মুখ রেখে বহুক্ষণ ধরে বেচারাম আদর খেলো। সে বেশ বুঝতে পারে যে অন্যদের আদরের সাথে এই আদরের যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ। চোখ বুজে সর্দারের কোলে শুয়ে আপন জিহ্বা দিয়ে তার আহত ঠোঁটের রক্ত সে চেটে চেটে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল। আশ্চর্য এই যে এই বাহাদুর ছোকরা এত মারের পরও জিহ্বা বার করার ক্ষমতা রাখে।

একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত ওদের এইরূপ আদর খাওয়া এখানে চলে। কিন্তু এই বয়ঃসীমারও এখানে একটা মাপকাটি আছে। তারা বালক ততোদিন—যতদিন তারা বাহিরে অপেক্ষমান দলের প্রবেশের জন্যে ঘুলঘুলির পথে বা নর্দমা গলে গৃহস্থ বাটী ঢুকে ভিতর হতে খিল খুলে দিতে সক্ষম। কিন্তু অবয়ব বৃদ্ধি হেতু এই অতি প্রয়োজনীয় কর্মে তারা অক্ষম হওয়া মাত্র তারা আর বালক বা লেণ্ড্রা নয়। তখন ঐরূপ অপর এক বালকের সংগ্রহের জন্য এদের ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। এজন্য একদল অপর দলের ঐ বালক ভাঙিয়ে নিজের দলে নিলে নির্বিবাদে খুন খারাপী ও ছুরি মারামারি চলে। রুকমনীয়ার মনে পড়ে যে, সে'ও বালক অবস্থাতে কতোদিন ঐভাবে রহমন সর্দারের বুকে মুখ রেখে আদর খেয়েছে। এই বেচারাম বালকের আজকের এই ভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। অলক্ষ্যে তার মুখ হতে বার হয়ে আসে—'ক্যা বেটা! উঠ্'। ঠিক সেই সময় সর্দারের আসনের পিছনে রাখা সেই কাঠের সিন্দুক সঙ্কোচন বা প্রসারণ হেতু পূর্বের মত শব্দ করে উঠে—কড় কড় কট কট। বেলা পড়লে বা বাড়লে ঐ সিন্দুক থেকে থেকে ঐভাবে ডেকে ওঠে। এবার তাহলে মজলিস বসার সময় হয়েছে। শুশ্রূষা করার অছিলায় রুকমনীয়া বেচারামকে আড়ালে নিয়ে যায়। এই সুযোগে সেও তাকে একটু আদর করে নিতে পারবে। ঐরকম আদর খাওয়া জঘন্য অপরাধী

সমাজের এক স্বাভাবিক নিয়ম। কেউ কাউকে আদর করতে দেখলে তাদেরও ঐরূপে আদর খেতে বা পেতে ইচ্ছে করে। এই স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও অস্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু খোদ সর্দারের আদর খাওয়া লেণ্ড্রাকে আদর করতে তার এখন সমীহ হয়।

এর পর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান। একে একে বহু শেয়ানা আড্ডা ঘরে এসে মসগুল হয়ে বসে পড়ে। উপসর্দার রুকমনীয়া ও বাচ্চুরাম কয়েকটা চট পেতে দিয়েছে। কয়েকটা তাড়ীর কলসী ও এক ঝুড়ি ভাঁড় সেখানে অভ্যাগতদের জন্য আনা হলো। এদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য ধেনোর ব্যবস্থাও আছে। এই সব শেয়ানাদের মধ্যে কেউ পাতলা লম্বা কেউ বা বেঁটে। কারুর মুখ গোল কারুর বা লম্বা। তাদের কাউকে ঢোলকের মত দেখতে। ঘাড় ছাঁটা লুঙ্গী পরা, ইজের পরা লোকও আছে। কারও হাঁটুর উপর পর্যন্ত ধূলা ময়লা ধুতি। এদের কেউ দাড়ি গোঁফ হীন ব্যক্তি। কারুর এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

এদের সঙ্গে রাত্রের কাজ হতে সদ্য ফেরত কয়জন পাক্কা শেয়ানাও এসেছে। তখনও তাদের পরনে কালো হাফ প্যাণ্ট ও কালো গেঞ্জি। ঘরে ঢুকে তাদের লুঙ্গী ও চাদর খুলে ফেলামাত্র উহাদের নিম্নে রাত্রির য়ুনিফর্ম বার হয়ে পড়ে। এই মজলিসের পর পুনরায় তারা ঐ হাফ স্যুট্ তাদের লুঙ্গি ও চাদর দিয়ে ঢেকে নেবে। এদের এই প্যাণ্টের দুই পকেটে রাত্রের উপার্জন মুঠি মুঠি গহনা ও নোটের তোড়া। এইগুলি সর্দারের হিসাব বাদে প্রণামী তথা সেলামী রূপে তারা সঙ্গে এনেছে। ঐ অপহৃত দ্রব্যের অধিকাংশ দ্রব্য অবশ্য যথারীতি ফিরবার পথে খাউ তথা বামাল গ্রাহক ব্যবসায়ীদের গদীতে তারা জমা দিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে আনা দ্রব্য ও টাকা সসম্মানে নজরনা স্বরূপ সর্দারের পদতলে তারা রেখে দিলে। সেই সাথে ইসারায় তারা সর্দারকে জানালে যে অভিযানের বিশদ বিবরণ ও প্রকৃত হিসাব সর্দার সকাশে তারা পরে নিবেদন করবে। সর্দারের কিন্তু ঐসব হিসাব নিকাশ করার মত মেজাজ সেদিন নেই।

'আরে! শুনোত ভাই লোক সব। এক তাজ্জব'কো বাত হাম তুলোক'কো শুনায়েগী। লেকেন ইসমে কানোমে অঙ্গুলী দেনে পড়েগা', দুর্দান্ত অপদল সর্দার রহমন খাঁ মর্দিত গোখরোর মত ফোঁস করে গর্জে উঠে মাটিতে ঘুঁসি ঠুকে শেয়ানা সাকরেতদের সম্বোধন করে বললে, 'এহী বাততো শুনানে

আউর শুননে ভি সরম আতি। হামাদের দুষমন ভুরোমল সর্দার পাক্কা শেয়ানা নেহী আছে। মেরি খবর মিলা কি উনে পুরিসে এক ঘরিয়ালা আদমী। উসকো এক বহু আউর এক বেটী ভি আছে। ইসমে হামাদের সব কোহীর আপদ আনে শেকথা। তামাম মহল্লাকে মহল্লা বরবাৎ হো যায়গা। হুসিয়ারীসে তুলোক বস্তীভর এহী বাত সবকোহীকো কহ দেও।

'ক্যা সর্দার! ব্রাহ্মণ ভুরোমল ঘরিয়ালা আদমী আছে? উনে কোহী শেয়ানা মরদ নেহী', সমবেত শেয়ানাদের কেউ কেউ ঘন ঘন মৃদু গুঞ্জনে কেউ বা সরব কলরবে পরস্পরকে বলতে থাকে, 'তোবা তোবা! তব্ তো উনে জরুর—আগু ঠাণ্ডা পিছু ক্ষতম হোগী। আরে। খোদাকো ডাণ্ডা কোন রুখে। লেকেন এতনা হিম্মত উনকো কেইসন আ' যাতী। গিয়া মাইনা একঠো পঞ্চাশ হাজার রুপেয়াকো কাম উনলোক কর চুকা। এহী বাড়ে পুলিশ'কো কুছ মালুম ভি পড়া নেহী। কোহী আদমী' সে পুলিশনে একটা খবর ভেজ দেয় তো ক্যা হোয়। খোদা উনলোককো বিলকুল বরবাদ কর দেগী। ক্যা শাহানী! সর্দারকো দল ছোড়কে উনকো দলমে যানে আউর হিঞা হোয়। বাবা! হামলোক বহুতসে বাঁচিয়ে গেলো। আভি ইধার উধার করে তো আশমানসে গিরে আউর দোজাকমে যায়, হাঁ।

হৈ হুল্লোড় ও বাদ প্রতিবাদে রহমন সর্দারের ছোটা মজলিস [ক্যাবিনেট] মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর সেই সাথে পচা তাড়ী ও ধেনো মদের গন্ধে সারা ঘরটি তখন ভরপুর। তামাক ও চণ্ডুর গন্ধে থেকে থেকে রাত জাগা মানুষগুলো কেশে উঠে। তারই মধ্যে কেউ কেউ পর রাত্রির কাম উমের সলাপরামর্শ করে। এমন সময় বাইর হতে একটা সাঙ্কেতিক টোকা শুনা যায়—টক টক। এই দুইবারের বদলে তিনবার টোকা পড়লে এতক্ষণে সেখানে এদের মধ্যে হুড়োহুড়ী পড়ে যেতো। অভ্যাগতদের খবরদারীকারী জনৈক শেয়ানা কান পেতে শুনে সতর্কীমূলক তৃতীয় টোকা বন্ধ দুয়ারের উপরেতে পড়ে কিনা। কারণ, ঐরূপ অঘটন ঘটলে নিমেষে প্রাঙ্গণে রাখা কেনাস্তারার ভাঙা টিনে কাঠির ঘায়ে ঢঙ্ ঢঙ্ করে সে বাজিয়ে দিতো। আর সেই শব্দ শুনে উপস্থিত সকলে মজলিস ভেঙে পাঁচিল টপকে দিকে দিকে দৌড় তো দিতোই! এমন কি বস্তী গ্রামের চতুর্দিকে এদের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরাও সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতো। দুইটা মাত্র টোকা কান পেতে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে সু-খবরের আশাতে সে বাইরে গিয়ে পুনরায় ঘরে ঢুকে সর্দারের কানে

কানে একটা সংবাদ দিলে। তার সংবাদ এই যে গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়া রাম সদলবলে বাহিরে অপেক্ষমান। রহমন সর্দার আকুল আগ্রহে এতক্ষণ এই মহাপুরুষটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তখুনি দলের লোকদের সাথে তাকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া সে বাঞ্ছনীয় মনে করে নি। কারণ, দলের লোকেরা অনেকেই তখনও তাকে না দেখলেও তার নাম ডাক শুনেছে। পরিচয় পাওয়ার পর এই মান্যগণ্য নামী [ওস্তাদ] ব্যক্তিকে দেখার জন্যে তারা ভীড় জমাবে।

'ভাই সব! শুন লিয়ে মেরি আউর বাত্', রহমন সর্দার দুই হাত তুলে শেয়ানাদের সম্বোধন করে বললে, 'আভি মজলিস মে টুটা দেতী। দোসরী এক জরুরী কাম আগয়া। সবকোই মেরি সাথ আভি খাস বুলি বোলত্ রহ—'সর্দারকো নেহী ছোড়ে তব তুকো বাড—বাড়ে'। সর্দারের গলার স্বরে সুর মিলিয়ে ভক্ত শেয়ানারা সমস্বরে বলে উঠে—'সর্দাবকো নেহী ছোড়ে তব মেকো বাড়—বাড়ে'। এর পর এদেরকে বিদায়ের আগে সর্দার রহমনমিয়া তার অনুগত চেলা চামুণ্ডদের সম্বোধন করে বললে, 'আপশোষ তুলোক মাৎ করো। গিয়া মহিনা ভুরোমল 'জী পঞ্চাশ হাজারো রুপেয়াকো কাম কিয়া। লেকেন সামনে মহিনা মেলোক এক লাখো রুপেয়াকো কাম কর লেগী। উনকো কামকো বাড়ে পুলিশনে খবর ভেজনে ঠিক নেহী। কাহে কি ইসমে বেইমানিকো বাত আতি। ওহী সব ঘরিয়ালা আদমীয়োকো বুড়া কাম। হামি লোক মরদকো সাথ মরদকো মাফিক লড্ যায়েগী। সবকোইকো আভি মেরি রাম রাম আউর সেলাম আলেকম। আপলোক আভি আপনা আপনা কামমে যানে শেকথা। ঘরিয়ালা বদমাস'কো কামকো খবর জরুর রাখো। লেকেন তুমলোক খুদ ঘরিয়ালা মাৎ বানো। খেয়াল রাখো তুমলোক বে-ঘরিয়ালা ইজ্জতবালা বে-সাধীবালা শেয়ানা আদমী আছে। বড়ীয়া কুছ কাম উম করনে শেখে তো তুলোককো বাস্তে হাসিনী মুরদ জেনানা আউর মিসানি সরাববালা এক হুল্লোড় বৈঠায়া দিবে। ব্যস। মঞ্জুর! আভি এক এক করকে তুলোক ভাগো। পহেলা আপনা আপনা ডেরামে পাছু আপনা উপনা কাম উমমে তুলোক চলা যাও। কাম উম ফতেকো বাদ উনকো রিপোট ফজীরমে মে'কো পাশ ভেজনা চাহী। কোহী পাকোড় যাও তো মে উকীল ভেজকে জামানত'মে ছোড়ায় লে আয়েগী, হাঁ।

ধীর ভাবে আনত মস্তকে সর্দারের উপদেশ ও আদেশ সসম্ভ্রমে গ্রহণ করে

ও সেই সাথে সেই মত কাজ করার অঙ্গীকার করে একে একে তালাতোড় ও সিঁদেল চোরদের দল আড্ডাঘর ত্যাগ করে গেল। এদের চলে যাওয়ার পর ঐ একই পথে—ওদের সাথে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে তাদেরকে পিছনে ঠেলে দিতে দিতে প্রখ্যাত গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়া রাম ও তার দলবল রহমন সর্দারের এক বিশ্বাসী চেলা ভুখারামের সাথে আড্ডাঘরে ঢুকলো। প্রখ্যাত চৌরসর্দার এই প্রখ্যাত গুণ্ডা সর্দারকে কোকেন দেওয়া পান হাতে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই দোস্তকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাশে বসাতে তার একটুকুও দেরী হয় নি।

'ভুখায়াসে তো হাম সব কুছ শুনিয়ে নিলে। পহেলী'সে ই'বাড়ে মেরে সুবা থে', গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়ারাম খুস মেজাজে রহমানিয়া সর্দারের হাত থেকে প্রথমে একটা কোকেনবালা পান ও পরে এক ভাঁড় ধান্যেশ্বরী মুখে তুলে বললে, সাব! আপ ঠিকিহি বাত কহ গয়া। ভুরোমল বিলকুল পতিত হইয়ে গিছে। উনকে আভি কোহী শেয়ানা না সমঝ। 'শালে, সিদ কাঠিকো সাথে ছুরী'ভী হাঁকড়ায়। আউর লাঠি ডাণ্ডা'ভী চালিয়ে দেয়। আরে। সেরেফ সিঁদকাঠি মারো নেহী তো লাঠি হাঁকড়াও। আরে। সবকোই আপনা আপনা কাম করো। দুসিরিকো কামোমে কাহে ঘুঁসো। শেয়ানা হোগী তো ঠিকসে একই কাম করো। একই সাথ দো দো কাম বেকুউব ঘরিয়ালা লোক করে। একসাথ সব কাম ঠিক ঠিক তো হোতি নেহী। ওহী বাড়ে উলোক হামেসা পাকোড়'ভী যায়। শালো! হামরা শিরমে'ভি একরোজ ডাণ্ডা চালায়ে থি। আপকো মদত মিলি তো উসকো হাম থোড়াই ছোড়েগী'।

প্রখ্যাত গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়ারাম নূতন কোনও সত্য উদ্ঘাটন করেন নি। অপরাধ-বিজ্ঞানীরাও এই একই কথা বলে থাকেন। অপরাধীদের 'প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে ভারসেটাইল ভাব তথা কর্মে সর্বজনীনতা দেখা যায়। এরা প্রায়ই অপরাধের এক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে উহার অপর পদ্ধতি গ্রহণ করে। তাই এদের যে ব্যক্তি তালা ভাঙে সে প্রয়োজনবোধে মানুষ জখমও করে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা 'প্রকৃত অপরাধী' তারা স্পেশেলিজেসনের তথা কর্মে একমুখীতার পক্ষপাতী। এরা এক অপপদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর অপ-পদ্ধতি কদাচ গ্রহণ করেছে। তাই এদের যে ব্যক্তি লোক ঠকায় সে ব্যক্তি কখনও চুরি করে না। কিন্তু গণ্ডারিয়া বা রহমনিয়া জানে না যে—'যে ভাবে

ধাপে ধাপে নেমে ভুরোমল'জী নিরাপরাধী হতে 'প্রাথমিক অপরাধী' এবং প্রাথমিক অপরাধী হতে 'প্রকৃত-অপরাধীতে পরিণত হয়েছে ; সেই একই ভাবে সে ধাপে ধাপে উঠে এবার 'প্রকৃত-অপরাধী' হতে প্রাথমিক-অপরাধী এবং প্রাথমিক অপরাধী হতে নিরপরাধী [স্বাভাবিক] মানুষে পরিণত হতে পারে। তার এইভাবে পুনরায় নিরপরাধী হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ তার ঐ লেড়কী মন্য গৃহস্থীয়া বনে যাওয়া বালিকা। এই দিকে রহমন খান হস্তক্ষেপ করলে ভুরোমলের উপর তার শত্রুতাসাধন রূপ অভিষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না। বরং তাতে সে তার শত্রুরূপে বন্ধুর কার্য করে তাকে সর্দারের গদীতে আরও কিছুকাল সমাসীন রাখবে। কিন্তু স্বাভাবিক নিরপরাধী জীবনে ফিরে যাবার পথে রহমন সর্দারের মত ভুরোমল সর্দারেরও আরও অনেকানেক প্রতিবন্ধকতা আছে। ভুরোমল সর্দার তার ঐ পালিত লেডকীর সংস্পর্শে তার নিষ্ঠুরতা হতে শুধু দাম্ভিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও সে তার এই স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতা ত্যাগ করে পুরাপুরি ভাবপ্রবণতা ক্ষেত্রে ফিরে আসে নি। তার ঐ পালিত লেড়কীর সংস্পর্শে এলে সে যা পায় তার সহচার্য থেকে দূরে যাওয়া মাত্র তা সে হারায়। ভুরোমল ব্রাহ্মণের মন সৎ ও অসৎএর এক অনন্ত দ্বন্দ্ব স্থল হয়ে উঠেছে। দুইটি পরস্পর বিরোধী বিপরীতমুখী ধর্মের সংঘাতে সে নিরাময়ের পথে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পরিবেশ ও অভ্যাস তাকে পিছন দিক থেকে টেনে স্বস্থানেতে ধরে রাখে। এতো সব তত্ত্ব ও তথ্য গণ্ডারিয়া বা রহমনিয়া সর্দারের বোধগম্য নয়। তাই বিরোধীয় সর্দার ভুরোমলজীর বর্তমান মতিগতি তাদেরকে অবাকই করে দেয়। কিন্তু [সাময়িক ভাবে] অধঃপাতিত মানুষ রহমন সর্দার নিজেও 'যে কোনও দিন ঘটনা পরম্পরার সংঘাতে এই ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়তে পারে। অবশ্য সেই অকথ্য অশুভ বিষয় তার পক্ষে তখন পর্যন্ত কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। এখানে মুস্কিল এই যে ভুরোমল ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ রহমনিয়ার দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে নেমে ওদের দলের চেয়ে অধিক হিম্মতওয়ালা আরও বড়ো একটা দল তৈরী করেছে। এই অবিরাম হিংসাত্মক প্রতিযোগিতা বজায় থাকা পর্যন্ত এদের কেউই পূর্বজীবনের পথে এক ধাপও অগ্রসর হতে পারবে না। এদের পক্ষে এখন আপন আপন আশ্রিত দুইটি বিরাট বাহিনী পরিত্যাগ করে সৎমার্গে অগ্রসর হওয়া নিশ্চয়ই এক কঠিন কাজ।

বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ ঘটনার সংঘাতে কী রূপ নেবে তা অতি বড় দৈবজ্ঞরাও বলতে অপারক। কারণ, ভবিষ্যতে আরও বহু ঘটনা পূর্ব ঘটনার সঙ্গে অভাবনীয় ভাবে যুক্ত হয়ে যায়। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান দ্বারা ভবিষ্যৎ বলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ভুরোমল সর্দারের লেড়কীকে গুম করার জন্যে রহমন খাঁর প্রস্তাব গণ্ডারিয়া রামের ঠিক পছন্দ হয় না।

'আচ্ছা! এতনা ছোটা কামমে হাঁত লাগানে হামলোককো ক্যা জরুরত? কিছুক্ষণ রহমানীয়ার সাথে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পর একটু সন্দেহের দোলায় দুলে আনমনা ভাবে সরাবের ভাঁড় মুখে তুলে গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়া বললে, 'হামার মতলবমে উনেকো শির তোড়না চাহী। নেহীতো কোহী গোয়ান্দাসে পুলিশমে উনকো বিরুদ্ধমে খবর ভেজনে চাহী। আপ ক্যা বোলে—'

'নেহী! গোয়েন্দা লোক কো বাত ছোড় দিইয়ে। উতো আউরভি ছোটা কাম আছে', মাথা নেড়ে গণ্ডারিয়ার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে রহমনিয়া সর্দার উত্তর করলো, 'উসকো শির তোড়নে নেহী—শেখা। লেকেন উসকো দিল তো তোড় যায়ে। মে শুনা ঘরিয়ালা লোক'কো লেড়কা লেড়কী' পর বহু মহবৎ আতী। উনে লেড়কী গুম হোনে বাদ উতো কামকো লায়েক নেহী রহে। তু-ভাই সব কুছ পাত্তা লাগাকে তুরন ওহী কাম হাসিল করো। এহী ছোটা কাম আপনা হাতমে না কারনে চাহো তো এহী কাম করনে বালে দোসরা কোহীকো ইসমে লাগাও।

'হামার ভাই পয়েলাহী উনে লেড়কী বাড়ে পুরা পাত্তা উত্তা মিলে গেছে', গণ্ডারীয়া রাম সর্দার এবার সরাব ছেড়ে চণ্ডুর হুক্কা হাতে তুলে খুস মেজাজে প্রিয় দোস্ত রহমন সর্দারকে বললো, 'সে হাম খবর পেলো কি উনে লেড়কী উর মাজীর সাথে হররোজ গঙ্গা চান করে। এতোয়ারকো রাতমে চন্দ্র-গ্রহনী'কো এক বড়ীয়া যোগ আছে। উনে দোনোমে রাত চার বাজে জরুর গঙ্গা চাইন করতে যাবে। হামি লোক দো' নৌকামে দো তরফসে উনকো ঘির লিয়ে গুম করিয়ে দিবে। বোমা উমা আউর ছুরী উরী সাথে বিশ জোয়ানকে হামি উহাঁ ভেজবে। উমরু আউর ঝুমরু উনাদের সাথ সাথ উনাদের নেতা বানকে যাবে। হামার মত আদমীর খুদ্ এতনা ছোটা কামেমে যানে সরম আতি। লেকেন অমরু আউর ঝমরু' ইস কাম বাড়ে বহুৎ মজবুৎ আদমী

আছে। ওহী কাম আপকো ঠিকহি ফতে হো যায়েগী। হামলোককো এধার উধার বহুত কাম। এক বাবুকো ভাইকো গুম্ করনে বাস্তে দো'হাজার অগ্রিম হাঁম নিয়েছে। ঘর যাকে উনে বাড়ে কুছ করনে হোগা। আচ্ছা, সাব! আলেকম। হাম আভি লোট যায়ে আকর আপকো কাম করে। আভি দেখিয়ে তো গঙ্গামায়ীকো ক্যা কৃপা। সব লোক দেখতা কি উনে লেড়কী গঙ্গা কিনারে আতে যাতে চান করতে। লেকেন উনে লেডকী, রতী ক্যাহা উস্ পাত্তা অভিতক মুকো নেহী মিলি।

লেড়কী'কো কুঠিকো পাত্তা আভিতক মেরী কোহী শেয়ানাকো'ভি নেহী মিলি। লেকেন শুনা হ্যায় ভূরিমল ঘরিয়ালা চুপে চাপে উঁহে আঁধারমে যাতি আউব আঁধারমে আতি', ভুরমল ব্রাহ্মণের বিরোধী পাক্ষীয় সৈদ রহমনখান প্রত্যুত্তরে বন্ধুকে বললে, 'গঙ্গা কিনারামে কাম উম কোহী কারণমে নেহী ফতে হোয় তো উনে লেডকীকো কুঠিসে উঠায় লেনে জরুরত পড়েগী। তুহর হাঁতোসে কোহী শীকার অভিতক নেহী ভাগে। ইস্ বাত মে আচ্ছি জানে। লেকেন ভুবোমলিয়াকি ঘবিয়ালি প্রমাণিত করণে উসকো ঘরকো পাত্তাভি লেনে চাহী। দেখো ভাই। কোহী—লালসমে গিরকে তুহো মেকো ছোড়কে উস্‌কো দলমে মাৎ ভীড়ো। তু! আগো বাড়ো পিছু নেহী হটো। দোনো ধার দাঁতোসে নেহী কাটো, হ্যাঁ—

প্রত্যুত্তরে গুণ্ডাবালা গণ্ডাবিয়া বাবু সলজ্জভাবে একটু মাথা নাড়লো মাত্র। যারা অধিক মুদ্রা দেয় তাদেব কাজই মাত্র এরা নির্বিবাদে সমাধা করে। জাত ব্যবসাব রীতি নীতির বাইরে তারা কম ক্ষেত্রেই যায়। কিন্তু তা সত্বেও কাউকে কথা দিলে ধর্মরক্ষার জন্যে সে কথা তারা রাখে। গুণ্ডা গণ্ডারিয়া রহমনিয়াকে আশ্বস্ত করে জানালে যে ঐরূপ বেইমানী তার দ্বারা সম্ভব নয়।

এই আশু সাফল্যে রহমনিয়া সর্দার তার স্বাভাবিক মন এতক্ষণে ফিরে পেয়েছে। গণ্ডারিয়ার শেষ বেশ আশ্বাস বাণীতে সে একটু হাসলো মাত্র। সাধারণ গুণ্ডা মাত্রেই ঘরিয়ালা হওয়াতে গণ্ডারিয়া রামও একজন ঘরিয়ালা। সে এখন তাদের মত ব্রাহ্মণ্য অর্জনের জন্য শেয়ানা হতে চায়। তাই ঘরিয়ালাদের প্রতি তার এতো অবজ্ঞা। সে নিজে ঘরিয়ালা না হলে এমন করে গঙ্গামায়ীর নাম উচ্চারণ করতে পারতো না। সে জানে না ও বুঝে না [শেয়ানাদের মত] যে ধর্ম আদর্শের ক্ষেত্রে একটা পুতুল পূজা মাত্র। কিন্তু এখন ঐ মূর্খ লোকটা দ্বারা স্বকার্য উদ্ধার করতে হবে। তাই তার পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়ের

কাজ। গণ্ডারিয়া জানে না যে, সে ঘরিয়ালা বলেই তার আগমনে রহমানিয়া শেয়ানাদের মজলিস ভেঙে দিয়েছিল। গণ্ডারিয়াকে আড্ডা ঘর থেকে বিদায় দিয়ে রহমনিয়া তার চলার পথের দিকে একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে দেখলো। তারপর সে একাকী আড্ডা ঘরেতে আপন গদীর উপর বসে নিঃশব্দে চণ্ডুর পাইপটা মুখেতে তুলে নিল। 'ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক'—ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে চণ্ডুর ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে শক্ত কাঠের বালিশে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো।

চণ্ডুর আমেজে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে একবার রহমনিয়ার মনে হয় যে, তার মত এক সর্দারের পক্ষে এটা উপযুক্ত কাজ হলো না। তার সাকরেদ বাচ্চুরাম ততক্ষণে গণ্ডারিয়াকে তঞ্চকতা করে বস্তীর বাইরে নিয়ে গিয়েছে। সে ডাক দিয়ে কাউকে পাঠিয়ে বাচ্চুরাম ও সেই সঙ্গে গণ্ডারিয়াকে ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু নেশার আমেজে ঢুলে পড়ে তার সেই অস্ফুট স্বর অস্ফুটই থেকে যায়। সে জানে যে হাকিম নড়লেও হুকুমৎ নড়া উচিত নয়। তবু সে সমস্ত প্রাণ উজাড় করে চীৎকার করে বলতে চায়—'বাচ্চু! লোটে আও।' কিন্তু নেশার ঘোরেতে ঢুলে পড়াতে তার সেই অস্ফুট স্বর অস্ফুটই থেকে যায়। এর পরক্ষণেই সে তন্দ্রার ঘোরে দেখে এক প্রৌঢ়া স্নেহপ্রবণ নারী মাটির কুঠরীর ধারের একটা হেলে পড়া গাছ পাকড়ে চীৎকার করে তাকে ডাকছে—'বাচ্চা! লোটে আও।' আর ঠিক সেই সময়েতে সে আরও দেখে যে ঐ গাছের আড়ালে একটা কাঁথাতে জড়ানো দু'বছরের এক শিশু ক্রোড়ে স্বল্প বয়স্কা এক ক্রন্দনরতা নারী ঘোমটার আড়াল থেকে তাকে দেখছে। ঐ ঘোমটার ভিতর থেকে তার পিতলের নোলকটা স্পষ্ট দেখা গেলেও মুখটা তার একটুকুও দেখা যায় না। এতো ডাকাডাকি সত্ত্বেও তার দলের লোকেরা তার ইচ্ছা থাকলেও তাকে ফিরতে দিলে না। সেবারকার সেই অভিযানের ফলে তার প্রথমবার স্বল্প-কালীন মেয়াদ হলো। চুরির অপরাধে মেয়াদ খাটার পর রহমন খাঁর আর ঘরে ফিরে আসা হয়ে ওঠে নি। সে ঘটনা আজ থেকে প্রায় বিশ বছরের পুরানো ঘটনা। কদাচিৎ ভাষা ভাষা ভাবে পুরানো কাহিনী মনে পড়লেও পরক্ষণে সে ঐ সব পুরাতন ঘটনা ভুলে যায়। অধুনাকালে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হেতু তার সেই সব পূর্ব জীবনের বিষয় মনে না পড়ারই কথা। বস্তুত ঘুম ভাঙার পর ঐসব বিষয় আর তার মনেও

থাকে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিসের একটা নিদারুণ ব্যথাতে তার মন মধ্যে মধ্যে ভেঙে পড়ে। আর সেই সঙ্গে একটা পিতলের একটা প্রকাণ্ড নোলোক তার চোখের মণিতে ফুটে ওঠে। কিন্তু কোনও নোলোক তো সে বা তার দলের কেউ চুরি করে না। তবে কেন তার এই নোলক ভীতি বা কেন তার এই অকারণ মনোবিকার। এমন ভাবে অকারণে কেন তার মন থেকে থেকে গুমরতে থাকে। রহমনিয়া সর্দার এসব না বুঝেও শুধু এইটুকু বুঝে যে এটা তার একটা পুরাতন মনোরোগ। তার এই মনের শয়তানকে সে তখন তাড়াবার জন্যে ভাঁড় ভাঁড় উদগ্র সুরা পান করতে থাকে।

এই সময় হঠাৎ আড্ডা ঘরের চালের ওপর থেকে একটা মোরগ সশব্দে ডাক দিয়ে উঠলো—কোঁকর কোঁ কোঁ। আর সেই সঙ্গে সেখানে কবার মুরগীর উপস্থিতির একটা পাখার ঝট পট্ শব্দ শোনা গেল। খোলার চালেতে মানুষের পায়ের ঘায়ের মড় মড় শব্দও সর্দারের কানে যায়। কিঞ্চিৎ তন্দ্রামুক্ত রহমনিয়া সর্দার ধড় মড় করে নড়ে বসে ভাবে যে মহল্লার কোনও লেড়কা তাদের পলাতক মুরগীর খোঁজে ছাউনীর ওপর উঠেছে। অভ্যাসমত তার স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই গলাতে সর্দার একবার চেঁচিয়ে উঠলো—'এই। কোউন হ্যায় রে! কমবখত্ কো বাচ্ছা। কিন্তু রহমনিয়া সর্দার বুঝতে পারে না যে মুরগী উঠার পর সেখানে মানুষ উঠলো, না, মানুষ ও মুরগী একই সঙ্গে চালের উপর উঠেছে। বরং ঠিক এই সময়ে মুরগীর ডাক শুভ বুঝে সে মনে মনে একটু খুশীই হয়। ততোক্ষণ ভিন পাড়ার এক সাহসী বালক ছাদের চালেতে উঠে নীরবে নীচের দিকে কান পেতে বসে। এইবার সে মুরগী বগলে লাফিয়ে পাশের বাড়ির উঠানে পড়লো। তারপর এই বালক গোয়েন্দা এক ছুটে গলি বয়ে বার হয়ে নিজেদের আস্তানাতে বিজয়োল্লাসে ফিরে চললো। পরম পিতা বিধাতা পুরুষ এদের এই পারস্পরিক ব্যাপারে একটু হাসলেন মাত্র। কারণ, কারও কারও নিজেদের প্রতি অতি-বিশ্বাস ক্ষেত্র বিশেষে উপকারে না এসে অপকারেও এসে থাকে।

মনসা দেবীর বাহন বিষধারিনী নাগিনীদের মত এই সব গুপ্তচর কোথায় বা না আছে। অলিতে গলিতে আড়ালে আবডালে, সিপাহী জমাদারদের মধ্যে, অট্টালিকাসমূহের ভাঙা বেষ্টনী প্রাচীরের কোটোরের ফাঁকে, থানার বড়বাবুর পরিচারিকার রূপ ধরে বড়সাহেবের আর্দালীদের মধ্যে কখনও বা বামন চাকর ও ধোপী নাপিত রূপে কিংবা ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের

পেয়ারের চাকর রূপে, সাহেব সুবোদের বেয়ারাদের মধ্যে পানওয়ালা ও মুদীদের দোকানেতে সর্বত্রই তারা আছে। এরা শুধু পরস্পরের বিরোধী দলের সংবাদই যে স্ব স্ব দলের জন্যে সংগ্রহ করে তা নয়। এদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে তাদের সাধারণ শত্রুদের সম্বন্ধেও খবর রাখতে হয়। এদের ভাতভিত্তি রুজিরোজগার এবং প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার্থে বা কারও উপর প্রতিশোধ নিতে ওরাই এদের প্রধান সহায়। এই সব গুপ্তচর দল নিজেরা কাউকে কামড়ায় না। তারা শিকারকে শুধু দেখে মাত্র। বরং এদের শত্রুর দ্বারা নিগৃহীত হতে হয়। কিন্তু যারা কামড়ায় তারা সেখানে পরে আসে।

দুই

ভোরের আলো তখনও পৃথিবীতে ভালো করে ফুটে উঠে নি। তখন তা আঁধার ফুঁড়ে বার হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। অন্ধকারেতে রাজপথের বৈদ্যুতিক তারগুলো পর্যন্ত ভালো করে দেখা যায় না। ধোঁয়াটে অন্ধকারে রাজপথের দু'পাশে বাড়িগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বন্ধ জানালা দরজা ফুঁড়ে একটুও আলোক রশ্মি দেখা যায় না। ঘুমন্ত মহানগরীর ঘুম তখনও ভাঙে নি। কিন্তু তার মধ্যেও দু একটি বাড়ির আধ-খোলা দুয়ারের ফাঁকে গামছা ও কাপড়ের পুঁটলী হাতে দুই একজন বার হয়ে অন্ধকার রাজপথে পুণ্যার্থী নরনারীর মিছিলে মিশে যাচ্ছে।

চন্দ্রগ্রহণান্তে স্নানার্থীনী পুণ্যার্থী নরনারীর সংখ্যা কিছুক্ষণ পরে আরও বেড়ে যায়। এবার তারা রাজপথ বেয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে কলরব করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ইতস্ততঃ ছড়ানো মাত্র কয়েক ব্যক্তির নীরব মিছিল এখন বহু ব্যক্তির সরব জনতাতে পরিণত। ভীড়ের মধ্যে থেকে ছিনতাই প্রতিরোধকারী সিপাহীরা রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে টহলেতে ব্যস্ত। ছিনতাইদের পরিক্রমণ লক্ষ্য করা অপেক্ষা তাদের তদারকী অফিসরদের আগমনের পথের দিকেই লক্ষ্য বেশী। তাদের আশঙ্কা এই যে তাদের দেখতে না পেয়ে ঐ উর্ধ্বতন অফসররা

তাদেরকে গরহাজীরীর দায়ে অভিযুক্ত না করে! স্নানের ঘাটের সামনের বড় রাস্তাতে এই শান্ত্রী দলের সংখ্যা আরও বেশী। এদের সঙ্গে আছে হাতে ব্যাজ আঁটা সৌখীন যুবক ভলান্টিয়ারের দল। গলায় গিল্টি করা স্বর্ণগঠিত মন্ত চেন ঝুলিয়ে স্প্রিং যুক্ত বেঁটে কাঁচি আস্তীনেতে লুকিয়ে জনকয় পেশাদারী ছিনতাই যে এধার ওধার না ঘুরছে তা'ও নয়। তাদের ভাগ্য ভালো যে ডউটীবালা পুলিশ ও ছিনতাই-এর দল পরস্পরকে চেনে না। সত্যিকার স্বর্ণ-হার-হারা কোনও স্ত্রীলোকের আর্তনাদে এরাই সর্বপ্রথম ছুটে এসে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়। এমন কি তারা তাদের সাহায্যার্থে পুলিশ পর্যন্ত ঘটনা স্থলে ডেকে আনে। তাদেরকেই প্রত্যক্ষদর্শী রূপে নাম টুকে নেওয়া ব্যতীত পুলিশের অন্য কোনও কর্তব্যও নেই। তবে কয়েকজন বে-হিসাবী ছিনতাইরা যে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে তা'ও নয়। পরে অবশ্য ছিনতাইদের স্যাঙ্গাৎরূপ ঐসব প্রত্যক্ষদর্শীরা আদালতে জেরার মুখে ফরীয়াদীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে তাদের ঐসব বন্ধুদের উদ্ধার করবে। একমাত্র এইসব ছিনতাই ও কয়জন ছিঁচকাচোর ছাড়া অন্য কোনও তস্করদের আজকে এখানে কারবারের সুযোগ নেই। স্থানের ঘাট এখন বোঁচকা-চোর ও ছিনতাইদের একচেটিয়া কর্মক্ষেত্রে পরিণত।

'আরে। সুরথ চৌধুরী! এতো রাত্রে তুই এইখানে?' সতীর্থ সুরথ চৌধুরীকে ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বাল্য বন্ধু বজত মল্লিক বললো, 'তাহলে আমি একাই ধর্মে কর্মে বিশ্বাসী না হয়েও মাত্র স্নান দেখবার জন্যে এখানে আসিনি! এইসব পুণ্যকর্মে বিশ্বাসী না হলেও পূর্বপুরুষদের এই বিশ্বাসের উপর শ্রদ্ধা আমাদের যথেষ্ট আছে। না হলে এই বিদেশীদের মুখে এগুলোর নিন্দা শুনে আমরা মারমুখী হয়ে উঠি কেন? এখন না হয় মুলতবী থাকুক ঐসব বিতর্কমূলক তত্ত্ব কথা। হাঁরে! এ কথা কি সত্যি? শুনেছি তুই পরিশেষে পুলিশে ঢুকে ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসেছিস? কাকা বললে যে তুই কালকেই বেলা বারোটার পর প্রত্যক্ষভাবে পুলিশ বিভাগের কাজে যোগ দিবি। এখনও পুলিশ না হয়েও আজকে রাত্রে তোর এইখানে এই অভিসারের অর্থ? অবশ্য এবার থেকে তোকেও এইসব জায়গায় ডিউটী দিতে হতে পারে। কিন্তু তুই শেষ বেশ পুলিশে ঢুকে পড়লি? এই নূতন চাকুরীর জন্য তোকে কন্‌গ্রাচুলেট করেও বলতে হয় যে, আজ থেকে আমাদের দুজনকে দুইটি বিপরীত দিকেই চলতে

হবে। ভবিষ্যতে আমাদের দু'জনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষ হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য কোনও দিন যদি আমরা গভর্ণমেণ্ট উল্টিয়ে প্রশাসন কর্তা হতে পারি তাহলে সেইদিন আবার তুই হবি পূর্বেকার মতো আমার অকৃত্রিম বন্ধু। আমার এই বিপ্লবিনী ভগিনী কিন্তু তোর পুলিশ হওয়ার এই বারতা শুনলে অবাক ও সেই সঙ্গে দুঃখিতও হবে। আচ্ছা, যাক এখন ঐ সব পুরানো দিনের স্মৃতিকথা! কিন্তু—

বন্ধুকে নিজের বোনের কথা নিজেই শুনিয়ে রজত মল্লিক নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠে। আজকের এই দিনে তাকে সেই দিনের বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া নিরর্থক। এতে তার বন্ধু সুরথ নূতন করে ব্যথা পেতে পারে। সুরথ রজতের মুখে তার ভগিনীর বিষয় শুনে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। একটা মাত্র শব্দও আর তার মুখ থেকে বার হতে চায় না। এরপর ঐ পুরানো প্রসঙ্গ এড়িয়ে তারা বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

'ভাই। আমরা সাবেক যুগের আবহাওয়াতে মানুষ হওয়া সন্তান। অভিভাবকের আদেশ ও নির্দেশ আজও আমাদের কাছে বেদবাক্যের মত অলঙ্ঘনীয়। এসব তত্ত্ব কথা আজকের যুগে মানুষ হওয়া যুবকদের বোধগম্য হবার কথা নয়। তাই তোদের মতে এই ঘৃণ্য-অবাঞ্ছিত চাকুরী পিতৃ আদেশে আমাকে গ্রহণ করতে হলো। নিজের সম্বন্ধে নিজেই দায়িত্ব নিতে একমাত্র মহাপুরুষরাই সক্ষম। যেহেতু আমি কোনও এক মহাপুরুষ নই, সে হেতু পিতৃ-আদেশই আমার শিরোধার্য। পিতার মতে একমাত্র মিশনারীদের পরেই পুলিশের লোকেরাই মানুষের উপকার করার সুযোগ পায়। ভাই রজত! তবুও আমার স্বঅর্জিত আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে মন আজ আমার খুবই খারাপ। তাই রাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মত আমি একজন মুক্ত মানুষের মত বার হলাম; তার প্রিয় বন্ধু রজত মল্লিকের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে সুরথ চৌধুরী ক্ষুণ্ণ মনে বললো, 'কাল থেকে আমার মত এক অনদ্য মুক্ত পুরুষের বন্দী জীবন সুরু হবে। চতুর্দিকের আইনের নাগপাশ ও সহস্র বাধা নিষেধের আবর্তনে আমি বাঁধা পড়বো। ইচ্ছে হলেও তোদের সঙ্গে সার্কাসের আট আনা সিটে বসে খোসা ছাড়িয়ে চিনে বাদাম খেতে পারবো না। ট্যাক্সিতে না উঠে রিক্সাতে উঠলে পদমর্যাদা বজায় না রাখার দায়ে কর্তৃপক্ষের সকাশে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাই—

হুম্! অতীতে এদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও তাদের বসন ব্যাসনে খাওয়া

ও বসবাস সম্বন্ধে বহু কৃচ্ছসাধ্য বাধা নিষেধ স্বেচ্ছাতে বরণ করেছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে জনসমাজে তারা অন্যান্য বহুপ্রকার লোভনীয় সুবিধা পেয়েছিল প্রচুর। আর কয়েকদিন পর তুই নিজেই ফার্স্ট ক্লাশের সিটে বসে ঐ আট আনা সিটে বসা মানুষগুলোকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবি। এইমাত্র তুই নিজেই তো বললি যে তুই কোনও এক মহাপুরুষ নস। তাই সাধারণ মানুষ যা কবে ধীরে ধীরে তুইও তাইতে অভ্যস্ত হবি, বন্ধু সুরথ চৌধুবীব এই খেদোক্তির জবাবে রজত মল্লিক একটু হেসে উত্তব করলে, 'কিন্তু পুলিশের এই সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের বদলে তোদের প্রাপ্ত সুবিধাতে আমাদের অসুবিধা। তুই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় আবক্ষের একজন সদস্য হলে অবশ্য আমি খুশী হতাম। এই ভয় যে পরিবেশের অমোঘ শক্তি তোকেও ওদের মত দানব করে তুলবে। কে বলতে পাবে যে একদিন মুখোমুখী সজ্ঘর্ষে আমাদের একজন বা অপর জনকে বিদায় নিতে হবে না। তোকে বলতে বাঁধা নেই যে আমি কিছুকাল যাবৎ স্বদেশ উদ্ধারকারী জাতীয় বাহিনীতে আছি। যাক্! এখন এই শেষবাবের মত একটু গল্পগুজব করে নেওয়া যাক্।

'ভাই! প্রতি তারিখের অভ্যাসমত ভোর রাত্রে একটু রাজপথে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আঁধারে ঢাকা ধূসর পাহাড়ের মত অট্টালিকা শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে অলিগলি বযে উপনদীর মত ক্ষীণ জনস্রোত বার হয়ে বড়ো নদীরূপী বড় রাস্তাতে বেগবতী বিরাটাকার জনস্রোতে রূপান্তরিত হলো', নারী কণ্টকাকীর্ণ এই স্নানের ঘাটে তার আগমন যে কোনও এক উদ্দেশ্য-পূর্ণ নয় তা প্রমাণ করবাব জন্যে ব্যস্তভাবে সুরথ চৌধুরী কৈফিয়ৎ স্বরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে বন্ধুকে বললে, 'এর পর হঠাৎ এই জনসমুদ্রের আবর্তনে পড়ে ক্ষীণ কুটার মত তাতে আমার গা ভাসাতে ইচ্ছে হয়। কিসের আকর্ষণে যুগযুগান্তর ধরে ঐ একই পথে আকুল জনতার পরিক্রমণ? এইটুকু সরজমীনে দেখতে ও বুঝতে মুখ্যতঃ আমার এখানে আগমন হয়েছে। এখানে এসে সবিস্ময়ে দেখি যে জনস্রোত রূপ নদীগুলি এখানে একত্র হয়ে স্থানটিকে সাগরে পরিণত করেছে। ভারতীয় জনতার বিভিন্ন পথ ও মত হলেও এইখানে এসে এরা একাকার।'

বন্ধুর মুখে ভারতীয় সভ্যতার এই চিরন্তন অখণ্ড সত্য সম্বলিত নূতন ভাষ্য শুনে সুরথ মল্লিক মুগ্ধ হয়ে সেই বিপুল ভক্তিমান জনসমুদ্রের প্রতি চেয়ে দেখলো। সে এখানে ভাবপ্রবণতার কারণেই ভাবপ্রবণতা'কে বিসর্জন দিয়ে

তাদের বিপ্লবী দলের নেতা অমুক দাদার আদেশে আগ্নেয়াস্ত্র সহ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাদের ধারণাতে ঘৃণ্য অত্যাচারী মন্ত্র স্থানীয় কোতোয়ালীর প্রধান অমুক বাবু রাত্রেতে তদারকী কার্যে এখানে আসবে। অন্ধকারের মধ্যে তাকে প্রাণে শেষ করে অন্ধকারেতেই তার এই স্থান ত্যাগ করার কথা। কিন্তু স্নেহপ্রবণ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংস্পর্শ ভোরের হাওয়ার সংস্পর্শের মতই তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে পুনরায় সতেজ করে দেয়। ফলে, তার সাথে সাথে স্বাভাবিক ভদ্রজনোচিত 'ধর্ম ও কর্ম' ভীতি একই সাথে তার মনে জেগে উঠে। তার ভয় হয় কর্ম সাধনান্তে এই জনসমুদ্রের ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে তাকে ডুবিয়ে দেবে। সেই সময় তাদের দলের কর্তা অমুক দাদার দৃঢ় কণ্ঠস্বর তার মনের মনিকোঠাতে ঘা মেরে খন খন করে ঝঙ্কারিয়ে বলে উঠে—"জনতা তথা মাস'কে ভয় করবার কোনও কারণ নেই। প্রস্তুতি-বিহীন আদর্শহীন জনতা অগ্নিবর্ষণের মুখে ভাঁটার জলের মত সরে গিয়ে তখন মাটির সাথে লেপ্টে যাবে।' তবু তরুণ সদবংশীয় ব্রাহ্মণ যুবক নব বিপ্লবী রজত মল্লিকের মনে হয় যে স্থানীয় কোতোয়ালীর বড়বাবু রূপ তার ঐ শিকার এই তারিখে এই সময়ে কর্তব্য কর্মে সেখানে না এলেই ভালো হয়।

'এ'বাবু! আপলোক ক্যা মতলব মে হঁ' হাপর খাঁড়া-হো-ও। যাও। তফাৎ খাঁড়া হো যাও', একজন পুলিশের সিপাহী অতর্কিতে ঘাটের চাতালের একধারে দণ্ডায়মান দুই বন্ধু সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিককে গাল পেড়ে কনুই-এর ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপলোককো সরম লাগতা নেহী হ্যায়। ঝুট্ মুট কাহে ইহা খড়া রহো। ক্যারে! মজা উজী দেখিল'ভি, না আভি কি'ধার হট্ যাবি'।

জন সাধারণের নকর-মন্ত্র এই পুলিশি শাস্ত্রীর এইরূপ অকারণ অভদ্র ব্যবহারে অন্য সময় হলে এদের দুজনাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু তারা জানে যে তাদের একজনাকে কাল হতে ওদের দলেতেই মিশে যেতে হবে। এখন ওদের দলেরই একজন হওয়াতে জনতার প্রতি ঐ সিপাহীর এই অকারণ দুর্ব্যবহার সুরথ চৌধুরীকে যথেষ্ট পরিমাণে লজ্জিত করে তুলেছে। তবু সুরথ চৌধুরীর মনে হলো ওদের সর্দার হওয়ার পর সে নিরপরাধী জনতার প্রতি ওদেরকে ভদ্র ব্যবহার করতে শিক্ষা দেবে। ঠিক সেই সময় রজত মল্লিক ভাবছিল যে জনতার সামগ্রিক প্রতিরোধই এর একমাত্র প্রতিবিধান। অবশ্য ভিতর থেকে সুরথ চৌধুরী এবং বাহির থেকে রজত মল্লিক এর প্রতিরোধার্থে

যদি দল তৈরী করতে পারে তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সুরথ পুলিশে ঢোকার পর পরিবৈষিক কারণে ক্রমিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তার কাছ থেকে এবিষয়ে সে কি একটু মাত্রও প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে? একবার বিপ্লবী রজত বাবুর এও মনে হয় আত্ম পরিচয় না দিয়ে ঐ বন্ধুর সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গতা জমিয়ে বিপক্ষদের পরিক্রমণ খবর পাওয়াও যেতে পারতো। তাদের দলের প্রধান দাদাদের অনুমতি সাপক্ষে ঐ বিষয়ে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তাতে তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে যেন বলে উঠে—'না না, তার প্রিয় বন্ধুকে নিমকহারাম অকৃতজ্ঞমনা বিশ্বাসঘাতকে পরিণত সে কিছুতে করে তুলতে পারে না। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই গূঢ় মনোভাব ও মৃদু মুখর সু ও কু চিন্তা কেউ কাউর কাছে প্রকাশ না করে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে নীরবে একটু হাসলো। সুরথ চৌধুরীকে এই সিপাহীর দল তখনও পর্যন্ত চিনে না। ওদিকে রজত মল্লিকের পরণে খাদী ও গান্ধি টুপি। অকারণে অধিক লাঞ্ছনা এড়াবার জন্যে তারা সেখান থেকে দ্রুত পদে সরেই যাচ্ছিল। কারণ, এস্থলে অযথা শক্তিক্ষয় করা এদের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাউরই অভিপ্রেত নয়।

ওখান থেকে তাদেরকে এই ভাবে সরাবার পিছনে ঐ সিপাহীদের গূঢ় উদ্দেশ্য তখনও পর্যন্ত তারা সম্যক রূপে অবহিত হতে পারে নি। ঐ সিপাহীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়াকে চিনলে তারা অবশ্য ঐ অসাধু সিপাহীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারতো। বিপ্লবী দলের বধ্য-শিকার পুলিশির [পূর্বোক্ত] উপরওয়ালা অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকাতে তার ভাগ্যগুণেতে সেখানে তদারকীতে এলেন না বটে! কিন্তু ঐ গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারীয়া রাম তার চেলাদের করণীয় কাজের তদারকী করতে নির্ধারিত ঘটনাস্থলে ঠিক সময়েতে ঠিকই এসে উপস্থিত হয়েছে।

গান্ধী ক্যাপ পরা গাঁট্টাগোঁট্টা এক স্বদেশী বাবু ও আধুনিক ধাঁচের এক বাঙ্গালি যুবকের ঐস্থানে উপস্থিতি গুণ্ডা সর্দার গুণ্ডারীয়া তার দুষ্কার্য কালে প্রতিবন্ধক হবে বলে আশঙ্কা করেছিল। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে এই সব স্বদেশী বাবুদের স্বভাবই হচ্ছে তাদের মতই বেপরোয়া ভাবে অন্যের বিপদে মরণপণ করে এগিয়ে আসা। অতএব তাকে তার জানা চেনা ঐ অসাধু সিপাহীর সাহায্যে প্রথমে ওদেরকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে দিতে হলো।

গঙ্গার ঘাটের সোপানরাজীর মধ্যস্থল একটা মোটা কাছি দড়ির সাহায্যে

দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার এক ভাগে স্ত্রী ও অপর ভাগে পুরুষ। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে এক দেশবলী দুবৃত্ত কিছুতেই ঐ কৃত্তিম বিভাগ মানবে না। তার শ্রীমুখে সেই একটিমাত্র বাঁধা বুলি—'ক্যা! ইয়ে সরকারী-ঘাট কিসিকো আপনা জমীন আছে? উপস্থিত স্ত্রী পুরুষের ব্যর্থ ক্ষীণকণ্ঠী উপরোধ ততক্ষণে মহা কলরবে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু এই অবাধ্য দুবৃত্ত এক অবোধ্য কারণে একটিমাত্র স্নানার্থীনী বালিকার দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ঐ বালিকার অবিভাবিকা এক প্রৌঢ়া নারীর চীৎকার ডুবিয়ে ঐ দুবৃত্ত লোক হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—'ক্যা বুড়ীয়া! মেকো না চিনোৎ। হাম এহী স্থানে সে হটবে তো আসবে কেন্। দেখ্! দেখ! দরিয়ামে না'ও পর চেয়ে দেখ। এহেনে অমরুকো সাথ ঝমরু'ভি আছে। লেড়কী নৌ'মে উঠাও তো হাজার রূপেয়া। নেহী তো তুহোর জীন্দিকী তড়ীৎ বররাদ। আউর দোনেকে একসাথ ঝটিৎ মুর্দাবাদ, হাঁ'। এবে যা বোলত্ তা শুনোত্ নেহী। তো হেনে তেরি আউর মেরি ক্যা হিত ঘটিত্ উ'তো দেখ। ইসকো রীত্ মাফিক উচীৎ বিহিত না করে তো হামলোক ভি মরে। বেগার গরম অহিম্মতি সরম লেকে কেইসেন মে'লোক ফিরে ঘরে'। কিন্তু এদের এতো উলম্ফন, আস্ফালন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও উপস্থিত হিতবাদী স্বেচ্ছাসেবক কিংবা নির্বিবাদী স্নানার্থীদের কেউ এদেরকে বাধা দিতে সাহসী হয় না। ওদিকে নীচে বা উপরে পুলিশও কোথায়ও ঐ সময় আর দেখা যায় না। কেউ কেউ এটা এদের এক ঘরোয়া কলহ বলে বুঝে নাক সিটকে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গত কারণে সন্দেহ এই যে তা না হলে এতো কন্যাদের মধ্যে ঐ একটি কন্যার উপর এদের এতো ঝোঁক হয় কেন। গুণ্ডা লোকটা আরও একটু এগলে দুই একজন সাহসী লোক এর ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো বটে! কিন্তু এতে পাল্টা অভিযোগে খোঁকরে উঠে ঐ সব গুণ্ডা তাদের উদ্দেশ করে বলে উঠে 'হাম লোককো ঘরোয়া বাতমে তুহর ক্যা মতলব? ঘাটের উপরকার জনতার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া পাহারাদার ও সিপাহী শান্ত্রীদের কেউ নীচে নামে না। অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ওদেরকে গুণ্ডারা উৎকোচে বশীভূত করেছে। বুদ্ধিমান কেউ কেউ সব বুঝে ও জেনেও ঝুট মুট নিজেদেরকে ঝামালাতে জড়াতে চায় না।

চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে রাহু গ্রাস থেকে সদ্যমুক্ত চন্দ্রোদয়ের পর গঙ্গাঘাটে এতক্ষণে তিল ধারণের স্থান নেই। প্রশস্ত পাথর বাঁধানো সোপান শ্রেণী ব'য়ে

পুণ্যার্থিনী নরনারী গঙ্গাগর্ভে নেমে আবার একটু পরে একটিমাত্র ডুব দিয়ে উপরে উঠে আসছে। এই উঠা নামার সিঁড়ির মাঝববাবর টাঙানো সেই 'স্ত্রী পুরুষ বিভাগকারী শক্ত মোটা কাছি দড়ি নর নারীব উঠা নামাতে ধাক্কা খেয়ে থেকে থেকে দুলে উঠে। গঙ্গা ঘাটের উপর চাতালে উন্মুক্ত স্থানে ব্যাজ আঁটা ভলান্টিয়ার দল তখনও পাহারা রত। মধ্যে মধ্যে দুই একজন টহলদারী সৎ সিপাহী ঘাটের মধ্য-সোপন পর্যন্ত নেমে আবার আপন ধ্যান ধারণানুযায়ী উপরে উঠে যায়। ঘাটের সানের উপর বসানো রঙিন ছাতাব তলাতে উড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম ব্যবসায়ী সদ্যস্নাত পুণ্যার্থীদের কপালে ও গণ্ডদেশে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই জনারণ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমীত স্থানের এই গণ্ডগোল তখনও পর্যন্ত বোধ হয় ওখানকার সকল ব্যক্তির চোখে পড়ে নি। একটি মাত্র উদ্দেশ্যে আগত জনতা বিরাট হলে এইরকমই হয়।

এই সব ভারতীয নানা প্রদেশীয় বিভিন্ন পবিচ্ছদ ভূষিত মানুষগুলোর ভীড়ের মধ্যে মধ্যে—কয়জন ফরাসীভাষী সুইজারল্যাণ্ডী এবং ইঙ্গভাষী আমেরিক্যান টুরিষ্ট্। ঐ সময় তারা ক্লিক্ ক্লিক করে বাস্তেব আলো ফুটিয়ে কয়েকটি ফটো তুলছিল। এদের নাকি সুবে কওযা পরস্পবের কথপোকথন বুঝলে এদেশীয়েরা অবাক হয়ে ভাবতো যে ভাবত সম্বন্ধে তারা এতো খববও রাখে। এদের একজনেব ফরাসী ভাষাতে অনূদিত ভাবতীয় অমর কাব্য 'লা চণ্ডীদাস' পড়া ছিল। ভদ্রলোক অদূরে দণ্ডায়মান সিক্ত বসন পবিবর্তনে ব্যস্ত এক নিটোল দেহী পুণ্যার্থীনীব দিকে চেয়ে বলে উঠলো—'সামসে শাড়ী সামসে শাড়ী। ফরাসী ভাষাতে অনূদিত 'নিঙাড়ী নিঙাড়ী শাড়ী' পঙতিটির প্রকৃত অর্থ এতক্ষণে তাদের পরিপুর্ণভাবে বোধগম্য হয়। আশু বিরহ ব্যথার আশঙ্কাতে অধীর হয়ে ঐ সিক্ত বসন তথা শাড়ী প্রিয়ার অঙ্গের সাথে লেপ্টে থেকে বারে বারে জলের ফোঁটা ঝরিয়ে অশ্রুপাত করছে বটে! ঠিক সেই সময় ক্লিক ক্লিক্ শব্দে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তুলে আরও একটি সদ্য ঘনীভূত হওয়া ঘটনা তাদের ক্যামেরার শিকার হলো। এতক্ষণে এদের কয়জনের নিচের সেই সিঁড়ির উপরকার সেই গণ্ডগোলের ঘটনাটির প্রতি নজর পড়েছে। উপরে নিস্ফলভাবে দণ্ডায়মান পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি [অর্থপূর্ণ] দৃকপাত করে তারা এইবার সেইদিকে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এলো। এমন একটি মুখোরোচক খোরাক এমন অভাবনীয় ভাবে তাদের ক্যামেরার মুখে

ধরা দেবে তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। এই মহানগরী তাহলে সমভাবে বেগার ও ষণ্ডর [ক্যাটেল] সাথে গুণ্ডরও আবাসভূমি শহর।

দূর হতে এই আপদ দেখে ও বুঝে একমাত্র সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিক এই অত্যাচারের প্রতিরোধার্থে ওপর হতে ঘটনাস্থলে নেমে এসেছে। তাই এই হও হও দুর্ঘটনা আরও দানা বেঁধে জোরদার হওয়ার মুখেতে এই বিড়ম্বনা। নিঃশব্দে ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এরা যে ওদেরকে রুখতে পারে তা ঐ দুর্বৃত্তদ্বয় অমরু ও ঝমরু গুণ্ডা ও তাদের সাঙ্গো পাঙ্গদের হিসাবের বাইরে ছিল। তা না হলে এতক্ষণে ঐ লেড়কীর মুখের মধ্যে সতেজে গামছা গুঁজে বিদ্যুৎ গতিতে পাঁজাকোলা করে তাকে তাদের নৌকাতে তুলে তারা সেখান হতে নিশ্চয়ই চম্পট দিত। শীঘ্রই সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিক বুঝলো যে এই সুশিক্ষিত বেপরোয়া গুণ্ডাদলকে বাধা দেওয়া সত্যই কঠিন কর্ম। সুরথ চৌধুরীর প্রতি কালকের মধ্যে সরকারী কার্যে যোগ দেওয়ার হুকুম। এতে তার মনের জোর এমনিতেই বহুগুণ কমেছে। ওদিকে রজত মল্লিকের পকেটে এমন একটি গোপন দ্রব্য আছে যা হারালে তার দলের উপর মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এতো ঝামালাতে নিজেরা না জড়িয়ে উপরের পাহারারত শান্ত্রীদের নীচে নামতে আইনীভাবে বাধ্য করার জন্যে তারা উপরের দিকে দৌড়য়।

'ক্যা! আভি পাকোড়কে তুলোককো হামি লোক দরিয়াতে ডাল দেবে', মস্তান ঝমরুকে নীচে পারুলরাণীর কাছে পাহারা রেখে মস্তান অমরু ধাববান সুরথ চৌধুরী এবং রজত মল্লিকের পিছন তাড়া করে চীৎকার করে উঠলো, 'তুমলোক চিনোত না হামা লোক কৌন আছে। দুনিয়া ভর হরআদমী হামাদের চিনে। আরে! হামারা নাম অমরু গুণ্ডা হোয়। হামে কোহী মামুলী আদমী না আছে। অমরু আউর ঝমরুকো নাম কোউন না জানে'।

দুই বন্ধু দুর্দান্ত সাহস মনে এনে অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়েছিল, কিন্তু অগণিত জনতাকে এ বিষয়ে নির্বাক দেখে ও অন্য কয়েকটি কারণে তারা তাদের সেই সাহস শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে নি। কাউর একটা মৌখিক উৎসাহ বা আশ্বাস পেলে নিশ্চয়ই এদের এই সাহস অক্ষুণ্ণ থাকতো। একটি মাত্র উৎসাহ ব্যঞ্জক বাক্যের অভাবে এই সাহসী যুবকদ্বয় ভীরুতার কলঙ্কে বুঝি বা সিক্ত হয়। প্রাণপণে তারা গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির পর সিঁড়ি

টপকে উপরে উঠছে। ঝমরু গুণ্ডাকে অসহায়া পারুলরাণীর কাছে পাহারা রত রেখে অমরু গুণ্ডা তাদের পিছনে ধাবমান। পিছনে তেড়ে আসা ঐ গুণ্ডা ওদেরকে বুঝি এইবার ধরে ফেলে। এই বুঝি ঐ গুণ্ডা ওদেরকে দুই হাতে উপরে তুলে সানের উপর আছড়ায়। স্নানের ঘাটের অতোগুলো পুণ্যার্থীদের একজনও তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। এখন কি সোপানের চাতালে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছা-সেবক যুবকরাও সেখানে নির্বাক দর্শক মাত্র। পুলিশের সিপাহীদেরও কাউকে আর ঐ সময় সেখানে দেখা যায় না। ওদিকে ভিজে কাপড় ও শাড়ী নিঙড়ে ও পায়ে পায়ে কাদা এনে পুণ্যার্থী নরনারীরা সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ বিপজ্জনক ভাবে পিছল করে রেখেছে। যে কোনও মুহূর্তে তাদের পক্ষে সেই সব বাঁধানো ঘাটে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। তবুও দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়িমরি করে তারা উপরে উঠছিল। কিন্তু পিছল সোপানে ঠিক ভাবে পা পাততে না পেরে তাদেব গতি শ্লথ হয়ে যায়। পিছনে তেড়ে আসা দৈহিক বলে বলী গুণ্ডারা এইবার নিশ্চয়ই তাদের ধরে ফেলবে।

'ক্যা? বঙ্গালীয়া? তুহর বদনমে এতনা হিম্মত কি হাম লোকসে লড়েগী। বেয়াকুব! আভি পাকড়াকে ধোপীকো লুগাই বনায় দেইগী' গুণ্ডাদের দেহভারে মর্দিত হবার ভয়ে চতুর্দিকে ধাবিত ভীতগ্রস্থ নরনারীকে অধিকতর সন্ত্রস্থ করে অমরু গুণ্ডা চেঁচিয়ে বললো, 'হাম লোককো লেড়কী হাম লোক লে' যায়েগী। হারে! কমবখত্ কো বাচ্ছা! তু'লোক ইসমে বোলনে কৌন হ্যায় রে? চুপ চাপ খাড়া রহ যাও। নেহীতো ভেড়ুয়াকো ভেড়ুয়া বানো। ব্যস।

নিস্তব্ধ নির্বাক জনারণ্যের মানুষগুলোকে কনুই-এর গুতাতে এদিক ওদিক ছিটকে ফেলে ঘটৎকোচ রূপী নররাক্ষস অমরু গুণ্ডা দৌড়ে চলেছে। কাউর সাহস নেই যে একটুক্ষণের জন্যেও তাকে সেখানে বাধা দেয়। ওদিকে আর একজন গুণ্ডা ঝমরু সেই সহায়হীন বালিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাতা-মন্য এক প্রৌঢ়া নারী ঐ বালিকাকে জড়িয়ে ধরে তখনও পর্যন্ত সাহায্যের জন্য চীৎকাররত। অমরু নামে গুণ্ডা তার দিকে আরও একটু এগুনো মাত্র মধ্যবিত্ত সমাজের ষোড়শী রূপসী কন্যা শ্রীমতী পারুলরাণী চীৎকার করে উপস্থিত নরনারীকে ডাক দিয়ে ধমকে উঠলো, 'এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়ার মত একজন পুরুষও কি এখানে নেই?'

প্রত্যুত্তরে সেই দিকে কোমর দুলিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে অমরু গুণ্ডার সাথী আগুয়মান ঝমরু গুণ্ডা অট্টহাস্য করে তাকে জানিয়ে দেয়,—'আরে! আউর পুরুষ উরুষ ইহাপর কাঁহা? মর্দানা তো ইহা পর এক হামি লোকেই আছে'। স্থূলদেহ ঝমরু গুণ্ডা তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝা ঐরূপ এক উক্তি করল বটে! কিন্তু সে জানে না যে পুরুষ মাত্রেরই মধ্যে সুপ্ত পুরুষত্ব সদা বিরাজ করে। কখন যে কার মধ্যে তা ঝটীতে জেগে উঠবে তা বলা বড় শক্ত। উত্তেজক আদর্শের আবর্তে পড়ে তা একবার জাগলে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। আপাততঃ অতো পুরুষের মধ্যে একমাত্র সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিকই সাহস করে এই অন্যায়কে প্রতিরোধার্থে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক শেষরক্ষা না করে যে অমনি ভাবে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে দৌড় দেবে তা পারুলরাণী কল্পনাও করতে পারে নি। কোন দেশের যুবশক্তির সাহসেতে সেই দেশের মেয়েদের যা কিছু সাহস। যারা তাদের নারী ও দেবতাকে রক্ষা করতে পারে না তাদের বহু শতাব্দীব্যাপী ভূতাগ্রস্থ হয়ে থাকতে হয়। নিজেদের দেশের যুবশক্তির এই দুর্দশার বিষয় দেখে ও বুঝে ঐখানে উপস্থিত মেয়েদেরও রোক রাক তখন নিস্তব্ধ। পারুলরাণীর পালিকা মাতা-মন্য গরদ পরিহিতা প্রৌঢ়া মহিলাটিও তার ঐ এতাবৎ দজ্জাল পালিতা কন্যাকে এমন ভাবে কখনও বিহ্বল হতে দেখেনি। ক্লীব জনতা ঐ পলায়নপর মন্য যুবকদের শেষ পরিণতি দেখবার জন্যে অনিমেষ নয়নে ঘাটের উপর দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে ঝমরু গুণ্ডা তার দোস্ত অমরুগুণ্ডার শত্রু বধান্তে প্রত্যাগমনের অপেক্ষাতে তখনও সেখানে বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থাতে নিরুপায় পারুলরাণী শেষ বেশ আত্মরক্ষার শেষ সম্বল তার হাতের শক্ত কাঁসার ঘটিটি দুই মুঠিতে শক্ত করে ধরে আছে। জনতার এই পুরুষালীর অভাবেতে সে এবার লজ্জায় অধোবদন হয়ে তার চোখ দুটি বুজিয়ে ফেললে। তাদের দেশের যুব শক্তির এই অকল্পনীয় পরাজয় স্বচক্ষে দেখবার তার ইচ্ছা নেই। এই দুই বন্ধুর এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রকৃত অসুবিধা কোথায় তা পারুলরাণী ও উপস্থিত আর দশজন তত বুঝতে পারে না।

অমরু গুণ্ডার জাতি বিদ্বেষক উক্তি ও সেই সাথে ঝমরুর পুরুষালী তত্ত্ব-কথা রজত মল্লিক ও সুরথ চৌধুরীর কানে পৌঁছিয়ে ছিল। ওদের ঐ তীব্র উক্তি কটি ঝাঁঝালো স্মেলিঙ সল্টের উগ্র গন্ধের মত তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে

আত্মসচেতন করে দিলে। ত্বরিত গতিতে তারা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পশ্চাৎ ধাবিত শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক সেই সময় চাতালের উপরে বিস্ফারিত চক্ষু য়ুরোপীয় টুরিস্ট ভদ্রলোকদের মুক্ত দন্ত ও নীচে দণ্ডায়মান পারুলরানীর মুদ্রিত চক্ষুর দিকে তাদের দৃষ্টি পড়লো। পরক্ষণেই দেখা গেল যে হতচকিত জনতাকে অধিকতর হতচকিত করে রজত মল্লিক তার ফুটবল হেডেতে অভ্যস্ত শক্ত মাথাটা সজোরে অমরু গুণ্ডার নীরেট মাথাতে ঠুকে দিলে। আর সেই সঙ্গে সুরথ চৌধুরী ফুটবল কিক্ করার ভঙ্গিতে দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠে তার ঐ পা দুটো একত্রে ছুড়ে ঐ গুণ্ডার বুকে সবেগে আঘাত করলো। ঠিক সেই সময়ে কুমারী পারুলরানী আর ঐভাবে চোখ বুজে অপেক্ষা করতে না পেরে চোখ খুলে এই বিপরীত পন্থী সদা কাম্য এই অত্যুদ্ভুত বীরত্বসূচক ঘটনাটি দেখতে পেলে। কিন্তু তার পরক্ষণেই সমবেত উৎসুক জনতা আর একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা দেখে পুলকিত হয়ে উঠে। ঐ অবসরে সাহসী বালিকা কুমারী পারুলরানী তার হাতের ভারী বড়ো কাঁসার ঘটিটা তার উপরে পাহারা-রত নিকটে দণ্ডায়মান ঝমরু গুণ্ডার মাথার উপরে সজোরে বসিয়ে প্রচুর রক্তপাতের কারণ ঘটিয়েছে। বন্ধু অমরুর দুরবস্থা দূর হতে স্বচক্ষে দেখলেও ঝমরুর নিশ্চিত ধারণা যে তার ঐ বন্ধু আপন হিম্মতে অপর কাউর সাহায্য ব্যতিরেকে সাময়িক বিপর্যয় এড়িয়ে এখুনি ঐ শত্রুকে নিধন করবে। সাহায্যের জন্য তাকে সেখানে দৌড়ে আসতে দেখলে বরং অমরু লজ্জিত ও বিহ্বল হয়ে কমজোরী হবে। কিন্তু সে নিজেও এখন এক কমতী উমেরী জেনানার হাতে এইভাবে মার খেয়ে আরও লজ্জিত হয়ে উঠেছে। তার বীর বন্ধু লড়াই ফতের পর ঘটনাস্থলে ফিরে তাকে ঐ অবস্থাতে দেখলে তার সরম বাড়বে ব'ই কমবে না। তাই সরমে মরে তাড়াতাড়ি ছুটে সে ঘাটের নীচে জলে নেমে তার ক্লীবত্বের চিহ্ন চাপ চাপ রক্ত ধুয়ে মুছে ফেলতে যায়। কিন্তু এই কাজ সারার পর অপর আর একটি অকল্পনীয় অতর্কিত ঘটনা ঘটা কুমারী পারুল-রানীকে আটকে রেখে তাকে আরও একটু টাঙ্ করার তার হিম্মত হলো না। সোপানের নিম্নের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে মাথার চাপ চাপ রক্ত হাতে তুলে এক পা জলে ও এক পা স্থলে রেখে উপরে সে এবার তার বন্ধুর সত্যকার দুরবস্থা দেখতে পায়। সাহস একবার গেলে আর ভয় একবার এলে মানুষ তার কবলে পড়ে আর মানুষ থাকে না।

অমরুর দোস্ত ঝমরু এতক্ষণে সেইরূপ এক অসহায় মানসিক অবস্থাতে উপনীত হয়েছে।

সুরথ বাবু ও রজত বাবুর আপাতঃ-মন্ত্র ঐ সাহসের সুফল ফলতে দেরী হয় নি। তাদের জোড়া পায়ের লাথিতে ও মাথার ঢুঁ'য়ের ঘায়ে পিচ্ছল সিঁড়িতে পিছলে বিরাট বপু সমেত অমরু গুণ্ডা বিরাট এক ঝপাস শব্দে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। ভয় কাটিয়ে সাহস একবার এলে তা বোধ হয় অদম্য হয়ে উঠে। যুবকদ্বয় বুঝেছিল যে এই মহাবলশালী পালোয়ান ব্যক্তিটি একবার উঠে দাঁড়াতে পারলে তাদের কপালে অধিকতর লাঞ্ছনা ঘটবে। তাই তার পতনের সুযোগে দুজনাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের জুতা শুদ্ধ পা'দুটো তার গলাতে রেখে সমস্ত দেহের ভারে চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই তারা সভয়ে দেখলে যে, সেই মানব দানবের মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে। ফলে, ভীত ত্রস্ত হয়ে দুই বন্ধু ঐ নিশ্চল দেহটি আড়াল করে দাঁড়ায়। কিংকর্তব্যমূঢ় হওয়ায় ইতি কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে তাদের মুখে আর বাক্ স্ফুরণ হয় না।

নীচের শেষতম ধাপে দাঁড়িয়েও ঝমরুর পক্ষে বন্ধু অমরুর অবস্থা বুঝতে দেরী হয় নি। এইবার সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ডান উরুতে বাঁধা খাপ হতে 'সাপের দাঁত' তীক্ষ্ণধার ছুরিখানা বার করে সাপের মত প্রতিশোধ নিতে ওপর দিকে ওঠে। ওদিকে তার ইঙ্গিতে বহু জোয়ান তাদের নৌকো সমেত মাঝ দরিয়া থেকে কুলের দিকে এগোয়। এখন আর এদের মধ্যে কোনও বীরজনোচিত ব্যক্তিগত হিম্মত দেখানোর প্রশ্ন নেই। ঐ সময়েতে গুপ্তচর মুখে সংবাদ শুনে ওদের বিরোধী দলের সর্দার ঘরিয়ালা তুষোমল'জীও তার কন্যার রক্ষার্থে তার ভাড়া করা অন্য এক গুণ্ডা দল সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে সেখানে জলে ও স্থলে দলীয় লড়াই সুরু হয়ে যায়। ঠিক সময়ে ওদের ছুরিরূপ সাপের দাঁতে উপযুক্ত জবাব স্বরূপ অন্য দলের 'বাঘের থাবা' রূপ এক লাঠি সজোরে পিছন দিক থেকে ঝমরু গুণ্ডার মাথাতে পড়ে তাকে পেড়ে ফেললে। কিনারার নিকটের একটা ঢাকা পানসী হতে ঐ আততায়ী ব্যক্তি দাঁতে করে লাঠি তুলে সাঁতরে নিঃশব্দে তীরে উঠেছিল। পারুলরানীকে অপহরণের জন্য আনা নৌকা দুটোকে অন্য চারখানা নৌকা এসে ঘিরে ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ এই পরস্পর বিরোধী দুইটি যুদ্ধমান দল সেখানে তিষ্ঠতে পারে নি। ততক্ষণে বারবার রক্ত দর্শনে উপস্থিত জনতার

একাংশের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শোণিত স্পৃহা জেগে উঠেছে। এখন তাদের সাহস দেখে জনতার অপরাংশও মনোবল ফিরে পেয়ে ওদের সাথে যোগ দিতে উদ্যত। নিরীহ-মন্ত জনতা এবার মারমুখী রক্ত পিয়াসী জনতাতে রূপান্তরিত। এতক্ষণ জনতার সাহসী অংশের প্রত্যেকেই ভাবছিল যে কে প্রথম প্রতিশোধ শুরু করবে? কিন্তু প্রথম এই সাহস কে শুরু করলো তা এখন এদের কাউরই মনে পড়ে না। এমন কি ঐ যুদ্ধ শুরু করনেওয়ালা লোকটার নিজেরও তা মনে নেই। মদ্দা কথা এই যে, নিরীহ ক্রাউড্ উত্তেজনা জনিত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তখন দুর্ধর্ষ মব্ [Mob]-এ পরিণত হয়েছে। কালের গতিকে ভেঙে পড়া শ্যাওলা ধরা সানের ঘাটের আলগা ইটগুলো তুলে জাগ্রত গণদেবতা সেগুলো গুণ্ডাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগে। ফলে, আহত অমরু গুণ্ডাকে সেখানে ফেলে রেখে ঝমরু গুণ্ডা সমেত গুণ্ডারা তাদের পরস্পরের আহতদের তুলে নিয়ে উভয় পক্ষই নৌকাযোগে সেই স্থান ত্যাগ করে গেল।

নীচেকার ঘটনা ও ওপরের ঘটনা দুইটী পৃথক ঘটনা। মধ্যবর্তী জনতার প্রাচীর এই দুইটি ঘটনাকে পৃথক করে রেখেছিল। কিন্তু উপরকার ঘটনাটি ততক্ষণে নিম্নেকার ঘটনাটি অপেক্ষা আরও গুরুতর হয়ে উঠলো। অমরু গুণ্ডার মহাপ্রাণ বোধ হয় দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে সাধনাচিত স্থানে প্রস্থান করলো। এই দুই বন্ধুকে এইবার এই কাজের জন্য বুঝি ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে হয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত যারা আঘাত হানে তাদের যা কিছু সাহস তা কৃত্রিম সাহস। সর্পজীব আসলে এক ভীতু জীব। তারা ভয় পায় বলেই কামড়ায়। সব সময় তাদের ভয় যে ঐ বুঝি তাদেরকে কেউ মারতে আসছে। তাই আগে আগেই তারা কামড়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। এই একই স্বভাব বোধ হয় মারপিঠে অনভ্যস্ত এই দুই যুবকদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

'আক্রমণ ও পলায়ন'—এদের একটি ইনিষ্টিটিউট্ প্রথমে এলে পর মুহূর্তে অপর ইনিষ্টিটিউট্ এসে থাকে। উপরন্তু আজকে এখানে ধরা পড়লে তাদের উভয়েরই অনন্ত দুর্গতি। এখন এখানে আর একটুক্ষণও অপেক্ষা করা যায় না। বন্ধুদ্বয় আবার প্রাণপণে উপরে পথ লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

নয়ের পর্ব অতর্কিতে শেষ হলেও উপরের পর্ব শেষ হতে তখনও বাকী। নরেন চৌধুরী ও রজত মল্লিক আত্মঘাতী নীতি দ্বারা পরের ও নিজেদের শত্রু

নিধন করেও উপরে উঠে পথের উপর বেশী দূর পালাতে পারে নি। ততক্ষণে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর দু'জন সিপাহী টহল ফেরত সেখানে এসে গিয়েছে। 'তুনো গুণ্ডা চাকু মারকে ভাগোল ভাগোল ভো হো-ও।' তুবন সবকোই ইন লোককো ঘির লেও ভাই-ই"—এই সতর্ক বাণী ও আর্তনাদ সোচ্চারে উচ্চারণ করে আরও কয়েকজন সিপাহী হুইসিল দিতে দিতে এগিয়ে আসে। এতো পুলিশ শান্ত্রি এতোক্ষণ কোথায় ছিল তা ভেবে বন্ধু যুবক দুটি অবাক হয়ে যায়। কিন্তু এই অবস্থাতে এদের কারুর আত্মপরিচয় দেবারও উপায় নেই। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পুলিশদল যুবকদ্বয়কে একত্রে হাতে হাতে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেললে। একজন ভিন্ থানা হতে ডিউটী দিতে আসা দারোগাবাবু ওদের দিকে চেয়ে খেঁকরে উঠে দু'জন সিপাহীকে হুকুম দিয়ে বললে,—'লে আও এ দোনো গুণ্ডোকো থানামে। বড়বাবুকো কহো ইনে দোনো ভারী গুণ্ডো হিঁযা পর পকড গয়া।" যে সকল স্বেচ্ছাসেবক যুবক এতক্ষণ সেখানে নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তখন এই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে ফাষ্ট এইড্ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘটনা পরম্পরা অধিকাংশ ব্যক্তিদেব কাছে দুর্বোধ্য হওয়াতে গুরুত্বহীন ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী কুমারী পারুলরাণী ও তার পালিকা মাতা প্রকৃতিস্থ হয়ে উপরে উঠবার আগেই বন্ধনগ্রস্থ হতভাগ্য বন্ধু যুবকদ্বয়কে দু'জন সিপাহী টেনে হিঁচড়ে থানার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃত নটের গুরু গুণ্ডা দলের সর্দার গুণ্ডবালা গণ্ডারিয়া রাম এতোক্ষণ স্থির ধীর ভাবে ঘাটের সোপানরাজীর উপরকার চাতালের একস্থানে দাঁড়িয়ে তার বিশ্বস্ত চেলা চামুণ্ডাদের এই শেষ পরিণতি দেখছিল। এখন এই সব বে-হিসেবী ও বেয়াকুব অনুচরদের এখন তার দলের লোক ব'লে স্বীকার করতেও লজ্জা আসে। জেনানা ও পড়ুয়াদের [স্টুডেন্ট] হাতে মার খাওয়ার মত কলঙ্কজনক অপবাদ গুণ্ডা সমাজে অকল্পনীয়। এতোক্ষণ ঘৃণাতে অতিষ্ট হয়ে ইচ্ছে করেই তার ঐ সাকরেদদের সাহায্যে সে অগ্রসর হয় নি। অমরুর ও ঝমরুর জন্যে মনে প্রাণে দুঃখিত হলেও ঐ বীর যুবকদের শেষের কার্যকলাপের বিষয় চিন্তা করে অলক্ষ্যে তার মুখ হতে বার হয়ে এলো—'সাব্বাস জোয়ান'। তার মনে হয় ঐ দুই জনকে তার দলে ভর্তি করতে পারলে সে সৌভাগ্যান্বিত হতো। একবার তার মনে হলো যে ওদেরকে ঐ সিপাহীদ্বয়ের কবল থেকে মুক্ত করলে কেমন হয়?

কিন্তু গোঁয়াতুর্মী কোনও কালেই বীরত্ব বলে বিবেচিত হয় নি। বরং বুদ্ধি ও সাহসের সংমিশ্রণই প্রকৃত বীরত্ব। পরে কি ভেবে সে নীরবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছন পিছন অলক্ষ্যে চলতে সুরু করে। পুলিশ বাহিনীর অতি পরিচিত তার মত এক ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনও উপায়ও নেই। তার এই সসাবধান অনুসরণ উভয় পক্ষের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। গুণ্ডবালা গণ্ডারিয়ার কাছে এদের মত বীর যোদ্ধ মানুষদের সান্নিধ্য ভালো লাগে। কিন্তু অব্যবস্থামনা গণ্ডারিয়া রাম তার মনের এই সৎ ভাব বেশীক্ষণ তার মনে ধরে রাখতে পারে নি। পরক্ষণে হঠাৎ সে'ও যে ঐ বীর কয়েদী বীর যুবকদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তা সে নিজেই ভাবতে পারে নি। তার কারণ—

অপরাধীদের মনোদেশে ভাবপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতা—এই বৃত্তিদ্বয় সমভাবে বিরাজ করে। যে কোনও মুহূর্তে এই বৃত্তিদ্বয়ের একটি অন্যটিকে নীচে দাবিয়ে দিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে। ভাবপ্রবণ অবস্থাতে তারা যা করে নিষ্ঠুর অবস্থাতে ওরা তার বিপরীত কাজ করে। এদের মনোজগতে এইরূপ ওঠা নামা মুহুর্মুহু ঘটে থাকে। কোন অবস্থাতে তারা কতোক্ষণ থাকবে তা তারা নিজেরাই জানে না। এইরূপ অব্যবস্থ চিত্তের মানুষ না হলে তারা নিষ্ঠুর অপরাধীই বা হবে কেন? ঠিক এই সময়ে গণ্ডারিয়া রাম ভাবপ্রবণতা পরিত্যাগ করে নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। তার ঐ নিষ্ঠুর অবস্থাতে গুণ্ডারিয়া রামের মনে হয় যে তার অধীন সাকরেদদের উপরও তার কিছু কর্তব্য আছে। ওদের আততায়ীদের উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ না নিলে রহমন সর্দারের নিকট সে তার মুখ দেখাবে কি করে। একবার তার মনে হয় থানাতে নীত হলেও ঐ বড় ঘরের বাবু দুজনার নিশ্চয়ই জামানত হবে। জামানতে বার হয়ে পথে আসা মাত্র ওদেরকে সে শেষ করবে। পরক্ষণেই সে ভাবে অতোক্ষণ অপেক্ষা করারই বা কি প্রয়োজন? এইখানেও তো সে ঐ কাজ সেরে গলির পথে পালাতে পারবে। নিরস্ত্র শিকারদের ঘায়েলে আর সুমুখ পিছন কি আছে। ঐ সিপাহীরা বুঝবার আগে পিছন থেকে ওদেরকে ঘায়েল করতে সে সক্ষম। তবে হ্যাঁ! বড় রাস্তার ধারে কাছে কোনও এক সুবিধাজনক গলির মোড় পর্যন্ত এদেরকে অনুসরণ করতে হবে। গণ্ডারিয়া রাম সরোষে ডান কোমরে বাঁধা খাপে রাখা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার বাঁট ডান হাতে মুঠি করে ডিঙি দিয়ে উঠলো। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে জন্তুদের মাজা ডাঙার মত এরা

ডিঙি দিয়ে একটু সামনে হেলে। বিদ্যুৎ গতিতে ঐ কজনা মাত্র মানুষকে পিছন থেকে নিহত করতে তার দু মিনিটও সময় লাগবে না। ভোরের আলো ভালো করে জাগবার আগেই যুবক দু'জনার প্রাণপ্রদীপ বুঝি নিভে যায়। তবে এতে তাদের প্রাণ দুটো চলে গেলেও মান যে বাঁচবে তা ঠিক কথা।

বন্দীকৃত যুবকদ্বয় ভীত ত্রস্ত হয়ে এবার দেখে যে ভোরের আলো জোর কদমে জাগতে সুরু করেছে। কয়েকটি রিক্সা গাড়ী ও ঠেলা গাড়ী ইতিমধ্যেই পথের উপরে উঠেছে। বেশ কয়জন পথচারীও পথ চলার আনন্দে কল গুঞ্জন সুরু করেছে। শীঘ্রই এইবার এই রাজপথ জনাকীর্ণ ও মোটরাকীর্ণ হয়ে উঠবে। কতিপয় ব্যক্তির কলগুঞ্জন শীঘ্রই বহু ব্যক্তির কোলাহলে রূপান্তরিত হবে। এমন বহু চেনা লোকের সাথে এই লজ্জাকর অবস্থাতে দেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। রজত মল্লিকের অপেক্ষা সুরথ চৌধুরীর অবস্থা আরও সুকঠিন। যে থানাতে আগামী কাল দুপুরে অফিসর হিসেবে কাজে যোগ দেবার কথা, সেই একই থানাতে আসামী রূপে তারই ভবিষ্যৎ তাঁবেদার এক সিপাহী তাকে পাকড়াও করে নিয়ে চলে। এদের অপরজনের ভাগ্য ভালো যে নির্বোধ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও তখনও পর্যন্ত তাদের দেহ তল্লাসীতে মন দেয় নি। কারণ, রজত মল্লিকের পকেটে সুরথ চৌধুরীর অজানা এমন একটি দ্রব্য ছিল—যা তাদের উভয়েরই অধিকতর বিপদের কারণ ঘটাতে পারে। তবু দিবসের এই উজ্জ্বল আলোকে উভয় বন্ধুর মনে হয়—'হে ধরনী দ্বিধা হও। ভগবান! মোদের কোনও বন্ধু এখুনি এখানে এসে মোদের কি খুন করতে পারে না।" রজত মল্লিকের কোনও বিপ্লবী বন্ধু ওখানে উপস্থিত থাকলে তাদের দলকে বাঁচাতে রজত মল্লিককে হয়তো খুন করতো। কিন্তু সেই শত্রু গুণ্ডার সাথীরা সব গেল কোথায়? তারা আসুক মারুক, করুক আমাদের খুন। আমাদের সকল মান অপমান রুধিরের মধ্যে ডুবিয়ে দিক।" কিন্তু তাদের এতো প্রার্থনা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত তাদের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াতে তাদের কোনও আততায়ী সেখানে আসে না। কিন্তু কোমরে বাঁধা দুষ্প্রাপ্য পিস্তলসুদ্ধ ধরা পড়া রজত মল্লিকের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ নূতন করে মানুষ খুন করতেও তার ইচ্ছে নেই। সকলের জানা আছে যে নিরীহ বিড়াল জীরও একবার কোন নিলে সে ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র হয়ে উঠে। পরক্ষণেই আত্মস্থ হয়ে বন্ধুদ্বয় পরস্পর পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে। এর

পর যথা কর্তব্য স্থির করে নিতে তাদের একটুকুও দেরী হয় নি। কিন্তু আসে পাশে চোখ ফিরিয়েও তারা সুযোগ খুঁজে পায় না। তাদের মনে হয় যে এই পাষণ্ডদের কবল থেকে মুক্তি পাবার বুঝিবা আর কোনও উপায় নেই। গণ্ডারিয়া রামের উপস্থিতি না বুঝেও বন্ধু যুবকদ্বয় পিছন দিকে কয়েকবার মুখ ফিরায়। যে কোনও উদ্দেশ্যেই হোক তাদেরকে পিছনে মুখ ফিরাতে দেখে আক্রমনোদ্যত গণ্ডারিয়া রামের ডিঙিমারা পদদ্বয়ের গোড়ালী নিচে নেমে যায়। কারণ, এই সামান্য দুর্বল-মন্য শিকার ফসকালে তার আরও অপমান। গণ্ডারিয়া রাম বুঝে যে ওদের পুনর্বার অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে সময় দিতে তার আরও একটু অপেক্ষা করা দরকার। সাধারণ হিসাবে মনে হবে যে তার হাতে আজ ওদের বুঝি কাউরই রেহাই নেই। সিপাহীদের কিন্তু সে দিকে এতটুকুও দৃষ্টি নেই। তারা আপন মনে গল্পগুজব করে চলেছে।

'বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু একদম খানে পিনে বালা কোহী খানদানী আদমী নেহী। আপনা'ভি কোহীসে খায়েগী নেহী। হামলোককে'ভি কুছ খানে নেহী দেইগী। উ এহী কোতোয়ালীসে দুসরী কাঁহা বদলী হোগা কব ক্যা জানে? একজন সিপাহী যুবকদ্বয়ের হাতে হাতে [একত্রে] বাঁধা গামছার একটা খুট বগলে চেপে দু হাতের চেটোয় খৈনি মেড়ে একটুকু তার জুড়ীদার সিপাহীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'সাহেবকো হুকুম মোতাবেক এতনি কাম করতি করতি জান নিকালতি। আউর সাথি সাথি হামাকো যো কুছ আমদানী বন্ধ'ভি হো যাতি। উনকো তো ওহী একই বাত—'গুণ্ডা বদমাস ঢুঁড়ো আউর পাকড়ো'। বাস। নেহীতো নকরী খতম। শুনা কি বারো বরষ পহেলী এহী থানামে উনে দো তিন শাল বহাল থি। আভি বারো বরষ বাদ ফিন ইহা আকে এলাকামে আগ লাগায়া। বারো বরষ পহেলী উসকো দো বরষ'কো এক লেড়কী'কো এহী এলাকামে গুণ্ডা লোক গুম কর দিয়ে থি। পহেলা জামানে এহী থানামে উনে গুণ্ডা আর শেয়ানেকো বহুৎ টাঙ ক'রে থি। শুনা কি ওহী বাস্তে উলোক ওহী লেড়কী'কো লুটা থি। আউর আজ তক উসকো জের চলা আতি। হাম লোক বেগার খানে পিনে মর যায়। মুল্লুকমে এহী মাহিনা রুপেয়া থোড়াই ভেজনে শেখা। রুপেয়া দেনেবালা আদমী বালা তো সবই আভি বরবাদ।'

সিপাহীদ্বয় এমনি কতো সুখ দুঃখের খবরাখবর পরস্পরের মধ্যে আদান

প্রদান করতে থাকে। কোন অফসর খানে আদমী আউর কোন বুড়বাক [অফসর] বিলকুল খাতে নেহী। কার কবে কোথাতে বদলী বা প্রমোশন হবে। তাদের কোন ভাইয়ার দেশমে লেড়কা হলো বা তাদের কোন জনা রূপেয়া কামিয়ে দেশে জমি কিনলো। উপাদেয় খৈনি সেবন করতে করতে এই [অসতর্ক] সিপাহীদ্বয় নিশ্চিন্ত মনে আসামী সমেত পথ চলছে। ঠিক সেই সময় ঐ বন্ধু যুবকদ্বয় সুযোগ বুঝে একই সাথে ঝটকান মেরে নিজেদেরকে সিপাহীদের কবল থেকে মুক্ত করে নিলে। কিন্তু সিপাহীদ্বয়ও বিপদ বুঝে সেই মুহূর্তে চীৎকার শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা তখুনি তাদের পাছু পাছু ধাওয়া করতে ভোলে নি। কিন্তু এই দিন এই অসতর্ক সিপাহীদ্বয়ের ভাগ্য ছিল খুবই মন্দ।

পথের ফুটে একটা অর্ধ তৈরী বাটীর সম্মুখে ইটের গাঁদি লাগানো ছিল। নিমেষের মধ্যে উভয়ে একটি করে কঠিন দশ ইঞ্চির থান ইট উঠিয়ে নিল। তারপর চক্ষের পলকে সিপাহী দুজনাকে লক্ষ্য করে সেগুলো তারা হাঁকড়ে দিলে। ক্রিকেটেতে বল মারাতে অভ্যস্ত কয়েদী যুবকদ্বয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কথা নয়। নীরেট বুলেটের গতিতে ছুটে ঐ ইট দুটি একটি একজনের বুকে ও অপরটি একজনের মস্তকে পড়ে তাদের উভয়কেই ধরাশায়ী করে দিলে। বাপস। মরগয়া'—এই দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে এদের একজন চিরতরে নীরব হলো। কিন্তু ওদের অন্যজন বেহুস হয়ে পড়েও ক্ষীণ কণ্ঠে গোঙাতে থাকে—উঁ উঁ। যুবকদ্বয় সভয়ে রাস্তার উপর পেড়ে ফেলা প্রায় নিস্পন্দ রক্তাক্ত দেহ দুটির দিকে একবার চেয়ে দেখলো। কিন্তু ইতিমধ্যে 'চোর চোর' শব্দ মুখে তুলে বহু লোক পথে জড় হয়ে গিয়েছে। রাজপথে জনতার ও তাদের হাতিয়ার ইষ্টকের কোনও দিনই অভাব হয় নি। এখন এই জনতার কবল থেকে রক্ষা পেতে গেলে পলায়নই একমাত্র পন্থা।

ক্রোধন্মত্ত বিপুলাকার পশ্চাদধাবিত জনতাকে এড়িয়ে পলায়ন তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। এই মহাপ্লাবন সমতুল্য জনতার সঙ্গে গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়াও সেই দিকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে সামনে থেকে আর এক বিরাট জনতা তাদের দিকে এগিয়ে এলো। তবু ভাগ্য ভালো যে এই জনতার অধিকাংশ ব্যক্তি কি জন্যে কাকে চায় তা নিজেরাই জানে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য দুটি বিন্দুর মত সম্মুখে ছুটে চলা দুটি হতভাগ্য যুবকের

দিকে। এরা তাদেরকে ধরতে পারলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বা আটা বা ময়দার মত পিষে ফেলে নগর পুলিশকে এদের সম্বন্ধে তাদের যা কিছু দায় দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়ই অব্যাহতি দেবে। এইবার বুঝি জনতা নাগপাশ বেষ্টনে সম্মুখ ও পিছন দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে।

এই মহাবিপদে যুবকদ্বযেব এবার একমাত্র সহায় হলো তাদেব সহজাত ইনিষ্টিঙ্ট্। ইনটোলজেন্স হার মানলে এই ইনিষ্টিঙ্ট্ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ইনটেলিজেন্স ভুল করলেও ইনিষ্টিঙ্ট্ কখনও ভুল করে না। তা বিশ্বাসের বাইরে এমন সব নিখুঁত ওষুধেব হদিস দেয় যা মানুষেব সাধারণ বুদ্ধির অগোচব থেকে যায়। যুবকদ্বয় এবার এই আত্মিক শক্তির প্রেরণাতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎ মোড ফিরে পাশের একটি গলির পথে দৌড় দিল। বাজপথের মূল জনতা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সেইখানে স্থিব হয়ে দাঁডিয়ে থাকে। কিন্তু তাদেব একটি অংশ ত্বরিতগতিতে তেমনি ভাবেই যুবকদ্বযের পশ্চাদধাবন করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হওয়াতে এই ক্ষুদ্র জনতা এখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জনতা।

যুবকদ্বযের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ গলির পথ একটি ব্লাইণ্ড লেন ছিল। রাস্তাটা সামনের একটি দ্বিতল বাডিব প্রবেশ দুযাবে এসে শেষ হযেছে। তিন দিকে সাবি সারি দুর্ভেদ্য অট্টালিকা ও সম্মুখেব দিকে আগুয়মান জনতা। ভগবান কারুর সহায় হলে মানুষের মাব তার উপর ঠিকভাবে বোধ হয় বর্তায় না। অভাবনীয ভাবে ঈশ্বর এক রক্ষাকর্তী বালিকার মূর্তি ধরে তাদের সম্মুখে এবার অবতীর্ণ হন।

'আসুন। ভয় নেই। এটা আমাদেরই—আমাদেরই বাডী' সুমুখের একটি বাডীব ঢোকার দবজা ঈষৎ ফাঁক করে একজন সদ্যস্নাতা শুভ্র বসন পরিহিতা বালিকা তাদের সাদরআহ্বান জানিয়ে বললে, 'আর দেরী না করে এখুনি ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এই বাডীর পিছনে একটা সটকাট পথ আছে। বোধ করি ঐ পথে আপনাদের দু'জনাকে এ পল্লী হতেই বহু দূরে পার করে দিতে পারবো। একই সটকাটে বাড়ী ফিরে এতক্ষণ আপনাদের উদ্ধার করার একটা মতলব ভাবছিলাম। আরও ভাবছিলাম যে থানাতে গিয়ে আপনাদের পক্ষে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সাক্ষ্য দেবো কি না। এর মধ্যে বাপ্‌জান ঐ ঘাটের দুষমনদের মোকাবিলা করে এখানে এসে গিয়েছেন। তিনি আপনাদের জামিনের জন্যে তাঁর মাইনে করা উকীলকে থানায়

পাঠাতে এইমাত্র চলে গেলেন। তিনি বলে গেছেন যে সেখানে সমর্থ না হলে তিনি অন্য উপায়ে ঐ শত্রু গুণ্ডাদের ও সেই সাথে পুলিশদের দেখবেন। বাপজানের কার্য ক্ষমতার উপর আমার অঢেল বিশ্বাস আছে। এতে আপনাদের কোনও বিপদ নেই। আমার মত আমার বাপজানও আপনাদের বীরত্বে মুগ্ধ।

মেয়েটিকে ঠিকভাবে বন্ধু যুবকদ্বয় চিনতে পারে নি। তারা অবাক হয়ে ঘটনার এই নূতন নায়িকার দিকে বিমুগ্ধভাবে চেয়ে দেখলো। তার অভয় বাণী থেকে এইটুকু বুঝা যায় যে সে তাদের এখানে আটকে রাখার কোনও এক আড়কাটী নয়। এই মেয়েটিকে বিশ্বাস করা ভিন্ন তাদের অন্য আর কোনও উপায়ও নেই। আর দেরী না করে তারা ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর সাথে সাথে তাদের রক্ষাকর্ত্রী 'ধড়াম' শব্দে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে ভিতর থেকে তাতে শক্ত করে লৌহ ছিটকিনি ও খিল দুইই এঁটে দিল।

বাহিরের ক্রমবর্ধমান জনতা তখন আর শুধু জনতা নয়। তারা ক্রাউড্ থেকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মব-এর [MOB] পর্যায়ে উঠে এসেছে। ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হেতু তাদের প্রতিটি সদস্য তাদের পৃথক সত্বা ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে এখন একাত্মা হয়েছে। তারা উত্তেজনাতে তাদের পৃথক সত্বা হারিয়ে স্থূল বৃত্তি চালিত এখন এক মানব-দানব। এখন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে একটি মাত্র খাতেতে তাদের সকল চিন্তা প্রবাহিত। প্রকৃত বিষয় না জেনে না বুঝে এখুনি এরা ঐ বাড়ীটা পুড়িয়ে পর্যন্ত দিতে পারে।

'বাপরে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে একী অত্যাচার'। ক্রুদ্ধ জনতা বারে বারে বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা দেওয়াতে গাল পেড়ে পারুলরাণীর পালিকা মাতা চীৎকার করে উঠে জনতাকে বললো 'এতো বীরত্ব এতক্ষণ তোদের ছিল কোথায়? ডাকু দু-দুজন গরীব গৃহস্থের বাড়ী ঢুকে পাঁচিল টপকে পালালো। মুখপোড়ারা। এতোক্ষণ তোরা ছিলি কোথায়? এইবার সুযোগ বুঝে তোরা আমার বাড়ী লুঠ করবি? ভেড়ুয়ার দল—

একটুকু সময় পেলে ঐ দুর্দ্ধর্ষ জনতা হুড়মুড় করে ঐ বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়তো। বাড়ির দ্রব্যাদি ভেঙে চুরে হয়তো তারা নির্বিবাদে লুঠপাট সুরু করত। তাদের কাছে অপরাধী পাকড়ানো গৌণ ও লুঠ করা মুখ্য হতো। কিন্তু ঠিক সেই সময় এক বিপুলাবয়ব শক্ত জোয়ান ওদের

বাড়ীর ঐ দরজার দিকে পিঠ রেখে জনতাকে তার দুটি সবল বাহু প্রসারিত করে আটকে দিলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই লোকটাই একটু আগে ঐ যুবকদ্বয়কে নিধন করতে চেয়েছিল।

ঐ বিরাট মানুষ গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়া রাম ততক্ষণে তার মনোদেশের অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতার রাজ্য থেকে পুনরায় তার ভাবপ্রবণতার রাজ্যে উঠে এসেছে। মনোজগতের এই পর্যায়ে উঠে বাবু গণ্ডারিয়া রাম তাদের সাধারণ [কমন্] শত্রু পুলিশ নিধনকারী ঐ যুবকদ্বয়ের মহা বীরত্বে সত্য সত্যই বিমুগ্ধ। ফলে, এখন তাদের প্রতি তার ঈর্ষা এলেও ক্রোধ আর নেই। এখন মরদ গণ্ডারীয়া রাম মরদদের হিম্মতে এনকার দেনেওয়ালা এক ভিন্ন মানুষ। তার নিশানাকৃত শিকারের বেফয়দা অপরের বধ্য শিকার হওয়া তার মনঃপুতঃ নয়। উপরন্তু রহমন সর্দারের ঘড়িয়ালা শত্রু ভুরোমল'জীর সাদীওয়ালা মন্য জেনানার লেড়কী মন্য ঐ বালিকার আস্তানার ঠিকানা এদের পিছু পিছু এসে অভাবনীয় ভাবে সে পেয়ে গিয়েছে। এই শুভ সংবাদটুকু অন্ততঃ সে তার পরম দোস্ত জনাব রহমন সর্দারের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। এর বেশী আর অন্য কোনও কর্তব্য তার মনে আসে না।

'ব্যস। ব্যস। বহুত খুউব হুয়া ভেড়ুয়াকো ভেড়ুয়া। আভি ভগো হিয়াসে', একই সাথে দুই পা ও দুই হাত তুলে হাঁটুর ও কনুয়ের গুঁতা মেরে জনতাকে দূরে সরিয়ে বাবু গুণ্ডারিয়া রাম চীৎকার করে উঠে তাদেরকে ধমক দিয়ে বললো, 'তুহর লোকেব সামনে সিপুই লোককে ফুট পর উ লোক ঝপাটসে পটাক দিলে। তু লোক খাড়া রহে রহে সব কুছ দেখলে। লেকেন ওনাদের রুখতে কেহী এলো আউর গেলো না। এ এখন্ গুরীবোঁ গৃহস্থোকো পর জুলুম করতে মাঙতে। এবে মেরি মুর্দাকো উপর'সে আনে মাঙতা তো আও। লেকেন হামেভি উললোক-কো রখ্সা করনে বালে জান কবুল করনে আলে এক মজবুত আদমী আছে, হাঁ—

গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়ার এই জান কবুল অতর্কিত আঘাতে উপস্থিত মব্ [MOB] আত্মসম্বিত ফিরে পেয়ে পুনরায় আচম্বিতে পূর্বের মত ক্রাউডে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। এখন তারা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এক সাথে চিন্তা না করে পৃথক পৃথক ভাবে চিন্তা করতে থাকে। স্থূলবৃত্তি পরিত্যাগ করে সূক্ষ্মবৃত্তি ফিরে পাওয়াতে তখন তাদের স্ব স্ব বাড়ী ঘর ও পরিজনদের

বিষয় মনে পড়তে থাকে। জনতা এবার বাড়ি ফিরে পরিজনদের কাছে ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে গল্প করার উত্তেজনা উপভোগ করার জন্যে অধিকতর উৎসুক হয়ে উঠেছে। এখন সূর্যালোকে আহত বরফের মত গলে এই জনতা নিমেষে পাতলা হতে থাকে। কিন্তু ভাঁটার টানে জনতা সরে গেলেও জোয়ারের টানে এখন সেখানে পুলিশ আসার সম্ভাবনা। তাই সম্বিত ফিরে পাওয়া শান্ত মূর্তির জনতা ও পুলিশী বিপদ সম্বন্ধে সচেতন গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়া—এদের উভয়ের কাউরই পক্ষে সেখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

'এমনি করে পুতুলের মতো আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনাদের সাথে আমাদেরও বিপদ ঘটবে', কুমারী পারুলরাণী দেবী বন্ধু যুবকদ্বয়ের কাঁধে একটা করে মৃদু টোকা দিয়ে তাদের সচকিত করে তুলে বললে, 'আপনারা আমার সাথে টপ্ টপ্ বাইরে চলে আসুন। এই বাড়ীর পিছনের খিড়কী দরজার পথে আপনাদের আমি চট্ পট্ বার করে দেবো। জান প্রাণ ও মান বাঁচাতে হলে এখানে আপনাদের আর এতটুকুও দেরী করা চলে না। এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন যে আমি মানুষটা কে? আমি আপনাদের গঙ্গার ঘাটে দেখা সেই অনাথা বালিকা। আমার জন্যেই কিন্তু আপনাদের আজকের যা কিছু দুর্ভোগ।

পারুলরানীর মুখে শুনা এই নিদারুণ সত্যটুকু বন্ধু যুবকদ্বয় ভালোরূপেই বোঝে। এতোক্ষণ ক্রমান্বয়ে খুনাখুনি করে তাদের মনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষিত। আবার নূতন করে তাদের মনে পূর্ব সাহস জন্মায় না। এরা করুণভাবে তাদের রক্ষাকর্ত্রী কুমারী পারুলরানীর প্রত্যয়পূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এর পর তারা পারুলরানীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্যে প্রস্তুত হয়। পারুলরানীর সঙ্গে তারা উঠানের পাশের পাতকোর সামনে রাখা ভিজা বস্ত্রভরা বালতির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে। তারপর একটা শিউলি গাছের ডান দিক ঘেঁসে মাটির উপর উপস্থিত হয়। সদ্য ঝরে পড়া শিউলি ফুলগুলো মাড়িয়ে ঘুঁটে লাঞ্ছিত ইট বার করা বাড়ির বেষ্টনী পাঁচিলের নীচেতে পোতা ছাগল বাঁধা একটা গোঁজ সাবধানে এড়িয়ে তারা ঐ বাড়ির পিছনের খিড়কী দুয়ারে এসে পৌছুয়। সেই ছোট দুয়ার খুলে তারা যেখানে এলো সেটাকে সাধারণ ভাষাতে মেথর গলি তথা সুয়ার ডিচ্ বলা হয়। এই অপরিসর নোঙরা আবর্জনা ভর্তি মেথর গলির

কর্দমাক্ত ড্রেন এবং তার দুই পাশের বাড়ির পিছনের পলেস্তরা খসা দেওয়ালের ঝুল এড়িয়ে তারা ধীরে ধীরে কখনও ড্রেনের এপারে কখনও বা ওপারে পা ফেলে ফেলে এগিয়েএকটা পাঁচিল ঘেরা পড়ো উদ্যানের ধারে উপস্থিত হয়।

রাতের অন্ধকারে কুমারী পারুলরানীর পালক পিতা এই পথেতেই তার ঐ পালিতা কন্যার সন্দর্শনে গোপনে যাতায়াত করে। কখনও কখনও নিষেধ সত্ত্বেও পারুলরানী তার ঐ পালক পিতাকে বহুবার এই পথে বড় রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এগিয়ে দিয়েছে। তাই সাধারণের অগম্য ও অজানা পথটি কুমারী পারুলরানী দেবীর ভালোরূপেই জানা আছে। এইদিনের দুর্ঘটনাগুলির পর ক্ষিপ্ত জনতা, গুণ্ডা ও পুলিশের নজর এড়াতে এই পথেতেই তার পালিকা মাতার সঙ্গে সে গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরেছে।

সামনের উদ্যানের পাঁচিলের এক জায়গাতে একটা বিরাট ফাঁক দেখা যায়। কবে কে নিতান্ত প্রয়োজনে সেখান থেকে একটা আলগা ইট সরিয়ে ছিল। কেউ বৃষ্টির জলে ডোবা বা কর্দমাক্ত পথে ইট পাততে কেউ বা বাড়িতে উনান তৈরী করতে বিনা বাধাতে আরও ইট সরায়। আরও কিছুকাল মালিক এই দিকে দৃষ্টি না দিলে ঐ মূল্যবান পাঁচিলের একটুকু চিহ্ন মাত্রও থাকবে না। কিন্তু সেখানে যে গহ্বরটি ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে ওদের পক্ষে ওপারে যাওয়া খুবই সহজ। এই অবহেলিত উদ্যানের অবশিষ্ট পাতা ঝরা ও ঘেয়ো ধরা--প্রায় শুষ্ক আম্র বৃক্ষগুলির আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তাতে এসে পড়তে তাদের খুব বেশী দেরী হয় নি।

'আমাদের মধ্যে ক্ষণিকের দেখা হলেও আমাকে আপনারা ভুলবেন না, কিন্তু! এই ক্ষুদ্র দাবীটুকু আপনাদের সকাশে আমার পক্ষ থেকে পেশ করা রইলো,' এই লাস্যময়ী ও হাস্যময়ী সদ্য পরিচিতা বালিকা এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হাসি হেসে যুবকদিগকে বললে, 'আপনাদের সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখা হবে না। কিন্তু আমি আপনাদের দুজনার কাউকে কোনও দিনই ভুলবো না। আজ বেলা বারোটার পর আমার কলেজে ষান্মাষিক পরীক্ষা। তাই আমি এইখানে আর বেশী দেরী করবো না। তাহলে আজ বি—বি—বিদায়। কেমন?

পারুলরানীর বিদায় বাণীতে সুরথ চৌধুরী চমকে উঠে হাত ঘড়িতে

দেখে যে সকাল আটটা বেজে গিয়েছে। এই দিনে বেলা বারোটার মধ্যে তাকে স্থানীয় থানাতে তার উপস্থিতি জানিয়ে পুলিশের কাজে যোগ দিতে হবে। হুঁ! এতোক্ষণ আহত সিপাহী দুজনাকে পথ থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে থাকবে। সে তার উতলা মন চেষ্টা করে শান্ত করে ভাবে যে দিনের আলোতে নিশ্চয়ই কেউ তাকে ওদের আততায়ী রূপে চিনতে পারবে না। যে কোনও কারণেই হোক তার ভাগ্যের নিকট সমর্পিত মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে—'এতো বড়ো বিপদ এড়ানোর পর নূতন করে তারা কোনও বিপদে পড়বে না। ঈশ্বর একান্ত সহায় না হোলে এতগুলো আপদ এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত এতোক্ষণ তাকে রক্ষা করেছে সেই ঈশ্বরের অদৃশ্য উপস্থিতি পরবর্তী কালে ঐ থানাতেও তাকে দুই হাতে আগলে রক্ষা করবে। অতএব মাভৈঃ। এজন্যে তার ভয় পাওয়া নিষ্প্রয়োজন।" ওদিকে রজত মল্লিকের চিন্তাধারা তার ঐ বন্ধুর চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক্ খাতে বইছে। আত্মবলে বিশ্বাসী বিপ্লবী যুবক রজত মল্লিকের বিশ্বাস—বলং বলং বাহু বলং। রজত মল্লিকের নৌকা ছোট হলেও উহা আপন বলে [ওন্ পাওয়ারে] সাগর পাড়ি দিতে সক্ষম ছিল। কোনও বড়ো জাহাজ দ্বারা টোওড্ [Tow] হয়ে বিপমুক্ত স্থানে নীত হওয়ার তার প্রয়োজন নেই। নিষ্প্রয়োজনে ঈশ্বররূপী এক 'অনিশ্চিতের' ঘাটে সে তার স্বয়ংক্রিয় নৌকা বাঁধতে যাবে কেন? তাই ইদানীং তার মুখের একমাত্র বুলি—'স্বোহং'। দেশ মাতৃকার উদ্ধারের কাজে ওর এই বন্ধুর ধারণার বাইরে এর চেয়ে বহু গুণে অধিক বিপদ বহুবার স্বেচ্ছাতে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। তার এই ভয় শুধু যে এই ছোট বিপদ ছোট হলেও পাছে তা দেশ মাতৃকার সেবার কাজে প্রতিবন্ধক হয়। উপরন্তু এক কাজে বার হয়ে অপর কাজে জড়ানো তাদের বিপ্লবী নেতাদের পছন্দ হবে না। তখনও তাদের দলের নেতার প্রদত্ত গুলিভরা অটো-পিস্তল তার পকেটে। এই ঝামেলায় ধরা পড়ে তা ব্যবহার করতে বাধ্য হলে—তার সূত্র ধরে তাদের ঐ দলের অস্তিত্ব পুলিশ মহল জেনে যেতো। তাতে তার এই সামান্য ভুলের ফলে সমগ্র বিপ্লবী দলটীরই গোপন আড্ডা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল।' কিন্তু এতো গুহ্য তত্ত্ব সে তার প্রিয় বন্ধু রজত চৌধুরীকে জানাতে পারে না। এর মধ্যে সে এও ভাবে যে কুমারী পারুলরানীর মতো এক সাহসী বালিকার মধ্যে কাক্ প্রয়োগ দ্বারা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তাকে দেশমাতৃকা-

উদ্ধার দলের এক ধরনের কাজের জন্য সংগ্রহ করলে কেমন হয়। এমনি কয়েকটি সাহসী পড়ুয়া মেয়েকে তাদের দলের কাজেতে সম্প্রতি প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ঐরকম কাউকে তারা এতাবৎ সংগ্রহ করতে পারে নি'। কিন্তু কোনও আদর্শ দীপ্ত আশু কর্তব্য বোধের অভাবে বিপ্লবী রজত মল্লিকের মত তার বন্ধু সুরথ চৌধুরী অতো আত্মবিশ্বাসী হতে পারে নি। এক অজ্ঞাত ভয়ে ভীত হয়ে তার দেহ মন থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। তার ঐ বন্ধুর মত জীবন সম্বন্ধে বেপরোয়া [মৃত্যুঞ্জয়ী] কোনও দিনই সে নয়। তাই এরকম বিপদে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই।

রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। প্রখর রৌদ্রোজ্জ্বল দিবালোকে এবার তাদের বিচ্ছেদ ঘটলো। উভয়ে পিছন ফিরে ফিরতি পথের পথিক পারুলবানীকে আর একবার দেখলে। [আপততঃ] ঐ নারীকে তাদের উভয়ের কারুরই কোনও প্রয়োজন নেই। সদ্য রাহুমুক্ত চাঁদের মত স্মিত হাস্যে তারা পরস্পবের নিকট বিদায় গ্রহণ করে। তারপর তারা যে যার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে দ্রুতগতিতে চলে যায়। এই বিপরীত ধর্মী বন্ধুদের পরস্পরের পরস্পরকে আর দবকার নেই। কিন্তু পারুলরানীর ক্ষীণ স্মৃতি রেখার অটুট বন্ধন হতে এরা অতো সহজে মুক্ত হতে পারবে কি? একমাত্র এদের ভবিষ্যৎচিন্তাধারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। অবশ্য তৎসম্পর্কে এদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও সুযোগসুবিধার প্রশ্নও আছে। কে বলতে পারে যে, দূব ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে আদর্শ ক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘাতের সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রেও কোন মর্মন্তুদ সংঘর্ষ ঘটবে না।

তিন

শান্তি ভাঙ্গা থানার এলাকাতে শান্তি অহরহ ভঙ্গ হয়ে থাকে। তাই এই থানাতে জবরদস্ত অফিসর বহাল করার রীতি। এই থানার জন্যে কর্তৃপক্ষকে ভেবে চিন্তে অফিসর বাছাই করতে হয়। অপ-গুণ্ডা ও চোর বদমাস অধ্যুষিত এই এলাকাতে বহু অফিসর কর্তব্য সাধনে জখম হয়েছেন। এদের দুই একজনের ইহলোক ত্যাগ করারও নজীর আছে। যে দিকে তাকানো যায় দেখা যায় শুধু ধু ধু বস্তী। ঐ গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকলে ভাগ্যবানরাই শুধু ঘরে ফিরতে পারেন। কোঠা বাড়ি কয়েকটি যে এখানে ওখানে নেই তা নয়। তার সাবেকী বনেদী বাসিন্দারা এদের সঙ্গে বংশানুক্রমে সহ অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছে। তাই তাদের কাছে পুলিশের এদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার কোনও আশা নেই। যাদের এলাকাতে পুলিশ একাকী যেতে ভয় পায় সেখানে এই সব ধনী ও মধ্যবিত্তরা নিরুপায়। পুরুষানুক্রমে ওদেব সাথে একটা আপোষ ব্যবস্থা না হলে এদের পক্ষে সেখানে বাসকরাই অসম্ভব।

এই শান্তিভাঙ্গা থানার জবরদস্ত অফিসর-ইন্-চার্জ মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে বিশবছর পূর্বে তাঁর চাকুরীর প্রথম জীবনে সর্বপ্রথম এই থানাতে বহাল হন। তাঁর অসীম সাহসিকতা পূর্ণ জবরদস্ত ব্যবস্থাতে এই মহল্লার বহু বহু অপদল সর্দারের ভাত ভিত্তি উঠবার উপক্রম হয়। কিন্তু এক সকরুণ ঘটনার পর আর এখানে বহাল থাকা সম্ভব হয় নি। তিনি তাঁর গুণ্ডা দলন রূপ ষ্টিম্ রোলার পূর্বের মত চালাতে ঐ থানাতে বহাল থাকতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্গত তরুণী ভার্যা একটুক্ষণও থানার আবাসে টেঁকতে পারেন নি। এর পর কর্তৃপক্ষ তাকে 'বিপ্লবী-বিরোধী' গোয়েন্দা বিভাগে বদলী করলে দক্ষতার সঙ্গে ঐ একই ভাবে তিনি স্বভাব সিদ্ধ ষ্টিম্ রোলার চালাতে থাকেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার বিপ্লবীরা তাঁর জীবন নাশের ব্যর্থ চেষ্টাও করেছে। অধুনা আইন ভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলন এই থানার কয়েকাংশে জোরদার হওয়াতে উহা দমন করার জন্য বিশ বছর পর দ্বিতীয়বার তাঁকে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করে এই থানার অফিসর-ইন-চার্জের আসনে বসালেন। এই থানাতে ফিরে আসার ইচ্ছা না থাকলেও কর্তৃপক্ষের হুকুম মান্য করা ভিন্ন

অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। স্বাধারণতঃ প্রবীণ সব-ইনেস্‌পেক্টদেরই একজন থানাগুলিতে অফিসর-ইনচার্জ এর পদে বহাল করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই করিতকর্মা বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের জন্য ঐ একই পদে একটি সিনিয়র ইনেসপেক্টর পদের সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতিকালে করেছেন।

এই বিরাট থানার বিরাট এলাকা মূলত একটি চওড়া রাজপথ দ্বারা দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত। তার একদিকে পূর্বোক্ত রূপ পঙ্কিল বস্তী গ্রাম সমূহে সমাকীর্ণ এবং তার অপর দিক বড়ো বহু তল অট্টালিকা গা ঘে সাঘেসী ভাবে দণ্ডায়মান। এই সব অট্টালিকার এক এক ঘরে একই কল-চৌবাচ্চা ব্যবহারকারী নর নারী বাস করে। তাই সাধারণ ভাষাতে এইগুলিও কোটা বাড়ীর মর্যাদা হারিয়ে 'বস্তী বাড়ী' নাম অর্জন করেছে। এইগুলি এখন 'সত্যাগ্রহী' স্বদেশীবালা এবং অগ্নিবর্ষী গুপ্ত সন্ত্রাস দলের আদর্শ আশ্রয়স্থল। মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে এখন মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের মত এখানে এক হস্তে মগদের ও অপর হস্তে মোগলকে রুখতে হবে। এইখানে এক অপ্রিয় মহা গুরুদায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হবে।

অভ্যাসের ক্ষমতা যে কিরূপ অসীম তা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। পুলিশবালারা প্রথমে অপরাধীদের গালিগালাজ করতে শেখে। এতে অভ্যস্ত হওয়ার পর তার চোট্‌ জনসাধারণের উপরও পড়ে। এর পর ওঁদের সুরু হয় তাঁবেদারদের উপর অনুরূপ গালিগালাজ। পরে ঐ অভ্যাস স্বগৃহে পরিজনদের উপর সম্প্রসারিত হয়ে পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করে। বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে প্রথমে দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের উপর উৎপীড়নে নিজেকে অভ্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডারা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ঐ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়ে অন্যদের উপরও ছড়ায়। এর ফলে গুপ্ত বিপ্লবীদল দলনের সাথে সাথে এবার তিনি সত্যগ্রাহীদের দমন করতে বদ্ধপরিকর। সাধারণ গুণ্ডাদের সাথে এদেরকেও দমনের জন্য তাঁর এই থানাতে পুনর্গমন। আজ থেকে বিশ বৎসর পূর্বে এইখানেতে একটি দুর্ঘটনার পরে তিনি তাঁর প্রতিটি সুকুমার বৃত্তি হারিয়েছেন। প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী কোনও ব্যক্তিরই তার কবলে রেহাই নেই। এই মনোজট তথা কমপ্লেক্স তাঁর মধ্যে জেঁকে বসেছে।

থানাতে অফিসর-ইনচার্জের অফিস কক্ষে চৌদ্দ বৎসর পূর্বেকার শক্ত টেবিল ও চেয়ার আজও বর্তমান। এমন কি টেবিলের পাশের ফাইল রাখা র‍্যাকটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি ভাবে আছে। জবরদস্ত থানাদার মহীন্দ্র

বাড়ুয্যে ঐ চেয়ার খানাতে বসে বুঝলেন যে মনের দিক হতে অপরিবর্তিত থাকলেও তাঁর চেহারাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ বৎসর পূর্বে এই চেয়ারে বসার পর দুধারে বেশ কিছুটা জায়গা থাকতো। কিন্তু এখন তার স্থূল দেহ সেখানে কাপে কাপে বসে যায়। তিনি একবার সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলেন। সেইখানে সারি সারি এই থানার বিগত দিনের [পূর্বতন] অফিসর-ইন-চার্জদের ফটো টাঙানো আছে। এদের মধ্যে তাঁরও চৌদ্দবৎসর পূর্বেকার একটি ফটো টাঙানো ছিল। তাই পূর্বেকার ঐ যুবজনোচিত নিটোল দেহী ফটো চিত্তের চেহারার সাথে নিজের বর্তমান চেহারা মিলিয়ে দেখে তার হিংসা হয়। তাঁর মনে হয় এই থানাতে ঐ সময়কার কয়টা বছরই বোধ হয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। একটু অন্যমনস্ক হওয়া মাত্র তিনি যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠে শুনলেন যে তাঁর স্বর্গত স্ত্রী ডুকরে কেঁদে বলছে—'ওগো! সে আমার সামনে রোগে ধড়ফড় করে মলো না কেন? শুধু তোমরা জেনে বলো যে সে বেঁচে নেই। আমাকে তার মৃত্যু সংবাদটা শুধু এনে দাও। আমার রক্তজ বেঁচে থেকে অন্যের বাড়ীতে যে মানুষ হবে সে চিন্তা আমার অসহ্য'। সেই দিনের সেই দুর্ঘটনার তদন্তের সুরাহার জন্যে অন্য বাঘা বাঘা তদন্তকারীদের সাথে নিজের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই থানার অমুক সালের অতো নম্বরের অপহরণের মামলা অমীমাংসিত রয়েছে। বিব্রত বোধ করে অন্যদিকে মন দিতে এ'বার তিনি এই দিন এই এলাকাতে ঘটা ট্রিপিল মার্ডার মন্য [ত্রয়ী খুন] মামলার তদন্তের ডাইরী লিখতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তা সত্বেও হঠাৎ এক সময়ে তার অজ্ঞাতে তাঁর মূল মন বিছিন্ন হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এমন জরুরী মামলার ডাইরী লিখতে একটুমাত্র ভুল হবার উপায় নেই। তাঁর একটি মন দিয়ে নিখুঁতভাবে তিনি ডাইরী লিখতে সুরু করলেন বটে, কিন্তু তার অপর মনটি উতলা হয়ে ওঠে শুনতে পেয়ে চৌদ্দ বৎসর পূর্বেকার রাজপথ পরিক্রমরত একটি পুলিশ ওয়ারলেশ রেডিও ভ্যানের হতে নির্গত হৃদয় ভেদী কর্কশ যান্ত্রিক ধ্বনি—'এই থানার অমুক অফিসরের অপহৃত কন্যার সংবাদের জন্য হাজার টাকা পুরস্কার। তাঁর দুবৎসর বয়ক্রম কন্যার সাথে তাঁর বাড়ীর এক ঝি'ও নিখোঁজ। ঐ স্ত্রীলোকের সন্ধানে আরও এক সহস্র মুদ্রা পাবেন।' সেই দিনকার সেই বৃথা চেষ্টার পর কতো বৎসর অতিবাহিত। পুরানো ব্যথা বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের

গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সেই ব্যথা বারেবারে তিনি মানুষ মাত্রকেই ফিরিয়ে দিতে চান। এই কর্মের সুবিধার জন্য তিনি উচ্চতর পদে প্রমোশন পর্যন্ত নেন নি। বহু সহকর্মীকে তিনি তাঁর প্রাপ্য উচ্চপদের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছেন। তাঁর ঐ সব উচ্চপদস্থ কর্মী দক্ষকর্মী মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে সমীহ করেন। ডাইরীর পাতা থেকে কলম তুলে একবার মাত্র তিনি ভাবলেন ঐ পুরানো অমীমাংসিত বাতিল মামলাটি রি-ওপেন্ করে তদন্ত সুরু করলে কেমন হয়? আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর নিজের ঐ মামলা ছাড়া আজ পর্যন্ত তাঁর তদন্তাধীন কোনও মামলা অমীমাংসিত থাকে নি। ডাক্তাররা বোধ হয় নিজের চিকিৎসা নিজেরা করতে পারে না। এই জবরদস্ত থানাদার ভদ্রলোক একটু ম্লান হাসি হেসে পুনরায় এই দিনের মামলার ডাইরী লিখতে মনোনিবেশ করলেন। এই হত্যা মামলা কটিরও কিনারা করে হত্যাকারীদের তিনি নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করবেন। সেই বিষয়ে তাঁর মুখে চোখে নিশ্চিত প্রত্যয়ের চিহ্ন দেখা যায়।

—কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর বিক্ষুব্ধ মনটি ডাইরীর খাতার পাতার উপর ধরে রাখতে পারেন না। কখন তাঁর অজ্ঞাতে লেখনীর গতি কমে একস্থানে থেমে গেল। বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুজ্যে মুখ তুলে দেখলেন যে ঘরের চতুর্দিকে সেই একই দেওয়াল। তবে পূর্ব দিনের তুলনাতে ঘরের পরিধি একটু ছোট মনে হয়। কম বয়সে দেখা বহু দ্রব্য বেশী বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট-ই মনে হয়। পূর্ব দিনগুলোর মত এই আফিস ঘর তাঁর আর তেমন পছন্দ হয় না। এখানে বেশীক্ষণ বসে থাকতে তাঁর যেন কেমন হাঁফ লাগে।

বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুজ্যে তাঁর অফিসের কক্ষে রিভলভিঙ চেয়ারের পৃষ্ঠে দুরূহ মামলার ডাইরী লেখার ফাঁকে ক্ষণেক বিশ্রামের কারণে হেলান দেওয়া মাত্র তিনি তাঁর চৌদ্দ বৎসর পূর্বেকার হারানো দিনগুলিতে আরও একবার ফিরে গেলেন। হঠাৎ অন্যমনস্কতার কারণে তাঁর আঙুলের ফাঁক গলে কলম নীচে পড়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তাঁর হাত থেকে পড়া কলম ডাইরীর পাতা থেকে সলজ্জভাবে তুলে দেহটি সোজা করে বসেন। তারপর তিনি নিমিষের মধ্যে আপন সম্বিত ফিরে পেয়ে পূর্ব দিনগুলির যা কিছু স্মৃতি তা নিঃশেষে ভুলে যান।

থানার এই দুর্দান্ত বড়বাবুর অফিস কক্ষের দরজার স্লাইং-ডোরের এপারের কক্ষে আরও কয়েকজন লেখক লেখালেখির কাজে ব্যস্ত। ঐ কক্ষের দেওয়ালে

টাঙানো বড়ো পেটা ঘড়িতে বারো বার টঙ্ টঙ্ করে ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মী স্বরথ চৌধুরী পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে পাওয়া একটি পরিচয় জ্ঞাপক নিয়োগ বার্তা সম্বলিত চিরকুট হস্তে প্রবেশ করলো। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তার ভীত হৃদয়ের কম্পনগুলি অতি কষ্টে প্রশমন করে সে দিবা বারোটা বাজার সাথে সাথে নূতন কর্মস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছে। তার সর্বক্ষণই এই ভয় যে এই বুঝি এখানে কেউ তাকে চিনে ফেলে পাকড়াও করে—। আবার তার এও মনে হয় যে ভবিষ্যতে 'না ধরা-পড়ার কারণে' এইটিই হবে তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। তবুও চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ও ঘুরাফিরা সিপাহীদের মুখের দিকে সে ভীত সচকিত হরিণের মত বারে বারে চেয়ে দেখে।

'মামলা তো আজ এখানে একত্রে চার চারটা এলো,' একজন লিখিয়ে বাবু একটা টেবিলের ওপার থেকে খেঁকরে উঠে নবনিযুক্ত অফিসর স্বরথ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার নূতন কি মামলার আপনারা খবর দিতে চান? মশায়! আজ কিন্তু এ থানাতে আগুন লেগে গিয়েছে। এই থানাতে আজ বড়ো ঝামেলা। এখানকার সব অফিসরদের ও সেই সাথে কর্তৃপক্ষ সাহেবদের মাথা গরম। অন্যদিন এলে চলে তো আজকের দিনটা ক্ষান্ত দিন। নয়তো চটপট বলুন যে আপনি এখন এখানে কি চান। আমরা এখন কয়টা সাঙ্ঘাতিক খুনের আসামী দু'জন গুণ্ডার সন্ধানে ব্যস্ত। ঐ সব খুনে গুণ্ডাদের সম্বন্ধে কিছু খবর জানালে দশ হাজার টাকার পুরস্কার পাবেন, হাঁ—

ভবিষ্যৎ সহকর্মী সাব-ইনেসপেক্টার আশুতোষ ঘোষের উপরোক্ত উক্তিতে নবনিযুক্ত স্নাতক পুলিশ কর্মী স্বরথ চৌধুরীর বুকটা ক্ষণিকের মধ্যে ভয়ে পুনর্বার তোলপাড় করে উঠলো। একবার সে এও ভাবলো যে এখুনি দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে সে ফেরার হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভূতাবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অশান্ত মনকে জোর করে নিজের আয়ত্তে এনে ঐ ভদ্রলোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে সে হেড কোয়ার্টার থেকে পাওয়া নিযুক্ত নামাটি তার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলে।

'আরে। দাদা! আপনি এতোক্ষণ অতো বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন কেন। প্রথম প্রথম এই পুলিশের কাজে জয়েন করার কালে অমন ভয় একটু হয়ই। এখন তো আপনি আমাদেরই স্বগোত্র হয়ে

আমাদের সহধর্মী নিত্য সহকর্মী হলেন। এর পর আপনিই কারণে অকারণে কতো লোককে ভয় দেখাবেন,' নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরীর এইরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় ভয়কাতুরে ভয়েতে সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐ ঝানু দারোগাবাবু আশু ঘোষ বললে, 'বাপ! যে দারুণ শীত এবার পড়েছে। সাথে ওভার কোট আনেন নি কেন? কিন্তু থানা আজ এতো গরম যে এই দুর্দান্ত শীতও এখানে কাবু। আপনি আজ সংবাদপত্র পড়েন নি বুঝি' এডিটার বেটারা এখন পাল্টা অভিযোগ তুলেছে। এই আপনি বা আমি, আমাদের কেউ যেন ঐ খুন করলো। আজ আমাদের কাজে সাহায্য করবার একজন বাড়তি অফিসর প্রয়োজন বটে। আজ বোধ হয় আপনি আর বাড়ি ফিরতে পারবেন না। থানার দ্বিতলে একটা কোয়ার্টার খালি আছে বটে। তবে সেখানে আজকে আশ্রয় নেবার মত সময় কৈ? আপনাকে ভাজাভুজী কিছু ও রসগোল্লা থানাতেই আহার কবতে হবে। আচ্ছা! এখানে এই চেয়ারে বসে আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি, আপনার আগমন-বার্তা ওঘরে বড়বাবু মহাশয়কে জানিয়ে আসি। তবে একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে ওঁর মেজাজ প্রথমে বোঝা দরকার। প্রথম দিনেতেই আবার ওঁর গাল খাবেন—

সাব-ইনেসপেক্টর আশু ঘোষ মহাশয় কিছুক্ষণ দরজার এপার থেকে উঁকিঝুঁকি মারার পর হঠাৎ এক সময় ফ্লাইং দরজা ঠেলে বড়বাবুর অফিস কক্ষে ঢুকেছে। এর মধ্যে প্রায় দশটি মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সেখান থেকে তখনও কোনও উচ্চবাচ্য শুনা যায় না। রাসভারী কর্মব্যস্ত বড়বাবুর কলম ও মুখ তোলার অপেক্ষাতে তিনি সেইখানেতে নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সুযোগমত তাকে নিম্নস্বরে বড়বাবুকে সুরথ বাবুর আগমনের বিষয়ে বলতে শুনা গেল। কিন্তু তার বক্তব্যের অর্ধপথে তাঁকে থামিয়ে বড়বাবু উচ্চনাদে বলে উঠলেন, 'কি ডাইরী লেখবার সময়েতে বাজে ঝামেলা। যেন জোড়া খুনের আসামীদের কেউ নিজে থানাতে এলো। আরও একটু বসতে বলো ওকে।' মানুষের মনে কোনও ক্ষোভ থাকলে প্রতিরোধ শক্তির অভাবে কারণ বহির্ভূত অন্য স্থানেও তার কোপ পড়ে। বড়বাবু তার খেইহারা মনের বিনষ্ট প্রতিশোধ শক্তি পুনর্জাত করে ফ্লাইং দুয়ারের দিকে অপ্রস্তুত ভাবে বারেক তাকালেন। তারপর তিনি এই অপ্রস্তুতীর সলজ্জভাব দক্ষ প্রশাসক-জনসুলভ ভাবে সাবধানে গোপন

করে তৎক্ষণাৎ কল্পনাতীত শান্তমূর্তি ধারণ করে তাকে বললেন—আচ্ছা! ছোকরাকে এখানে নিয়ে এসো। আমার এখুনি একজন সাহায্যকারী দরকার। যাও।

সুরথ চৌধুরী শৈশব কৈশোর ও বাল্যকাল অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু অতোখানি বয়সেও নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরীর এতাবৎ কোনও এক পুলিশি থানাতে প্রবেশ করার সুযোগ হয় নি। জন্মাবধি একটি নির্বিবাদ ভদ্র পল্লীতে এযাবৎ সে বাস করেছে। সেখানকার নাগরিকরা পারতপক্ষে পুলিশি ঝামেলা এড়িয়েই চলে। ছাত্রাবস্থাতে খেলার মাঠে মধ্যে মধ্যে মারপিঠেতে থাকলেও ঠিক সময়ে কাজ সেরে সে পুলিশের নাগালের বাইরে এসেছে। প্রাইভেট কার ড্রাইভিং-এর সময়ে কর্তব্যরত পথ পুলিশের সাথে তার বচসা হয়েছে বটে! কিন্তু এযাবৎ কাল কোনও অফিসর শ্রেণীর পুলিশ কর্মীর সাথে তার বাক্যালাপ করার প্রয়োজন হয় নি। ফ্লাইং-ডোরের ওপারেতে বড়বাবুর মুখনিসৃত কর্কশবাণী স্বভাবতঃই তার বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। কিন্তু এই বিরক্তি বড়বাবুর কক্ষে প্রবেশ করার সাথে হাওয়ায় উড়া কর্পূর বাষ্পের মত উবে গেল। তার পরবর্তীকালীন সুন্দর পরিবর্তিত ব্যবহার তাকে আশ্বস্ত করলে।

'আসুন! সুরথবাবু! ভাই। দুরূহ তদন্তের ডাইরী লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আপনাকে আমি বহুক্ষণ বাইরে অপেক্ষারত রেখেছি। এজন্য আমি খুব দুঃখিত', বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে নব নিযুক্ত কর্মী সুরথ চৌধুরীকে সমাদরে স্বাগত জানিয়ে সামনের কাষ্ঠাসন তথা চেয়ারখানাতে বসতে অনুরোধ করে বললেন, 'সেই সকাল থেকে এক নাগাড়ে তদন্তের পর তদন্ত করে এইমাত্র থানাতে ফিরে ডাইরী লিখতে বসেছি। থানার একটা সিপাহী পথেতে-ই ইঁটের ঘায়ে মারা পড়েছে। অপরজন হাসপাতালে মৃত্যুমুখী হয়ে বে-হুস্ হয়ে রয়েছে। এছাড়া কুখ্যাত অমরু গুণ্ডাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবশ্য ও লোকটা মরলে শহরের একটা গুণ্ডা কমবে। বছরে থানাতে এমনিতে মার্ডার কেস কমই আসে। ওরা মরলে এক সাথেতে একাধিক মার্ডার কেস এখানে হবে। ওদের কোনটাই বেশীক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না। তোমার ভাগ্য ভালো যে কর্মজীবনের সুরুতেই খুনি মামলার তদন্ত শিখবার সুযোগ পেলে। তোমাকে এই মামলার কয়েকটি আংশিক তদন্তের ভার দেবো। এখন ঐ মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত উঠতি

গুণ্ডামন্ত খুনী অপরাধী দুজনাকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই। তোমাকে পুলিশ-রূপে এই অঞ্চলে এখনও কেউ চেনে না। তোমাকে ছদ্মবেশে কয়েকটা খান্ জাযগায় ঘুরাঘুরি করতে হবে। আমি আর দু ঘণ্টার মধ্যে আজকের মত এই ডাইরী লেখাব কাজ সাববো। কর্তৃপক্ষ তদন্তের সাথে সাথে ডাইরী পড়ে তা জানতে চান। তাই তদন্ত অসমাপ্ত বেখে শুধু ডাইরী-লিখতে থানাতে ফিরতে হলো। দাঁড়াও। তোমার জন্যে এক কাপ চা'য়েব অর্ডার দিই। এই দরোজা-আ।

একাধিক্রমে বহুক্ষণ ডাইবী লিখে বডবাবু মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যের আঙুল ক'টা টনটন কবে উঠছিল। তাঁর মনটাও অতি মনোনিবেশে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এইবার একটু মানসিক ও শারীরিক বিশ্রামের তাঁর নিতান্ত প্রযোজন। তাই আঙুলের ফাঁকের কলম খাতাতে ফেলে একটু হালকা কথোপকথনে তাব সময কাটাতে ইচ্ছে হয়। বডবাবু মামলার কিনারার জন্যে নীববে মনে মনে কয়েকটি উপায় ভেবেছিলেন। এখন এই ভাবা উপায়গুলি এই নূতন অফিসরকে উপদেশ দেবাব আছিলাতে সববে তাঁর আওডাতে ইচ্ছা হয। উদ্দেশ্য মনের ভাবনা ভাষায় প্রকাশ করে তার উচিত্য অনুচিত্য বুঝা।

'কোনো মার্ডার কেসেব মামলার কিনারা করতে হলে বা তার পলাতক আসামীদেব গ্রেপ্তাব কবতে হলে তোমাকে প্রথমে মনে মনে নিজেকে ঐ মার্ডারাবদেব একজন মনে করতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে নিজেকে তাদের জায়গায প্লেশ [স্থলাভিষিক্ত] করতে হবে', বডবাবু এক নজরে সুরথ বাবুকে কাজ কর্ম শিখতে ইচ্ছুক প্রতিভাবান অফিসার বুঝে তাকে উদ্দেশ করে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমাকে ভেবে নিতে হবে যে তুমি নিজে খুনী হলে কিভাবে ঐ খুন করতে ও তারপর নিরাপদে পলায়নে কি কি ব্যবস্থা তুমি গ্রহণ করতে। তোমাকে এই সাঙ্ঘাতিক খুনের মামলাতে তদন্ত শেখার জন্যে আমি স্বয়ং তোমাকে পর্যায়ক্রমে ঘটনাস্থলগুলিতে নিয়ে যাবো। ঐ ঘটনা স্থলের পরিবেশে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঐ খুনিরূপে চিন্তা করলে এমন সব হদীস তোমার মনে উঁকি দেবে যাতে তুমি সেই সব বার্তার সাহায্যে অতি সহজে ঐ সব খুনের কিনারা করে পলাতক খুনীদের গোপন ডেরাতে পৌছুতে পারবে। কিন্তু। কিন্তু মুস্কিল এই যে সারাক্ষণ আমাদের এই দুরূহ মামলার ডাইরী লিখনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

তদন্ত করা অপেক্ষা লব্ধ তথ্য গুছিয়ে লেখা আরও শক্ত। এই লেখালেখির ভুলের ফাঁকে অতীতে আদালতে বহু মামলা বিফল হয়েছে। এসব কাজ করতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তাই এখন তোমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে। আহত সিপাহী ভিখুয়া পাণ্ডে ও অমরু গুণ্ডা—দুজনাই এখনও হাসপাতালে অচৈতন্য। ডাক্তারদের মতে সন্ধ্যের আগে তাদের জ্ঞান ফিরবে না। তবু তুমি একবার সেখানে গিয়ে ওদের দেখে এসো। দৈবাৎ ওদের জ্ঞান ফিরলে খুনীদের হুলিয়া [দৈহিক আকৃতি] জেনে নিও। তবে কয়েক জন পথচারী ওদের মোটামুটি হুলিয়া একটা দিয়েছে। এই চিরকুটে লেখা খুনী গুণ্ডা দুজনার চেহারার হুলিয়া দেখে রাখো। ওরূপ কোনও সন্দেহমান ব্যক্তিদের পথে দেখামাত্র তাদের পাকড়াও করবে। এই ধরপাকোড়ের বিষয়ে তুমি কোনও মায়া করো না। এতে একটু আধটু ভুল হলেও তাতে মারাত্মক কোনও ক্ষতি নেই। হাঁ। যে পথ ধরে আসামী দুজন পালিয়েছে সেই পথ দিয়েই তুমি হাসপাতাল যাও। খুনের পর রক্তদর্শন জনিত চিত্তবিকারেতে খুনীরা প্রায়ই বধ্য ভুমিতে ফিরে আসে। সন্দেহমান ব্যক্তিদের দেখামাত্র তাদেরকে পাকড়াও করবে। ভুলে যেওনা যে হাকিমরা সন্দেহাবকাশে আসামী ছাড়লেও আমরা ঐ একই কারণে আসামীদের গ্রেপ্তার করি। ওদেরকে ধরতে পারলেই কর্মজীবনে প্রথম চোটে তোমার সার্ভিস বুকে রিওয়ার্ডের ঘরে লাল কালিতে দুইহাজার টাকার পুরস্কারের বিষয় উঠবে। সারা পুলিশি জীবনে পাওয়া পুরস্কারের যোগফল অতো টাকা হয়ে ওঠে না হে।

দারোগা সুরথ চৌধুরী তার দেহের যা কিছু ভীতির শিহরণ তা সাবধানে বুকেতে গোপন করে বড়বাবুর দেওয়া খুনিদ্বয়ের হুলিয়া সম্বলিত চিরকুট পত্রটির উপর বহুক্ষণ চোখ বুলতে থাকে। হাঁ। ঐ হুলিয়া বহুলাংশে তাদের আকৃতির কাছাকাছি যায় বটে! কিছুক্ষণ ঐ মৃত্যু পরোয়ানাটির দিকে চোখ রেখে মুখ তুলে সে দেখে যে ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার সদ্য পরিচিত দারোগা আশুতোষ ঘোষ মাথা নীচু করে ঐটি পড়তে পড়তে বারে বারে তাকে দেখছে। তবু ভাগ্য ভালো যে বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে ততক্ষণে আবার নিবিষ্টভাবে ডাইরীর পাতাতে ডুবে গেছেন। বড়বাবুর টেবিলের পার্শ্বের কাঠের র‍্যাকে পিতলের ফ্রেমে এক শিশু কন্যা কোলে এক নারীর

ফটো দেখা যায়। একবার তার মনে হয় যে এদের নজর এড়াতে সে জিজ্ঞেস করে যে ঐ ফটোটি বড়বাবুর কার? তার এই মনের ভাব বুঝে চতুর দারোগা আশু ঘোষ তার পিঠে হাত রেখে মৃদু চাপে তাকে চুপ করালো। তার ইঙ্গিত এই যে—উহুঁ! ওকথাটি এখানে নয়। ঐ প্রশ্ন উত্থাপনে বিপদ আছে। ওসব আড়ালে সেই তাকে বলবে।" এরমধ্যে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু আবার ডাইরীর পাতা থেকে তার দিকে মুখ তোলেন।

নবীন পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরীর মুখে চোখে একটা দারুণ বিমর্ষভাব ফুটে উঠেছিল। অভিজ্ঞ প্রবীণ অফিসর মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের মত শিকারীর চোখে তা ধরা পড়তে দেরী হয় নি। জন প্রবাদ এই যে তাঁর চোখে শ্যেন পাখীর দৃষ্টি ও তাঁর বজ্রকঠিন হাতেতে ব্যাঘ্রের থাবা—কোনও পলাতক অপরাধীই ঐ দুটোকে এড়াতে পারে না। ঝানু বড়বাবু এরমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে কথোপকথন কালে এই নবীন ছোকরা বারেবারে অন্যমনস্ক হয়।

'আরে! তুমি এতো বিমর্ষ হয়ে থাকো কেন বলো তো!' এইবার একটু স্নেহসূচক ভঙ্গীতে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোনও কন্যার প্রেমে ট্রেমে পড়োনিতো! শুনা যায় ব্যর্থ প্রেমিকরা আত্মহত্যা করে। ওদের কেউ বা বিবাগী হয়ে যায়। আর ওদের কেউ বা জ্বালা জুড়াতে পুলিশে ঢোকে। অবশ্য পুলিশের বৈচিত্র্যময় কাজে সকল প্রকার মানসিক রোগ ত্বরায় সারতে বাধ্য। এখানে প্রতিটি মুহূর্তে বারে বারে কতো ছবি সিনেমার মত এসে মুহূর্তে আবার তা মিলিয়ে যায়। এক এক মিনিটে বিশজন করে লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এখানে এলে বদ্ধ পাগলের পাগলামী পর্যন্ত ছাড়ে। হা হা—

বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের প্রথম কথাটি বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত [সাজেস্‌সন] হয়ে এতো দুঃখেরও মধ্যে এই সম্পর্কে সুরথবাবুর মনে একটি পুলক শিহরণ জাগায়। জীবনে এই প্রথম সে উপলব্ধি করে নারীর প্রেম নামে পৃথিবীতে এক লোভনীয় বস্তু আছে। তার দুর্ভাগ্যের সাথে জড়ানো অজানা অচেনা পারুলরানীকে তার এবার মনে পড়ে। এই অপূর্ব অনুভূতি তার মনের গহন কোণে শিকড় গাড়লেও তা এখনও মহীরুহ নয়। পরক্ষণেই একটু সলজ্জ হাসি হেসে পারুলের বিষয় তখনকার মত ভুলে সে মুখ নীচু করে। এর পর ঝানু বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের তাকে আর অধিক লজ্জা দিতে ইচ্ছে করে নি। এর মধ্যেই তাকে তার যা কিছু 'নির্দেশ'

আদেশ ও উপদেশ দেবার তা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি দারোগা আশু ঘোষকে অফিসর সুরথবাবুকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য হুকুম দিয়ে আবার ডাইরীর পাতাতে খস খস করে লেখনী চালাতে সুরু করলেন। উপস্থিত কাউর প্রতি তাঁর আর দৃষ্টি নেই।

প্রথম থানাতে প্রবেশ কালে রঙরুট পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরীর মনে ছিল নিদারুণ ভয়। তাই দারোগা আশু ঘোষ তার মুখে ভয়ের সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখেছে। কিন্তু থানাতে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে তার এই ভয় দূরীভূত হয়ে আসে অনুতাপ। অভিজ্ঞ বড়বাবু সুরথ বাবুর মুখে ভয়ের বদলে ভয় ও অনুতাপ মিশ্রিত বিষণ্ণতা দেখেন। তাই এই ঝানু অফিসরদ্বয় তাদের বুদ্ধির মাপকাঠি বয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির কাছাকাছি এসেও দূরে সরে গেলেন। ফলে, তাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ইন্‌ষ্টিঙট্ এখানে কাজে লাগে নি। কোনও শত্রু আত্মীয়ের রূপ ধরে এলে মানুষের বুদ্ধি এইভাবে ব্যর্থ হয়।

একটু সন্দেহ হলেই সুরথ চৌধুরীর চেহারার সাথে পলাতক আসামীর হুলিয়ার সাদৃশ্য তাদের চোখে ধরা পড়তো। এই সহজ বুদ্ধি তাদের কারুর মধ্যে আসবে বলে মনে হয় না। পরিচিত প্রাসাদবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিকে আশাতীত ভাবে পঙ্কিল বস্তীতে ছিন্ন বস্ত্রে দেখলে তাঁর অতি বড় বন্ধুও তাকে চিনতে পারে না। তার শুধু এইটুকু মনে হবে যে—আশ্চর্য! এমন প্রায় একপ্রকার চেহারার দুজন মানুষ তাহলে পৃথিবীতে আছে? এমন কি পরে সেই ব্যক্তির সাথে দেখা হলে তার কাছে ঐ বিষয় সে উত্থাপনেরও অযোগ্য মনে করে। সুরথ চৌধুরী বুঝতে পারে যে ফেরার সুরথ চৌধুরী পুলিশ সুরথ চৌধুরীর মধ্যে চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু ক্ষুরধার অনুতাপের মুহুর্মুহু আঘাত হতে তার অব্যহতি কোথায়? সে জানে যে পাপের সংসারে পাপ ঢুকলে ততো ক্ষতি হয় না। কিন্তু পুণ্যের সংসারে সামান্যতম পাপও বিপর্যয় এনে দেয়। কিন্তু ও কথা কাউকে বলা পর্যন্ত অসম্ভব। কোনও বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীকে বলতে পারলে তার মন হাল্কা হতো।

বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু নবাগত সুরথবাবুকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেও প্রবীণ দারোগা আশু ঘোষকে তিনি বসতে বলেন নি। এজন্য দারোগা আশু ঘোষ একটুকুও দুঃখিত নয়। কারণ, সে জানে প্রথম শিষ্টাচারের রীতিই হচ্ছে এই। এর পরে ওঁকেও ঐভাবে ওখানে আসামাত্র বসতে বলা হবে না। সুরথ চৌধুরীকে তখনও সেখানে বসে থাকতে দেখে

দারোগা আশু ঘোষ তার কাঁধে একটা টোকা দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করে। উভয়েই ধীরে ধীরে রাশ ভারী বড়বাবুর অফিস কক্ষ থেকে বার হয়ে এলেন। বাইরে উভয়েরই বহু কাজ বাকী। উপরন্তু রজত চৌধুরীর উপর বড থানাদার মহীন্দ্রবাবুর হুকুম—এখুনি তাকে হাসপাতালে গিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তিদেব জবানবন্দী নিতে হবে। এবার সুরথ চৌধুরীর নিশ্চিত ধারণা এই যে ওরাও তাকে তাদের আততায়ীরূপে চিনবে না। এক ক্ষেত্রে সফল হলে মানুষ ধবে নেয় যে সে অন্য ক্ষেত্রেও সফল হবে।

পুলিশ বিভাগে হুকুম হওয়ার সাথে সাথে হুকুম তামিল করতে হয়। এই সহজ সত্যটুকু সুরথ চৌধুরী কাউর উপদেশ বিনা বুঝতে পারে। অতক্ষণ বডবাবুব সান্নিধ্য তার পক্ষে অসহ্য হযে উঠেছিল। এমন কি তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। তার মনে হচ্ছিল যে সে শুধু একজন খুনী নয়। সে সেই সাথে একজন ঠগীও বটে। থানা থেকে পথে বেরিয়ে সে এবার একটু হাঁফ নিতে চায়।

সামনের চেযারটাতে বসে একটুখানি আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এখুনি একজন কোমর বন্ধ সিপাহী তৈরি করিয়ে আপনার সাথে দিচ্ছি। এলাকা জানা ঐ সিপাহী আপনাকে সঙ্গে করে খুনের জায়গা দেখিয়ে দেবে', নিজেব আসনে বসে পডে টেবিলের উপরকার এবস্‌কণ্ডিঙ রেজিষ্টাবটির পাতাতে অসমাপ্ত বিবরণ লিখতে লিখতে দারোগা আশুতোষ ঘোষ সুরথ চৌধুরীকে বললে, 'ঐ কটা খুনের মামলার নাম না জানা খুনীদের সংগৃহীত হুলিয়া যথাযথ ভাবে লিখে ফেলতে হবে। এখুনি বড সাহেব থানাতে এসে এগুলো চেক্ করে দেখতে পারেন। এতক্ষণ তো আপনার ও বড়বাবুর খিদমদগারীতে সময় নষ্ট হলো।

বাবু সুরথ চৌধুরী আড়চোখে দেখে যে দারোগা আশু ঘোষ সেই বাঁধানো খাতাতে ঘটনার স্থান কাল ও পাত্রের বিবরণের সাথে তদন্ত দ্বারা লোকের মুখ থেকে সংগৃহীত 'নাম না জানা খুনীদের আকৃতির বিবরণও ঐ খাতার পাতায় বিভিন্ন স্তবকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সকলের আশা যে ঐ ফেরারী কেতাবে লিপিবদ্ধ বিবরণানুযায়ী ফেরারী আসামীদের তাঁরা গ্রেপ্তার করে ফাঁসী কাষ্ঠে লটকাতে পারবে। (১) ১নং আসামী : শ্যামবর্ণ, দোহারা, ৪ ফুট, তার পরনে ধুতি (২) ২নং আসামী : কিঞ্চিৎ ফর্সা, দোহারা, ৫ ফুট, তার পরনে স্যুট। ভরসা এই যে ঐ আকৃতির বাঙালী

পথে ঘাটে বহু দেখা যায়। তবু সুরথ চৌধুরীর মনে হয় দারোগা আশুবাবুর হাত থেকে ঐ মোটা খাতা ঠিকরে পড়ে দুই হাত তুলে তাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। ঐ খাতাখানা যেন জীবন্ত মূর্তি ধরে ধেই ধেই করে নেচে উঠে চীৎকার করে বলছে—'ওই ওই। ওই পালালো। ধরো, ধরো ওকে'। ঠিক সেই সময় থানার হেড্ জমাদার মোহন সিঙজী একগাদা ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা সম্বলিত ছাপানো পোস্টার কাগজ দারোগা আশু ঘোষ বাবুর টেবিলে রেখে তাকে সেগুলো দেখাতে থাকে। ওগুলো বড় সাহেবের হুকুম মোতাবেক এলাকার দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিতে হবে। এবার কৌতূহলী হয়ে সুরথ চৌধুরী ভাবতে থাকে—'এরা তাকে এবার পাগল করে দেবে! সে তার বন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে ঐ পুরস্কার এখুনি পেতে পারে। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়ে শুধু বন্ধুকে সেই খুনের মামলাতে গ্রেপ্তার করা যায় না। আপন কর্তব্য সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট জবাব সুরথ চৌধুরী খুঁজে পায় না।

প্রৌঢ় হেড্ জমাদার মোহন সিং পলাতক অপরাধীদের চেহারার বিবরণ সম্পর্কিত তদন্তলব্ধ তথ্য তার পকেট বুকের পাতা খুলে পড়ে পড়ে তা আশু ঘোষ মহাশয়কে দেখাচ্ছিল। তদন্ত নিজে না করেও [নিজের নামে] ঐ জমাদারদের বকলমে আশু ঘোষ ডাইরী লিখবেন। ছোটা বাবু সুরথ চৌধুরীকে সেখানে দেখে জমাদার একটা সেলাম ঠুকে একটু সরে দাঁড়ালো। ঠিক ঐ সময়ে এই থানার এক চতুর ম্যাট্রিক পাশ মোসলেম সিপাহী মহম্মদ খান্ সেখানে এসে পৌছয়। সে অবাক হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে সুরথ চৌধুরীর দিকে তাকালে। তখনও পর্যন্ত ওই নূতন বাবুকে পুলিশি য়ুনিফর্ম দেওয়া হয় নি। এই ধুতি কোত্তা পরা সদ্যআগত বাঙ্গালী বাবুকে দেখলে মনে হয়ে যে উনি সাধারণ নাগরিক। কিন্তু এই সিপাহীর ঐ নাম না জানা বাঙ্গালী বাবুকে সাধারণ মানুষ মনে হয় নি। গত রাত্রে গঙ্গার ঘাটে গ্রহণপোলক্ষে অন্যদের সাথে তার ডিউটি ছিল। তারই সাহায্যে সেখানে সেই দুইজন বাঙ্গালী বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই থানাতে একমাত্র সেই বোধ হয় পলাতক দুজনার একজনকে ঠিক ঠিক চিনেছে। সে একবার টেবিলের উপরে রাখা পুরস্কার ঘোষক ছাপা পোস্টারগুলির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো। এবার সে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে শিকারী বাঘের মত সুরথ চৌধুরীর দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নিকটে দণ্ডায়মান হেড্ জমাদার

মোহন সিং ঠিক সময়ে তাকে এক ধাক্কাতে দূরে সরিয়ে খেঁকরে উঠে বললে,—'ক্যা তুলোক অফিসর লোককো বদন পর গিরতা। হামাদের নয়া ছোটা বাবুকো তুম না চিনোত্। হেড্ জমাদার মোহন সিংয়ের ধমক খেয়ে সিপাহী মহম্মদ খান নিজেকে সামলে দূরে সরে গিয়ে ভাবতে থাকে —আরে! এ আবার কি? তার এতো চোখের ভুল? ঐ সময় সিপাহী মহম্মদ খানের হৃদয়ে কিরূপ আলোড়ন ঘটে গেল তা উপস্থিত কেহই জানতে পারলো না। তার হৃদয়ের ঐ প্রদমিত আলোড়ন বাহিরে প্রকাশ পেলে তা সংবাদপত্রের এক মুখরোচক সংবাদ হতে পারতো। কিন্তু এই নূতন বিপদটি দারোগা সুরথ চৌধুরী লক্ষ্য করতে পারেন নি। তখনও পর্যন্ত ঐ মূর্তিমান হয়ে উঠা এবস্‌কাণ্ডিং বেজিষ্টারটিরই চিৎকার তার কানে ঝঙ্কার দিচ্ছিল—ওই ওই। ওই পালালো'। নব নিযুক্ত পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরী এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। তাই সে আর সেখানে দেরী না করে থানা থেকে বার হয়ে একাকী হাসপাতালের পথে পা বাড়ায়। দারোগা আশু ঘোষ পিছন থেকে হাঁক দিয়ে তাকে একবার বললেন, কৈ? একজন সিপাহীকে আপনার সাথে নিন। কিন্তু তা তার কানে পৌছবার পূর্বেই শ্রীসুরথকুমার চৌধুরী ত্বরিত পদে পথের ভিড়ে মিশে গিয়েছে।

রাজপথের মুক্ত বায়ুও বেশীক্ষণ সুরথ চৌধুরীকে চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে নি। মুক্ত বায়ুর স্নিগ্ধতা ও শিরশিরে ভাব ও পথের পরিবর্তিত পরিবেশ তাকে ক্ষণিকের জন্য শান্ত করলেও তার মনের ঐ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শীঘ্রই প্রতিকূল চিন্তা দ্বিগুণ আক্রোশে তাকে আক্রমণ করে। তার মনের সকল চিন্তারাজীর উর্ধ্বে উঠে ঐ এক চিন্তা তাকে নিয়ত আঘাত হানতে থাকে।

হত্যার স্থলের উপর দিয়ে হাসপাতাল যাবার একমাত্র পথ। মাত্র কাল রাত্রে ঐ পথ তারা স্বহস্তে মনুষ্য রক্তে রঞ্জিত করেছে। সেখানে তখনও জনতা জড় হয়ে সেই বিভৎস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আলোচনারত। এরা প্রাচীরে সাঁটা পুরস্কার ঘোষক প্রচার-পত্র ঝুঁকে পড়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখে। দুজন সিপাহী লেই-এর বালতী হাতে ও দেওয়ালে ওঠার মই ঘাড়ে রাশি রাশি প্রচার-পত্র হাতে এক স্থান থেকে অপর স্থানে দৌড়ে চলেছে। তাদের একজন দারোগা সুরথ চৌধুরীকে চিনতে পেরে সেলাম ঠুকে বলে

উঠল—'সেলাম হুজুর'। কিন্তু এই হুজুরই যে ঐ হত্যাকাণ্ডের এক অন্যতম নায়ক তা তারা জানে না। বাম দিকে জড় হওয়া জনতা এড়াতে সুরথ চৌধুরী ডান দিকে মুখ ফিরালে। কিন্তু তখুনি তার নজরে পড়ে সেই গলির পথ। এই পথে পালিয়ে তারা পারুলরানীর বাড়ি ঢুকেছে। সেখান থেকে মাত্র সামান্য দূরে ওদের সেই বাড়ি দেখা যায়। এতো দুঃখের মধ্যেও শান্তির প্রলেপের মত বড়বাবু মহীন্দ্র বাড়ুয্যের সান্ত্বনা বাণী তার মনে পড়ে যায়—'কারুর প্রেমেট্রেমে পড়োনি তো'? বড়বাবু ঐ কথা কয়টি পরিহাসচ্ছলে বললেও তা তার মনে ক্রমান্বয়েই বড়ো হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। 'আচ্ছা রোগের বীজাণু বড়বাবু তার মনের এক কঠিন অবনমন [ডিপ্রেসেন্] কালেতে ঢুকিয়ে দিলেন! এখন চেষ্টা করেও যে সে ঐ চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারে না। রজত চৌধুরী এবার অন্য চিন্তা ভোলার জন্যে বারে বারে এই চিন্তার প্রশ্রয় দিতে থাকে। হাঁ! তার মনের বৃশ্চিক দংশন তুল্য অন্য চিন্তা ভুলবার এটা একটা অমোঘ ওষুধ বটে। কিন্তু কোনও কুমারী কন্যার চিন্তাতে দোষ না থাকলেও তাতে তার অধিকার কোথায়? সুরথ চৌধুরীর পা দুটি হঠাৎ ভারি হয়ে যায়। তার পদক্ষেপের স্বাভাবিক গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণে সে মাটি থেকে জোর করে পা তুলে হাসপাতালের দিকে চলে।

স্বম্বিতহারা মানুষের মত সুরথ চৌধুরী হাসপাতালের হলেতে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন পথ দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ আগে সে সেখানে এলো—তা তার এখন এতটুকুও স্মরণ নেই। হাসপাতালের বেডেতে পেড়ে ফেলা আহত শিকার ও তার ঘাতকের এবার মুখোমুখী অবস্থান। বহুক্ষণ কারুর মুখে কোনও কথা সরে না। এদের একজনের মুখে ভয় আর অপর জনের চোখে বিস্ময়।

'বাবু সাব! হামলোকসে আপকা ডরনেকো কুছু না আছে।' হাতে বুকে ও গলায় আঁট সাঁট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পরলোকযাত্রী অমরু গুণ্ডা অতি কষ্টে একটু-খানি নড়ে উঠে অতি কষ্টে কণ্ঠে ক্ষীণ স্বর এনে সুরথ চৌধুরীকে বললে, 'ঝমরুসে হামার আপকো বাড়ে সব কুছো মালুম হয়ে গেলো। ও'ভি কহিকো কভি কুছ না বাতাবে। আপকা কাম আপ কিয়া। আউর হামার কাম হাম কিয়া। লড়ইমে কোহী মরতা আউর কোহী মারতা। আপ সমঝে কি এহীভী একপ্রকার লড়াই হো। সংসারমে এহী লড়াই

হরবখৎ চলতি রহেগী। ইসমে শোচনে ক্যা কাম। আপ হামার সাব্বাস লে লিয়ে। জী! হুসিয়ার বাবু সাব। উধার বালে জখমী সিপাহী জী আপকো দেখতে রহী। উনে আপকো চিনে লেবে তো মুস্কিল হোবে। লেকেন উনকে বাড়ে আপলোক ঠিকহী কাম কিয়া। উনে সিপাহী চোর গুণ্ডাসে খানে ওলা সিপাহী থে। দে—

পেনসিল হাতে খাতা বগলে রোগীর প্রাক্-মরণ বিবৃতি গ্রহণোদ্যত থানার নূতন ছোট বাবু পিছন ফিরে দেখে যে ঐ মরণোন্মুখ পুলিশের সিপাহী তাকে দেখে সকল বেদনা ভুলে সর্বশক্তিতে দেহতে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তুলেছে। একজন কর্তব্যপরায়ণ নার্স রোগীকে উঠতে দেখে ভীত হয়ে তার মাথাটা নীচে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই নির্বাক সিপাহী চেষ্টা করেও তার মুখ হতে বাক্য বার করতে পারে না। তার গাল দুটো থেকে থেকে ফুলে উঠে ও চোখ দুটো কোঠর হতে ঠিকরে বেরোয়। তার জিহ্বা নড়ে উঠে ঠোঁটে মুখে ঘা দিয়ে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করলো। কিন্তু পরক্ষণে পরম ক্লান্তিতে দাঁতের ফাঁকে সেই জিহ্বা বের হয়ে আবার তা ভিতরে ঢুকে। সে চীৎকার করে মুখে স্বর এনে বিশ্ববাসী সকলকে বোধ হয় জানাতে চাইছিল —ঐ ঐ। ধরো ওকে। একবার সে তার হাত দুটো সমুখের দিকে বাড়িয়ে তাব পা'দুটো শয্যা হতে নামাতে চেষ্টা করলো। বহুক্ষরণে রক্তহীন অতি দুর্বল সিপাহীর এই উত্তেজনাই তার কাল হলো। উপস্থিত সেবারত ধাত্রীকে হতচকিত করে পরক্ষণে সে নেতিয়ে পড়ে চোখ বুজোয়। পৃথিবীতে ঐ চোখ পুনর্বার খুলবার তার আর কোনও উপায় নেই। তেমনি বাক্ রহিত সুরথ চৌধুরী এপারেতে দাঁড়িয়ে ওপারের মহাপ্রয়াণ মাথা নীচু করে দেখে। এরা উভয়ে উভয়কে ঠিকই চিনেছে। নার্সের ইঙ্গিতে কর্তব্যরত ডাক্তার বাবু ছুটে এসে রোগীকে পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলেন—হার্টফেল'। এর পর একটু ভ্রু কুঁচকে সুরথ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রোগীর বেডের টিকিটে তিনি লিখলেন,—সিন্ ডেড্। এই পেসেণ্ট্ সম্পর্কে ডাক্তার বাবুর করনীয় কাজ এই খানেতেই শেষ। ডাক্তারবাবুর ইঙ্গিতে একটা লাল পর্দার দ্বারা বেয়ারারা সিপাহীজীর মৃত দেহটি অপর রোগীদের অগোচরে রাখার জন্য তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলে। ওদের একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হতে না সরলে অপর জনের বিপদ ছিল। সৌভাগ্য এই যে ঐ একই রঙ্গমঞ্চের অপর জীবিত ব্যক্তিটি এখন সুরথ চৌধুরীর শত্রু নয়।

'আপনি এদের মৃত্যুকালীন [প্রাক মরণ্] জবানবন্দী নিতে এসেছেন? কিন্তু আপনাকে দেখেই উত্তেজনাতে এই আহত সিপাহী লোকটা মারা গেল। রোগী গাঁয়ে ফেলে আসা স্ত্রী পুত্রদের সম্বন্ধে একটু আগে আমাকে কিছু অনুরোধ করেছে। এ'মাসে'তে ঐ বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহারা পুত্র মণিঅর্ডারের আশাতে বৃথাই অপেক্ষা করবে। যদি ওর মাইনের দরুণ কিছু পাওনা টাওনা থাকে তো পাঠিয়ে দেবেন। এই বিষয় বোধ হয় আপনাকে বলতে গিয়ে লোকটা প্রাণ হারালো। বেশ দুঃখের সঙ্গে ডাক্তার বাবু সুরথবাবুকে কথা কয়টী বলে এবার অমরু গুণ্ডার নাড়ীতে হাত রেখে তাকে পরীক্ষা করতে করতে বলেন, কিন্তু! এই রোগীর অবস্থা ঐ রোগীর চেয়ে আরও খারাপ ছিল। আশ্চর্য! এমন ভাবে এ লোকটা এখোনো কথা কইতে পারছে! এ' বোধ করি নেভবার পূর্বমুহূর্তের প্রজ্বলিত দীপ শিখা। আমার উপস্থিতিতে এব প্রাক্‌মরণ বিবৃতি নিতে হলে তা এখুনি নিন। আমার অন্যত্র কাজ আছে। এরও পৃথিবী ত্যাগের বেশী দেরী নেই। কয়েকটা উত্তেজক ইনজেসন দেওয়া সত্ত্বেও ইমপ্রুভ করে কৈ! উহুঁ—সিঙ্কিঙ্ ফার্স্ট। আর দেরী করলে বিবৃতি গ্রহণ শেষ হবে না। আমাকে আবার সেই আদালতে গিয়ে সাক্ষী হওয়ার ঝামেলাতে জড়িয়ে দুর্ভোগ ভুগতে হবে আর কি! হুঃ—

এ পৃথিবীতে জীবিকা ভেদে মানুষ মাত্রেরই পৃথক সমস্যা আছে। তাদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও পৃথক কৈফিয়ৎ ও পৃথক আশাকাঙ্ক্ষা আছে। তাই ডাক্তার বাবুর আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সমস্যাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। একটু আগে অমরু গুণ্ডা ঠিক বলে ছিল—পৃথিবী একটা অনন্ত যুদ্ধস্থল। সেখানে জীব নয় মরে নয় মারে! ভগবদোক্ত গীতা শাস্ত্রের অমর বাণীতেও এই একই বিষয় বলা আছে। জীবন রক্ষার্থে যুদ্ধ, বংশ রক্ষার্থে যুদ্ধ। খাদ্যাহরণে যুদ্ধ, স্থান সংগ্রহে যুদ্ধ। এইরূপ জীবন পণ যুদ্ধ পৃথিবীর কোথায় না চলছে। এখন আবার সুরথ চৌধুরীকে নিজেকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু এই তত্ত্ব কথার চিন্তা সুরথ চৌধুরীর অনভ্যস্ত মনে শান্তি আনে না। সে বারেক স্বর্গত সিপাহীজী ও বারেক জীবিত অমরুর দিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে তার মুখে এতটুকুও ভাষা আনতে পারে না। সমস্ত দেহ তার থর থর করে কেঁপে উঠে।

হাকিম কিংবা ডাক্তারের উপস্থিতিতে পুলিশ কারুর মৃত্যুকালীন

জবানবন্দী নিলে উহা আদালতে উত্তম প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়। এই বিষয়ে ডাক্তারদের প্রতি পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে উর্ধ্বতনদের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। কর্তব্যকর্ম তাড়াতাড়ি সারার জন্যে ডাক্তারবাবু নিজেই মৃত্যুপথের পথিক অমরু গুণ্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলেন। সুরথ চৌধুরী এতে আতঙ্কিত হলেও নিরুপায় হয়ে ঐ সব প্রশ্নের উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করতে পেনসিল হাতে খাতার পাতা মেলে ধরেন। একটা ছোট টুলে বসে হাতের চেটোতে খাতা রেখে সুরথবাবু তার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই সুরথবাবু বুঝেন যে তাঁর আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

'ক্যা! বেটা! তুহোকে কোন আদমী জখম করলে এনাকে আপনি তা ঠিক ঠিক বোলেন', ডাক্তারবাবু ধীব স্থির স্বরে রোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে অনুরোধ করলেন, 'তুহর দুষমনদের তুহো ঠিকসে চিনতে পারো? তুহর আউর কুছ ডর না আছে। কয়রোজ বাদে বিলকুল ভালা হয়ে তুহো ঘরেতে লোটবে।

'হাঁ! বাবুসাব! আমি উনেকো ঠিকহী চিনছে। উসিকো চেহারা এহী পুলিশ বাবুকো মাফিক—ইয়ে উনকো সুরথ এহী বাবুর মতো', মৃত্যু-পথযাত্রী অমরু গুণ্ডা এবার একটু কাত হয়ে কাতরাতে কাতরাতে ডাক্তারবাবুকে বললে, 'লেকেন আপ না সমঝে কি এহী পুলিশ বাবু মেরি দুষমন থি। মেকো জখম করনেওয়ালে এক দুসরী আদমী থি। আউর উনকো হাম হম আচ্ছি তরফসে চিনোত। লেকেন এ আপোষ'কো ঝগড়া থি। ওহী বাস্তে হাম উনলোককো নাম কভি নেহী বাতাবে—এ—

অমরু গুণ্ডা প্রথমে সুরথ চৌধুরীকে ভীত করে তুললেও শেষে সে তাকে আশ্বস্ত করলে। সুরথ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার অমরুর দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু এর পর অমরু গুণ্ডার মুখে আর একটি বাক্যও শুনা যায় নি। সে এবার বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করলে। একজন নিরপেক্ষ দায়িত্বশীল ডাক্তারের উপস্থিতিতে এই বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করানোর জন্যেই বুঝি এতোক্ষণ সে জীবিত ছিল। ওর ওই প্রাক-মরণ বিবৃতির পর সুরথের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শী কারুর কোনও সাক্ষী নিরর্থক। ডাক্তার তার ঐ প্রাক-মরণ লিপিবদ্ধ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরথ চৌধুরী বুঝলো যে অমরু গুণ্ডা চিরকালের মত তাকে নিরাপদ করে দিলে। সৌভাগ্যক্রমে এই ডাক্তারবাবু একজন অবৈতনিক হাকিম ছিলেন। তাই এখন এ বিষয়ে

ঝমরু গুণ্ডার সাক্ষ্যও আদালতে অবিশ্বাস্য হবে। একমাত্র ঐ ঝমরু গুণ্ডা ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কোন প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত নেই। তবে! হাঁ। অন্য কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শিনী আছে। কিন্তু সুরথ জানে যে কুমারী পারুলবালা তার বিরুদ্ধে সাক্ষীনী হতে পারে না। কিন্তু নারী পারুলরানী কি বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে না! না না। তার হৃদপিণ্ড কেউ ছিঁড়ে বার করলে বা তার চক্ষু দুটো কেউ উপড়ে নিলেও নয়। অঢেল উৎপীড়নেও সে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধাচারণ করবে না। ভাবতেও কৌতুক হয় যে সে অপরাধীর কাঠগোড়াতে পারুলরানীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর পারুলরানী সাক্ষীর কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে অনর্গল সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই অবাস্তব ধ্যানটুকু বুঝে এবার সে নিরাপদ। কিন্তু সুরথ বুঝতে পারে না যে প্রতিপদে ভাগ্য তাকে এমনভাবে সাহায্য করে কেন? কিন্তু ভাগ্য কখন কাকে কোথায় উঠায় বা নামায় তা বলা শক্ত। তাই এবার সে ত্রিকালদর্শী ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ঈশ্বর তার মত জঘন্য খুনীকে কি নিঃসর্তে ক্ষমা করবেন? অনুশোচনায় ও অনুতাপে সুরথ চৌধুরীর মনে হয় এবার বুঝি সে পাগল হয়ে যাবে। একটু নিভৃতে সে এবার মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করে। তাব পর টলতে টলতে হলঘরের দুয়ারের বাইরে আসে। কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট জনতা তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে রুখে দিলে। তাদের মধ্যে জনৈক দেশবলী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। রঙিন ঘোমটার ফাঁকে কচি মুখ ও জলভরা দুটো চোখ। ঐ পল্লীবালার পিছনে তার জনকয় দরিদ্র প্রতিবেশী। সুরথ চৌধুরী এদের এড়িয়ে ঐ হাসপাতাল থেকে পালাতে চাইলে। ঐখানে আর একটুক্ষণও তিষ্ঠানও তার পক্ষে কষ্টকর।

'বাবু! অমরু পাণ্ডেকে ইয়ে সাধি কিয়ে হুয়ে জেনানা আছে', এই ছোট্ট জনতা হতে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে সুরথ চৌধুরীকে বললে, 'ইয়ে লেড়কী দিনভর বড়ী রোতি রহী। মেহেরবানীসে ইনকো আদমীয়ো'সে তেনি ভেট করিয়ে দে। বাড়ীওয়ালা এনার সাথেতে হামাদের ইখনে ভেজিয়ে দিলে। ইনে লেড়কী বড়ী দুঃখী লেড়কি আছে। বাবুসাব! ইয়ে বাবু! বড় বাবু! কোহী নেহী বাতাতে। এসাব'—

অন্য বাবুদের মত সুরথবাবুও এই দরিদ্র লোক কটির কাতর আহ্বান উপেক্ষা করে। সে তাদের এড়িয়ে মাথা নীচু করে নীরবে স্থান ত্যাগ করে।

দরদী জনতা হাসপাতালে রোগীদের সাথে সাক্ষাতের উপায়গুলি সম্বন্ধে অবহিত নয়। তাদের তখনও ধারণা শিক্ষিত বাবুদের সুমতি না হলে বা তাদের সাহায্য না পেলে তাদের কোনও পাওনা মিলে না। কিন্তু! সুরথ চৌধুরীর স্নায়ুর শক্তিরও একটা শেষ সীমা আছে। সে কেমন করে কাকে কার কাছে পৌছিয়ে দেবে। সে নীরবে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ব'য়ে তর্ তর্ করে নীচে নেমে যায়। রাজপথ এবারও তাকে আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নি। পথের ভীড়ে আত্মগোপন করে সে থানার পথে অগ্রসর হতে থাকে। বাইরের রাজপথ অপেক্ষা থানার ভিতরেই বোধ হয় সে বেশী নিরাপদ।

সুরথ চৌধুরী থানার সম্মুখে এসে দেখে যে ততক্ষণে সেখানে এক মহা বিপর্যয় সুরু হয়েছে। থানার সম্মুখে তখন মারমুখী জনতাকে পুলিশ হটাতে ব্যস্ত। নূতন বাবু সুরথবাবু সেই ভীড় ঠেলে এগুতে পারে না। ভাগ্য ভালো যে তার পরণে সেদিন পুলিশের উর্দী ছিল না। তাহলে ক্রুদ্ধ জনতা সে'দিন তার দেহখানি ছিন্নভিন্ন করে দিতো। অহিংসা সত্যাগ্রহীদের বদলে সেদিন সেখানে সহিংস জনতা। পরণে মুফতি থাকাতে সুরথ চৌধুরী নিরাপদে থানারূপ দুর্গে পৌছলো। বিরাট জনতা দ্বারা তখন থানা বাড়ীর সম্মুখ প্রায় অবরুদ্ধ। একদল সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনা উপলক্ষে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। এদের উপর নির্যাতনে স্থানীয় জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায়। তারা কিছুতেই ওদেরকে থানা বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। চতুর্দিক থেকে বর্ষার ধারার মত ইষ্টক বর্ষণ চলেছে।

কর্তব্যপরায়ণ বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে থানাবাড়ীর বাহিরের সোপানের উপর দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার জনতার দিকে চেয়ে দেখলেন ও তারপর একটু ভেবে নিয়ে তাঁর স্বভাব সিদ্ধভাবে কর্তব্য সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে [ক্লিয়ার-কাট] দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে হুকুম দিলেন—চার্জ লাঠি। প্রথমে সিপাহী সান্ত্রীরদল বোধ হয় হুকুম তামিলে একটু ইতস্ততঃ করে। তাদের অনেকেরই ঘরে অমন বহু কচিকাঁচা পুত্র ও কন্যা আছে। তাদের কারও কারও আত্মীয়বর্গ ইতিমধ্যেই নেতৃবর্গের আহ্বানে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তাদের কারও মাথা ফেটেছে কেউ বা গিয়েছে জেলে। ঐ সময় এদের কারও কারও ঐসব পুত্র কন্যা ও আত্মীয়কে মনে পড়ে! কিন্তু এরমধ্যে ক্রমান্বয়ে ইটের ঘা'য়ে আহত হয়ে তারাও এবার উত্তেজিত। যুগ প্রবর্তক

মহাত্মা গান্ধীজী ঠিকই বলেছেন যে হিংসাই পৃথিবীতে হিংসা আনে। বীর বিক্রমে এবার যষ্টিধারী সিপাহী শান্ত্রীরদল লাঠি উঁচিয়ে সমুখে এগোয়। জনতার উপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে হিংস্র শ্বাপদ কুলের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠক্ ঠকাস্ ঠক্! নির্মম আঘাতে বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন জখম হলো মনে হয়। প্রচণ্ড আঘাতে আদর্শ বিহীন জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু প্রতিরোধ-বিহীন সত্যাগ্রহীরা নীরবে তাদের মাথাগুলো উদ্যত লাঠির নীচে এগিয়ে দেয়। তাদের ইচ্ছা এই নিরেট লাঠি জনতার উপর না পড়ে—সেগুলো শুধু তাদের মাথাতে পড়ুক।

'আরে! কৈ! কিরকম লাঠিচার্জ হচ্ছে,' বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে থানাবাড়ীর সোপান থেকে এইবার রাস্তার ফুটে নেমে তাঁবেদার সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কৈ—ওদের দেহ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে কৈ? এ্যাঁ! আমি দেখতে পাচ্ছি কৈ? হাসপাতালে পাঠাবার মত কটা কেস্'ও তো হলো না। অনেকে ওদের ওপরে দেখছি সিমপ্যাথেটিক হয়ে গেছে। এতো সিমপ্যাথেটিক্ হলে কি পুলিশে কাজ চলে। না। এরা দেখছি এবার আমাকে ডোবাবে। কৈ একগাছা লাঠি আমাকে দাও দেখি—

বড়বাবু মুখে ঐ রকম মিঠেকড়া বা কঠিন আদেশ দেন বটে। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত্রীদলকে ওদের সম্মুখে এগুতেও বারণ করেন। উনি মনে প্রাণে এই সম্বন্ধে কতোটা আগ্রহী তাতে উপস্থিত সকলের সন্দেহও জাগে। হয়তো তিনি শুধু ভয় দেখিয়ে এদেরকে থানার সামনে থেকে হটাতে চান। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নির্বিশেষে হতাহতের সংখ্যা কমানো সকলেরই কাম্য।

এই সময় জনতার ভিড়ের পিছনে জনৈক দীর্ঘদেহী মানুষকে দেখা গেল। এবার ছোট দারোগা সুরথবাবু থানার বড়বাবুর ঠিক পিছনে এলেন। এতো অত্যাচার ও এতো অনাচার তার একটুও ভালো লাগে না। এই নতুন অভিজ্ঞতাতে তার দেহ ও মন থেকে থেকে শিউরে ওঠে। কিন্তু ঐ দীর্ঘদেহী মানুষটি সর্বপ্রথম তারই নজরে পড়ে। তার বন্ধু বিপ্লবী রজত; বন্ধুকে চিনতে তার ভুল হয় নি। বিপ্লবী রজতবাবুর ক্রোধে রাঙা গাল দুটো রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠে। তার রক্তপিয়াসী চক্ষু দুটো বিদ্যুতের মত ঠিকরাতে থাকে। বজ্র মুষ্টিতে ধরা অটো-পিস্তল সে বড়বাবুকে তাগ্ করে উঁচিয়ে ধরে। ঠিক সেই সময় বড়বাবুরও তার দিকে লক্ষ্য পড়ে।

কিন্তু দূরে সরে যাবার তাঁর তখন সময় নেই। হঠাৎ পুলিশ কর্মী সুরথ চৌধুরী এক লাফে এগিয়ে বুক চিতিয়ে বড়বাবুকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ফলে, বিপ্লবী রজত মল্লিককে আর সেখানে দেখা যায় না। তখুনি সে ভিড়ের ওপারে তার মাথাটা ডুবিয়ে নিয়েছে। হেড কোয়ার্টার থেকে সশস্ত্র সিপাহী বোঝাই দুখানি মোটর ভ্যান সেখানে এসে উপস্থিত। সত্যাগ্রহীদের টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে পুরতে আর কোনও অসুবিধা নেই। ওদেরকে তাড়াতাড়ি থানা থেকে সরিয়ে হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানোর জন্য বিচক্ষণ বড়বাবু হুকুম দেন। তারপর কৃতজ্ঞতার পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সুরথ চৌধুরীর দিকে তাকান। কিছুক্ষণের জন্য তিনি সুরথবাবুর উপর নরম হলেও কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর ভিন্ন মূর্তি দেখা যায়।

'হুম্! তুমি দেখছি মহাত্মাজীর এক উপযুক্ত শিষ্য হলে', একটু এগিয়ে এসে সুরথ চৌধুরীর কাঁধের উপর আলতোভাবে দুটি আঙুল রেখে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু বললেন, অহিংসাতে বিশ্বাসী বীরপুঙ্গবের মত বুক চিতিয়ে একেবারে গুলির মুখে? এ্যাঁ? ওভাবে মরা গেলেও কাউকে মারা যায় না। তোমাকে এখনও পিস্তল দেওয়া হয় নি বুঝি। কালই হেড্কোয়ার্টারে লিখে তোমাকে একটা আগ্নেয় অস্ত্র [স্মল্ আর্মস] ইস্যু করিয়ে দেবো। এবার থেকে আমাদের সকলকে সশস্ত্র থাকতে হবে। ঐ বিপথগামী বিপ্লবী যুবকটিকে আমি চিনতে পেরেছি। বিপ্লবী দমন বিভাগে থাকাকালীন ওকে কয়েকবার আমি ওয়াচ্ করে ফলো করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওর আস্তানাটা খুঁজে বার করা যায় নি। আমরা দুজনাতে দুজনার পিছনে কিছুকাল যাবৎ লেগে রয়েছি। তবে ছোকরাদের সাথে অসম প্রতিযোগিতাতে মন লাগে না। এই—আমার বয়েস বাড়ছে ব'ই কমছে তো নয়। তোমাকে অবশ্য ওর নামটা বলতে বাধা নেই। ঐ স্কাউণ্ড্রেলের পিতৃদত্ত নাম হচ্ছে শ্রীরজতকুমার মল্লিক। ওর পিতার নাম ও পিতৃবাস ইত্যাদি অজ্ঞাত। গুপ্তচরেরা ওর সম্বন্ধে আরও খবর নিচ্ছে। আরে। তোরা দশজনকে নিয়ে বিপ্লবী দল করলি। কিন্তু তার মধ্যে চারজনা তো পুলিশের বেতনভুক চর। হেৎ! খুনেটাকে থানার ট্রিবিল মার্ডার কেসে জড়িয়ে দেব না'কি! তা'হলে কিছুকাল পুলিশি হেপাজতে ওকে রাখা যেতো। আর রাম ও শ্যাম ধোলাই দুইই দেওয়া যেতো। ওর আজকের টার্গেট আমি ছিলাম। তাই তোমাকে ও বাদ দিলে। বেটা তোমাকে কিন্তু চিনে

রাখলে। এবার তোমাকে সে ছাড়বে না। ওর সৌভাগ্য যে আমার পকেটে পিস্তল ছিল না। তোমাকে আমি আমার উপযুক্ত শিষ্য তৈরী করবো। ভালো মেটিরিয়াল পেলে তাকে মোল্ড করতে কতক্ষণ। আচ্ছা। ঐ বিপ্লবী রজত মল্লিককে গ্রেপ্তারের ভার আমি তোমাকে দিলাম। মাছ ধরার চারের মত আমি হবো ওকে ধরার চার বা ফাঁদ। আমার সন্ধানে আমারই চতুর্দিকে ও ঘুরা ফিরা করবে। ফলে, এই এলাকাতে ওকে তুমি পেয়ে শেষ করার সুযোগ পাবে। ওকে কিন্তু দেখা মাত্র [সুট্ এ্যাট্ সাইট্] গুলি করবার হুকুম আছে। এখন এখানে দাঁড়ানো আর সেফ্ নয়। চলো অফিসে চলো।

বড়বাবু মহীন্দ্রবাবুর এই সপ্রশংস উক্তিতে ছোট দারোগা সুরথ চৌধুরী একই সাথে চিন্তিত ও লজ্জিত হয়ে উঠে। পরিবেশের অমোঘ শক্তিতে ইতিমধ্যে সে বন্ধু রজত মল্লিক থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। কিন্তু কেন যে ঐ বিপ্লবী রজত মল্লিকের অস্ত্রে সে নিহত হলো না—তা বড়বাবু না বুঝলেও সে তা ভালো করে বোঝে ও জানে। তার সেই বন্ধু যে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবুর পরিচিত তা সে এবার বুঝতে পারে। কথাপ্রসঙ্গ এড়াতে সুরথ চৌধুরী মাথা হেঁট করে বড়বাবুর সঙ্গে তাঁর কক্ষে ঢুকলো। তারপর সে অমরু গুণ্ডার প্রাক্-মরণ বিবৃতিটি তাঁর টেবিলে রাখলো। বড়বাবু তার মুখে শুনলেন যে ঐ উভয় রোগীই আর ইহ জগতে নেই।

'হুম! বুঝলাম। আগেই বুঝেছি যে ওটা আপোষের ঝগড়া। কিন্তু সিপাহিটাও ওর সাথে মরলো! হিন্দু সিপাহীদের এ সংবাদ জানিয়ে দাও। ওর দাহকার্যে দশজনের বেশী সিপাহী ছেড়ো না। এই হাল্লাগোল্লার দিনে বহু সিপাহী দরকার। আমি ডিরেক্ট করছি—চার্জগুলো এ্যামেণ্ড করো, বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু অমরুর প্রাক্-মরণ বিবৃতির উপরে ডাক্তার ও হাকিমের দস্তখতটির উপর বারকতক চোখে বুলিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আরে! বেটা আর একটু হলে তোমাকেও ফ্যাসাদে ফেলতো। জনৈক ব্যক্তি তোমাকে জড়িয়ে আমাকে এক সংবাদ দিয়েছিল! সেই বিষয়ে আমি গোপনে তদন্ত করতাম। অসম্ভবও তো পৃথিবীতে সম্ভব হয়। আমার স্বভাব এই যে কোনও কিছু অবিশ্বাস করেও আমি যাচাই করে দেখি যে তা সত্যই বিশ্বাস্য কিনা। যাক্। অমরুগুণ্ডা এক অপ্রিয় কর্ম থেকে আমাকে রেহাই দিলে। হো হো। আজ আমার বড় আনন্দ। আজ আমার

বড আনন্দ। খুব সম্ভব তোমার চেহারা ঐ খুনেদের কারও মত। কিন্তু এ'সব মামুলি খুনের মামলা এখন মুলতুবী থাক। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দস্যুদের থানা চডাও একটা বিপজ্জনক ঘটনা। এতে রাষ্ট্রের খুঁটি ওরা আলগা হলো মনে করে। ঐ ঘটনাব পর এই খুনের ঘটনা এখন চাপা। হেড্‌কোয়ার্টারে গিয়ে সাহেবকে ঘটনাটা বুঝিয়ে আসতে হবে। শ্রীমান রজত মল্লিকের বিষয়টিও গোয়েন্দা বিভাগকে জানানো দরকার। এখন আমার নিজের জীবন সংশয় হয়ে উঠলো। যাক্। আমি মরলে প্রতিশোধ নিতে তোমরা তো থাকবে।

বডবাবু মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—সশস্ত্র পাহারায় জীপগাড়ীতে বসে হেড্‌-কোয়ার্টাবে রওনা হয়ে যান। শ্রীমান সুরথ চৌধুবীর বুকে তখনও পর্যন্ত এক অব্যক্ত বেদনা। তিনি টলতে টলতে নিজের কক্ষে এসে বসেন। উত্তেজক কথোপকথনে সাময়িক ভাবে চাপা পডা আগুন আবার তার মনে দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠে। অবতার মহাত্মাজীর একটা বডো ফটো শোভাযাত্রীদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা ছিল। তার তলাতে রাখা রাশি রাশি ত্রিবর্ণ পতকা ও রঙিন কাগজের টুকরো। সুতোয় গাঁথা কিছু দেবদারু পত্রও সেখানে দেখা যায়। পুলিশ ওগুলো গান্ধী-ভক্তদের কাছ হতে কেডে থানাতে এনে [অজ্ঞাতে] একটা উপাসনা মন্দির তৈরী করেছে। বে-আইনী জনতা প্রমাণেতে ওগুলো প্রামাণ্য দ্রব্য হলেও রাখবার তথা সাজাবার ভুলে থানা বাড়ী এখন একটী পবিত্র তীর্থ স্থান।

'মহাত্মা'জী। আপনি আমাকে বলে দিন এখানে আমার আশু কর্তব্য কি? বহুক্ষণ মহাত্মাজীর চিত্রটির দিকে এক দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে সুরথকুমার চৌধুরী আপন মনে বলে ওঠে—'আমার কি সকল দোষ কবুল করে এই থানার হাজতে স্থান গ্রহণ করা উচিত? এখনো পর্যন্ত কাউকে আমি নিজে এ থানার হাজতের মধ্যে পুরি নি। আমিই আমাকে কি ওখানে পুরে দেবো? অনুতাপদগ্ধ সুরথ চৌধুরীকে তার উচিত কর্তব্য আপনি বলে দিন'। 'মেরি বাচ্ছা! আমি তুহকে এমনতর উপদেশ এখুনি দিই কি করে? সেই বিরাট ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সম্মোহিত সুরথ চৌধুরী এবার আপন অন্তস্থলে মহাত্মাজীর সুস্পষ্ট বাণী শুনতে পেলেন—'বেটা! খুনের বদলা খুনতো হতে পারে না। তুহর দোষ কবুলের অর্থ হলো—ফাঁসী কাষ্ঠে ঝোলা! ভারতে এই আইন না বদলালে ও'হবে তুহর—আত্মহত্যারই সামিল। হত্যার

চাইতে নিষ্ফল আত্মহত্যাতে অধিকতর পাপ। তুমি তোমার অন্তরাত্মাকে তোমার উচিত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো। তোমার ঐ অন্তরাত্মাই তোমাকে বলে দেবে যে তোমার মনের অনুতাপ অতোগুলো পাপ শুধরতে যথেষ্ট কী না! তারপর—

থানার পেটা ঘড়িতে হাতুড়ীর ঘা'য়ে জনৈক সিপাহী—সময় নির্দেশক ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। বাতাসের সাথে মিশে ঐ ঢং ঢং শব্দের রেশ ঘুরে ফিরে সুরথ চৌধুরীর কানে আসে। সেই সাথে ঐ চিত্রে মূর্ত হয়ে উঠা মহাত্মাজীর' ঠোঁট দুটোও নড়ে নড়ে স্থির হয়। ঐ পুরুষের শেষ উপদেশটা তাঁর ঠোঁটেতে মিলিয়ে যাওয়ায় তাঁর শেষ কথাটা আর শোনা হয়ে উঠে না। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সলজ্জ ভাবে সুরথ চৌধুরী ভাবে মহাত্মাজীর উপদেশ নেবার তার অধিকার কোথায়? যে সময় তিনি দেশবাসীকে সরকারী কাজে ইস্তাফা দিতে আহ্বান করেছেন, ঠিক সেই সময়েই প্রায় নিষ্প্রয়োজনে সে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে এতোদিন কলেজ কামাই করে পার্কে পার্কে মহাত্মাজীর মুখে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা শোনা তার কাছে এখন মূল্যহীন। পরিহার্য ব্রিটিশ রাজের চাকুরী গ্রহণের মুহূর্তে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশক স্বীকার নামাতেও সে স্বইচ্ছায় দস্তখত দিয়েছে। এখন চাকুরীতে বহাল থেকে এর অন্যথা করা তার পক্ষে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। না না। মহাত্মাজী তাকে এমন কোনও অন্যায় বাণী নিশ্চয়ই দেবেন না। পরক্ষণে সুরথ চৌধুরী পুনরায় মহাত্মাজীর হৃদয় ভেদী ভাষণ শুনতে পায়—সরকারী নকরী সবকোহী ছোড়ো। উকীল লোক আদালত ছোড়ো। পড়ুয়া লোক কলেজ ছোড় দেও। এক বৎসরে আমি স্বরাজ এনে দেবো। সুরথ চৌধুরী কর্ণপটাহে আজও গান্ধীজীর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'দেন্ স্বরাজ উইল্ বি অবটেইণ্ড টো-ডে'। কিন্তু—কৈ! সেদিন তার অন্য বহু সতীর্থদের মত সে তো স্কুল বা কলেজ পরিত্যাগ করে নি। উপরন্তু সে ঐ দেশের সেরা সরকারী কর্ম, পুলিশি কর্ম গ্রহণ করেছে। তার আরও মনে হয় যে সে ও তার বন্ধু রজত উভয়েই মহাত্মাজীর উপদেশ অমান্য করে হিংসার পথ গ্রহণ করেছে। তবে! হাঁ! এখন মাত্র জগতে একটি মাত্র মানুষ আছে—সে তার বিষয়ে ওয়াকীবহাল। সে বালিকা কুমারী পারুল দেবী। তার কাছে তার ঐ দুঃসহ জ্বালার কাহিনী ব'লে

তার ভারী মনকে হাল্কা করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পেলে সে তাকে তেমন আমল দেবে কি? বরং সে তুলনাতে বন্ধু রজত মল্লিকের সান্নিধ্য সে বেশী পছন্দ করবে। তার দেহে সেদিন সে খদ্দরের শাড়ী দেখেছে। রজত মল্লিকের স্বাধীনতা—সরকারী কর্মীদের অপেক্ষা স্বভাবতঃ বেশী। তার পরিক্রমার মধ্যে বাধা নেই। তাই সে যত্রতত্র যেতে পাবে। নিজের হাতের ঘড়িতে তার সময় বাঁধা। সে কি এতদিনে একটিবার ঐ কুমারী পারুলরানীব সাথে দেখা কবে নি! বড়বাবুর মতে চাবেব মাছেব মত ওঁর চতুর্দিকে বিপ্লবী রজত মল্লিক ঘুবছে। কিন্তু সুরথবাবুব মনে হয পারুলবানী'ই এক্ষেত্রে ওকে ধরাব জন্য ঐ চারেব কাজ করবে। ঐ বাড়িটাতে ওয়াচ রাখলে বিপ্লবী রজত মল্লিককে আরও সহজে গ্রেপ্তার করা যায়। শ্রীমান সুরথ চৌধুবীর মুখে এবার একটা ক্রূব হাসি ফুটে উঠে। আর, সেই সাথে মহাত্মাজীর ঠোঁটে [ছবিতে ফুটে ওঠা] টুকবো হাসিও মিলিযে যায। কিন্তু শ্রীমান সুরথ চৌধুরীর তখন সে দিকে আব মন নেই। তাব মানসিক পরিবর্তন স্থাযী হয নি। তার সৎসত্বা নীচে নেমে অসৎসত্বা উপরে উঠেছে। সুরথ চৌধুরী তা উপলব্ধি কবে মুখটা লজ্জায় নীচু কবে। গান্ধিজী স্থির ভাবে তা দেখেন ও ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন। শ্রীমান সুবথ চৌধুবীর চিন্তাজাল তখনও পর্যন্ত ছিন্ন হয় নি। তার আসল বিপদ মনে পড়ে। মনে পড়ে অমরু গত হলেএ ঝমরু বেঁচে আছে। গুণ্ডাদেব কবল থেকে পারুলবানীকে রক্ষা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাকে পুলিশে পাঠালেন। ঈশ্ববের অন্য ইচ্ছা হলে তিনি তাকে শিশুর মত আগলে বাবে বারে রক্ষা করতেন না। মনোমত যুক্তিতর্ক তৈরী করে সুরথবাবু তাঁর হৃদয়ের অনুশোচনা দমন কবেন। সেই সাথে বহু আকাশ-কুসম তাঁর মনে আসে। সুরথ চৌধুরী ভয় হতে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এবার তিনি চক্ষু উন্মীলিত করে সুমুখে আশুবাবুকে দেখেন।

'আরে! মশাই'। একেবারে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব তথা মহাত্মা গান্ধিজীর মতো চক্ষুমুদ্রিত করে চিন্তা করেন কি? অ—মশাই? থানার মেজবাবু আশু ঘোষ মুখে ও বুকে বেশ একটু স্নেহ এনে সুরথ বাবুকে বললেন, 'এ্যা! এখনো 'কোনও নাইট্ ডিউটী' দেন নি, অথচ চেয়ারে বসে নিদ্রা! আরে! আরও একটু পুরানো হওয়ার পর ঐ ভাবে ঘুমবেন। এখন নূতন চাকুরীতে একটু সতর্ক থাকা দরকার। আমার বাসা থেকে গিন্নীর স্বহস্তে তৈরী কিছু খাদ্য

আনছি। দু'মুঠো খেয়ে এখন তো আপ্ত রক্ষা করুন। আজকে আর আপনার স্ববাটীতে ফেরা হবে না। কাল এক ফাঁকে সেখানে গিয়ে বিছানা সমেত চলে আসুন। মেথর দিয়ে আপনার থানার কোয়ার্টার পরিষ্কার করালাম। কাল থেকে বন্দী না হয়েও আপনার বন্দী জীবন সুরু। এখন থেকে আপনাকে হিসেব করে নড়তে চলতে ও বসতে হবে। যাওয়া আসারও কাজ করার প্রতিটি তথ্য প্রতিদিন ডাইরীতে লিখতে হবে। আজ থেকে যা কিছু 'এ্যাক্টস্ ডান্ ও ফ্যাক্টস্ এসারটেনড্ তা সাথে সাথে লিখে রাখা চাই। হাঁ। আপনি বিবাহ তো এখনও করেন নি। কাকে জীবন সঙ্গিনী করবেন ভেবেছেন? না'হলে ঐ বড়বাবুর মত একজন কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড কুক রাখুন। ততোদিন অবশ্য আমার বাসাতে আপনার আহারের নিমন্ত্রণ রইল। মোদের বিহার যত্রতত্র হলেও আহার স্বমন্দিরে হয়। আজ বোধ হয় সারারাত্রি এলাকাতে বহু স্থানে থানা-তল্লাসী হবে। বিধবা অথবা সধবা ভেদে সকলকেই অভিযানে বেরুতে হবে। চারদিকে ওই সাজ সাজ রব উঠলো বলে! বড়বাবু ট্রাক ট্রাক সশস্ত্র শান্ত্রী ও ডজন খানেক অফসর সাথে এক্ষুনি ফিরবেন। প্রলয় নাচন হলো বুঝি সুরু। মেসেজ এসেছে যে সার্চের ব্যাপারে 'এভ্রী বডি টু বি কিকড্ আউট অফ্ থানা।' ওদের ঐ সব ভাষা পড়লে গা রী রী করে জ্বালা করে ওঠে। কিন্তু! যাক! মানুষ আমরা নহিতো মেষ। এই যা! আবার কবিতাতে কথা বলে ফেললাম। মশাই। ঐ কবিতা টবিতা আমার দু'চক্ষের বিষ। ট্রিপিল খুনের মামলা এখন বিশ বাঁক জলের তলে। এখন বিদেশী প্রভুদের রাজত্ব তো আগে রক্ষা করুন।

প্রবাদ এই যে—স্বভাব মরলে যায় অভ্যাস ধুলে যায়। সুরথ চৌধুরী একটু খুশী হয়ে মেজবাবু আশু ঘোষের সান্ত্বনাবাণী শুনে বুঝে যে সত্যই দাসত্ব করা এদেশের লোকেদের এখন অভ্যাসের সামিল। বংশানুক্রমে বদ্ অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হলে তা মানুষকে অমানুষ করে। কিন্তু বহুল ধোলাই এই অভ্যাসের রঙ ধীরে ধীরে ম্লান করে তার পূর্বের রঙ ফিরিয়ে এনে তার স্বভাব বদলে দেয়। মহাত্মাজী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ বোধ করি আজ এই কাজেতে ব্রতী। হেলায় দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা মহাত্মাজীর সেই ফটো-চিত্রের ঠিক উপরে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের একটি রঙিন ফটো টাঙানো। ভাবালু সুরথ চৌধুরীর মনে হয় এই বুঝি নিয়ের

ঐ ফটো উপরে উঠে আর উপরের সেই ফটোটা নীচে নামে। পরাধীন দেশ স্বাধীন হলে এমনি ভাবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পতাকা উঠে নামে। সুরথ চৌধুরীর কানে এই সময়ে পার্কের মিটিঙে শুনা স্বর্গত আলিভ্রাতাদের অন্যতম ভ্রাতা জনাব মহম্মদ আলীর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে—'কিঙ্ জর্জ অব্ ইংল্যাণ্ড। পারহ্যাপস্ ষ্টিল্ এম্পারার অফ্ ইণ্ডিয়া'। সুরথ চৌধুরীর চক্ষে ফুটে উঠে যে শ্রোতারা ঐ পার্কে দেশবন্ধুর আহ্বানে তাদের বিলাতী জামাবস্ত্র অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছে। তার কানে দেশবন্ধুর গগন বিদারী চীৎকার বারে বারে প্রবেশ করে—'আরো চাই। আরো চাই। আধখানা কাপড় পরে থাকো। অন্য খণ্ড আগুনে ফেলো'। সুরথ চৌধুরীর মনে হয় যে—এ কি বে-আইনি চিন্তা সে করছে। উঁহু। এই চিন্তা তার পক্ষে এখন পাপ। সে এবার তাড়াতাড়ি দারোগা আশু ঘোষের আনা খাদ্য সামগ্রীর দিকে চোখ ফেরায়। সত্যই তার দেহ ক্ষুধার্ত এবং মন ক্লান্ত।

চার

রাত চারটের সময় শীতের রাত্রে কেউ লম্বা হাতা মোটা গেঞ্জি কেউ বা পুরু ভারী ওভার কোট পরে গোয়েন্দা অফসররা থানাতে আসতে সুরু করেছে। প্রতিবেশী থানাগুলি থেকে সংগৃহীত য়ুনিফর্ম পরিহিত অফসর ও সিপাহীর দলও সেখানে উপস্থিত। বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু স্বয়ং খাতা হাতে এদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করলেন। প্রতিটি দলে একজন য়ুনিফর্মড্ অফসর ও একজন উর্দীপরা জমাদার ও দশজন লাল পাগড়ী সিপাহী। একজন করে সাধারণ পোষাকে নাগরিক বেশী গোয়েন্দা অফসর এদের পরিচালনার্থে এদের প্রতি দলের ভার নিলেন। এদের এই প্রতিটি দলের নেতার হাতে একটি করে আদালত প্রদত্ত তল্লাসী পরোয়ানা তুলে দিয়ে বড়বাবু মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যে হুকুম দিলেন—নাউ স্টার্ট। বিপ্লবী রজত মল্লিক ও তার সাথীদের গ্রেপ্তারের জন্য ঐ দলগুলি প্রস্তুত। গুপ্তচরদের সংগৃহীত সংবাদানুযায়ী ওদের সন্ধানে এই রাতে একইক্ষণে এলাকার প্রায় বারোটি বাড়ি ঘেরোয়া করে থানা-তল্লাসী করা হবে। প্রতিটি দলের নেতা তাদের

হাত ঘড়িগুলো থানার ঘড়ির সাথে মিলিয়ে নিলেন। অভিযাত্রী দলগুলির এই সমকালীন কার্যে একটুখানিও আগু পিছু হবার উপায় নেই।

বুট জুতার মস মস শব্দ ও লাঠির ঠক্ ঠক্ ধ্বনি ও বন্দুকের কুঁদোর ঠঙ্ ঠঙ্ শব্দ তুলে শিশির পড়ার রিম্-ঝিম্ শব্দের সাথে তাল রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী কটি বড়রাস্তার উপর এসে ভিন্ন ভিন্ন মুখী হয়ে দাঁড়ায়। গাঢ় ঘন কুয়াসাতে অন্ধকার ফুঁড়ে শিরশিরে শীত ও শিশিরের ফোঁটা তুচ্ছ করে নৈশ অভিযাত্রীর দল স্ব স্ব পথে এগুতে থাকে। এদের উপস্থিতিতে পথের ঘেয়ো কুকুর কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে উঠে। টেলিগ্রাফের তার দুলিয়ে দুই একটা কাক পাখা ঝাপটানী দেয়। শত ছিন্ন জীর্ণ কম্বলের তলা হতে ফুটপাথবাসী ভিক্ষুকরা মাথা তুলে উঁকি মারে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নাক সিটকিয়ে পাশ কাটিয়ে দুই একটি শান্ত্রী দল ফুটপাত এড়িয়ে রাজপথে নামে। কিছুক্ষণ পর এদের দুই এক দল প্রত্যুষে পথে ভিস্তিদের ছিটানো জল এড়াতে আবার ফুটপাতের উপর ওঠে। এদিক ওদিক থেকে এবার মিঠে তালে আওয়াজ শুনা যেতে থাকে—'রাইট্ টার্ন, লেফট্টার্ন। যষ্টিধারী সিপাহীর দল তাদের অফিসরের ইঙ্গিতে দু'পাশের গলিগুলোতে ঢুকে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানের দিকে এগোয়।

অধিকাংশ শান্ত্রী দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও দারোগা রাম ভট্টাচার্য এবং দারোগা সুরথ চৌধুরী তখনও স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাবার জন্যে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। তখনও পর্যন্ত তাদের পৃথক পৃথক পথে ছাড়াছাড়ি হবার সময় আসে নি। গাড়ীবারান্দার তলায় ফুটপাতবাসী জনতা তখনও ঘুমিয়ে আছে। সুরথবাবু ও তার দল সাবধানে পা ফেলে ঘুমন্ত মানুষ-গুলোকে এড়িয়ে এগুতে থাকেন। রাম ভট্টাচার্য মহাশয় আপন অহমিকাতে মেদিনী কাঁপিয়ে ডানে বামে না চেয়ে পথ চলছিলেন। ভদ্রলোক আঁধারে বসে থাকা সারা দেহ কম্বলে মোড়া গেরুয়া পরা একজন সাধুর পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। আঘাতটা ঐ সাধু বাবারই বেশী লেগেছিল। রাম ভট্টচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঐ সাধু বাবার পৃষ্ঠে ও বক্ষে ক্রমাগত পদাঘাত করতে করতে বললেন—'এ থানাতে রাস্তাবন্দীর অপরাধের ধরপাকোড়ের কি রীতি নেই? হেঃ! এই ভিখারী সাধুদের মধ্যেই যতো পুরানো চোরের বাস। মার। মার বেটাকে। পাকড়ো'। তার এই হুকুম তাঁবেদার সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বলা হলেও তাতে তাদের কেউই সাড়া দেয় না।

সাধু বাবা নীরবে পিঠ পেতে মার খেয়েও কোনও প্রতিবাদ করলে না! কিন্তু সদ্য কলেজত্যাগী গ্রাজুয়েট আদর্শবাদী সুরথ চৌধুরী প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বলেন—'মশাই! গরীবদের ওপর আপনার এ কি অত্যাচার! কর্তৃপক্ষের সমীপে আপনার বিরুদ্ধে আমি রিপোর্ট দেবো'। এই বাদ প্রতিবাদ তুচ্ছ করে উঠে দাঁড়িয়ে ঐ সাধুবাবা দুই হাত তুলে আন্তরিকতভরা দীপ্ত মুখে শ্রীমান রাম ভট্টাচার্যকে আশীর্বাদ করে বলেন—'ভগবান তেরী ভালা করে। এহী মেরী আশীর্বাদ হো'। এরপর তিনি শ্রীমান সুরথ চৌধুরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন ও বলেন 'আপোষমে ঝগড়া না কর। বেটা'। পরক্ষণেই সাধুবাবা কুয়াসা ঢাকা অন্ধকারে অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু এ সাধুকে ঐভাবে মারধর করা নিয়ে উত্তেজিত অফসরদ্বয়ের কলহের তখনও বিরাম নেই। ঠিক সেই সময় নামাবলী গায়ে এক প্রৌঢ় শিক্ষিত ভদ্রলোক ঐ পথে গঙ্গাস্নানে চলে ছিলেন। কুয়াসার আড়ালে ঐ ঘটনাটির সবটুকুই তিনি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। এইবার এগিয়ে এসে একটু হেসে তিনি শুধু শ্রীমান সুরথ চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বললেন—'বাবাজীবন! আপনার ঐ বন্ধুকে এ'বিষয়ে আর অনুযোগ করবেন না। এ'যাত্রাতে ওঁর বোধ করি আর রক্ষা নেই। ঐ সাধুবাবা মার খেয়ে গাল পাড়লে শোধে বোধে ওঁর ঐ পাপের লাঘব হতো। কিন্তু পরিবর্তে তাঁর কি প্রাণভরা ক্ষমা ও আশীর্বাদ দেখলেন! আশীর্বাদের বদলে গাল পাড়লে ভদ্রলোক বেঁচে যেতেন। এখন ওঁর মৃত্যু না হোক ওঁর অন্য এক বিপর্যয় ঘটবেই'। ভদ্রলোকেব এই বাণী দারোগা সুরথ চৌধুরীর কানে যেন দৈববাণীর মত শোনায়। দারোগা রাম ভট্টাচার্য্যির চেতন মনে কিন্তু এজন্যে এতটুকু অনুতাপ নেই। কিন্তু গঙ্গাস্থানী ভদ্রলোক রামবাবুর অবচেতন মনে তীব্র বিষ ঢুকিয়ে দুর্ভেদ্য কুয়াশাতে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। বিপরীত বাক্ প্রয়োগ [সাজেস্‌সন] দ্বারা ভীতি দূরীভূত না হলে রামবাবুর মনের পূর্ব শান্তি ফিরে পাওয়া শক্ত। এরূপ মানসিক অবস্থাতে বার বার ভুল করে বিপদে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এসব মনস্তাত্বিক তত্ত্ব কথাতে ভগবৎ বিশ্বাসী সুরথ চৌধুরী বিশ্বাসী নন। তাই তাঁর ভয় যে রামবাবুর সর্বনাশ আগত প্রায়। সহকর্মী রামবাবুর কোনও সর্বনাশ কিন্তু সুরথবাবুর কাম্য নয়। সে অকারণে নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকে। পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীকে ঘৃণা করতে সে পারে না। কারণ, সে নিজে রামবাবুর অপরাধের চাইতে বড়ো অপরাধে অপরাধী।

'হুজুর! রামবাবুকো বাত ছোড় দিইয়ে না', রামবাবু তার দলবল সহ ভিন্ন পথে চলে গেলে সুরথ চৌধুরীর দলের পথ প্রদর্শক জমাদার মাধব সিং তার অফসর সুরথ চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বললে, 'উনে ঝুট মুট গরীবোঁকো টাঙ করে। মাতোয়ালা হোয়ে আদমী লোককে বড়ী মার মারে। আপনা জেনানাকে ভি উনে বহুত মারে। লেকেন ডরকো মারে গুণ্ডাসে মোকাবিলা না করে। উনে পয়সাকো ধান্ধামে ঘুমতি আউর সরাব উরাব পিতি। অপনা অফসর কো বাড়ে হাম্ ক্যা বোলে! [জমাদার সুরথ বাবুর মন বুঝে একটু করে সইয়ে সইয়ে তাকে বলে] বাবু সাব! রাতোকো রাউণ্ডমে বিটঠল বাবুকো কুঠিমে তেনি ঠারিয়ে। উহা যানেসে হর অফসরকো বিশ রুপেয়া বরাদ্দ আছে। [জমাদার পথ চলতে চলতে একটা বাড়ী দেখিয়ে দেয়] ঐ দেখিয়ে, বাতাসীয়াকা কেতনা বড়ীয়া কুঠি। উহা ইনেসপেকটার যায়ে তো দশ মিলি, উঁহা মন্সীবাবু যায়ে তো পাঁচ মিলি, আউর জমাদার সীপাহী 'ভি যায়ে তো উনকো'ভি কুছ মিলি। আভি বড়বাবু মহীন্দ্রী বাবুকো জামানামে ওহী সব কুছ বন্ধ হলো। সাব! আপ খিলানে বালে ওকিল বাবু' সে মহবৎ রাখিয়ে। উকীলকো হাঁতোসে লেনে দেনে আপদ না আতী। আভি স্বদেশী বালা আপদমে সব কোই ফাঁসা হ্যায়। আভি কোহী কিসিকো দেখনে বালে নেহী। সার! ইস্ বখৎ এহী তো মোওকা। আপকো উমেরী গাঁ'ও মে মেরি ভি এক লেড়কা আছে। এহী কামমে আপকো গিরানে হামার সরম আতি। মেরি মন চাহে কি এহী কামোমে আপকো হিঞ্চা না হোয়। ইসমে আমদানী হোতি। লেকেন ইজ্জত চ'লা যাতী।

তাঁবেদার জমাদাররা তাদের উর্ধ্বতন অফসরকে এমনভাবে বৈষয়িক বিষয়ে তালিম দিয়ে থাকে। সুরথ চৌধুরী বুঝে যে প্রথম স্তরে জমাদার ও শেষ স্তরে উকীল বাবুরা নবাগত অফসরদের শিক্ষা গুরু। অফসরদের অধঃপতনের কারণ বুঝে সুরথবাবু কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। জমাদার জানে না যে পুলিশে সে চিত্তপ্রস্তুতি সাথে করে এসেছে। এর আগে তার সৎ অবিভাবকরা তাকে জিগীর দিয়ে বলে দিয়েছিল—ওখানে বহু প্রলোভন। নারী মদ ও ঘুষ হতে দূরে থেকো। তাহলে তোমার কোনও বিপদ নেই'। ঐ জমাদার অর্থ উপার্জন করে অবসর গ্রহণের পর মুল্লুকে গিয়ে নামী সাধু হবে। সেখানে তার জানচীন আদমীরা তার

অপকর্মের সাক্ষী নয়। কিন্তু সুরথবাবুকে আজীবন এই শহরেতে বাস করতে হবে। এখানে বদনাম হলে বংশ পরম্পরাতে সীমাহীন দুর্ভোগ। জমাদারের এবংবিধ কুভাষণ তাকে প্রলুব্ধ না করে বরং সতর্ক করে দিলে। ভালো মন্দের লেখ্যমালা নবীন অফসর সুরথ বাবুর মনে কৌতুহল আনে। এই দিনও এই সম্পর্কে এই থানার অপর এক জমাদার কথপোকথনের ফাঁকে পুলিশি ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে তাকে কিছুটা ওয়াকীবহাল করে বলেছিল— 'সার! হামে লোকতো বাহারকো আদমী। বড়ী দূর দূর গাঁওসে হিঁয়া আয়ে। হিঁয়া বুড়া উড়া যো কুছ কাম হাম লোক করে। লেকেন মুল্লুক মে সুনাম রাখে। পেনসিন হোনে বাদ উঁহা পর চলা যায়ে। পেনসেনকো বাদ আপকো ইহা পর রহনে পড়েগী। চিনা জানা অদীমীয়োঁসে মুলকাৎ হোগী। সবকোই চোর কহে তো উসমে সরম আয়ে। উসমে আপকো লেড়কি লোক'কোভী জীন্দাগী বরবাদ। সার! আউর একবাত'ভি আপকো কহনে আছে। জেনানা সরাব ঘুঁসোমে কভি না গিরে। আপনা হিম্মতমে আপনা রহে। লেকেন এহী বহুৎ খারাপ জায়গা। একঠো সাধি আপকো কর লেনে চাহী'। এই জমাদারদের উপদেশ সুরথবাবুর কাছে কবিতাতে গাঁথা দোঁহার মত মিষ্টি লাগে। এরা দুইটি বিপরীত ধর্মী পন্থা ও তার ফলাফল তার সামনে রাখলে। এখন কোনটি বেছে নেবে তা তোমার ইচ্ছার উপর নিভর করে। সেই সাথে এরা এলাকা সম্বন্ধে তাকে জ্ঞান দিলে। সুরথবাবু তাই এদের উপর রাগ করতে পারে না।

বস্তুবাদের বিপরীত ধর্মী ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের মানুষকে একটি তত্ত্ব প্রদান করেছে। এই সংস্কৃতির আওতাতে মানুষ হওয়া পাপীরা পর্যন্ত পাপকে ঘৃণা করে। তাই অসৎ সিপাহী জমাদার রাও মধ্যে মধ্যে নিজেকে সৎ রূপে কল্পনা করে আনন্দ পায়। তাই এদেশে অসৎ মানুষ যে কোনও মুহূর্তে সৎ মানুষ হয়ে যায়। এখানে অসৎ মানুষও অসৎ-কাজ দমনে সচেষ্ট থাকে ও অপরকে তারা মনে প্রাণে সৎ দেখতে চায়। সৎ মানুষ দেখলে তাদেরকে তারা ভক্তি শ্রদ্ধা করে। কারণ, এরা সব হারালেও এখনও ভগবানকে হারায় নি। এদেশের অপরাধীরা পর্যন্ত অপকর্মের জন্য ভগবৎ দত্ত শাস্তির জন্য অপেক্ষা করে। এদের মিথ্যা মামলাতে ফাঁসিয়ে জেল দিলেও রক্ষীদের উপর এদের রাগ নেই। এদের ধারণা যে বহু সত্য মামলাতে তারা রেহাই পেয়েছে। তার প্রাপ্য শাস্তি ঐ মিথ্যা মামলাতে তারা এবার পেলে।

পুলিশের অপর এক পুরোনো সিপাহী পার্কে স্বদেশী বাবুদের মিটিঙ নিবারণার্থে তার সাথে ডিউটি দিতে দিতে তাকে এমনি একটা তত্ত্ব কথা বলেছিল—'বদমাস'সে হিস্তা হামে জরুর লিয়ে। লেকেন, গৃহস্থী'কো হাম লোক বহুৎ মানে। গরীবোকো মে লোক টাঙ না করে। বাচ্ছায়োঁকে মহবৎ আউর নারীকো সম্মান—এই দুনো করম মে নেহী ভুলে। ওহী পুন্যমে হামে লোক আবিভি বাঁচিয়ে আছে। বাবু! কুছ ভালা কাম'ভি হামলোক'কো করনে চাহী। [ভাগ্য ভালো যে বদমাসদের ভয়েতে তাদের কাছ হতে হিস্তা বন্ধ করে ভদ্রগৃহস্থদের এরা তাদের নিরাপদে শিকার বুঝেনি।] পুলিশি পুরানের রৌদ্র ছায়া ভরা পাতার [ইতি কথা] এই বয়ান শুনতে তার মন্দ লাগে না। [এই বিভাগের অধিকাংশ কর্মীরা যে সৎ ও সাধু তা'ও সে এদের মুখে শোনে।]

দলের সাথী গোয়েন্দা বিভাগের প্রবীণ অফসর মাধববাবু শীত হতে রক্ষা পেতে মাথা ও মুখ চাদরে ঢেকে এদের সাথে গুটি গুটি আসছিলেন। এদের এই কথোপকথন এতক্ষণ তিনি আরামে উপভোগ করছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগে সুযোগ সুবিধা অভাবে এখন তিনি বিড়াল তপস্বী। কিন্তু তার আগে বহুকাল তিনি থানাতে কাজ করেছিলেন। বিগত যৌবন বৃদ্ধদের মত পুরানো দিনের এই কথামৃত শুনতে তাঁর মন্দ লাগে না। বিপ্লবী দমন-বিভাগে তাঁর চোর চোট্টার বদলে ভদ্রলোক নিয়ে কারবার। এখানে এলাউন্স রূপে তাঁদের জন্য অবশ্য একটা বাড়তি বেতন আছে। যৌবনে থানাতে থাকতে উনিও এমনি ভাবে তালিম পেয়ে পাকাপোক্ত হন। এদেরকে এইসব তত্ত্ব কথা আলোচনা করতে শুনে তিনি মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। এবার তার দিকে নজর পড়াতে বাক্যবাগীশ জমাদার চুপ করলো। যা নবীশদের বলা যায় প্রবীণদের তা শ্রোতব্য নয়। সকলে পুর্বের মত আবার ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে। এবার চারদিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি। তারা এখন প্রায় গন্তব্য স্থানের নিকটে উপস্থিত।

চতুর্দিকের বাটীগুলো তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও একস্থানে একজন পান বিক্রেতার অর্ধমুক্ত দোকানের ফাঁকে বিজলী বাতির রশ্মি। দোকানী লোকটা বোধ হয় এই মাত্র জেগে উঠে দোকানের বাইরে উঁকি দিলে। একজন লোক ঐ শীতেও ভোরে উঠে পথের কলে উবু হয়ে বসে ঘটী

হাতে দাঁতন করে। পুলিশ বাহিনীকে আড় চোখে দেখে সে রাস্তায় শুয়ে থাকা একটা কুকুরকে ইঁট মারে। কুকুরটা নিঃশব্দে সামনের দিকে দৌড় দিলে। এদিকে একজন সিপাহী উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পথ হতে কুড়িয়ে আর একটা ইঁট ছুঁড়ে তার দৌড়নোর গতি বাড়িয়ে দেয়। কর্তব্য কার্যে সচেতন জমাদার সাহেব দুই পার্শ্বে দৃকপাত করতে করতে এতোক্ষণ এদের মতন দুই ব্যক্তিকে বোধ করি সন্ধান করছিল। কারণ, গৃহতল্লাসীতে পুলিশের তরফে সাক্ষী হবার জন্যে দুইজন ভদ্র ব্যক্তির সেখানে প্রয়োজন।

'আরে! তুলোককে ঠিক সময়েতে মিলে গেলো', জমাদার সাহেব হাঁক ডাক করে দুজনাকে একত্র করে [তাদেরকে] বললে, 'এতো রাতে তল্লাসী বাড়ে গাওয়া উয়া কাঁহা মিলে! বহুৎ মৌওকামে তুলোককে পাওয়া গেলো। তেনি আও তো ভাই হামাদের সাথে। এক তল্লাসীমে তুম লোককো গাওয়া বাননে পড়েগী। হাঁ? আন-পড়া আদমী হোয় তো উসমে ক্যা? তুহোর অঙ্গুলী'কো একঠো টিপ খতপর দিয়ে দেবে। ব্যস! আও—

গোয়েন্দা অফিসর এইবার টর্চ জ্বেলে আশে পাশের বাড়িগুলির নম্বর দেখতে থাকেন। পথের পার্শ্বে একটা মাঠে একটা মোষ জেগে উঠে জাবর কাটছে। টর্চের আলো তার চোখে পড়ে আগুন ঠিকরোয়। মই কাঁধে লোকেরা এতক্ষণে পথের গ্যাস বাতি নিবুতে এলো। কিন্তু চতুর্দিকের বাড়িগুলিতে মানুষ তখনও পর্যন্ত ঘুমে অচেতন। দারোগা সুরথ চৌধুরী তখনও নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবছে।

হঠাৎ সুরথ চৌধুরী জমাদারের উচ্চনাদে সম্বিত ফিরে পেয়ে শোনে—হুজুর! আ'গয়া। সামনে কুঠি। নম্বর দেখিয়ে, না'। হাঁ! সামনে একটা দুয়ার জানালা বন্ধ কুঠি দেখা গেলো! জমাদার মাধব সিং এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে ঐ বাড়ির পিছনে কুকুরীর ঘেউ ঘেউ ডাক ও দুয়ার আঁচড়ানীর শব্দ শুনা যায়। এই ডাক শুনতে পায় মাত্র ঐ বাড়ির একটি বালক। সে জেগে উঠে ঐ বাড়ির খিড়কী দুয়ার খুলে বাইরে মুখ বাড়ালে। কিন্তু ততক্ষণে গোয়েন্দা কর্মী মাধুবাবুর তত্ত্বাবধানে সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে সিপাহীদের দল বুটের ঘায়ে ইঁটের টুকরো ঠিকরতে ঠিকরতে সারা বাড়িটা অলিগলি ও মাঠের পথে ঘেরোয়া করে ফেলেছে। এদিকে জমাদার সাহেব খট্‌খট্‌ করে দুয়ারের কড়া নাড়তে থাকে। কিন্তু আশেপাশে কোনও বাড়িতে তাতে আলোড়ন নেই। এই গৃহবাসীর কেউ

ভিতর থেকে সাড়া দেয় না। ঐ বাড়ির একজন একবার লেপের ফাঁকে মুখ তুলে পার্শ্ববর্তী একজনকে বলে, 'এঁ্যা! কে যেন বাইরে দোরে ধাক্কা দেয়। উত্তরে অপরজন আরও ভাল করে মুড়িশুড়ি দিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে উত্তর করে, 'উঁহু! ও পাশের বাড়িতে কেউ। ঘুমোও'। এবার জমাদার কড়া নাড়ার সাথে দুয়ারেতে ধাক্কা দেওয়া সুরু করে। তবুও লেপের তলা থেকে এই শীতের উষাতে কেউ ভিতর থেকে উত্তর দেয় না। এতক্ষণে সমগ্র বাড়িটা নানা পথে ঘেরোয়া করে গোয়েন্দা অফিসর রাজেন্দ্রবাবু সেখানে ফিরে এসেছেন।

'আরে! এই দারুণ শীতের বাজারে ওরা কেউ কি সহজে উঠবে। ওদিকে দেরী হলে জ্ঞান পাপী আসামী বেমালুম সরে পড়বে। ওরা পালাবার পথ না রেখে কোনও স্থানে রাত্রি বাস করে না। এইবার একটু হেসে আলোয়ানের ফাঁকে হাত বার করে স্বয়ং দুয়ারের কড়া নাড়তে নাড়তে উনি বললেন—'বাবু! বাবু! টেলিগ্রাফ। টেলিগ্রাম আইসে'। [এবার নিম্নস্বরে] ওরা অবচেতন মনে শুনবে এমন কায়দা আমার জানা আছে। ঠিক বাঁশি বাজিয়ে সাপ বার করার মতো ওরা বেরুবে। দাঁড়াও টেলিগ্রাম পিওনের গলাটা আরও একটু রপ্ত করে নি। [আবার উচ্চৈস্বরে] বাবু! বাবু! টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম আইসে।

এদেশে টেলিগ্রাম দুঃসংবাদ বই সুসংবাদ বহন করে না। তাই ঘুমের ঘোরে ওদের একজন ঠিকই তা শুনতে পেলে। ভরগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে কাচা ও কোঁচা খোলা অবস্থাতে ওদের একজন দ্রুতপদে খিল খুলে বেরিয়ে এসে ঘুম চোখেতেই বলে উঠলো—'এঁ্যা! টেলিগ্রাম! কাঁহাসে'? কাঁহা? এরপর চক্ষু খুলে ঐ নিরীহ ভদ্রলোক সম্মুখে পুলিশ দেখে সহসা সাপ দেখার মতোই ভয়ে দুই পা পিছিয়ে যায়। এরপর বাইরে থেকে পাকড়াও করে আনা সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে ঐ বাড়িতে খানাতল্লাসী সুরু করতে এদের দেরি হয় নি। ঐ গরীব সাক্ষীদ্বয়ের জীবনে এই প্রথম মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের শয়নকক্ষে ঢোকার সুযোগ হয়েছে। ওদের একজনের এক বিধবা ভগিনী কিছুকাল এইরূপ এক বাড়িতে ঘর-পোঁছা ঝি-এর কাজ করেছিল। ঐ ভগিনীর মুখে এদের বাড়ির ঘরকন্না সম্বন্ধে সে বহু গল্প শুনেছে। তার জনৈক ফিরিওয়ালা বন্ধুর মুখেও অনুরূপ বহু গল্প তার শুনা ছিল। তারা বিস্ফারিত নেত্রে পুলিশদের বাক্স ভাঙ্গাভাঙ্গি ও গদী ছেঁড়াছেঁড়ি

দেখতে থাকে। তাদের সম্মানীয় বাবুদের এই অসহায় অবস্থাতে উভয়ের মন বিক্ষুব্ধ। বহু বাক্সের চাবি হারিয়ে গিয়েছে এবং অন্য কয়েকটি বাক্সের চাবি পাওয়া যায় নি। এর মধ্য একটি বাক্সে স্বর্গত এক পরিজনের বাক্স ছিল। তার মৃত্যু পর আর ঐ বাড়ির কেউ সেটি খোলে নি। এবার জীবিত পরিজনেরা সজল নয়নে সেই বাক্সের দিয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের বাবুটি আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। কিন্তু এজন্য নূতন অফিসর সুরথ চৌধুরী থেকে থেকে লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজে অন্যায় না করলেও অপরের অন্যায় [—মন্য] তাকে সইতে হয়। কে জানে যে ঐ রাত্রে তারই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পুলিশ ঐভাবে তছনছ করে তুলোর সাথে ধুলো ওড়াচ্ছে কিনা! কিন্তু খানা-তল্লাসীতে ঐ দিন বিবেকানন্দের কয়খানি বই ও এক কপি আনন্দমঠ ব্যতীত কোনও আপত্তিকর দ্রব্য পাওয়া যায় নি। যে বালকটির জন্য এই তল্লাসী-পর্ব তাকে কিন্তু সেখানে ঠিক পাওয়া গিয়েছে।

"এ্যা। কি হে বিপ্লবী দলের পদাতিক নং ৪-১২! তোর দলেতে তুই এই নম্বরে পরিচিত তো? একটু শ্লেষের স্বরে গোয়েন্দা অফিসর বিহারীবাবু ঐ বালককে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমাদের এখানে আসার খবর আগে ভাগে পেলে কি করে? তোমাদের সেই খোকা [পিস্তল] ও খাবার [টোটা] গুলো গেলো কোথায়? আচ্ছা! তোমাদের সেই বিপ্লবী বীর রজত দাদাটির খবরাখবর কি? হাঁ! শুনেছিলাম তোমাদের একটা শিক্ষিত দেশী কুকুর ছিল। কৈ? এ বাড়িতে তো সেটা দেখলাম না। কোন বন্ধুর বাড়িতে ওটা রেখে এসেছো। সব ঠিক ঠিক না বললে একেবারে ফেঁড়ে ফেলে দেবো। হুঁ! আমরা জল দিয়ে কাঁচা মানুষ গিলে ফেলি। দাঁড়াও। আমাদের আফিসে চলো। দেখবো তুমি কতো বড়ো ধানিলঙ্কা। হ্যাঁ—

পুলিশ এই বালকটিকে পাকড়াও করা মাত্র বাড়ির মহিলাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। 'ঐ দুধের বাচ্ছাকে তার মা এখনও থাবড়ে ঘুম পাড়ান' তাদের কান্নার মধ্যে এসব কথাও শুনা যেতে থাকে। এমন কি এবার তার আই-এ পরীক্ষাতে ফার্স্ট হওয়ার বিষয়ও তারা কান্নার সুরে জানিয়ে দেন। 'ওরে বাবারে! তুই কোথা যাবি? এই বলে তার গর্ভধারিনী মাতা তাকে বক্ষের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন বটে! কিন্তু গোয়েন্দা

অফিসর মাখন বাবুর পক্ষে তাকে টেনে হিঁচড়ে সরাতে দেরি হয় না। ওদিকে এই বালক কিন্তু এতে একটু মাত্রও ভীত নয়। প্রতি রাত্রে সে এইরূপ এক অঘটন ঘটার অপেক্ষাতে ছিল।

'মা! শাঁখ বাজাও। অতিথিকে গাল না পেড়ে বরণ করো', সিংহ শাবকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে তার গর্ভধারিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐ বালক তার ঐ ছোট মুখে তোতা পাখীর শেখানো বুলির মত কতো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনিয়ে আরও বলে, 'মা গো! তোমাকে আমি লুকিয়ে ছিলাম। আমি এই কারণে পাপী। দেশ মাতৃকার অশ্রু মোছাতে তাঁর পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমি ঠিক সময়ে ফিরে তোমার চরণ বন্দনা করবো। এ জন্মে সম্ভব না হলে পর জন্মে তা সম্ভব হবে।'

বিপ্লবী বালকটি ঐ ভাবে দোষ কবুল করাতে সুরথ চৌধুরীর মন নিমেষে হাল্কা হয়ে যায়। এরা তাহলে ঠিক লোককেই ধরতে পেরেছে। দেশোদ্ধারের কঠিন কাজে একটু আধটু কষ্ট করতে হবে বৈকি! সে আরও বোঝে যে বাঙ্গালী ছাত্ররা সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে অসফল কেন? এমনিভাবে পুলিশ প্রতিটি ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়া ছাত্রকে ড্যামেজ করে। তারা পুলিশের ছোঁয়াচ হতে বেরুলেও ঐসব পরীক্ষাতে বসার অধিকার ঐ পুলিশের রিপোর্টেই বাতিল হয়ে যায়। ঐসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নিম্নমানের নির্বিবাদী ছাত্রেরা কেমন করে সফল হবে? এই দিক থেকে বিচার করে সুরথ চৌধুরীর দেশের ঐ দাদা শ্রেণীর নেতাদের উপর রাগ হয়। ওদের খপ্পরে পড়ে তার প্রিয় বন্ধু রজত মল্লিকের জীবনও অমনিভাবে নষ্ট হলো। তার সেই বন্ধু এবার স্নাতক পরীক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এখন তাকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করাই এক সমস্যা।

'ব্যস! এবার আপনার গুণধর পুত্রের নিজের মুখের স্বীকারোক্তি শুনুন', প্রত্যয়ের সুরে গোয়েন্দা অফিসর মাধববাবু এবার ঐ বালকের অবিভাবক-দের শুনিয়ে বললেন, 'পিতা মাতা ভাবেন যে তার পুত্রেরা নির্দোষ। এমন হলে তা নিশ্চয়ই তাঁরা জানতে পারতেন। এইমাত্র না বললেন যে ঐ দুগ্ধপোষ্য বালক এ সবে থাকতেই পারে না। এখন ওর নিজের মুখ থেকে সব শুনলেন তো? আর যেন মিথ্যে মিথ্যে আমাদের গাল না পাড়েন। মশাই—

এদিকে ঐ বালকের পিতৃদেবের বুকখানা ভেঙে যায়। তাঁর কতো আশা তাঁর পুত্র উচ্চপদী হাকিম হবে। কতো অর্থব্যয়ে তিনি তাকে সেরা ছাত্র তৈরী করলেন। তাঁর কষ্টার্জিত অর্থের যা কিছু ইনভেষ্টমেণ্ট তা ঐ পুত্রের উপর তিনি করেছিলেন। স্বল্পকাল পরে তাঁর পুত্র একটা বড় চাকুরী পেতো। ফলে, তাঁর ব্যয়িত অর্থ ওর মধ্যমে দ্বিগুণ হয়ে ফিরতো। শেষ বয়সে তাঁর নিজের উন্নতি মূল্যহীন। পুত্রের উন্নতিতে এখন তাঁর আনন্দ। তাঁর ইচ্ছা হয় পুলিশের সামনেই তিনি পুত্রকে পাদুকাঘাত করেন। কিন্তু ওদের আসামীকে ওদের সামনে মারধর করলে বিপদ হতে পারে। পুলিশের হেপাজতী পুত্রের উপর এখন তাঁর অধিকার কোথায়? মাত্র গর্ভধারিণী মাতা ব্যতীত প্রত্যেকের মূল্যায়নে ঐ বালক দোষী। অন্যদের মতে সেই সাথে সে নির্বোধও বটে।

বহুক্ষণ দিনের উদ্ভাসিত আলোকে তাদের কয়েদী নিয়ে পুলিশ চলে গিয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেই রাত্রে জ্বালা বিজলী বাতিগুলি কেউ নিবোয় না। চতুর্দিকের বাড়ির জানালা উন্মুক্ত করে প্রতিবেশীরা এতক্ষণে উঁকি দেয়। সেই বালকের সাথে বন্ধুত্বপ্রয়াসী স্ব স্ব পুত্রদের তারা ভৎর্সনা করতে থাকেন। তাদের ভাবনা তার সাথে মিলেমিশে কার পুত্রের কতোটুকু ক্ষতি হলো! ঐ বাড়ির কেউ কেউ সরকারী কর্মী ছিলেন। তাঁদের ধারণা এতে তাঁদের চাকুরীর ভীষণ ক্ষতি হবে। উপরন্তু এ বাড়ির তছনছ করা তৈজসপত্র গোছাতে কতো কাল লাগবে তা কে জানে। শেষ বেশ সকলের সকল ক্রোধ বালকের হতভাগিনী মাতার উপর পড়ে। কিন্তু চোখের জল ছাড়া তাঁর কাউকে আর কিছু দেবারও নেই।

সকলে চেপে গেলেও শেষ পর্যন্ত বালকের বুড়ী ঠাকুমা তা চাপতে পারলেন না। তাঁর প্রিয় নাতিকে উদ্ধার করতে তিনি তাঁর মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। বুড়ীর ধারণা নেই যে, একালে সেকেলে অস্ত্র চলে না। এতক্ষণ বাড়ির লোক যা অনুচিত বুঝে এড়িয়ে চলেছে—তা ঐ বৃদ্ধা মহিলার ভুলে অতর্কিতে ঘটে গেলো।

ওঃ বাবা! উপেন গাঙ্গুলীর নাম শুনেছো, গোয়েন্দা উপেনবাবু? তোমাদের মত সেও পুলিশের লোক, 'বৃদ্ধা ঠাকুমা নাতিকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে মাধববাবুকে বললে, 'সে হচ্ছে এ বাড়ির জামাই। কাল রাতে সে খেয়ে এইখানে [উঠান দেখিয়ে] আঁচালো। বাবা! সে কতো রাত পর্যন্ত এখানে

রইল। তার শালাকে তোমরা ধরে নেবে? কেন? কেন বাবা? আমাদের কালে পুলিশ বাড়ি চড়োয়া হয়ে কাউকে অপমান করে নি। আমার আচারের হাঁড়িটা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেলে! মহারানীর অনাসৃষ্টি। আসুক আমাদের জামাই। তাকেও দেখবো।

পারস্পরিক সম্বন্ধ না জেনে কারো কাছে কারও নাম করাতে বিপদ আছে। বহু ক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথেও ভাইয়ের মধুর সম্পর্ক থাকে না, ফলে, নাম না করে যা ফল পাওয়া যেতো, বিরোধী পক্ষের কারুর নাম করে তার বিপরীত হাল হয়। সম্প্রতি ভালো কাজ দেখানোর জন্য উপেনবাবু মাধববাবুকে সুপারসিড্ করে পদমর্যাদার উপরে উঠেছেন। বাড়ির বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখে উপেনবাবুর নাম শুনে মাধববাবু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

এ্যাঁ! ইনি উপেনবাবুর শালা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কিন্তু এ কথা আমাদের শুনালেন কেন? আবার তাকেও জড়ালেন। তাহলে এটা রিপোর্ট করতে হয়, এতে একটুমাত্র নরম না হয়ে মাধববাবু তাদেরকে বললেন, যে নিজের শালার খবর রাখে না সে অপর লোকের খবর এনে মাসে মাসে পুরস্কার পায়। হেঃ। এবার তাকে শ্যালককে সোর্স [SOURCE] করতে বলা হবে। এর পর আর তিনি বৌকে এ বাড়িতে আসতে দেবেন না। ওঃ। এক সাথে ছেলে ও মেয়ে দুইই হারালেন। ভাগ্যিস উপেনবাবু কলকাতাতে নেই। তাঁদেরই নিজেদের নাচানো বাঁদর নিজেদেরকে কামড়ালে। আচ্ছা—

মাধববাবু তাঁর বাহিনী ও আসামী নিয়ে এবার বেরিয়ে আসছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে একটা কুকুরের ডাক তাঁর কানে এলো—ভৌ ভৌ। মাধববাবু মুখ ফিরিয়ে ঘাড় বেকানো মাত্র কোথা হতে একটা মাঝারী সাইজের দিশী কুকুর ছুটে এসে সেই বালকের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে লেজ নাড়তে থাকে। পায়ে তার একটা নূতন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একবার সে মাধব-বাবুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়তেও চাইলো। সেই বালক সকরুণ দৃষ্টিতে ঐ কুকুরের পায়ে আঘাতের দিকে চাইল। তারপর তখুনি তার মাথাতে থাবা মেরে সেই বালক তাকে চুপ করিয়ে দিলে।

ওঃ হরি! একটা নেঙচে চলা নেড়ী কুত্তা—মুখ বেঁকিয়ে একটু সরে এসে মাধববাবু বললেন, সব ঝুটা খবর। কিছুই পাওয়া গেল না। চলহে চল। শুধু শুধু ভোগান্তি হলো। এতক্ষণে অন্যেরা সবাই থানায় ফিরলো। আরে আরে। কুকুরটা নেঙচে নেঙচে যায় কোথায়? আবার ওর শুশ্রূষাও করা

হয়েছে। ওর উপর দরদ কেন ? ঐ দেখো। রাস্তার ডাষ্টবিনের পাশে শুলো। কর্তারা গল্প ফাঁদেন মন্দ নয়। চলো হে চলো। হেঃ—

একটি সুখী পরিবাবের যা কিছু আশা ভরসা তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার কবে বন্দীকে নিয়ে পুলিশি ফৌজ থানাতে ফিবে আসছিল। কিন্তু তারা গলির মুখ থেকে বড রাস্তাতে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে সেখানে বিবাট শব্দে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো—দূড দডাম। কিছুক্ষণ ধুম্রজালে পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এতো সুযোগেও ঐ বালক কয়েদী পালালো না। এতোক্ষণে তার যা কিছু মোহ তা বিচ্ছুরিত হয়েছে। এখন তার অভাগিনী মাতার করুণ মুখখানিই শুধু মনে পড়ে। পথের কোণ থেকে বোমাটি গোয়েন্দা অফিসারটিকে থানা ইন্‌চার্জ মহীন্দ্রবাবু বলে ভুল করে ফেলা হয। কিন্তু তাতে জমাদাব রাম সিং ও সুবথবাবু যৎসামান্য আঘাত পেলেন। আঘাত যৎসামান্য হলেও তাতে পুলিশের প্রতিপত্তি হবে অসামান্য। গোয়েন্দা মাখনবাবু হতাশ হযে আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকেন। ওটার আঘাত এতো সামান্য হলোই যদি তাহলে ওটা তার উপর পডলো না কেন ? এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য কবে তার বীরত্বমূলক পুলিশ পদক ভাগ্যে জুটতো। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে উল্লিখিত ভদ্র গোছেব একটা ভল্লুক সেখানে এলো। কিন্তু তাঁর ক্ষোভ এই যে ওটা তাঁকে একটু আলতোভাবে আঁচডে গেলো না। থানাব জমাদাব ও দারোগা সুরথবাবুর ভাগ্যে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। এই একই কাবণে আর্মি অফিসররা বোধ হয় যুদ্ধ কামনা করেন। কারণ, যুদ্ধে লোক না মরলে প্রমোশনের আশা কোথায় ? সুরথ চৌধুরী ভাবে যে এই বোমা যদি রজত মল্লিক অন্য কাউকে ভুল করে তার উপর ফেলে থাকে তাহলে তার বোধ হয় অনুশোচনার সীমা থাকবে না। তার এই আঘাত গুরুতর হলে হয়তো সে ঐ জন্য অনুতাপে বিপ্লবীদের প্রভাব মুক্ত হতো। জমাদার রাম সিংও এবার নিজের আঘাত উপেক্ষা করে ছোটবাবু আহত সুরথ চৌধুরীর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'বাবুসাব। হামালোক পাপী আদমী আছে। হামে লোকের যো কুছ হোয় ঠিকিহী হোয়', ত্বরিত গতিতে তার পাগড়ী খুলে তা ছিঁড়ে তার অফিসরের আহত বাম হাত বেঁধে দিতে দিতে সে বললে, লেকেন আপকো মাফিক সাধু আদমী'কো আপদ হোতি কাহে ? ইনে লোক বোমা'ভি বনানে না জানে। ইসমে কোহী না গিরতি না মরতি। সেরেফ আপনা

আখের ইনে—নাশ করতি। ইসমে আম্রাজী আয়েগী? ক্যা বোলে তেরি! যেতনা বুড় বাক—

কয়েদী বালকটি এতোক্ষণ এক দৃষ্টিতে জমাদার সাহেবের এই সেবাকার্য দেখছিল। হঠাৎ তার মুখ থেকে বার হয়ে এলো—উঁহু! রজতদা। এটা তোমার অন্যায়। সৌভাগ্যবশতঃ তার এই স্বগত উক্তি সুরথবাবুর কানে যায় নি। সুরথবাবু তখন এদের এই পাগড়ী মাহাত্ম্যর কথা ভাবছিল। এই পাগড়ী স্প্রিঙ-এর মত মাথাতে লাঠি আটকে দেয়। সর্পঘাত হলে এই ছিঁড়ে হাতে পায়ে তাগা বেঁধে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত অপরাধীদের তা দিয়ে বাঁধাও যায়। আবার ঐ একই পাগড়ী দিয়ে আঘাতের উপর ব্যাণ্ডেজ দেওয়াও চলে। জমাদার সাহেব তার পায়ের পট্টি খুলে তার পরিষ্কার দিক ভাঁজ করে প্যাড্ তৈরী করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। তারপর ঐভাবে তার নিজের ক্ষতের শুশ্রূষার ব্যবস্থাও সে নিজে করে নিলে। গোয়েন্দা আফিসর মাখনবাবু তখন ভাবছিলেন এই নূতন সম্ভাব্য মামলার সাফল্যের কথা। এতে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের জন্য এদেরকে একবার হাসপাতাল ঘুরিয়ে আনা দরকার। তাই বিনা প্রয়োজনেও তাঁকে দলবলসহ হাসপাতাল ঘুরে থানাতে আসতে হলো।

থানাতে তখন এই ঘটনার সংবাদে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। কিন্তু থানার বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন যে সুরথবাবুর সাথে মাখনবাবু থাকাতে তাঁকে ঐ বিপ্লবী রজত মল্লিক মহীন্দ্রবাবু বলে ভুল করে ছিল। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠে মনে মনে তিনি বলে উঠলেন—আচ্ছা! ছোকরা! ঠিক আছে'। তারপর তিনি অতীব বিরক্তির সাথে মাখনবাবুর দিকে তাকালেন।

'খুউব! থানা তল্লাসী চমৎকার করলেন। আপনার কিন্তু চাকুরী থাকবে না', ক্রুদ্ধভাবে ঘাড় উঁচু করে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু গোয়েন্দা অফিসর মাখনবাবুকে বললেন, 'আমার যা কিছু খবর তা খাঁটি খবর ছিল। কিন্তু আপনার নির্বুদ্ধিতায় চরম ব্যর্থতা ঘটলো। গুলিভরা অটো পিস্তল খিড়কীর পথে কুকুরের মুখে পাচার হয়ে গেল। একটু আগে ওদেরই দলের একজন [গুপ্তচর] এসে ঐ অসাফল্যের সংবাদ জানিয়ে গেছে। মশয়! এখোন সাহেবদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন—ভেবে চিন্তে ঠিক করুন। আমি আপনার নামে কর্তৃপক্ষ সকাশে ঠিকই রিপোর্ট করবো। ওদের একটা শিক্ষিত কুকুর আছে তা তো আপনার জানা ছিল। আরে। মশয়! কুকুর

এ্যালশেসিয়ান ছাড়া দেশী কুকুরও হয়। ভালো করে শিক্ষা দিলে এরাও কম কৃতিত্ব দেখায় না। আর। ঐ কুকুর বাড়িতে না থেকে রাস্তাতেও থাকতে পারে। বাহাদুর কুকুর। রাতের অন্ধকারে দেড মাইল ছুটে অস্ত্র পাচার করে এলো। যখন সে পুলিশকে রুখে তখন মানুষ পাচার হয়। যখন সে তা না করে তখন দ্রব্য পাচার হয়। পথে গাড়ির ধাক্কাতে সে ঠিকরে পড়েছিল। তবুও খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে গন্তব্য স্থানে পৌছলো। যদি কুকুরটাকেও আনতে পারতেন। তাকে ধরা অবশ্য শক্ত। তবে তাকে গুলি করে মারা যেতো। হ্যাঁ! কুকুরের পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখেছো—সেখানে কোনো সঙ্কেত লিপি বা রসীদ বাঁধা আছে কি না! হ্যেৎ—ওদের পোষা কুকুরকে ব্রিটিশের পোষা পুলিশ চেনে নি। বৃথাই এতোদিন আপনাকে কাজ কর্ম শেখালাম। যাদের সাক্ষী করেছিলেন তাদের একজনকে আপনি কোনও দিনই পাবেন না। ভাগ্য ভালো যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ওখানে পান নি। তাহলে ঐ একজন সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষে আদালতে আপনি প্ল্যানটিঙ-এর দায়ে অভিযুক্ত হতেন। আচ্ছা! এখন আসুন আপনার ঐ কয়েদী বালককে আমার ঘরে—

মাখনবাবু খেদের সাথে ভাবেন যে একটু আগে সে ওদের ধমকে এলো, এখন ওদেরই ফেরে পড়ে সে অপর এক ব্যক্তির ধমক খাচ্ছে। পৃথিবীতে যথার্থ শোধবোধ মানুষ নিতে অক্ষম হলে সেই ভার ঈশ্বর নিজ হস্তে তার তরফে নেন। মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিলে বোধ করি এমনি ভাবে নিজেকেও কষ্ট পেতে হয়। একটু আগে যে ব্যক্তি আপন দম্ভে অপরকে অপমান করলো সেই ব্যক্তি এখন অপমানের বোঝা মাথায় করে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবুর করুণাপ্রার্থী।

এক একটি করে সবকটি অভিযাত্রীদল বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী সেরে তাদের ধৃত কয়েদীদের সাথে থানায় ফিরে এসেছে। সুরথ চৌধুরী ভয়চকিত নেত্রে চেয়ে দেখে যে তাদের মধ্যে তার বন্ধু রজত মল্লিক আছে কি না। না। তাদের মধ্যে বন্ধু রজত মল্লিককে সেখানে কোথায়ও দেখা যায় না। নিশ্চিন্ত হয়ে সুরথ চৌধুরী আপন কক্ষে নির্দিষ্ট আসনে প্রায় টলতে টলতে বসে পড়ে। রাত জেগে এতো খাটা খাটুনি তার কোনও দিন অভ্যাস নেই। এর মধ্যে অপর এক বিপদ এই যে দুদিন দুরাত বাড়ি না ফেরাতে তার ছোট ভাই থানাতে খবর নিতে এসেছে। এখানে দেহে

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সুরথ চৌধুরীকে দেখে সে ভীত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সুরথ চৌধুরীও তার ভাইকে সেখানে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নৈতিক কারণে নাম ধরতে নেই—এমন বহু কু-স্থানের মত থানাতেও আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিব্রত করে। পুলিশের কাজে কখন কার কি হয় তাই ভেবে নূতন অফিসর সুরথবাবুর গর্ভধারিণী মাতারও রাত্রে ঘুম নেই। অপত্য স্নেহের ক্ষেত্রে যুধ্যমান রক্ষীদল ও অপরাধী-মন্য ব্যক্তিদের স্ব স্ব মাতাদের মধ্যে প্রভেদ কৈ? কোনও প্রকারে দুটো কথা বলে সুরথবাবু তার ভাইকে ফেরত পাঠিয়ে তাকে বলে দেন যে তার আঘাতের বিষয় 'মা' না জানতে পারেন। কিন্তু এই অনুরোধ যে তার ঐ ভাইটি রাখবে না তাও সে অনুমান করে। এবার সে আর সময় নষ্ট না করে ঐ দিনের রিপোর্ট লেখাতে মনোনিবেশ করলো। কিন্তু কি করে এগুলো গুছিয়ে লিখতে হয় তা তাকে বলে দেবে কে? একজন সহকর্মী দয়াপরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এইটুকু স্বতঃপ্রবৃত্ত মমতাবোধ অন্য মানুষের মত থানা অফিসরদের মধ্যেও আছে।

'মশয়! আপনার ঐ প্রতিবেদনে কোনও বিষয় আপনি গোপন করবেন না। ঐ কুকুরের উপস্থিতিটুকু লিখে দিন', সহকর্মী সুরেশবাবু সুরথবাবুকে চুপে চুপে বলে ছিলেন, 'কেউ এতে মরে তো মরুক ঐ গোয়েন্দা অফিসর মাধববাবু। ওকে সাপোর্ট করে আপনি নিজেকে জড়ান ক্যান? প্রকৃত তথ্য ওদেরই দলের মধ্যেকার বর্ণচোরা গুপ্তচরদের মুখে কর্তৃপক্ষের সকাশে ঠিকই পৌছুবে। তখন কথা উঠবে এতো এতো কথা আপনারা গোপন করেন কেন? এখানে আপনি ওঁর বিরুদ্ধে কিছু না লিখলে উনিই আপনার ওপর সকল দোষ চাপাবেন। অর্থাৎ আপনি ওঁকে না মারলে উনি আপনাকে মেরে দেবেন। পুলিশ বিভাগে সর্বজন স্বীকৃত নীতি এই যে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। [সব ক্ষেত্রে তা নয়] হ্যাঁ। মশাই! আপনি শিক্ষানবীশ নূতন অফিসর। এতে আপনার কোনও বিপদ নেই। কাগজে কলমে সাহেবদের জানিয়ে দিন সত্য কথা। আপনি রঙরুট অফিসর হলেও ঐ কুকুরের উপস্থিতি আপনারা ভুলেন নি। এইটুকু জানতে পারলেই সাহেবরা খুউব খুশী হবেন। চাই কি আপনাকে তাঁরা খাস গোয়েন্দা বিভাগেতে বদলী করে নিতে পারেন।

বিপ্লবী দমন গোয়েন্দা বিভাগে বদলী হওয়ার সম্ভাবনার বিষয় শুনে

সুরথ চৌধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। থানা পুলিশে দেশবাসীর সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে সৃষ্ট ঐ বিপ্লবী দমন গোয়েন্দা বিভাগেতে সে সুযোগ কৈ? সেখানে বদলী হয়ে বন্ধু রজত মল্লিকের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে তার মন চায় না। উঁহু! পুলিশের ঐ বিভাগে [দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে] বদলী হওয়া নৈব নৈব চ। থানায় বহাল পুলিশ কর্মীরা অন্য কারণে ঐ পুলিশের গোপন বিভাগে বদলী হতে স্বীকৃত নন। ইউনিফর্ম পুলিশের ঐ সব বিষয়ে সুবিধা কতো—সোডা লে'আও, লেমনেড্ লেআও, কুরসী লে'আও। এই সব হাঁক ডাক করতে পথের ফুটে বসেও এরা সক্ষম। অন্যদিকে ঐ 'চুপ্ চুপ্' ডিপার্টমেণ্টের বে-ইউনিফর্ম কর্মীদের চিনে বিপ্লবী অপরাধীরা এবং না চিনে নিজেদের লোকেরাই [সহকর্মীরা] ওদেরকে পথে ঘাটে নিগ্রহ করে। থানা পুলিশ কখনও কখনও মানুষকে সরাসরি মোক্ষম আঘাত করে বটে! কিন্তু তা থেকে আইন আদালতের সাহায্যে বাঁচবারও উপায় আছে। ওদের মত গোপনে দেহে বীজাণু দ্বারা আরোগ্যাতীত রোগ ঢুকিয়ে এরা মানুষ মারে না। বিপ্লবী দমনে রত গোয়েন্দা অফিসার মাধববাবু জীবাণু নিয়ে নাড়া চাড়া করতে গিয়ে এখন নিজেই তাতে আক্রান্ত। সুরথ চৌধুরী আরও একটু ভেবে তাঁকে ডিকটেশন প্রদানে রত ঐ সহকর্মী সুরেশবাবুর দিকে একবার তাকালেন। সুরথবাবুর মনের এই দুর্বলতা সহকর্মী সুরেশ-বাবুর নজর এড়ায় নি। তার সেই সহকর্মী তার এই দুর্বলতায় একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু ঠিক সেই সময় হঠাৎ বড়বাবু মহেন্দ্রবাবু নিজের ঘর থেকে সেইখানে ছুটে এলেন।

সার! থানার গেট্ সিপাহী মহবৎখান ছুটে এসে সুরথবাবু ও তার শুভার্থী সহকর্মীকে জানালে—বড়বাবু আতি। হঠাৎ সেখানে স্বয়ং বড়বাবুর আগমনে সুরেশবাবু সুরথবাবুর সান্নিধ্য ত্যাগ করে দ্রুতগতিতে সরে এসে আপন কর্মে মন দিলেন। বড়বাবু একটা অর্থপূর্ণ ক্রুর দৃষ্টিতে সুরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে সুরথবাবুকে বললেন—তুমি কি রিপোর্ট লিখছো! যা তা লিখে একটা অনর্থ ঘটাবে। এসো আমার ঘরে চলে এসো। আমি তোমার জবানীতে ঐ সব লিখবো। বড়বাবুর সাথে সুরথবাবু তাঁর ঘরে চলে গেলে তার সহকর্মী অমুকবাবু আপন মনে অনেক কিছুই ভাবতে থাকেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না যে, বড়বাবুর মনটাকে নরম করে

মাধব গোয়েন্দা এ যাত্রায় তার চাকুরীটা বজায় রাখতে পারলো কিনা! বড়বাবুর ঘরে এখন বহু আফিসর ও কয়েদী উপস্থিত। সুরেশবাবুর এখন সেদিকে আর উঁকি দিতেও সাহস্ হয় না।

'হুম্। রজত মল্লিকের বিপ্লবী দলের প্রায় সব ক'জন সদস্য-ই তো ছাঁকা জালে ধরা পড়লো', বড়বাবু মহেন্দ্রবাবু গ্রেপ্তার করে আনা ভদ্রবেশী কয়েদীদের মুখগুলো ভালো করে দেখে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু—বোয়াল মাছটাকে তোমরা কোন জায়গায় পেলে না? হে! আচ্ছা! আমিও দেখবো কতোদিন উনি পালিয়ে থাকেন। ওদিকের ট্রিবিল মার্ডার কেসের ফেরারী বাবুদের একজনের সাথে ওর আকৃতির মিল আছে। হুঁ হুঁ। বাবা! ও মামলাতে বাবাজীবনকে সাক্ষীদের দিয়ে ঠিকই আডেন্টিফাই করিয়ে দেবো। ফাঁসীকাষ্ঠে না লটকাতে পারি তো ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো। ওর অপেক্ষা আমি বড় খুনে গুণ্ডা। দেখবো। কার হাতে কার মৃত্যু। কিন্তু—

বোমারু বিপ্লবী রজত মল্লিক সম্পর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে বড়বাবু মুস্কিলে পড়েছেন। যে পথ ধরে তিনি যান সে পথ ধরে তাঁর ফেরা হয় না। এক স্থানে 'যাবো' লিখে তিনি অন্য স্থানে গিয়ে থাকেন। তাঁকে নিজের সাথে নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে হয়। সদা সন্ত্রস্থ বড়বাবু সশস্ত্র হয়ে বাইরে গার্ড নিয়ে ঘোরা ফেরা করেন। পাল পার্বনে আত্মীয়দের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও তিনি অপারক। ঐ একটি ছোকরা যুবকের কবলে তাঁর জীবন দুর্বহ। তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্যস্থলে ঐ লোক ওৎ পেতে থাকে। সে যত্রতত্র তাকে অনুসরণ করে। গুপ্তচরদের মুখে শুনা ঐ সংবাদ অবিশ্বাস্য নয়। বড়বাবুর গর্ব এই যে না মরে কেউ তাকে মারতে পারবে না। বরং তাঁর গুলিতে দুজন বিপ্লবী ঘায়েল হয়েছে। তবু তাঁকে সাবধানে চলতে ও থাকতে হয়। খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে তিনি জানালা খোলেন। পিছনের পথিক সম্মুখে না এগুনো পর্যন্ত তিনি রাজপথে থমকে দাঁড়ান। ঐ রাত্রে তিনিই রটিয়ে ছিলেন যে সুরথ চৌধুরীদের দলে তিনি থাকেন। কিন্তু সে বারতা অপরপক্ষ এতো শীঘ্র জানলো কি করে? এর পুর্বেও এমনি ভুল করে তাঁর বদলে ওরা তাঁর এক নিরীহ সহকর্মীকে ও সেইসাথে জনৈক নির্দোষী পথচারীকে নিহত করেছে। ভরসা এই যে চাঁদমারীর সুযোগের অভাবে ওদের হাতের টিপ্ তেমন খুলে না। কিন্তু চাঁদমারীতে ফার্স্ট হওয়া বড়বাবু

মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের সার্ভিস পিস্তলের নিশানা অব্যর্থ। একবার পকেটে হাত সেঁদোতে পারলে তার অগ্নিবর্ষী আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ওদের কারও আর রক্ষা নেই। সে বিষয় মহীন্দ্রবাবুর মত বিপ্লবীরাও ভালো করে জানে।

ঘরে বড়বাবু বন্দীদের লক্ষ্য করে চেঁচান ও শাসান। কিন্তু প্রত্যুত্তরে বন্দীদের তরফ থেকেও প্রতিহুঙ্কার আসে। কারুর মুখে একটি কাজের কথাও বার হয় না। কয়েদীদের এখানে আপাততঃ আর প্রয়োজন নেই। বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু স্বয়ং উপস্থিত থেকে বন্দীকরে আনা তরুণ বিপ্লবীমন্য ব্যক্তিদের একে একে পুলিশ ভ্যানে তুলে দিলেন। এদের চারজনের সম্বন্ধে শুধু ব্যতিক্রম।

'ওহে। এরা চারজন এদের নেতা। এদের পুলিশ হেপাজতীতে নিতে হবে,' বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু চীৎকার করে অন্যান্য বন্দীদের শুনিয়ে এদেরকে কটূক্তি করে অফিসরদের হুকুম দিলেন, 'এদেরকে আমার আফিসে রাখো। আমি দেখবো এরা কতো বড় নেতা। এদের মাথার খুলি আমি তুরপণ দিয়ে ফুটো করবো। এদের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে আমি কচকচিয়ে খাবো। ঐ রজত টজত এদেরই এক একজন স্কেপ্‌গোট্। আমাকে হত্যা করার প্ল্যান যে এদেরই আমি কি তা বুঝি না!

সকল কাজ সেরে আপন কক্ষে ঢুকে বডবাবু নেতা চারজনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বড়বাবুর সাথে ওদের ক'জনার কিছু চোখের ইসারার বিনিময়ও হয়ে গেল। চোখের ইসারাতে বিপ্লবীদের নেতারা বড়বাবুকে অনুরোধ জানালেন—'উঁ হুঁ! ওদের সাথে যাওয়াই ভালো। ক'দিন না হয় ঘুরে আসি। না হলে জীবন সংশয় হবে'। ওদের ওই চোখের ভাষা অন্য কেউ না বুঝলেও বড়বাবু তা ঠিক বুঝে নেন। ওহ! থানাতে এদের রাখা সেফ্ নয়—এই দরোয়াজা। এ! প্রিসিন ভ্যান রোকো জলদী। বড়বাবুর এই নূতন আদেশে উপস্থিত অফিসররা একটু মুচকি হেসে ওদেরকেও বড়হাজতে পাঠানোর জন্য ঐ একই প্রিজ্‌ন ভ্যানেতে তুলে দিলেন। ঐ প্রিজ্‌ন ভ্যানের ভেতর থেকে নেতৃ ব্যক্তিদের সুরে সুর তুলে বাকি বন্দীরা সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে—বন্দেমাতরম। রাস্তার ভীড়ের লোকের মুখে মুখে মুখরিত ঐ বন্দেমাতরম মন্ত্রের প্রতিধ্বনি মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে থাকে। তারপর এক সময় সশস্ত্র শান্ত্রীর পাহারাধীন ঐ লৌহশকট হেডকোয়ার্টারের বড় হাজতের পথে বিলীন হয়ে যায়।

'যাক। বেটা! রজত মল্লিক আপনাকে খুঁজে পেলো না বটে, কিন্তু আপনি রজত মল্লিককে ঠিক খুঁজে পাবেন', বন্দীরা থানা পরিত্যাগ করে চলে গেলে উপস্থিত গোয়েন্দা অফিসরদের একজন বড়বাবু মহীন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্যার! একটা জব্বব খবর থানাতে আসার পথে গুপ্তচরের মুখে শুনে এলাম। ওদের দলের মধ্যে অস্ত্রবাহকরূপে একটি মেয়ের ওদের বড্ড দরকার। মাত্র ক'দিন আগে ওরা এক মনোমত সাহসী বালিকার সন্ধানও পেয়েছে। এখন তাকে বিপ্লবী রজতবাবু স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দলে ভর্তি করবে। তার ওপর দাদাদের হুকুম এলে তার সাথে প্রেমের অভিনয়ও সে করবে! কিন্তু ঐ ঈপ্সিতা কন্যাটির আস্তানার ঠিকানাটি ওরা বলতে পারে নি।

এ্যাঁ! খাঁটি প্রেম! পৃথিবীতে প্রেম মানে তো শুধু ঐ অভিনয়ই। ভুত ভগবন ও প্রেম বলে কিছুব অস্তিত্ব আছে নাকি? আবহমান কাল থেকে পুরুষানুক্রমে এই তত্ত্ব শুনা যায় বটে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রমাণ কৈ? বডবাবু মহীন্দ্রবাবু এবার একটু আশান্বিত হয়ে তাঁকে উত্তর করলেন, 'হুঁঃ! এখন ঐ প্রেম ও তার অভিনয়ই' ওর এবং সেই সাথে ওর দলের কাল হবে। ঐ অভিনয় করতে করতেই রজতবাবু ওখানে ফেঁসে যাবেন। এতো তুমি একটা মহা শুভ-সংবাদ আমাকে দিলে হে। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে ঠিক ঠিক সংবাদ পেলে আমরাও আমাদের কোনও এক ছোকরা অফিসারকে ও থানাতে ফ্রি কম্পীটশনে লাগাতাম। হেঃ। যত সব—

সুরথ চৌধুরী বড়বাবুর নির্দেশ মত তার বিরাট টেবিলের এক পাশে ব'সে ঐ দিনের গৃহ-তল্লাসী বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সকাশে পাঠানোর জন্য রিপোর্ট লিখছিলো। জ্বলন্ত শলাকার মত তাদের মুখে শুনা ঐ দুঃসংবাদ তার দেহের উপর আছড়ে পড়ে। কোন অবোধ মেয়েটির উদ্দেশ্যে তার ঐ বন্ধু রজত মল্লিকের আসন্ন অভিনয় তা তার বুঝতে বাকি থাকে নি। কলেজের পাঠে নিরতা উপকারী এক বান্ধবীকে নিজেদের প্রয়োজনে বিপথগামিনী করতে প্রস্তুত যুবকদের নিন্দা করার মত ভাষা নেই। ঘৃণা ও রাগে তার মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। সেদিনের বিপদ থেকে পারুলরানীর এবারের বিপদ আরও অধিক। কারণ, শত্রু বন্ধুর বেশে এলে আত্মরক্ষা করা আরও দুষ্কর। 'ওহ'! হাতের পেন্সিলের মুখটা দাঁতে দাঁতে জোরে জোরে চিবিয়ে কথোপকথনে ব্যস্ত উর্ধ্বতন অফিসারদের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে

সুরথ চৌধুরী ভাবতে থাকে, 'ওদের উভয়কে পৃথক পৃথক পন্থাতে সাবধান করতে হবে। বন্ধু রজত যদি তার কথা মতো ঐ কুকাজে ক্ষ্যান্ত না দেয়—তাহলে তখন বড়বাবু একা শুধু তার শত্রু নয়; সেই সাথে সুরথ মল্লিকও তার অন্যতম শত্রু বটে! ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের কারণে সুরথ চৌধুরীর বিপ্লবীদল সম্বন্ধে যা কিছু উচ্চ ধারণা তা সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে বায়ুর মত নিমেষে তার মনের আকাশে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখুনি আবার তার মুখে হাসি ফুটে ও তার মনে হয় যে—না না। গুপ্তচররা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এমনি কতো মিথ্যা অফিসারদের খুশী রাখতে বলে। এই ভাবে তারা কতো নিরীহ মানুষের বিপদের কারণ ঘটায়। তার চরিত্রবান বন্ধু রজত মল্লিকের এতটুকু ধর্ম ও নীতি জ্ঞান আছে বৈ কি; সে তার বন্ধু সম্পর্কে এই অসৎ ধারণা করার জন্য সুরথবাবু লজ্জিত হয়ে ওঠে।

পাঁচ

'সাব। আপ্ এতনা বোজ কাঁহা কাঁহা থে? হামালোককে তো একদম আপকো পাত্তা না মিলে', বড বাবু মহীন্দ্র বাড়ুয্যের পুরানো কালের বিশ্বস্ত ইন্‌ফরমার রামদীন শাহু প্রভুভক্ত পোষা কুকুরের মত তাঁর পায়ের নীচে বসে মহানন্দে চোখ দুটো ড্যাব ড্যাবে করে একত্রিত দুই হাত কচলাতে কচলাতে বললে 'হর রাস্তায়োঁ মৌডেতে মিটিঙ উটিঙ-এ মুখোমে চোঙ্গা লাগায়ে স্বদেশী বাবু লোক আপকো হরবখাতি গালি বকতে। ওহীসে মেকো মালুম পড়ে গেলো কি আপ্ গোয়েন্দা ডিপার্টমে কাম করতি। লেকেন হামাকে উঁহা কৌন খুঁসতে দেবে। এই থানা ছোড়ীয়ে আপ চলা যানে বাদে হামাকে ইধারে কৌন পুছে? আপকো বদলী'কো মৌকাতে ইলোক হামকে বহু টাংৎভি করলে। হামাকে এলাকা ছোড়কে কুছুদিন ভগতে'ভি হলো। আভি তো হামি বুড্ডা হোয়ে গেলো। আপকো ভি সুরথ বহুৎ বদলে গেলো। হারে! হামার খোবর মিললো আপ ফিন্ এহী থানামে বদলী হয়ে এলে। উহী রাস্তে হামি দৌড় করে আপকে পাশ চলিয়ে এলো।

বারো বছর পরে বিশ্বাসী প্রিয় ইনফরমার রামদীন শাহুর সাথে বড় বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের এই প্রথম সাক্ষাৎ। আজ থেকে বহু বৎসর আগে তাকে গ্রেপ্তারের পর নির্ঘাত কারাবাস থেকে রক্ষা করে বড়বাবু তাকে তাঁর ইনফরমার বানিয়ে ছিলেন। তার সাহায্যে এলাকার চোর গুণ্ডা দমন ব্যতিরেকে থানা অফিসারদেও দুর্নীতি তিনি বন্ধ করেছিলেন। রামদীনের হৃদয়ে গাঁথা বড়বাবুর পূর্বদিনের সুন্দর চেহারাটাই শুধু মনে পড়ে। এচেহারার সাথে সেচেহারার আজ আর কোনও মিল নেই। বড় বাবুর বর্তমান চেহারাতে অভ্যস্ত হতে তার বেশ একটু সময় লাগে। বহুক্ষণ সে পূর্বতন বড় বাবুকে বর্তমান বাবুর মধ্যে খুঁজে পায় নি। এবার ধীরে ধীরে ঐ উভয় বড়বাবুর মধ্যে সে প্রথমে সামান্য আদল ও তার পর পুরাপুরি সাদৃশ্য খুঁজে পেলো। কবে তারা তাদের যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছে। বড় বাবুর পূর্ব আমলে বহু ব্যক্তি তাকে ভয় করে চলতো। [এখন বহু লোক আবার তাকে তেমনি সমীহ করবে।] সেই জোরে বড়বাবুর অজ্ঞাতে জোর করে দখল করা এক খণ্ড জমিতে সে একটি বটের চারা পুতেছিল। এখন সেই ছোট্ট চারা থেকে বড়ো হয়ে উঠা এক মহীরুহের পাদপীঠে প্রথমে শিবলিঙ্গম ও তারপর নাতিদীর্ঘ মন্দির তৈরী করে তার বাঁধানো চত্বরে বসে সে সাধন ভজন করে দিন কাটায়। ঐ মন্দিরের সম্মুখে এক খোলা মাঠে তার কয়েকটা মহিষও আছে। তার মুরুব্বী বদলী হওয়াতে চোর গুণ্ডারা ও সেই সাথে তৎকালীন অসাধু পুলিশ কর্মীরাও তার উপর প্রতিশোধ নিতে থাকে। চুরিচামারী ও সেই সাথে ইনফরমারী দুই-ই সে বহুকাল আগে ত্যাগ করেছে। তার এই ভাগ্য বিড়ম্বনা তার অপকার না করে উপকারই করেছে। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তার জানা চেনা প্রতিটি পুরানো থানা কর্মী বদলী হয়ে অন্যত্র বহাল হয়েছে। অধুনা থানাতে বহাল কর্মীদের নিকট তার সাধুবাবা ব্যতীরেকে অন্য পরিচয় নেই। থানার অফিসাররা উঁকি ঝুঁকি মেরে এদের একত্রে দেখে অবাক হয়ে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন নাস্তিক মন্য তাদের দুর্দান্ত বড়বাবুর এই সাধু সঙ্গ তাদেরকে অবাক করে দিলে। এদের কারুর কারুর এ'ও সন্দেহ হয় যে ঐ সাধুবাবা তাহলে গোয়েন্দা বিভাগের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। অফিসরদের অনেকে তাদের ভাগ্যপরীক্ষার্থে এঁর স্থানে হস্তরেখা দেখাতে এসে জীবনের বহু গোপন তথ্য নিজেরাই তার কাছে প্রকাশ করেছে। এই মনের ডাক্তার রূপী সাধুর

কাছে মনের গোপন রোগের বহু তথ্য ও ইচ্ছা অকপটে স্বীকার করতে এদের বাঁধে নি। থানার এই ধরনের প্রতিটি অফিসারের মন এ সম্পর্কে চিন্তা করে উতলা হয়ে উঠে।

রামদীনের সুবিধা এই যে সে বাস রুটে চলা বাসের মত স্বাধীন ভাবে চলা ফেরার অধিকারী। তাই সে তার বহু পুর্ব অভ্যাস ত্যাগ করে পরিবর্তিত ধ্যান ধারণা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু জীবনে ট্রাম গাড়ির মত বাঁধা লাইনে চলেছেন। ওর বাইরে তাঁর একটুও এদিক ওদিক করবার উপায় ছিল না। তাই তিনি তাঁর পূর্ব অভ্যাস একটুও ত্যাগ করতে পারেন নি। এবং তা তাঁর বয়সের সাথে সাথে বেড়েছে ব'ই কমে নি। আজ তাঁর একদা প্রিয় রামদীন শাহুকে দেখে তাঁর বিস্মৃত-প্রায় করুণ স্মৃতি মনের পথে উদিত হয়। বড়বাবুর অপহৃতা কন্যাকে খুঁজে বার করতে রামদীন কম চেষ্টা করে নি। বড়বাবুর বদলীতে থানা ত্যাগের দিন ঐ রামদীন এসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলে গিয়েছিল—'বাবু! অপ যাতী হাম রতী। দুষমনকো মোকাবেলা করবে। আউর খুকুমনিকে নিকলাবে। কিন্তু বড়বাবু এযাবৎকাল রামদিনের কাছ থেকে সে সম্বন্ধে কোনও খবর পান নি। এমন কি খোঁজ করেও রামদীনকে তিনি খুঁজে পান নি। এতো কাল পরে এই থানাতে ফিরে প্রথম দিনেতেই তিনি রামদীনের খোঁজ করেন। কিন্তু নূতন নামে পরিচিত রামীদনকে এই থানাতে কেউই চিনতে পারে না। আশাতীত ভাবে সেই রামদীন শাহু আজ থানাতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। তাকে সেই একটা বিষয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তাঁর ঠোঁট দুটো থেকে থেকে নড়ে ওঠে। কিন্তু তখুনি তা একটা অব্যক্ত বেদনাতে নীরব হয়ে যায়। কিন্তু রামদীন শাহুর তার পূর্বতন মুরুব্বী বড়বাবুর মনের ভাষা বুঝতে দেরী হয় নি। একদা কি রাজদ্বারে [সাক্ষ্য দিতে] কি শ্মশানে সে বড়বাবুর পিছন পিছন ছায়ার মত ঘুরেছে। বড়বাবুর স্বর্গগতা স্ত্রীর দাহন কার্যেরও সময়ে সে শ্মশানে উপস্থিত ছিল; ঐ দিনকার চিতাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা অগ্নিশিখা এবং তাঁর বদলীর দিনেতে গাড়ির পা'দানিতে পা দেওয়া—এই দুইটি করুণ স্মৃতি তার আজকের এই প্রৌঢ় হৃদয়ে অবিস্মরণীয় ভাবে গাঁথা আছে। তবু একটা বিষয়ে জানতে তার মন কৌতূহলী হয়ে উঠে। প্রশ্নটি উত্থাপন করতে তার চোখের পাতা ভিজে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে তা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারে নি। কিন্তু বহু চেষ্টা করে ও সাহস সঞ্চয়

করে সে ঐ কঠিন প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার মনে সন্দেহ যে বড়বাবুর পুরানো হৃদয় মন্দিরে পূর্বদিনের দেব বিগ্রহ কি তেমনি ভাবে আজও জাগরুক আছে? না, উচ্চবর্ণ সুলভ মনোভাবের শেষ পরিণতি যা হয় তাই হয়েছে। এতো দিনে অপবিত্র-মন্য হওয়াতে তার কন্যাটিও তার কাছে আজ নিষ্প্রয়োজনীয়। এই সম্পর্কে তাঁর মুখে একটি বিরূপ উত্তরের আশঙ্কাতে জিজ্ঞাসু রামদীনের ঠোঁট দুটি বারে বারে নেড়েও আবার বুজে যায়।

প্রবীণ বড় বাবুর জীবন কাব্যের পুরানো দিনের ঐ হারানো পাতাটার এখানে রামদীনই একমাত্র সাক্ষী। এর মধ্যে এই স্থানের রঙ্গমঞ্চে আরও এক পুরুষের [বংশ] আবির্ভাব হলো। অধুনা বড় হয়ে ওঠা ঐ সব বালক বালিকার ছুটাছুটির ভিড়েতে তাদের. পিতাদের পুরানো মুখগুলি চিনে ওঠা দুরূহ। এর মধ্যে তাঁদের অনেকেই নবজাতকদের বদলী স্বরূপ রেখে গত হয়েছেন। এই অতি পরিচিত এলাকার পরিচিত পথঘাট ঘুরেও বড়বাবুরও মনে হয় যে—এই স্থান বুঝি সেই স্থান নয়। এখানে তিনি একজন বিদেশী আগন্তুক মাত্র। জানালার ওপারে পথের চলমান জনতার দিকে চেয়ে বড়বাবু কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ততক্ষণে রামদীন শাহু বড়বাবুকে সেই কঠিন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার মত মনোবল ফিরে পেয়েছে।

'সাব! আপ্ সাদী উদী ফিন করলিয়া? হারে! মেরি মা'জী কেতো লক্ষ্মী থে। উনকো বাত কহতি মোর আঁখো'মে পা'নি আতি। উনকো নামমে মন্দির বনায়ে পাথর'মে উনকো নাম খুঁদা। একরোজ মেরে আবাস আউর মন্দির দেখ ভাল আয়ে। এতনা রোজ বাদ মে এঙ্কার করে কি মা'জী'কো এক ফোটো ঘরসে চুরী করে থি। ওহী ফটো আজ তক মোর মন্দিরমে সাঁটা আছে। মা'জী কেতো পেয়ার করে রসুই খানা মেকো খিলালে। আউর মেরি মাফিক ঘৃণিত আদমীকে ঢা'উ ভি'পিলালে', রামদীন শাহুর এই প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক ভাবে মস্তক সঞ্চালন রত বড়বাবুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে দেখে আশ্বস্ত হয়ে রামদীন শাহু এবার বড়বাবু মহীন্দ্রবাবুকে একটি জরুরী বিষয় বলে দিলে, 'সাব! এতনা কাল বাদ মালুম পড়ি কি খোঁকীমণির পাত্তা মেকে মিলে গেলো। শুনা কি চিড়ীয়াকো মোড়েকো নজদীকে কোহী এক কুঠিতে উঠিতে আপকো বরখাস্তউলী বেইমাণি দাইকো জিম্মায়ে উনেকে রখা গ'য়া। লেকেন ওহী গলিকো নাম উম আভিতক হামি জানতে

পরেলে না। হাম শুনা কি গুণ্ডা লোক দেহ'সে হাব উব নিকালকি বাচ্ছাকো মারতে চাহেয়ে ছিলো। লেকেন বাচ্ছা উনকো পিতা সমঝকে ছোটা হাঁতোসে উনকো কাঁধো পাকড়ে 'বাপি বাপি' কহকে রোনে লাগে। এতনা মে ওহী পাষণ্ড ডাকুকো খোদার হুকুমেতে দোয়া আসে গেলো। হাম শুনা ওহী বাস্তে খোঁকীকে খতম না কর উনকো উলোক পালতে লাগলো। আউর শুনা কি উনলোকের এক দফে খুঁকীকে লোটা দেনে ভি হিঞ্ছা হোয়ে ছিল। গুণ্ডা সর্দারকো মতলব থে কি থানেকো বগল মে খুঁকীকো চুপে চাপে ছোড়ীয়ে রাখে যাবে। লেকেন উসী বখত হাপনি বদলী হয়ে গেলেন। উসকো লিয়ে এসেভী উলোক ফিন লোটিয়ে লিয়ে গেলো। আভিতো খুখী দিদি বড় উমেরকো লেড়কী হোবে। আভি উনকো পছনে'ভী মুস্কিল আছে। আপ হামার সাথে এলাকামে বে-জানচীন কোহী নয়া অফসর দিইয়ে। ওহী চিড়ীয়া মোড়মে কুছ রোজ ওয়াচ করবে তো ওহী বুড়ীয়া দাই-কো জরুর ভেটবে। হামলোক উসকো পাছু পাছু যায়ে উসকো কুঠি নিকাল লেবে।

'ক্যা! ক্যা! ভাই! তু ক্যা বোলত? ক্ষুধিত রক্তপায়ী ব্যাঘ্রের মত আসন পরিত্যাগ করে লাফিয়ে উঠে বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে এবার দুই হাতে রামদীন শাহুর কাঁধে ধরে তাকে ঝাকুনীর পর ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্য তু বোল রহো? তুহর খুকুমনি আভিতক জিন্দা হায়। তুহোর দীমেভি মোর বাচ্ছা ঘুমে থি। রামদীন! হামার বাচ্ছা তুহোর'ভি বাচ্ছা। আভি এক নয়া অফসর তুকো দেতি। সুরথবাবু! সুরথবাবু! এক মিনিটের জন্য একবার এখানে আসুন তো!

ব্যাঘ্ররাজের গলার ঘরঘর শব্দের মত বড়বাবুর হুঙ্কার ধ্বনি থানার কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। রামদীনকে না চিনলেও রামদীনের গল্প অফিসারদের শুনা আছে। এতক্ষণে তার স্বরূপ থানাতে মুখে মুখে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে [একজন পুরানো সিপাহী একে চিনতেও পারে] তাই আফিসররা রামদীনের উপস্থিতিতে প্রমাদ গুণে ছিল। ঐ চোর রামদীন সত্য সত্য কি সাধু? রামদীন ও তার পূর্ব মুরুব্বী—বড়বাবুর কাহিনী এ'অঞ্চলে জনপ্রবাদ। বিড়ালের মত সে লোকের বাড়ীর কার্নিশে ঘোরে। ঘুলঘুলির পথে বাড়ী ঢুকে বন্ধ দুয়ারে কান পাতে। গুপ্তচরের উপরও সে গুপ্তচরগিরি করতে সক্ষম। ফিরিবালা, ঝাড়ুদার ও গৃহভৃত্যের ছদ্মবেশে তাকে চিনা দুষ্কর।

কয়েকজন উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাকেও দেখে যায়। তাদের ভয়—ভিসুভিয়াস ওদের মধ্যে না আবার জেগে ওঠে।

বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যের হুঙ্কার ধ্বনি পাশের ঘরে কর্মরত অফিসারদের কানে এসে পৌছয়। প্রকৃত বিষয় না বুঝে তারা প্রমাদ গুণে পরস্পরের দিকে তাকালেন। দারোগা আশু ঘোষ পার্শ্বের চেয়ারে বসে কর্মরত সুরথ চৌধুরীকে কনুই-এর গুঁতাতে ইসারা করে নিম্নস্বরে বললেন—'যান মশাই যান। আরে দেরী করেন ক্যান? সুরথ চৌধুরী ভীত হয়ে ভাবে বন্ধু রজত মল্লিকের উনি কোনও সংবাদ পেলেন না কি। সর্বনাশ! তারপর দ্রুতগতিতে সে বড়বাবুর কক্ষে ঢুকে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

'সুরথবাবু! আপনাকে আমি একটা কঠিন কার্যে নিয়োগ করবো। কিন্তু এ বিষয় অন্য কোনও অফিসার মায় কাক পক্ষীতেও জানলে চলবে না মন্ত্রগুপ্তির শক্তি পুলিশে শ্রেষ্ঠ দক্ষতার পরিচায়ক। সেই শক্তি আপনা মধ্যে কতটুকু তার পরীক্ষা করবো', বড়বাবু এদিন তাঁর স্বভাব বিরু কোমলতার সুরে নবীন যুবক দারোগা সুরথ চৌধুরীকে বললেন, 'রামদী আমি আর আপনি—এই তিনজন মাত্র এই গোপন কথাটি জানবো। এটা ফাঁ হলে কোনও না কোনও সূত্রে আমার কানে পৌছুবেই। তাহলে বুঝবো আমাদের এই তিনজনার একজনার দ্বারা এ দুষ্কার্য সমাধা হলো। একটা ব পুরানো মামলার কিনারা করার মৌকা এসেছে। এই রামদীন শাহুর সা এখুনি নূতন রাস্তায় চিড়িয়া মোড়ের ধারে কাছে চলে যান। দুজনে মি একত্রে বা পালা করে ঐস্থান ওয়াচ করবেন। কোনও এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকে অনুসরণ করে ওদের বাড়ীটা শুধু গোপনে দেখে আসবেন। ব্যস। ত এটুকু বাদে রামদীনের কাছেতে আর কিছু জানতে চাইবে না। হুকুম তাহলে এবারে চট্ করে থানা থেকে বার হয়ে যান। আচ্ছা! গুড্ লাক—

বড়বাবুর বিশ্বস্ত ব্যক্তি রামদীনের সাথে তথা পাহারায় সুরথ জুনিয়া অফিসারদের কক্ষের মধ্য দিয়ে থানার বাইরে যাচ্ছিলেন। থানার মেজবা আশুবাবু গলা খাঁকরে তাকে ক্ষণেকের জন্যে থামিয়ে ভ্রু কুঁচকে ইসারাতে জিজ্ঞেস করলো—কি? এখানে অনর্থক অপেক্ষা করে বড়বাবুর স উদ্রেক করা যায় না। উপরন্তু এদের প্রশ্নের উত্তরে তাকে বাধ্য হয়ে মিথে জাল বুনতে হবে। সুরথ চৌধুরী তার সেই নীরব প্রশ্নে উত্তর না করে এ মৃদু হাসি হেসে রামদীনের সাথে থানা হতে বার হয়ে গেলো।

'ছোকরা দেখছি ডিম ফুটে বার হয়েই পাখা ঝাপটানী দেয়। এঁ্যা এর মধ্যে ফরজেন্টিওয়ালা হয়ে উঠলো। ছোকরা দ্রুত উন্নতির জন্যে এরোপ্লেনে যেতে চায়। কিন্তু জানে না যে ওতে ৮০ পারসেণ্ট এক্সিডেণ্টের সম্ভাবনা। আমরা বোম্বে মেলে যাওয়ার পক্ষপাতী। আমরা বিনা এক্সিডেণ্টে গন্তব্যস্থলে ঠিক পৌছেযাবো। [অবশ্য নো রিস্ক নো গেইন] আরে। আগে পিছু সকলেই নদীর ওপারে উতরবে। তখন সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোলাকুলিতে বাধা কোথায়? আমাদের সার্ভিস বুক এমন কিছু খারাপ নয়। আগে উনি নয় আমি প্রমোশন পেলাম', স্বরথবাবুর ব্যবহারে একটু অপমানিত বোধ করে গজ গজ করতে করতে এদের একজন অপরজনকে বললে, 'কিন্তু ওদেরকে বড়বাবু কোথাও তল্লাসীতে পাঠালেন না কি! স্মাগলার ও জুয়াড়ীরা মধ্যে মধ্যে হিসাবের খাতায় অফিসারদের নাম লেখে। আমাদের তো ওপথেতে যাওয়া মানা। ঈশ্বরের কাছে আমাদের মাত্র একটি প্রার্থনা। বড়বাবু উডিষ্যার গভর্নর হয়ে যান। শুধু দয়া করে এ থানা ছাড়ুন। কিন্তু তোমরা ছোকরাকে একটু তালিম দিয়ে দিতে পারো নি। তাকে তোমাদের সমঝানো উচিত ছিল যে—এই পুলিশ বিভাগ এক কঠিন স্থান। এখানে কালকের ঠাকুর আজকের কুকুর; আর, আজকের কুকুর হবে কালকের ঠাকুর। হেঃ—

হুসিয়ারী মানুষ দারোগা আশুবাবু ইসারাতে সহকর্মী যতীনবাবুকে চুপ করতে বললেন। বড়বাবুর ডাইরীর পাতায় পেন্সিলের আওয়াজ এতক্ষণে বন্ধ। কক্ষের দেয়ালেরও কান আছে। ততক্ষণে—রামদীন শাহু ও স্বরথ চৌধুরী চিড়িয়ার মোড়ের উপর পৌছিয়েছে। এখন ওদের বিষয় ভুলে অফিসারদ্বয় ভাবে যে তাদের মন্তব্যের একটুকরো বড়বাবুর কানে পৌছয় নি তো। এরা একটু কান খাড়া করে থাকে। তারপর তারা এই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়।

'বাবু! বড়বাবুকে যেইসেন মে মদত দিয়েছিল, ঐসেন হাপনাকে হামার মদত দিইতে হিঞ্চা হোয়', গন্তব্য স্থানে পৌছিয়ে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে রামদীন স্বরথ চৌধুরীকে বললে, 'লেকেন ইসমে বড়বাবুকে কোহনে চাহী। নেহীতো উনকো দুঃখ হোগী। ইনফরমার লোক এক অফসরকো বাত্ দুসারা অফসরকো থোড়াই বোলে। লেকেন হাম্ দো-তরফ মজদুরী লেনে বালা আদমী নেহী। সাব। কাহে কি হাম মামুলী ইনফরমার নেহী আছে। আউর এহী কাম হামি ছোড়ীয়ে 'ভি দিয়েছে। হামার কাল [যুগ] শেষ

আপকো কাল [যুগ] স্থরু। এহী কাম সমঝে কি হামার শেষ কাম। আপ ঠিকসে উধারে তাকিয়ে আউর দেখিয়ে। কোহী বুড়ীয়া ইধারে আয়ে তো কহিয়ে। এহী পর উস রোজো তিনো খুনো হইয়ে গেলো। ওহী তিনো খুনো'কে কিনারা করতে হামি পারে। লেকেন ইসমে হামারা আভি ক্যা কাম? দেখিয়ে দেখিয়ে। সামনে—

পুরাতন ইনফরমার রামদীনের পুরানো ইনফরমারী রক্ত আরও টগবগ করে ফুটে উঠে। ঐ ত্রয়ী হত্যার কিনারা করতে অক্ষম অফিসারদের উপর তার ক্রোধের উদ্রেক হয়। কিন্তু এদিন এখানে তার আরও জরুরী কাম। কয়েক ঘণ্টা তারা এখানে অপেক্ষা করে বটে! কিন্তু তারা অভীষ্ট সিদ্ধির পথে একপদও অগ্রসর হতে পারে না। স্থরথ চৌধুরীর একবার মনে হয় তাকে বলে দেয়—'বাপু! পাঁজীতে তিথি দেখো। গঙ্গাস্নানের কোনও যোগ আছে কিনা! তারপর এখানে এসো'। কিন্তু ঐ বিষয় চিন্তা করা মাত্র লজ্জিত স্থরথবাবু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে এবার তার মুখ লুকাতে শিকারী রামদীনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। রামদীন এবার একটু উসখুস করে অনেক কিছু ভাবে ও তারপর প্রত্যয়ের সাথে স্থরথ চৌধুরীকে বলে—'বাবু! আপ আউর থোড়া খড়া রহি। কোহী হিঁয়ে না আসে তো আপ থানে লোটে। হাম তেনি যায়ে গঙ্গা কিনারে'। এর পর রামদীন এখানে আর অপেক্ষা না করে গুটি গুটি কর্তব্য সাধনে গঙ্গার স্নানের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রামদীন পথের বাঁকে অদৃশ্য হলে স্থরথ চৌধুরী বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে নি। তার মনে ভয়—তার পক্ষে বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। পথচারীদের কেউ তাকে খুনী বলে চিনে ফেলতে পারে। তাদেরকে তাকে ভুলতে আরও কিছুদিন সময় দিতে হবে। ঝাপসা চোখে সে যেন রক্ত দেখতে পায়। কয়েকজন পচারী তার দিকে তাকায়। সে নিজেকে আড়াল করে পিছিয়ে আসে। দিনের আলোকে তার বড় ভয়, সে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সে দৌড়ে কোথায় পালাবে? দূরে একটা বাড়ী দেখা যায়, সেই বাড়ী তাকে আকর্ষণ করে। স্থরথ চৌধুরী আত্মবিস্মৃত হয়। কিন্তু ভেবে সেও এবার গুটি গুটি পায়ে পায়ে পারুলরানীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়।

পারুলরানীর পালিকা মাতার ভাগ্য ভালো যে সে ঠিক সেই সময়ে বাড়ী ফেরে নি। নিচের দোরের কড়াতে খটখট আওয়াজে পারুলরানী

ওপর হতে নীচে তাকিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে সেখানে দেখে অবাক হয়। উপর থেকে পিছন ফিরে সে একবার তার কক্ষের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখে। তারপর ভ্রূ কুঁচকে কিছু একটু ভেবে আগ্রহান্বিত হয়ে বলে— 'আরে! আপনি! আসুন'। কিন্তু এক অব্যক্ত কারণে তার সুরথবাবুকে দরজা খুলে ভিতর আনতে বেশ কিছুক্ষণ দেরী হলো। কিন্তু পারুলরানীর পিছন পিছন তর্ তর্ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে সুরথবাবুর একটুকুও দেরী হয় নি। রাস্তার জনতার দৃষ্টি এড়িয়ে উপরের কক্ষে উঠে সে এবারে নিশ্চিন্ত। জনমানব-শূন্য-মন্য এই বাড়ীতে নিভৃতে এই অনূঢ়া বালিকার সাথে কথোপকথনে তার অসীম লজ্জা। তবুও একটা পুলক শিহরণে তার মন ভরে উঠে। মধ্যে মধ্যে সে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। কারণ, থানাতে গরহাজিরের একটা সীমা আছে। তার ভয় পারুলরানী তার নূতন পরিচয় এখনও জানে না তো! অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করে যে খদ্দর শাড়ীতে ভূষিতা পারুলরানীর হাতে একটা সুতা কাটা তকলী। ঐ তকলীতে সুতা কাটতে কাটতে সে কথা কইতে এগিয়ে এলো। গান্ধীবাদ আন্দোলনের ছোঁয়াচ এ বস্তীতেও ভালো করে লেগেছে।

'আশা করি আপনি আমাকে এখানে গ্রেপ্তার করতে আসেন নি, আঙ্গুলের ফাঁকে তকলী ঘুরাতে ঘুরাতে পারুলরানী বললে, 'একটু আগে আপনার বিষয় কথা' হচ্ছিল। অবশ্য সংবাদদাতার নাম আমি জানাবো না। আমার অবশ্য আপনার ঐ নূতন কাজেতে একটুকুও আপত্তি নেই। সমাজেতে সৎ পুলিশ কর্মীর আজ খুবই প্রয়োজন। ঠাট্টা নয়। এ কিন্তু আমার মনের গোপন কথা। আমি কিন্তু যা করি তা ঘরে বসে করি। এদিকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে নিয়ে কোনও দিন ঐ ব্যাপারে বিব্রত হতে হবে না। কোনও পিকেটিং বা প্রসেশনে আমাকে পাবেন না। বাপজানকে বিরূপ করে আমি পড়াশুনা ক্ষতি করতে রাজী নই। হু—

পারুলরানীর এই আশ্বাসবাণীতে সুরথ চৌধুরী নিশ্চিন্ত ও সেই সাথে মুগ্ধ হয়। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তার সম্বন্ধে এতো কথা তার কার সাথে হলো। বড় বাবুদের গুপ্তচরদের মুখে শোনা কাহিনী তা হলে সত্য না কি! সে সন্দেহে বারান্দার ও পাশের কক্ষের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সরাসরি এ বিষয়ে পারুলরানীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হয় না।

আচ্ছা! আমার সেই দিনের সেই বন্ধুটি কি আপনার সাথে দেখা করেছে? একটু কিন্তু কিন্তু করে সলজ্জভাবে সুরথবাবু এবার পারুলরানীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার সাথে তার দেখা হবার আর উপায় নেই। আমাদের দুজনার আদর্শও এখন এক নয়। আপনার মত আমিও স্ব স্ব কর্তব্যে অটল থাকার পক্ষপাতী। আপনার মত আমারও হিংসাবাদে মত নেই। আচ্ছা! তার কোনও খবর আপনি রাখেন না কি? আর একটা পরিচয় জানতে ইচ্ছা হয়। আপনার বাপজান লোকটি কে? তিনি কি কোনও সরকারী কর্মচারী না ব্যবসায়ী। না। এই!

উঁ! আমার সম্বন্ধে তাহলে আপনার কৌতূহল আছে। একটি বিষয় তো, শুধু অনুমানে বুঝেছেন। সেটা সত্য হ'তে পারে—আবার তা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু! আপনার বন্ধুর খবর তো আপনি আমাকে দেবেন,' পারুলরানী চাপা হাসি হেসে হাতে তার তকলী মুঠি করে ধরে বললো, 'আপনি এই বাড়িতে প্রায়ই এসে অনেক কিছু দেখবেন ও জানবেন। নিজের সম্বন্ধে যে'টুকু জানি তা আগে জানানো ভালো। চুরি করে আনা মেয়ে না হলেও আমি একজন কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। বাপজান বা আমার ঐ ধাই-মা সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেন না। হয়তো আমার বংশ পরিচয় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কালকে বায়োলজী ও 'ইভোলিউসন' বইখানা পড়ছিলাম। ওতেও দেখি কমিউনিষ্ট দেশগুলি লামার্কের মতবাদের পক্ষপাতী। তাদের মতে মানুষ নিজের চেষ্টাতে বড়ো হয়। এবং ক্যাপ্যিটালিষ্ট ফ্রন্টগুলি ডারোইনের বংশানুক্রম মতবাদের সমর্থক। তাদের মতে বংশগুণে জাতি শ্রেষ্ঠ হয়। একদল বলে পরিবেশ ভালো মানুষ গড়ে। অপর দল বংশের উপর প্রাধান্য দেয়। আমি মহাভারতোক্ত সূত পুত্র কর্ণের মত মনে করি যে আমার বংশগত ঐতিহ্য আমা হতে সুরু হোক। তাই ভালো করে আমি কলেজের পড়াতে মন দিতে চাই। একটু আগে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে দেশত্মাবোধক বক্তৃতা দিলেন। তাঁর ইচ্ছা আমিও তাঁর মত দেশ উদ্ধারের কাজে নেমে পড়ি। আমি তাঁকে স্পষ্ট বলে দিলাম যে আমার পালক পিতা বাপজানের অমতে তা একটুও সম্ভব নয়। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেশসেবার আমি পক্ষপাতী। ঐ শুভাকাঙ্ক্ষীর নাম না জানাতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার বাপজানের বিষয় জিজ্ঞেস করবেন না। কোনও অঘটনের পর ওঁকে ফেরার হতে হয়েছে। তাই রাত্রের

অন্ধকারে এখানে, এসে রাত্রের অন্ধকারে তিনি চলে যান। বাপজানের প্রতি আমার কর্তব্য আমি বজায় রাখবো। কিন্তু আমার প্রকৃত বংশ পরিচয় জানতে ইচ্ছা হয়। আমার জন্মদাতা পিতামাতার ওপর আমার কোনও দাবী নেই। আমি তাঁদের শুধু পরিচয়টুকু জানতে কৌতূহলী। আমার শৈশবের কয়েকটি নিশানা আমি ওঁদের বাক্স থেকে সম্প্রতি যোগাড় করেছি। সেই দিন থেকে আমার মনের কোণে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা আমি অনুভব করি। তাই এ বিষয়ে আপনার আমি একটু আধটু সাহায্য নেবো। কিন্তু আমার ফেরারী বাপজানের কোনও ক্ষতি আপনি করবেন না। তাহলে কিন্তু আমিও কলেজের পড়া ছেড়ে—এখান থেকে ফরার হবো। এঁরা আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে তিলে তিলে বড়ো করেছেন। আমার ভরণপোষণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও কখনও এঁরা আমাকে ওঁদের রক্তজ বলে দাবী করেন নি। ওঁদের এই অকৃত্রিম সত্য ভাষণকে আমি শ্রদ্ধা করি। বরং অবস্থাগতিকে ওঁদের স্কন্ধে উঠে আমিই ওঁদের বহু অসুবিধার কারণ। আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বলে গেলো যে আমার বাপজান মন্দ লোক। সুতরাং তাদেব কবল থেকে উনি আমাকে উদ্ধার করবেন। হঠাৎ দেশমাতৃকার উদ্ধারের বিষয় ভুলে তাঁর এখন আমাকে উদ্ধারের ইচ্ছা। অবশ্য ঐ ব্যক্তিকে আমার খুউব ভালো লাগে। ঠিক যেমন আপনাকে আমার ভালো লাগে। আমার মনের অশান্তি বিমোচন করতে আমি আপনাদের দু'জনকে দুটো জরুরী কাজের ভার দেবো। আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু গোপনে আমার বাপজানের প্রকৃত পরিচয় জানুক। আর আপনি আমার জন্মদাতাদের প্রকৃত পরিচয় আমাকে জেনে নিন। তা না হলে আমার সাম্প্রতিক মানসিক অশান্তি দূরীভূত হবে না। আমি নিজে বায়লজী ও সাইকলজীর ছাত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার এই মনোরোগ হতে মুক্ত হতে পারি না। এতে যে কিরকম অসহ্য যাতনা, তা আপনাকে বুঝানো সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে আমার বাপজানের সাথে আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে আলাপ করিয়েও দিয়েছি। কিন্তু,—

একমাত্র পুলিশ কর্মীরা বক্তব্য বলতে সুরু করলে দীর্ঘ বক্তৃতায় তা শেষ করেন। যেটুকু বলবার তা তাদের একসাথে বলার রীতি। ঠিক সেই মত পারুলরানীও যেন তার হৃদয়ের শেষ আবেগটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে বার করলে। তারপর সে ঐ নির্যাসের সবটুকুই পেয়ালা করে তরুণ

অফিসর সুরথ চৌধুরীর মুখে তুলে দিলে। পুলিশ কর্মীরূপে নাগরিকদের দীর্ঘ বক্তৃতা বহুক্ষণ শুনতে সুরথ চৌধুরী ইতিমধ্যে অভ্যস্ত। পারুলরানীর এই সুদীর্ঘ বক্তব্য ধৈর্যের সঙ্গে সে শুনতে থাকে। কথার মধ্যে কথা পেড়ে তাকে থামাতে তার ইচ্ছা নেই। সবটুকু একই সাথে তার শুনবার ইচ্ছা। এখানে বাধা পেলে তার দুই এক টুকরো না বলা থাকবে। সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটি যে কে, তা দারোগা সুরথ চৌধুরীর বুঝতে বাকী থাকে নি। ঘৃণা ও রাগের একটা যুগপৎ সমাবেশ তার মুখে ফুটে ওঠে। সুরথ চৌধুরী ভাবে—তাহলে বন্ধু রজত মল্লিক তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে এর মধ্যে পার্টির কার্য উদ্ধারার্থে সেখানে স্থায়ীভাবে আসন পাতলো। একটা ছোট মন্দ দ্বারা যেমন বড়ো মন্দ নিবারণ করা যায় না, তেমনি অসৎ কাজ দ্বারা কোনও সৎ কার্য করাও সম্ভব নয়। হুম্! পারুলরানীর পালক বাপজান তা' হলে একজন ফেরার আসামী! অবস্থা গতিকে কতো মানুষ অপরাধ করে ফেরার হয়েছে। কিরূপে তা হয় বা হতে পারে তা সুরথ চৌধুরী ভালো বোঝে। কিন্তু এখানে বিপ্লবী রজত মল্লিক এদের একের আগোচরে ওদের উভয়কে তার দলের কাজে নিয়োগ করতে চায়। সুরথ চৌধুরীর প্রতিজ্ঞা এই যে, যেকরে হোক পারুলকে এদের দলের প্রভাব থেকে সে রক্ষা করবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, পারুলরানীর সেই উপকারী বন্ধু ঐ রজত মল্লিক, না অন্য কেউ? অন্য আবার কেউ এর মধ্যে নেই তো! সুরথ চৌধুরীর মনে এবার অপর আর এক আশঙ্কা।

একটু কিছু ভেবে সুরথ চৌধুরী পারুলরানীর মন বুঝবার চেষ্টা করে। নানা কথায় কিছুক্ষণ ভুলিয়ে হঠাৎ তার ফাঁকে দরকারী কথা পাড়লে মানুষ সেই অসতর্ক মুহূর্তে বহু সত্য কথা বলে ফেলে। তার উদ্দেশ্য না বুঝে পারুলরানী উৎসাহের সাথে সংলাপের মধ্যে ডুবে গেল। কিন্তু সেই সাথে সে সুরথ চৌধুরীকেও তাতে ডুবিয়ে দিলে।

আচ্ছা! আপনার কি মনে হয় যে ক'জন যুবকের সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা এই দেশ স্বাধীন হতে পারে? না, ঐ গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলন এই কাজে এক অমোঘ ও প্রকৃষ্ট উপায়', সুরথ চৌধুরী পারুলরানীকে জিজ্ঞাসা করলে। 'আমার মতে এতো বড়ো ব্রিটিশ আর্মীর সম্মুখীন হওয়া কয়েকজন বিপ্লবী যুবকের পক্ষে অসম্ভব কাজ। অঙ্কুরেই এদের সকল প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটবে। আমি তো দেখি গান্ধীমন্ত্রবাদী সত্যাগ্রহীদেরকেই ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্ট বেশী ভয় করে। কারণ, প্রতিদিন প্রকাশ্য আন্দোলন করে এরা সমগ্র জনতাকে জাগিয়ে তুলছে। বিপ্লবীদল ভেঙ্গে দিয়ে ওদের গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দেওয়া ভালো।

'উম্! আমারও কিন্তু ঠিক এই মত। কিন্তু আমার কলেজে এক তরুণ অধ্যাপক আছেন', পারুলরানী প্রত্যয়ের সুরে উত্তর করে, 'ভদ্রলোক পড়ানোর সুযোগে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি ঢোকান। তিনি বলেন যে গান্ধাজী ফকিরের বেশে ধর্মের নামে ডাক না দিলে এতো শীঘ্র ভারতের লোক সাড়া দিতো না। যে অহিংসবাদীরা নির্বিবাদে লাঠির তলে মাথা পাতে, তারা প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে আরো ভালোরূপে সক্ষম। নিরস্ত্র জনতা তৈরী হলে বিপ্লবীদল অগাধ জলে লুকোনো মাছের মত সেই জনসমুদ্রের মধ্যে নিরাপদে ঘুরতে পারবে। তবুও স্ব স্ব ক্ষেত্রে এদের সকলেরই স্ব স্ব দান আছে। সেদিন আপনার ঐ বন্ধু রজত মল্লিকের লেখা এই সম্পর্কিত একটা উপন্যাস পড়লাম। খুব মুখরোচক ও উত্তেজক উপন্যাস বটে! কিন্তু তিনি তাতে কি প্রমাণ করতে চান অর্থাৎ তাঁর ঐ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এইটুকু তাতে না থাকাতে ঐ বইখানি চিরস্থায়ী নিশ্চয়ই নয়। তবুও ওঁর ঐ লেখা বইগুলো আমার ভালো লেগেছে।

সুরথ চৌধুরী জানে রজত মল্লিক জীবনে মাত্র দুইখানি বই লিখেছে। কিন্তু তার যা কিছু প্রতিভা ঐ বিপ্লবী দলে ঢুকে শেষ। কিন্তু এর মধ্যে ঐ দুইখানি বই-ই এদের বাড়িতে? ঐ দু'খানি বই-ই যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রোসক্রাইবড্ বই, তা সুরথ চৌধুরীর জানা। বাজারে পাওয়া যায় না এমন বই একে দিল কে? তার দেহ নষ্ট না হোক মন তার নষ্ট হবার পথে। মন নষ্ট হলে দেহ নষ্ট হতে কতোক্ষণ। এই ফেরারী বিপ্লবীকে এখুনি গ্রেপ্তার করতে সে ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাধ্য। কিন্তু এক ফেরার আসামী অপর ফেরার আসামীকে গ্রেপ্তার করে কি করে? সুরথ চৌধুরীর মনে হয় ওকে গ্রেপ্তার করলে তার সুনাম। কিন্তু সে যদি সকল কথা পুলিশকে বলে দেয়। সুরথ চৌধুরী ভাবে—দূর। তার বিরুদ্ধে ওর বিপরীত বয়ান কেউ বিশ্বাস করবে না। পুলিশি কর্তব্য কার্য করতে তার কোন বাধা থাকা উচিৎ নয়। হুঁ। সুরথ চৌধুরী তার কর্তব্য কর্ম করার জন্যে এবার তৈরী হয়।

কই কই সেই দুখানা বই? দেখি', সুরথ চৌধুরী এবার দাঁড়িয়ে উঠে

ঘরের চতুর্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বলে, 'উম্! বই দুখানা আপনি অন্য ঘরে রেখেছেন। আচ্ছা! আসুন। আপনাব বাড়ির ঘর দোরগুলো ঘুরে দেখি। বেশ ছোট খাটো বাড়িটা। হঠাৎ এখানে এলে এটাকে আশ্রম আশ্রম মনে হয়। ভারি সুন্দর পরিবেশ। হাল্কা আসবাব দিয়ে কেমন সাজানো। কোথাও এতটুকু ধুলিকণা নেই। প্রতি দিন এতো পরিষ্কার রাখেন কি করে? এ্যাঁ!

সুরথ চৌধুরী পারুলরানীর সম্মতির অপেক্ষা না করে পার্শ্বের কক্ষটিতে ঢুকে পড়ে। পারুলরানী যেন তার কতোদিনের আপনার জন। কিন্তু তাতে প্রমাদ গুণে পারুলরানীকে তার পিছনে ছুটতে হয়। সুরথ চৌধুরীকে আসতে দেখে রজত মল্লিক সেই ঘরে ঢুকেছিল। পারুলরানী তাকে এই ভাবে পালাতে দেখে বিরক্ত হয়ে শুধু তাকে বলেছিল—'বন্ধুকে এতোই লজ্জা ও ভয় তো—ঐ আলমারীর পিছনে লুকোন। এ ঘরে তাকে না দেখে পারুল নিরুদ্বেগ হয়ে বোঝে যে তাহলে উনি ঐ আলমারীর পিছনেই আছেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে সুরথ চৌধুরী ঐ আলমারীর পিছনেই এলেন। সুরথ চৌধুরী একবার এদেরকে আশ্বস্ত করে সেখান থেকে সরে এসেছিল। কিন্তু পরক্ষণে একটা অতর্কিত খট খট আওয়াজে সে সেদিকে এবার উঁকি দিলো। রজত মল্লিকের সেখানে এখন নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করা বৃথা। এবার আর তার বেরিয়ে এসে কথা কওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। বহুক্ষণ তার মুখে কোন বাক্-স্ফুরণ হয় না। কিন্তু শেষ বেশ তাকেই আগে কথা কইতে হয়।

'দেখ! এতোখানি বয়সেও এতো লজ্জা আমি কোনও দিন পাই নি', একবার ব্রীড়া নম্র পারুলরানীর দিকে, একবার স্তম্ভিত সুরথ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বিপ্লবী রজত মল্লিক বললে, 'তোকে এড়াবার জন্যেই আমি ওখানে লুকিয়েছি। আমি জানি যে তোর উপর আমাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম আছে। কিন্তু তুই অন্য কোনও কিছুতে আমাকে একটুকুও ভুল বুঝবি না। শোন। এই—

এই দুই বাল্যবন্ধু এখন আর পূর্বের বন্ধু নয়। তারা আজকে পরস্পরের শত্রুস্থানীয় লোক। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সোজাসুজি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঐরূপ এক দুর্দান্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করা একাকী সম্ভব নয়। ওদিকে মিথ্যা দোষে দোষী হওয়ার আশঙ্কায় পারুলরানী লজ্জায় মাথা তোলে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে উভয়ের এক সাধারণ বিপদ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সেই 'কমন' বিপদ এদেরকে এই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে।

বাইরে রাজপথে ঘন ঘন মোটরের হর্ণের ও সিপাহী শান্ত্রীদের হুইসিলের আওয়াজ। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। বারান্দা ও ছাদে পর্যন্ত বহু কৌতূহলী লোক। এই সেইদিন ওখানে এক কাণ্ড হলো। আজ আবার সেখানে পুলিশ এলো। তাদের কেউ কেউ ভাবে—পাড়াতে বাড়িটা যাচ্ছেতাই হলো। ওদের উঠিয়ে দেওয়া দরকার। কারও কারও আবার এদের উপর সহানুভূতিও আসে। তা সত্ত্বেও তাদের সাহায্যে কেও এগিয়ে আসে না। তারা দূরে দাঁড়িয়ে পুলিশের কীর্তিকলাপ দেখতে থাকে।

'আভি দুয়ার খুলো। না হলে দরজা ভাঙবো', সদর দুয়ারে বুটশুদ্ধু লাথি মেরে অভিযাত্রী দলের নেতা বললে, 'কে? কে আছে এ বাড়িতে? আর একটুকুও আমরা দেরী করবো না। এই জমাদার। পাঁচিল কুঁদকে ভিতর যাও। থানার এত কাছে গুণ্ডাগুলো আড্ডা করেছে। অথচ আমরা কেউ তা জানতাম না।

পারুলরানীর ধাই-মা সবে মাত্র বাড়ি ফিরে দরজার খিল এঁটে উঠানে গৃহস্থলী কাজকর্মে মনোনিবেশ করেছে। তার একটু পরেই সেই বাড়িতে এই পুলিশের হামলা সুরু। এবার বুঝি তাদের আর কারুর রক্ষা নেই।

"সর্বনাশ হলো পারু! থানার বড়বাবু খোদ এলো। চারদিকে লাল পাগড়ী সেপাই', পারুলরানীর ধাই-মা ছুটে এসে আর্তনাদ করে বললে, 'ওদের সাথে অনেক বন্দুকধারী সিপাই। এবার আমাগো পিছুমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে। তুই বাছা! যে কোনও দিকে পালিয়ে যা। কিন্তু—তুই কেমন করে কোথা দিয়ে যাবি?'

পারুলের পালিকা ধাই-মার ভাবনা যে যাকে সে এতটুকু থেকে মানুষ করলো তাকে বুঝি এবার ওরা তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করে মাত্র কয়টি কথা বেরিয়ে আসে—যদি ওকে নিবি তো ছোট্ট বেলাতে নিলি না কেন? হে ভগবান! এতো ধর্ম কর্ম পুণ্যি ঠাকুর মানত ও গঙ্গাস্নান সব বৃথা গেলো। বিপ্লবী রজত মল্লিকের ক্ষোভ যে সে পিস্তল সাথে আনে নি। এবার বুঝি তাকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তার মৃত দেহের বদলে তাকে জীবিত তারা

পাবে। ওদিকে সুরথ চৌধুরীর অবস্থা এমন যে, সেখানে আত্মহত্যা ভিন্ন তার অন্য কোনও পথ নেই। কিন্তু এদের সকল চিন্তার উপশম ঘটালে ঐ সাহসী বালিকা পারুলরানী। সে এবার এগিয়ে এসে বিপদে ধৈর্যহারা মানুষগুলোকে মৃদু স্বরে ধমক দিয়ে বললে—'ওরা দরজা যে ভেঙে ফেললে। এখুনি পুলিশ বাড়ির ভিতর ঢুকবে। এবারও সেই একই পথে আপনাদের সরাবো। আসুন। আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হওয়ায় সেই পুরানো পলায়ন পথটি এদের স্মরণ হয় নি। বিপরীত ধর্মী বন্ধুদ্বয় সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিকের সাথে কুমারী পারুলবালা খিড়কির দুয়ার খুলে গলির পথে অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে থানার বড়বাবু রামদিনের সাথে ওদের ঐ বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পারুলরানীর পালিকা ধাই বুড়ী'মা ধাক্কাধাক্কীর মুখে দরজা খুলে এক পাশে সরে তখন ঠক ঠক করে কাঁপতে লেগেছে।

'তুই! বেটী! এখনও এ পৃথিবীতে বেঁচে আছিস? দাঁতে দাঁত চেপে দুই হাত মুঠে করে বড়বাবু বললেন—'রামদীন! সেই খুনিয়া দাই তো ঐ বুড়িয়া? তু ঠিক চিনোত? তোকে খুন করবো আজ। ডাইনী। মাগী! তোকে এখুনি বলতে হবে খুকী কোথায়?

'বাবু? আমাকে তো সেবার আরও কতো নোকের সাথে ধরে দায়রাতে চালান দিয়েছিলে', পারুলরানীর জ্ঞানপাপী ধাই মা খিড়কীর দুয়ারের দিকে একবার তাকিয়ে বড়বাবুর ঐ হুঙ্কার ধ্বনির প্রত্যুত্তরে বললে, 'দায়রার জজ সাহেব বিচারে আমাকে নির্দোষী বুঝে খালাস দিলেন। আবার নূতন করে আমাকে হেনস্তা করা কেন বাবু? সেই দিন থেকে আমারও বুক ফেটে আছে। খুকীর জন্যে আমারও কারুর চাইতে কম দুঃখ নেই। ভগবানের নাম নিই আর ঐ ঘরে পড়ে থাকি। ভিক্ষে করে দু' মুঠো অন্ন মুখে তুলি।

সেই বুড়ী স্ত্রীলোকটিকে বারে বারে খিড়কীর দুয়ারের দিকে তাকাতে দেখে বড়বাবুর মনে সন্দেহ হয়। তিনি তাড়াতাড়ি খোলা খিড়কীর বাইরে একটি বার মুখ বাড়ালেন। এক পাশে বসে একটা ঘেয়ো জরাজীর্ণ কুকুর তার পায়ের ক্ষত চাটছে। চারদিকে একরাশ ময়লা পোড়া কয়লা আবর্জনা ও ছাই। দাঁতে দাঁত আটকানো মরা একটা বিড়ালের আশে পাশে ছড়ানো নোঙরা। তার ওপর নীল চোখো বড় বড় মাছিদের আনাগোন। তারা মধ্যে মধ্যে সেখানে বসছে ও তারপর এদিক ওদিক উড়ছে। মাছি ওড়ানো

চিংড়ি মাছের খোলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। তরকারির খোসা ও মাছের আঁশের ভ্যাপসা ন্যাক্কারজনক দুর্গন্ধ তা থেকে ওঠে। ওদিকে ঐ নালী পথের দুই পাশের বাড়িগুলোর পিছন দিককার রসুই ঘরগুলো থেকে বেরুনো দমবন্ধ করা কুণ্ডুলী পাকানো ধোঁয়াতে ঢাকা ঐ গলির দূরের মুখ ভালো করে দেখা যায় না। সকালে দু'ঘণ্টা ও বিকালে দু ঘণ্টা উনান ধরানোর কালে সঙ্কীর্ণ গলির ধারের ঐ সব বাড়িগুলি ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন থাকে। ঐ সময় বাড়ির পুরুষরা ঐ ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মহিলারা কোনওরূপে দমবন্ধ হতে বেঁচে ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকিয়ে সেইখানেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ঐ বাড়িগুলির ছোট ছোট গবাক্ষ থেকে ঐ ধোঁয়া বেরিয়ে নিঃশেষ হতে তখনও বহু সময় বাকী। বড়বাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন। তারপর ভ্রুকুঁচকে হতবাক রামদীনের দিকে চেয়ে ঐ বাড়ি হতে বেরিয়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে পারুলরানীও রজত মল্লিক ও সুরথ চৌধুরীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে ঐ খিড়কীর পথেই সেই বাড়িতে ফিরে আসে। তার বুড়ী পালিকা ধাই'মা এগিয়ে এসে তাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। ভগবান তার নয়নের মণিকে আশাতীত ভাবে ফিরিয়ে দিলেন। এবার হৃদয়ের আসক্তি ও বেদনা ভুলে পরম পিতাকে সে ধন্যবাদ দিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সে পারুলরানীকে জানাতে পারে না।

বারেবারে এমনি বহু বিরোধীয় দলের টানা হেঁচড়াতে ভগবান একচোখো হতে বাধ্য হন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এইরূপ হওয়া ভিন্ন তাঁর অন্য উপায়ই বা কি আছে। সেই ভগবানের দয়াতে পারুলরানীর ধাই-মা এখন চিন্তা মুক্ত। তাঁরই দয়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিশ্চিন্ত করে মহীন্দ্রবাবু সদলে শুধু হাতে এতক্ষণে থানায় পৌঁছুলেন। সেই একই ঈশ্বরের দয়ায় সুরথবাবুও বড়বাবুর পৌঁছুনোর পূর্বে থানাতে ফিরতে পেরেছেন।

বারি সিঞ্চনে সদ্য নির্বাপিত অগ্নির ত্যক্ত ছাইসম হতাশা বুকে চেপে বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে স্খলিত পদে থানায় ফিরে তাঁর ভৃত্য ভিক্ষুরামকে হুকুম করে বললেন—'ওরে। ওপর থেকে কয় ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি দিয়ে এককাপ গরম চা' চটপট্ তৈরী করে আন। ঠিক সেই সময় তাঁর লক্ষ্য পড়লো যে নূতন অফিসর সুরথ চৌধুরী তার কক্ষের ঠিক দুয়ারের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা সুরথ চৌধুরীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন কিছুটা থেমে এসেছিল।

এখন বড়বাবুকে সদলে ফিরতে দেখে ঐ ধুক ফুকুনি দমন করা তার স্নায়ুর আয়ত্তের বাইরে। বড়বাবুকে তার প্রতি গোল গোল চোখে তাকাতে দেখে সে প্রমাদ গুণে মাথা নীচু করলে। তাঁর চোখাচোখি তাকানোর ক্ষমতা সে পুরাপুরি হারিয়ে ফেলেছে। সুরথ চৌধুরীর তখনও ধারণা যে, পুলিশ সেই জোড়া খুনের মামলার আসামীদের খোঁজে পারুলদের বাড়িতে গিয়েছিল।

'উস্! এতক্ষণ আপনি কোথায় উধাও হয়েছিলেন মশয়? এক সাথে চার ঘণ্টা থানা থেকে গর হাজীর। কৈ? নয়া রাস্তাতে চিড়িয়ার মোড়ে আপনি তো ছিলেন না। আপনাকে তো আমরা সেখানে খুঁজে পাই নি', থানার দেয়ালে সাঁটা বড় ঘড়ির চলন্ত কাঁটার দিকে তাকিয়ে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু তাঁর শ্বাসনলীর তলা থেকে জোর করে সুর ও স্বর টেনে এনে সুরথ চৌধুরীকে বললেন, 'উহুঁ। অমনি ভাবে ডিউটি ছেড়ে থানাতে চলে আসা আপনার ঠিক হয় নি। আপনি নূতন অফিসর হওয়াতে আজ কিছু বললাম না। এরকম অন্যায় আপনি আর কখনো করবেন না। রামদীন আপনাকে ঠিক ডাইরেক্ট করতে পারে নি। আরও কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আপনি ঐ বুড়ীর বাড়ি খুঁজে না পেলেও আমরা সেটা খুঁজে পেলাম। রামদীন ঐ বুড়ীকে স্নানের ঘাটে ঠিক পেয়েছে। কিন্তু তাদের আরও একটা গোপন ডেরা অন্য কোথায়ও আছে। বুড়ীর বাড়িটা ওয়াচ করে তার পিছন পিছন গিয়ে তার অন্য আস্তানা বার করতে হবে। তাই এই দিন আর ওকে আমি ওখানে পেয়েও গ্রেপ্তার করি নি। আমাদের আরও খবর এই যে ঐ বিপ্লবী রজত মল্লিক ভুরমল নামে এক অপদল সর্দারের গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। এইজন্য সমগ্র শহর তোলপাড় করেও তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ সব বস্তীবাসী অপদল কস্মিনকালে ভদ্রবংশীয় যুবকদের তাদের আস্তানায় স্থান দেয় না। এই অদ্ভুত ব্যতিক্রমের রহস্যটি আমাদের প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে। হুঁ ওদের ঐ গোপন ডেরা বার করা গোয়েন্দা বিভাগের ভদ্র গুপ্তচরদের কর্ম নয়। এক রামদীনের মতো লোক চেষ্টা করলে ঐ আড্ডা খুঁজে বার করতে পারে। এই কঠিন কাজের ভারও আমি তোমাকে দিলাম। এ বিষয়ে তোমাকে রামদীনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। আমি জীবনে এই দ্বিতীয়বার বোধ করি অসুস্থ বোধ করছি। ওপরের কোয়ার্টারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে

বিকালে নীচে নামবো। আশু ঘোষকে ততক্ষণে থানার জরুরী কাজকর্ম দেখতে বলবেন। চলি—

গোয়েন্দারা ভূরমলের আড্ডার ঠিকানা না জানার জন্যে যা কিছু বাহাদুরী তা ভূরমলজীর প্রাপ্য। ভুরোমল সর্দার গলির পথে তাকে শহরে ছেড়ে দেয়। আর সে পারুলরানীর বাড়ীতে অপেক্ষা করতে বলে। পরে সেখান থেকে সে গলির পথে তাকে আড্ডায় আনে। তাই অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের সে ভুরোমলের নাম বললেও আর আড্ডার ঠিকানা বলতে পারে নি। তাই সেই খবর গোয়েন্দাদের মারফৎ পুলিশের দপ্তরেও পৌছয় নি। যে কোনও কারণেই হোক রজত মল্লিককে সর্দারের বড়ো পছন্দ। পারুলের সাথে তার মেলামেশা সর্দারের ভালো লাগে। সেই সাথে রজতের নিরাপত্তার বিষয়ও সে ভাবে। সে চায় রজতবাবু বিপ্লবীদের দল ত্যাগ করে তার কাছে থাকুক।

বড়বাবু মহেন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ হলো থানা বাড়ির উপরের কোয়ার্টারে উঠে গিয়েছেন। থানার আফিসে বড়বাবু, রামদীন বা অন্য অফিসর উপস্থিত নেই। আশু ঘোষের ফিরবার অপেক্ষায় সুরথ চৌধুরী থানায় বসে থাকে। সময়ে আহার ব্যতীরেকে বেলা পর্যন্ত কাজ কর্মে সে এখন অভ্যস্ত। তবু এতো তীব্র ক্ষুধা অন্য দিন সে অনুভব করে নি। তার পেটের নাড়ীগুলি মোচড় দিয়ে যেন ফেটে খান খান হয়ে বাইরে বেরুতে চায়। কিন্তু তারই মত অভুক্ত থানার মেজবাবু আশু ঘোষ তদন্ত শেষ করে তখনও থানাতে ফিরলেন না। হঠাৎ থানার দরজার ফাঁকে একটা মানুষের ছায়া দেখা গেলো। সুরথবাবু আশ্বস্ত হয়ে একটু নড়ে বসলেন। কিন্তু আশু ঘোষের বদলে সেখানে জমাদার মাধব সিং এলো।

'বাবু! রাম ভট্টচারী বাবুকো তো সত্যনাশ [সর্বনাশ] হইয়ে গেলো। আপকো খেয়াল হোয় সেই সাধুবাবা সম্পর্কিত ঘটনা? জমাদার রামদীন অপরাধীর মত ক্ষুণ্ণ মনে হাত কচলাতে কচলাতে সুরথ চৌধুরীকে এক তাজ্জব খবর জানালে, 'ওহী রোজ রামবাবু সরাব পি'কে এক কয়েদীকো বহুৎ মার মারলে। লেকেন পাছু মালদারী অফসর রাম বাবুকো উনকে বাড়ে তেনি দয়া ভি হোয়। উনকে খুদ তুরণ হাসপাতাল ভি লিয়ে গেলেন। লেকেন হাসপাতালকো স্বদেশী বালা এক ডাক্তার কয়েদীকো বয়ান মোতারেক ডাক্তারী খত্‌মে লিখলে কি রামবাবু উনকে মারনে উনকো এতনা জখম

হয়েছে। রামবাবু ডাক্তারকো কহে কি কাহে 'মেরি নাম উসমে লিখো। খাদী উর্দী পিননে বালা পুলিশকো পর বহুৎ নারাজী ওহী স্বদেশীওয়ালা ছোকরা ডাক্তার কহে কি—মে জরুর তুহর নাম উসমে লিখবে। ইতো উনকো পুরিসে সাচ্চা সাচ্চা বাৎ আছে। এতনামে মাতোয়ালা দারোগা রামবাবু 'উহা' ভি বহুৎসে ঝামালা লাগালে। পাছু ডাক্তার বাবুকো ফোন পাইয়ে বড় সাহেব খুদ হাসপাতাল এইসে গেলো। সব কুছো দেখ্ গুন্'কর সাহেব উনাকে সাসপেণ্ড করিয়েছে। মে শুনা বিশ বরষ নকরীবালা রামবাবু আভি ডিসমিস হোই। এবে উনকো রোগী জেনানা আউর চার পাঁচো বাচ্চোকো কোন দেখে। হারে, রাম! হা ভগবান। আভি তু কাঁহা হো—

সুরথ চৌধুরী গম্ভীরভাবে এই দুঃসংবাদ শুনে ও ভাবে যে রামবাবুর ঐ সামান্য অপরাধের ঈশ্বরদত্ত শাস্তি এতো ত্বরাতে এলো! ঐ শাস্তির উপলক্ষ্য মন্য অনুতপ্ত সুরথ চৌধুরী ভাবে যে এতো লঘু পাপে এতো গুরুদণ্ড! তাহলে কি ঐ পাপের পিছনে তার আরও বহু পাপ স্তুপীকৃত ছিল! সে শুনেছে যে স্ত্রী-পুত্রের ও মাতার পুণ্যে অন্যের পাপের লাঘব হয়। কারণ, একজনের দোষে অপরের দুঃখ পাওয়া বা অসুবিধে ভোগ করা ঈশ্বরের কাম্য নয়। কিন্তু ওর চেয়ে ঢের বেশী অপরাধে সুরথ চৌধুরী ও রজত মল্লিক অপরাধী। তবু তারা দু'জনে প্রতিটি বিপদ হতে এমনভাবে রক্ষা পায় কি করে? ভগবান কি চান যে তার শাস্তি সে নিজে যেচে নিক! অনুতাপে দগ্ধ সুরথ চৌধুরীর মনে হয় যে বড়বাবুর কাছে এখুনি তার সকল দোষ কবুল করা উচিত হবে। তার পরেই তার অন্তরাত্মা আঁতকে উঠে উচ্চনাদে বলে উঠে—না না। তা হলে ঐ পারুলরানীর আরও বিপদ। ওর দেওয়া কাজটা আগে করতে হবে। এর উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তার সঙ্গে সে পরে পরামর্শ করবে। দুয়ারের অদূরে মেজ দারোগা আশু ঘোষের ছায়া দেখতে ও তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এবার দুই হাতে ক্ষিদেয় মোচড় দিয়ে ওঠা পেটটা চেপে ধরে সে দারোগাবাবু আশুবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তার পেটের ক্ষিদের মত তার মনের ক্ষুধাও অঢেল। কিন্তু শারীরিক নিয়মানুযায়ী তার শেষ চোট্ তার দেহের উপরই পড়তে থাকে। কিন্তু ধারে কাছে তাকে ঠিক পথ বাতলাবার মত কেউ নেই।

ছয়

নীল আকাশের এক দিক সবে লাল হয়েছে। নীচের রাজপথ তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভোর ছটা বাজার কিছু আগে সিপাহী জমাদাররা সেই ব্রহ্ম-মুহূর্তে তাদের ডিউটি সেরে স্ব স্ব ঘাঁটি থেকে থানাতে ফিরতে আরম্ভ করেছে। সেই সময়ে সাধারণতঃ রাজপথে পুলিশের পাহারা থাকে না। নিশাচরী সিঁদেল চোরদের ঐ সময়টা লুঠের মাল পাচার করার প্রকৃষ্ট সময়। এই সুযোগ শুধু যে পাকা শেয়ানারা নিয়ে থাকে তা নয়। উঠতি চোরেরাও ঐ সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে। এতে পাক্কা শেয়ানাদের সুবিধে বই অসুবিধে নেই।

আবছায়া অন্ধকারের বুক চিরে কয়েকটা মাল ভর্তি মহিষের গাড়ী, যন্ত্রচালিত লরী ও দুই একটা হাত গাড়ি মন্থর গতিতে রাজপথ বয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি গাড়িতে ও লরীতে ঝুড়ি বোঝাই নানা প্রকারের আনাজপাতি ও কাঁচা তরকারি। উঠতি চোর বালকের দল লাফিয়ে ঐ সব গাড়িতে উঠে গোছা গোছা তরিতরকারি ও সব্জী নাবিয়ে নেয়। সতর্ক গাড়োয়ান ও ড্রাইভার কেউ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এদের ধমকে ওঠে বটে, কিন্তু ঐ সব পলায়নপর ছোকরাদের পিছু পিছু ছুটে তাদের ধরতে কারও সাহস নেই। ও অবস্থাতে ফিরে এসে হয়তো তারা দেখবে যে লরীতে যা কিছু বাকি ছিল লুঠ হয়ে গিয়েছে। এই দুঃসাহসী ছোকরাদের দলে বাপ মা'য়ে খেদানো বালকদের মত ফুটপাতে জন্মানো সন্তানেরাও আছে। সারারাত তারা বড় বড় বাজারের বড় বড় খোলা ছাদে ঘুমিয়ে ভোর হবার আগে অভিযানে বেরোয়। বাজারের ভিতরকার কাঁচা মালের ব্যাপারীদের মধ্যে ও বাইরের বহু গৃহস্থ ঘরে তাদের বহু বাঁধা খদ্দের আছে। তারা এদের হাত থেকে বামাল কিনে এদেরই বিরুদ্ধে নিন্দামুখর হয়। এইসব বালক একটু বড় হলে পুরানো পাপীরা এদের পাকাপোক্ত চোর বানিয়ে তাদের অবয়ব পুষ্ট করে। ঐ ভাবে ওদেরকে কিছু পথ-কর বা টোল না দিয়ে সব্জীর গাড়িগুলির বাজারের পথে এগুবার উপায় নেই। ঐ সময়ে রাজপথে কোনও সিপাহী সান্ত্রী না থাকাতে তাদের এ বিষয়ে একটুমাত্রও ভয় ডর নেই।

এই সন্ধিক্ষণে দু'টি মানুষ আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে পথ চলছিল।

এদের একজনের চোখে এই দৃশ্য নূতন নয়। কিন্তু অপর ব্যক্তি এদেরকে বরদাস্ত করতে পারে না। সে খপ করে চাদরের মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে কুমড়া হাতে এক নভীস্ ছোকরাকে অতর্কিতে ধরে ফেললে। ঐ নভীস্ চোর বালক তখনও পর্যন্ত কি করে ধরা না পড়ে পালাতে হয় তা জানে না। ঐ বালক উঠতি চোরদের দলের কেউ না হওয়াতে তাকে উদ্ধার করার মাথা ব্যথা তাদের কারুর নেই। তারা এদেরকে ছদ্মবেশী পুলিশ বুঝে গলির পথে উধাও হয়। ওদের কেউ কেউ গ্যাস পোষ্টের আড়াল থেকে উঁকি দিতে থাকে।

'না না! এটা আমি তোমাদের কাউকে দেবো না' মধ্যবিত্ত সমাজের পিতৃহারা দরিদ্র মাতার দুলারী এখানকার অপদলের বাইরেকার ঐ বালক তার হাতের বড়ো লাল কুমড়োটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো, 'এটা লরীর ওপর থেকে আপনি গড়িয়ে পড়েছে। আমি নীচে থেকে ওটা কুড়িয়েছি। তোমরা কেউ ওটা নীচে ফেলো নি। আমি ঐ সামনের মাঠ কোঠাতে থাকি। পয়সার অভাবে তরকারি আমরা একদিনও কিনতে পারি না। এঁ্যা।

ঐ অপদলের দৃষ্টান্তানুগামী ঐ বালকের ভাগ্য এদিন ভালো ছিল। তা না হলে বামাল হাতে নিশ্চয়ই থানাতে নীত হতো। তারপর জেল খেটে ঐ উঠতি চোরদের চাইতে বড়ো চোর তাকে হতে হতো। ইনফরমার রামদীন ছুটে এসে র‍্যাপারের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সুরথ চৌধুরীকে নিবৃত্ত করে নিম্নস্বরে বললে—'যানে দিজিয়ে। ঝামেলা হোগা।' রামদীন তাদের ছোটবাবুকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা এখানে অন্য কাজে এসেছে। ঐ বালককে মুক্তি দিয়ে আবার ওদেরকে পথ চলতে দেখে ঐ উঠতি চোরের দল বোঝে যে ওরা তাহলে ছদ্মবেশী পুলিশ নয়। আড়াল থেকে ত্বরিত গতিতে বারহয়ে আবার তারা রাজপথে নৃত্য সুরু করে। এদের একজন পথ থেকে একটা ইঁটের টুকরা তুলে তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। এবার কিন্তু তারা ওদের এই অকাজে গুরুত্ব না দিয়ে আরও ভালো করে মাথা মুড়ে পথ চলতে থাকে। ততক্ষণে তাদের দৃষ্টি পড়েছে এক পথচারী ঝাঁকা মাথায় সব্জীওয়ালার দিকে। একটু আগে কুনুই-এর গুতা দিয়ে রামদীন সুরথ চৌধুরীকে ইসারা করে সেই লোককে দেখিয়ে দিয়েছে। ঠিক সেই সময় একদল টহলদারী সিপাহীকে সেইদিকে আসতে দেখে তারা প্রমাদ গুনলো।

তাদের ভয় এই যে ঐ সিপাহীরা সন্দেহক্রমে তাদেরকে পাকড়াও না করে। অবশ্য পরে তারা তাদেরকে চিনতে পেরে সেলাম করে বলবে—'হুজুর! মাপ করিয়ে। কিন্তু তাহলে তাদের সমস্ত পরিশ্রম এইদিন ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে।

একজন জমাদার তার তাঁবেদার সিপাহীদের ডিউটি টুটার পর এখান ওখান থেকে ডেকে তাদেরকে বিভিন্ন বিট্ থেকে তুলে একত্রে মার্চ করতে করতে থানায় ফিরছে। তাদের নেতা জমাদার হঠাৎ একজনকে সব্জী মাথাতে হন হন করে এগুতে দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালো। তার দেখাদেখি সাথী সিপাহীরাও সেখানে হন্ট্ করেছে। জমাদার সিপাহীদের এগিয়ে যেতে বলে ঐ লোকটির আগমনের অপেক্ষাতে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। চোর ধরার কৃতিত্ব কোনও ভাগীদার ব্যতিরেকে বোধ করি সে একাই নেবে। সব্জীর ঝুড়িবাহী জমাদারদের আবভাব লক্ষ্য করে বোধ হয় একটু বিব্রত বোধ করলো। একবার মনে হলো যে সে পিছন ফিরবো ফিরবো করছে। একবার সে পিছন দিকে কিছুটা ফিরেও ছিল। কিন্তু কি ভেবে সে এবার হন হন করে ঐ জমাদারের দিকেই এগিয়ে চললো।

'ক্যারে তুহর চুবড়ীমে ক্যা আছে?' ফিরতি পথের ঐ পরিশ্রান্ত জমাদার স্খলিত পদে পা' টেনে টেনে এগিয়ে এসে তরকারীর ঝুড়ি মাথায় ঐ পথচারীকে লক্ষ্য করে বললো, 'উসমে চুরি উরিকো মাল উল তো নেহিল বা! ক্যারে। তু রাস্তামে ঠক যাতে কাহে? সব কুছ বাত সাচ্চা সাচ্চা হামাকে বলো। নেহীতো তুকে হাম থানেমে পাকড়ে নিয়ে যাবে। হোথা এমন মার মারবে যে তু মরিয়ে যাবে। হাঁ—

সাব। হামে এক গরীবোয়েঁা সবজীয়া'কো মুটিয়া আছে। আরে! রাম রাম! চোর উর মে কেনো হোবে। হাম খান দানী গৃহস্থী আদমী', পুরানো শেয়ানা মুলকী রাম মাথার সাথে নাকটা আরও উঁচুতে তুলে কোমরের গিঁট থেকে একটা সিকি বার করতে করতে উত্তর দিলে, 'মহারাজ। কহে তো একঠো কুমড়া উমড়া উঠায় দেয়। বেগুন উগুন ভি দোঠে লেনে সেকথা। নেহিতো মেরি পাশ একঠো চৌহানী ভি হ্যায়। সার! তোনি দের হোযায় তো বাজরমে মেকো বৈঠনে যায়াগা না মিলবে।

স্থানীয় থানার অভিজ্ঞ তদারকী জমাদারজীর ইনসটিংট্—ঠিকই ভুরোমল সর্দারের প্রেরিত অপদলের নেতা মুলকজী'কে ঠিকই পাকড়াও করেছিল।

এই দিন রাত্রে জনৈক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে তারা একটা বড় কাম উম সারা করেছে। দলের লোকদের ভিন্ন ভিন্ন পথে এদিকে ওদিকে যন্ত্রপাতি সমেত সরিয়ে দিয়ে সে নিজে তরকারীর ঝুড়ির তলে গহনার বাক্স লুকিয়ে ভুরমল সর্দারের গোপন ডেরার দিকে ফিরছিল। সেই মূল গোপন আড্ডাবাড়ি দলের সকল সেয়ানা লোককেও দেখাবার নয়। থানার জমাদার রতন লাল সিং রাজপথে তাকে ঠিক সময়ে আটকেছে। কিন্তু সে মাঝ রাতে বাইরে ডিউটীতে বেরিয়ে ছিল। তাই দুদিকের [প্রথম ও শেষ রাত্র:] কোনও দিকেই তার ঘুম নেই। সারা রাত জেগে পথে পথে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন কাউকে পাকড়াও করে ঝামেলা বাধালে তা সারাদিন অব্যাহত চলবে। তখুনি তাকেই আবার তদন্তে অফিসরদের ঘটনাস্থলে আনতে হবে। বাঘের আর এখন রক্তের উপর স্পৃহা নেই। লাঠিটা তার বগলে পুরে একটু খেঁকরে সে বলে উঠলো—'হামকো বুরা বাত মাৎ বলো। তারপর ঐ মুটিয়ার মাথায় আনকরা নূতন ঝুড়ীটার দিকে সন্দিগ্ধভাবে সে তাকাতে থাকে।

'আরে। দেখনে মাঙতা তো দেখিয়ে সাব। হাম সব কুছ চিজ ফুটমে গিরায়ে?' বেশ ঝঁঝালো স্বরে মুলুক রাম তার মাথার ঝুড়ীটা রাস্তার উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'হুকুম হোয় তো একদম সব কুছ ফুটকো পর গিরায় দেয়? নেহী তো দুসরী কুছ হুকুম হোয় তো ওভি বোলে। হামে লোক কোহী চোর চোট্টা নেহী আছে। দেরীমে বাজার যায়ে তো বহুৎ লোকসান। হাঁ—

একজন সাধারণ ঝাঁকা মুটিয়ার মুখে এতো চোখা চোখা বুলি শুনে এই অভিজ্ঞ সিপাহীজীর আরও বেশী সন্দেহ হওয়া উচিত। কিন্তু তার অবসন্ন দেহ মন অতো শতো বুঝতে চাইলে না। 'ভাগ হিঁয়াসে বদমাস।. উড্ডু!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জমাদার তাকে গাল পেড়ে জলদী ভাগতে বলে। পক্কা শেয়ানা মুলকী রামের ভাগ্য ভালো যে ওদিন সে বামাল সমেত ওর হাতে ধরা পড়লো না। কিন্তু ঐ জমাদারের নসীবও কম ভালো ছিল না! সে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো যে তার পিছন দু'জন চাকুবাজ বডিগার্ড চতুর্দিকে দৃষ্টি রেখে আছে। সিঁদেল চোর চূড়ামণি অতো হীরে জহরৎ ও অলঙ্কার সহজে হারাবার পাত্র নয়। আগে ভাগে সাথী সিপাহীদের বিদায় দেওয়ার প্রতিফল জমাদারজী ভালোই পেতো।

মুলুকরামজী হন হন করে কোমর বেঁকিয়ে বোঝার ভারে দুলে দুলে যেন বাজারের দিকে সবজী নিয়ে ছুটে চলেছে। কিন্তু সে হঠাৎ এ মোড় ঘুরে একটা বড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। চতুর্দিকের লোকে ভাবে যে সে বুঝি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে তরকারী বেচে। একজন নামকরা ব্যবসায়ী ধনী লোক ঐ বাড়ি থেকে বার হয়ে মোটরে উঠছিল। হঠাৎ সেখানে পবিচিত মুলুকরামজী এলে তারা উভয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে নিলে। এর পর সেই বাড়ির মালিক প্রসিদ্ধ জহুরী ঝঙ্করমল বাবুর আর বাইরে যাওয়া হয় না। ড্রাইভারের সিটে ব'সে তার নিরীহ ড্রাইভার ভাবে যে তার বাবুর টাটকা সব্জির উপর তো আচ্ছা লোভ। একটু পরে চৌর উপসর্দার মুলুকরাম গুন গুন করে গান করতে করতে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মাথাতে তার তখন সেই সব্জীর ঝুড়ীটা নেই। রাস্তায় সদ্য বার হওয়া একটা রিক্সা গাড়ী থামিয়ে জবরদস্তী তাতে উঠে বসে সে রিক্সা বাহককে হুমকী দিয়ে হুকুম দিলে—খবরদার! চলো হো সিধা শান্তিভাঙা।' শান্তিভাঙা রাস্তার নামে রিক্সাওয়ালা সন্দিগ্ধভাবে আরোহীর দিকে একবার চেয়ে দেখে। একবার সে মনে করে যে সে বলবে এখন সে গ্যারেজে যাবে। কিন্তু তাকে রাত্রে রিক্সা টানার কাজে পথে বের হতে হয়। একটু ভেবে সে রিক্সাসমেত শান্তিভাঙার বাড়ির দিকে দৌড দিলে। কিছুক্ষণ অবিরাম চলে আরোহীর নির্দেশে সে একটা গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। ঐ গলি এতো সরু যে তাতে রিক্সা আবার ঢোকে না। আরোহী তার প্রাপ্য একটা সিকির বদলে একটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিলে। তারপর ইসারাতে তাকে থামতে বলে গলির মধ্যে ঢুকলো। রিক্সাওয়ালার ভয় ঐ লোক বুঝি এবার কোনও চোরাই মাল তার রিক্সাতে তুলবে। একবার এজন্যে বিনা দোষে সে জেল খেটে এসেছে! পুলিশ তাকে মাল সমেত গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে তার পিছনে পিছনে আসা মালিক উধাও। সে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে রিক্সা সমেত সামনের দিকে দৌড় দেয়। কিন্তু এই খানে সে একটা মস্ত ভুল করে। ফলে, এর ফল পেতে তার দেরী হয় নি।

'বাবুজীকো বেগর হুকুমতমে ভাগো তুম। সালো! উল্লুকো পাঠা। বেয়াকুব,' এধার ওধারে অপেক্ষমান কয়জন লাল গেঞ্জি ও লুঙ্গিপরা লোক ছুরি হাতে এগিয়ে এসে তাকে বললে, 'সালো! আদমী তু না চিনোত?

পয়সা তেরা কমতি মিলি ? উনে আনে-তক তুকো ঠহরণে হোবে। কমসে কম বিশী আদমী উনকো তাঁবে। বিশোয়া বালা মুলুকী বাবুকো নাম তুম না শুনো ? ক্যা ! জান কা পারেয়া তু না করো ?

মোগল যুগের বিশহাজারী ·মনসবদারীর মতো এই বাবু ভুয়োমল সর্দারের বিশোয়া আদমী ধালা মুলুকরাম বাবু বিশজন আদমীর নায়ক। এমনি বহু বিশোয়া আদমীবালা উপসর্দার ভুরোমল সর্দারের অধীনে কর্মরত। দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আমের মত এদেরও মজলিসি খাস ও মজলিসি আম আছে। এতো তত্ত্বকথা দূরে পানের দোকানে কোকেন দেওয়া পান খেতে রত দুজন ছেঁড়া কম্বল মুড়ী দেওয়া মুসাফির মানুষ ভালো করে জানে ও বোঝে। ওরা পানের সাথে কোকেন না নিলে ভূরোমলের বিশ্বস্ত প্রজা ঐ পান বিক্রেতা এতোক্ষণ এদের শত্রু বুঝে হৈ চৈ স্বরু করতো। তাই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে সাদা গুঁড়া সওদা করতে হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ঐ রিক্সা বাহক নাথুলারামের ওদের ঐ সব আভ্যন্তরিক সংগঠনের বিষয় জানবার কথা নয়।

রিক্সা সমেত তাকেও ঐখানে জীবন্ত দগ্ধ করে দেবার মত মানুষ এরা। সময় মত রিক্সার মালিককে অর্থ ও ঐ রিক্সা তার খাটালে না পৌঁছে দিলে গালি খেতে হবে। তার মত লাইসেন্সবিহীন রিক্সা বাহকের হাতে তাহলে মালিক অন্যদিন আর রিক্সা দেবে না। রিক্সাওয়ালা এই সব ভাবে ও তার চোখ থেকে গালে জল গড়ায়। কিন্তু—দস্যুদের ধারালো ছুরির চক চকে ফলার দিকে তাকিয়ে সে ঐ একই স্থানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামদীন সাহু ও স্বরথ চৌধুরী কোকেন দেওয়া ও না দেওয়া পান দুটো স্ব স্ব মুখে পুরে সামনের ঐ সুতোর মত সরু গলিটার দিকে বারে বারে তাকাতে থাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় এক বিরাটকায় পুরুষও কিছু দূরে তার একটা পুরানো মোটর গাড়ির জানালাতে মুখ বাড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে। অঢেল মনোবলে বলী রামদীন পর্যন্ত তাকে দেখে এবার ভীত হয়ে উঠল। তার মুখখানা পাংশু বর্ণ করে সে ভাবে যে, সে তার ছোট বাবুর জানটা এখন বাঁচাবে কি করে। তাকে বিশ্বাস করে তার মুরুব্বী বড়বাবু ছোটবাবুকে তার হাতে সঁপে দিয়েছে। সে দৌড়ে পালিয়ে এই আপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিশ্চয়ই সক্ষম। এখনও তার হাতের ও পায়ের অঢেল শক্তি। কিন্তু পলায়নের রীতিনীতিতে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ছোট দারোগা

বাবুকে রক্ত লোলুপ সাক্ষাৎ এক শমনের মুখে ফেলে রেখে সে শুধু নিজে আত্মরক্ষা করে কি করে? তার জীবন পণ এই যে জীবন থাকতে তার জিম্মি ছোটবাবুকে সে বিপদে পড়তে দেবে না।

নূতন সস্তা কিছু কম্বল বোঝাই পুরনো নড়বড়ে একটা মোটর গাড়ীতে ড্রাইভারের পাশে স্বয়ং ভুরোমল সর্দার তুলোভরা জামদানী জামা ও আভিজাত্য বাচক তসরের একরঙা ফুলানো মোটা লুঙ্গি পরে বসে আছে। এই মোটর গাড়িখানা এবার ডট্‌ডট্‌ শব্দে ব্যাক করে ঠিক রামদীন শাহু ও সুরথ চৌধুরীব সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভুরোমল ওপারের সঙ্কীর্ণ গলির মুখে দাঁড়ানো দলের কয়জন ডিউটীওলা পাহারাদারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তাবপর সে মুখ ফিরিয়ে ঐ আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তীব্র-দৃষ্টি হানলো।

সেই মান্ধাতা আমলের পুরাতন মডেলের মোটর গাড়িটা রামদীন শাহুর অচেনা নয়। ভুরোমলজী স্বয়ং রাত্রে অভিসাবে বার হলে এই মোটর গাড়িখানা ব্যবহার করে থাকেন। এই গাড়িতে করে চুরির পর চোরাই মালও দ্রুতগতিতে পাচার হয়। গৃহস্থের বাড়ির সম্মুখে বিকল হওয়ার ছুতাতে খট্‌খট্‌ শব্দে ওরা তা মেরামত কবে। মোটর মেরামতির ঐ উচ্চ খট্‌খট্‌ শব্দ ও মোটর থেকে হুস হাস গ্যাসের ভটভট শব্দের আওতাতে ঐ মোটব গাড়িব আড়ালে অবস্থিত গৃহস্থবাড়ির দেয়াল থেকে উত্থিত সিঁদকাঠির ও সাবলের আঘাতের আওয়াজ শ্রুত হয় না। এমন কি পুলিশের টহলদারী সিপাহীরা পর্যন্ত পথে বিপদে পড়া ঐ বিকল মোটর গাড়ির আরোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। তারা তাদের সাথে কথা বলে পরে তার পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রামদীন মোটর গাড়িটি দেখে তা চিনে তার আরোহীর উপস্থিতি অনুমান করে ছিল। সে তার মনের ত্রস্থ ভাব সাবধানে দমন করে উহার আরোহী ভুরোমলজীর দিকে তাকাতে থাকে। বিপদ এসে যাওয়ার পর ধৈর্যহারা না হয়ে তার সম্মুখীন হওয়াই ভালো। মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখলে উদ্ধার পাবার একটা না একটা পথ পাওয়া যাবেই। কারণ যতোবড়ই শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান কেউ হোক না কেন প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে একটা দুর্বলতম ক্ষণভঙ্গুর স্থান থাকে। তার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এখন তার এই দুর্বল স্থানটিকে তাকে বিদ্যুৎ গতিতে খুঁজে বার করতে হবে।

কেয়া বাত? এঁ্যা! কৌন্ তুলোক? হামারা মহল্লামে আওত্। সচ্চা না ভনো তে কোতল হোও। আউর তুলোক কুত্তাকো মাফিক মরো', ভুরোমল সর্দার সন্দিগ্ধ ও সেই সাথে ক্রুদ্ধ হয়ে তার আগুনের ভাঁটার মত গোল গোল চোখ দুটোতে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'মুর্দা বানকে ম্যান হোলকে নীচে যানে না চাহো তো সব কুচ সাচ্চা ভনো। বদমাস! হামার আখোঁকে ফাঁকি দেবে তু'লোক। তুলোকসে হাম কুছো কমতি বদমাস আছে?

মালিক! সমঝে কি মে লোক মুসাফির থোড়াই আছে', রামদীন শাহু মুড়ী দেওয়া ছেড়া কম্বলের ফাঁকে শুধু নাকটা বার করে ভুরোমল সর্দারের দিকে সাহস করে একটু এগিয়ে এসে খানদানী কায়দাতে তাকে কুর্নিশ করে উত্তর করলে, 'মালিক কো পাশ হামানের ঝুটা কহনে ক্যা ফয়দা? আপ্ হামাদের মালিককো 'মালিক আছে। মালিক! হাম জরুর এক শেয়ানা আদমী। লেকেন মেরি সাথী এক [নভিস] রঙরুটি আছে। রহমন সর্দারকো দুষমন আউর আপকো দোস্ত বড় মিয়া কো হাম লোক লায়েকী আদমী। আসলি বাত আপসে মে লোকের ছিপানে ক্যা কাম? জনাব! ইধারি ঠাণ্ডিমে মে লোকের অভি তো বহুৎ কষ্ট্। দোঠে নয়া কম্বল দোয়া করে দেয় তো হাম লোক বাঁচে। কোকেন খা'কর কোহী কিসমসে দেহ মে লোক গরম রাখে। আভি আপকো হুদ্দো ছোড়ে কাঁহা কোকেন মিলে? শালে! নয়া থানাদারকো জুলুমমে উধার সব কুছ বন্ধ। হুকুম হোয়ে তো বড় মীয়া সাবকে ছোড়িয়ে আপকো সেবামে রহুঁ। উহা ঠিকসে হামাদের শিখছা না হোয়। ওহীবাস্তে মে লোক ঘড়ী ঘড়ী পুলিশনে পাকড় যাউঁ।

সুরথ চৌধুরীর ভাগ্যগুণে রামদীন শাহুর ঐসব অপরাধীজন সুলভ বিশ্বাসযোগ্য আদব কায়দা ও বচন ভঙ্গিমাতে ভুরোমল সর্দার আশাতীত ভাবে বিভ্রান্ত হয়। ওদিকে তাড়াতাড়ি সে বাজারে কম্বল পাঠাতে ব্যস্ত। পানের দোকানের পার্শ্বে তার ছোট্ট কম্বলের কারখানা। অপরাধীদের পক্ষে উহা সদা পরিত্যাজ্য এক অদ্ভুত স্বভাবের পরিচায়ক। সেই কারখানাতে তার কখানা কম্বল বোনা তাঁত ও লোম হতে সুতা তৈরীর কল। সেগুলি ক'জন বেতনভোগী তাঁতীর রক্ষণাবেক্ষণে রাখা আছে। ক'দিন আগে কোনও এক দুর্বোধ্য কারণে সে এক পড়ুয়া বাঙালিয়া গৃহস্থীয়া যুবককে এনে সেখানে আশ্রয়ে দিয়েছে। কারণ, প্রথমে সে জেনেছে যে ঐ যুবক সাধারণ

কোনও এক অপরাধী মানুষ নয়। দ্বিতীয়তঃ তার এক পালিতা লেড়কীর জন্যে ওরূপ এক গৃহস্থীয়া পাত্রের সন্ধান করাও তার মনের বাসনা। সেই কলেজিয়া যুবক স্বদেশীয়া আসামী হওয়াতে তার আশ্রয় প্রার্থী। তাই সে ঐ তরুণকে তার টিনের ছাউনি ও টিনের দেওয়ালের ছোট কারখানা ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। ফলে, ঐ কারখানা ঘর সুদৃশ্য ভাবে নূতন রঙে রাঙা। ভূরোমল সর্দারের আশ্রিত ঐ বাঙালী পড়াকু লেড়কা এখানে কিছুকাল অজ্ঞাত বাস করবে। সে জানে যে অন্তত এরূপ কোনো স্থানে পুলিশ তাকে সন্ধান করবে না। আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে এখানে আশ্রয় নিলেও ফেরারী সেই তরুণ ঐ কক্ষটিকে পরিশ্রম করে সুশ্রী করে তুলেছিল। আজ আর অপরাধী সমাজে কারুর অজানা নয় যে ভূরোমল বাবুর পালিতা এক ঘরিয়ালা মেইয়্যা আছে। বিরোধী দলের সর্দার রহমনিযার শত্রুতা তার ঐ ঘরয়ালা লেডকী সম্পর্কীত কেচ্ছা স্ব-সজামে জানাজানি হওয়ার পর মান-অপমানের ভয় ও লজ্জা সরম ভুলে ভূরোমল 'জী বরং এবিষয়ে এখন বেপরোয়া। ভূরমল 'জী কিন্তু নিজের পাপ ব্যবসায়ের পাপ সম্বন্ধে সচেতন। তাই পাপেব উপার্জিত এক কপর্দকও তার ঐ পেয়ারে লেডকীর ভরণ-পোষণে সে ব্যয় করতে চায় না। তাই সে নিজেও এতাবৎকাল দিনের আলোয় কখনও তার ঐ পেয়ারে লেডকীর সাথে দেখা করে না। কারণ, তার ধারণা পাপীদের পাপ সহ্য হলেও পুণ্যবানদের তা সয় না। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থে তাকে ভরণ-পোষণ করার ইচ্ছায় সে এই কম্বলের ছোট কারখানা চৌদ্দ বৎসর পূর্বে তৈরী করেছে। তার ঐ অনূঢ়া কন্যার ভরণ-পোষণে ঠিক যে'টুকু অর্থ প্রয়োজন তদতিরিক্ত মূল্যের বস্তু এখানে তৈরী হয় না। কারণ, অন্যভাবে উপার্জিত ধারণাতীত অর্থ তার অধিকারে আছে। চৌদ্দ বৎসরের পুরাতন এই দ্বৈত্ব ব্যক্তিত্বের বিপাকে পড়ে তার মন এবিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত। এই গৃহশিল্পের সাথে তার পাপের ডেরার কারুর কোনও সম্পর্ক নেই। তার কন্যার সাথে দেখা করার পূর্বে ঐস্থানে কিছুক্ষণ বসে সে নিজেকে যতদূর সম্ভব ভদ্রস্থ করে তুলে। তারপর সে ভদ্র পল্লীর এক বাটীতে তার কন্যার সাথে [সপ্তাহে একদিন] দেখা করে আসে। তারপর তার মূল আস্তানায় ফিরে এক কোটাই সরাব পানের পর প্রকৃতিস্থ হয়ে তার কাজকর্মে মন দেয়। সম্প্রতি তার ঐ নূতন রুচি-শীল আশ্রিত ব্যক্তি এই স্থানটিকে উন্নত ও

সুশ্রী করেছে। তদ্‌কর্তৃক উন্নত ঐ সুশ্রী শিল্পাশ্রমে গমন মাত্র তার গৃহস্থলী ভাব আরও তড়িৎ গতিতে এসে যায়। ফলে, তাকে বারে বারে তার ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজকর্মে অনুপযুক্ত করে তুলছিল। মোহে পড়ে সে রীতি ও নীতিবিরুদ্ধভাবে সেই যুবককে মধ্যে মধ্যে তার মূল আড্ডাতেও নিয়ে যায়।

'সর্দারের পোষা জীব'—রজত বাবুকে আড্ডা বাড়ীতে নেওয়া দলের লোক পছন্দ করে না। কিন্তু দুধর্ষ ভূরোমল জীর উপর কথা বলার সাহস কারুর নেই।

উপদেশের মত কোনও পরিবেশ কিংবা বস্তু বা ঘটনাও বাক্‌-প্রয়োগের [সাজেস্‌সন] স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষকে প্রভাবান্বিত করে। এই বিপাকে পড়ে জাত-শেয়ানা-মন্য ভূরোমলের মনের স্থূল বৃত্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই সুযোগে তার সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে সতেজ হয়ে উঠে। এভাবে কোনও অপরাধী ক্ষণিকের জন্যেও [অপরাধ-বিরাম অবস্থা বা লুসিড্‌ ইণ্টারভ্যাল] নিরাপরাধীদের মত সহজ মানুষ হয়ে উঠলে সে আর অপরাধী থাকে না। ফলে, তাদের আদি মনুষ্য গোষ্ঠি ও জীবজন্তু সুলভ দিব্য-দৃষ্টি ও উগ্র বোধ শক্তিসমূহ ঐ সময়ে সাময়িক ভাবে তারা হারিয়ে ফেলে। তাই বোধ হয় দুর্দান্ত প্রকৃতির ভূরোমল সর্দার এযাত্রা ঐ আগন্তুকদ্বয়ের স্বরূপ চিনতে তাদের প্রতি অতো মনোযোগী হয় নি। তার স্বাভাবিক অবস্থায় তার শ্যেন চক্ষুর দৃষ্টি হতে এদের অব্যাহতি পাবার কথা নয়। ভূরোমল সর্দারের কমনীয়তায় রামদীন ইনফরমারও কম আশ্চর্য হয় নি।

অপদল সর্দার ভূরোমলবাবু বারকতক এদিক ওদিক চেয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে দুটো নূতন কম্বল তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো—এবে শালে ভাগ্‌। রামদীন ইনফরমার বুকের ধুক ধুকুনী সত্বেও খুশীতে ভরপুর হয়ে কম্বল দুটো লুফে নিয়ে উত্তর করলো—'জী'হুজুর। সে দিকে আর না তাকিয়ে ভূরোমল সর্দার তার ড্রাইভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করলো। রামদীনের নিজের দল ছেড়ে তার দলে ঢুকার প্রস্তাব তার ভালো লাগে নি। এর পর ভূরোমলজী আপন মনে গজ গজ করতে করতে বললো—'দল ছোড়নে বালে লোক কভি কামাকো লায়েক না হোতী। বেইমান আপনা দল ছোড়কে হামার দলে আসবে। শালে! কমবখত। তোবা। তোবা। আরে! ক্যা দেখোত্‌ রব্বানী। আভি সিধা চোল্‌।' সর্দারের হুকুমে

ড্রাইভারজী মোটর গাড়ীটি এবার সবেগে সমুখের দিকে চালিয়ে দিলে। কিরূপ এক মূর্তিমান মৃত্যুর মুখ হতে তারা এ যাত্রায় রক্ষা পেলো তা নভীস দারোগা সুরথ চৌধুরীর ধারণারও বাইরে। সুরথবাবু শেষক্ষণ পর্যন্ত এতে কোনও ভয়ের আমেজ পায় নি। কিন্তু ঐ ভয়ের কারণ দূরীভূত হওয়া মাত্র রামদীন নিদারুণ ভয়ে তখন অভিভূত। এতক্ষণ ধরে ঠেকিয়ে রাখা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। শুধু খোদার দয়াতে মৃত্যু নিশ্চিত বুঝেও এতক্ষণ সে ভেঙে না পড়ে তার স্নায়ুর শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে ছিল।

'সাব! ডাকু লোক দান করকে সাধু বনে। ধীরে ধীরে ভুরমলের হালত'ভী হামার মত হোবে'—বহুলাংশে নিশ্চিন্ত হয়ে জোর-কদমে পথ চলতে চলতে একদা পুবাতন পাপী কিন্তু বর্তমানে সাধু আদমী রামদীন সাহুই সুরথ চৌধুরীকে বললে, 'সাব! শালেকো কাম উম দেখত্ আউর উনকো বাত আপ শুনোত্। চুরী উরী আউর দান উন এক সাথে হোয়? বাঁশ আউর বাঁশী এক সাথে কভি না রহে। কারখানা বনাকে কাম করে তো উনকো চুরিমে ক্যা কাম? লেকেন—ইধারো পাল্লা ভারী হোয়ে তো উধারো পাল্লা উপরে আয়ে। ব্যস! উনকো বাদে সর্দারজী বিলকুল ক্ষতম। উনকোভি ঠিকী হামারী হালত হোবে। সাব! চোরো কো পিছু ঘুমতি ঘুমতি ফিন মেবে ভি আদত খারাপ হোতি! কুসঙ্গ ইয়ে সুসঙ্গ চোরকো সাধু আউর সাধুকো চোর বনা দেতি। দিদি'কে পাত্তা মিলে যায়ে তো এহী মেরে শেষ কাম। লেকেন খুকি দিদি'কো উনকো পিতাজীসে মিলানে বাদ আপকো উপরে হামার একঠো বড়ীয়া আর্জি থাকবে। হ্যাঁ"—[কথাটা বলেই সে তা চেপে যায়।]

ভয়ের জায়গায় ভয়ের কথা শুনালে লোকে ভয় পায়। সেই স্থান থেকে দূরে এসে সুরথবাবু সেই কথা শুনেছেন। তাই সেই কথা শুনে সুরথবাবু শুধু কৌতূহলী হন। বিপদ কতদূব ছিল—তা তার ধারণার বাইরে। সে সম্বন্ধে সামান্য ধারণা থাকলে ভয়ে তার কাঁপুনি আসত। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার মানুষ বস্তী সমাকীর্ণ মধ্য-কলকাতার খবর রাখে না। তাই শহরের এতো অনাসৃষ্টি তার বিশ্বাসের বাইরে। কিন্তু সেখানে এখন জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘ। জল থেকে স্থলে এসে তারা অন্য বিপদের সম্মুখীন হলো। উর্ধতন ও অধস্তন—এই উভয় পৃথিবীই তাদের পথে এখন সমান বিপজ্জনক।

উভয়ে এবার বড় রাস্তায় এসে কথাবার্তা বন্ধ করে সেখানকার অবস্থা পরিদৃষ্টে থ' হয়ে দাঁড়ায়। বোতল ভাঙা কাঁচের ও ইঁটের টুকরোতে রাজপথ ভর্তি। বোতল-হারা গরীব পান বিক্রেতারা সেখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। একটু আগে তাদের দোকানগুলো লুঠ করে বোতল রূপ হাতিয়ার সংগ্রহ করা হলো। রাজপথে কয়েকটা ত্রিবর্ণপতাকা পড়ে থাকতে দেখে বুঝা যায় যে একটু আগে আইন ভঙ্গকারীদের একটা শোভাযাত্রা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়া হাওয়াতে উড়ে তখনও লোকের দম বন্ধ করে দেয়। পুলিশ স্বদেশী নেতাদের গ্রেপ্তার করে তাদেরকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করবার পর সেখানে তখন ক্রুদ্ধ জনতার ভীড়। সেই স্থানের অবস্থা না জেনে ঐ পথে মোটর বাইকে হেড কোয়ার্টাসের য়ুরোপীয় ইনেস্পেকটর হেনরী ফোর্ড সাহেব আসছিল। অনিয়ন্ত্রিত নেতৃবিহীন ক্রুদ্ধ জনতা তাকে সেখানে একাকী পেয়ে ঘিরে ফেলেছে। ছদ্মবেশী দারোগা সুরথ চৌধুরী তাকে ঐ অবস্থা হতে উদ্ধার করবার কোনও উপায় খুঁজে পায় না। রামদীন কিন্তু ততক্ষণে থানাতে টেলিফোন করবার জন্যে পাশের একটা বাটীতে ঢুকে পড়েছে।

'এই! তুমকো একবার গান্ধীজী জয়—বোলনে হোগা', জনতার কিছু লোক ইনেস্পেক্টর ফোর্ড সাহেবকে ঘিরে ধরে আদেশ করে, 'আপকো এক দফে বোলনে হোগা গান্ধীজীকো জয়'। 'নেহী! হাম কভি নেহী একদফে বোলবে গান্ধীজীকো জয়', [জনতার একজন অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে—'ক্যা। উনকো নাম তুম নেহী বোলেগা'] 'নেহী নেহী', উপস্থিত ক্রুদ্ধ জনতাকে এবার পুরাপুরি মারমুখী করে তুলে য়ুরোপীয় ইনেস্পেক্টর ফোর্ড সাহেব চেঁচিয়ে উঠে 'নেহী। কভি নেহী। হাম একদফে ওহী নাম নেহী বোলেগা। হাম বিশ দফে বোলবে গান্ধীমহারাজ কী জয়। বোলত রহ হামার সাথ সবকোই—গান্ধীমহারাজ কি! জয়। মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।

ঐ ইংরাজ সাহেবের স্বরে সুর মিলিয়ে সমবেত জনতা সেই একই ভাবে মহাত্মাজীর নাম তুলে চীৎকার করে উঠে। ততক্ষণে কর্তব্যপরায়ণ রামদীন শাহুও টেলিফোনে সংবাদ পাঠিয়ে সুরথ বাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পর সে জনতার সাথে চীৎকার করে বলতে সুরু করে দিয়েছে—'বলো! মহাত্মা গান্ধীজী'কো জয়'। একবার সুরথ চৌধুরীরও মনে হয় যে

ছাত্রাবস্থার দিনগুলির মত সেও একবার ঐ ভাবে জয়ধ্বনি দেয়। কিন্তু এক্ষণে তার ঐ মন্ত্রে অধিকার বিহীন মন মহাত্মার নাম নিয়ে অভিনয় করতে সায় দেয় না। সমবেত খুশ মেজাজী জনতার হাসি ঠাট্টার মধ্যে চরকীর মত মোটর বাইকে বার কতক ঘুরে এক ফাঁকে বুদ্ধিমান ইংরাজ ইনেস্পেকটর ফোর্ড সাহেব ভোঁ করে জনতার এক দুর্বল অংশের মধ্য দিয়ে স্পিড্ দিযে বার হয়ে অক্ষত শরীবে উধাও হয়ে গেলো। ঠিক পবমুহূর্তেই টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে দুই ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র শান্ত্রী দল পিছন দিক হতে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

দলবদ্ধ পুলিশের সম্মুখে জনতা ততক্ষণে পড়ি মরি করে অলি গলি দিয়ে দৌড় দিয়েছে। ট্রাক হতে নেমে কযেকজন শান্ত্রী তাদের পিছনে ছুটে ব্যাটন পেটা করলো। সেদিন শহরের কয়েদীদের হাজতগুলিতে আর তিল ধারনের স্থান না থাকাতে অধিক গ্রেপ্তাব করা বারণ। সেখানে তখন এক রামদীন ও সুরথ চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নেই। একজন গোরা সার্জেণ্ট ডাণ্ডা তুলে তাদেরও পিটতে সেই দিকে ছুটে এলো। তাদেরকে আত্মপরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় নি। একজন উর্ধতন ইংরাজ রাজপুরুষ এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে ওদের সম্মুখে দাঁড়ায়।

কৌন হামলোককে টেলিফোঁক কিয়া? তুহোর মালুম হায় তো মেকো জলদী কহো', সেই ইংরাজ বড সাহেব এবার শান্ত মূর্তিধারণ করে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হামলোক উনকে এহী বাস্তে কমসে কম পঞ্চাশ রুপেয়া বখশিশ দেবে। কোহী লোক্যাল পুলিশ বালা ঐসিবখৎ হিঁয়া নেহী থে?

সাব! থানেকো ইয়ে ছোটবাবু টেলিফোঁক কর দিয়া। আউর কোউন হিঁয়াসে টেলিফোন করেগা? আপ লোককো তরফমে মদত দেনে বালে ইহা কোন আদমী মিলেগা', রামদীন ইনফরমার এই সুযোগে থানার ছোটা দারোগা সুরথ বাবুকে দেখিয়ে বললে, 'ইনে বাবু উস বখৎ নেহী রহে তো সর্জেণ্ট সাবকো জীওন না বাঁচে। বহুৎ হিম্মতোমে থানেকো ছোট বাবু উনলোক'কে হটালে।

য়ুরোপীয় বড় সাহেব এইরূপই একটা কিছু আশা করেছিলেন। 'তাদের পক্ষে যে একজনও ভারতীয় নেই'—সেই সম্বন্ধে এই সাহেবও দ্বিমত নন। নেঙটা ফকীর গান্ধিজী এদেশের মানুষ মাত্রকে যাদু করে ফেলেছে। সাহেব তার মাথার লৌহ হেলমট সোজা করে বসান। তার পর দুপাশের বাড়ী-

গুলির ছাদের দিকে তাকান। না। সেখানে কেউ ইট হাতে দাঁড়িয়ে নেই। তাবপর তিনি সুরথ বাবুকে উদ্দেশ করে কথা কহেন।

বাবু! হাম খোদ কমিশনর সাহেবকো আপকো এহী হিম্মতি বালা কামকো বাড়ে বোলবে', হেডকোয়ার্টার্সের ইংরাজ উর্ধ্বতন বড়ো সাহেব একজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর মুখে দারোগা সুরথ চৌধুরীর সাহসিকতাপূর্ণ কর্তব্য কাজের প্রমাণ পেয়ে ঘটনা স্থলেই তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বললেন, আপকো হাম একশো রুপেয়া রিওয়ার্ড দিলায় দেবে, আউর আপকো সার্ভিস বুকমে গুড্ সার্ভিস মার্ক লিখাবে। আচ্ছা! তাহলে অফিসর। গুড্বাই।

সাহেব ভারতীয়দের মতই স্বদেশ প্রেমিক। নিজের দেশের প্রতি তার অনেক কর্তব্য। এখুনি ফিরে অন্য কোনও স্থানে ছুটতে হতে পারে। তাই এখানে দেরী করা সমীচীন নয়। তিনি সুরথ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেন— 'সে থানা পর্যন্ত তাদের গাড়ীতে লিফ্ট চায় কিনা! কিন্তু সুরথবাবু ইসারায় তাঁকে জানালো যে তার সেখানে অন্য কাজ আছে। অগত্যা সাহেবকে সদলে ফিরে যেতে হয়।

'সাব! যানে দিয়ে শালে সাহেবকো হিঁয়াসে। উনলোককো কয়রোজ বাদে হিন্দুস্থান'ভী ছোড়ীয়ে যানে হোবে', দূরের ফিরতি মুখী পুলিশের ডিজিল তেলের লরীগুলি হতে উড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে ঘৃণার সাথে দৃষ্টিপাত করে রামদীন সুরথ চৌধুরীকে বললে, শালে লোক কুছ ইনাম আপকো দেয় তো আচ্ছাই হোয়। বিলাইতমে কমতি রুপেয়া যায়ে। কোম্পানীকো মাল দরিয়ামে ডাল। আরে! গুরুমশাইকো মারণে ক্যা ফয়দা। এক গুরুমশাই যায়ে তো দুসরা গুরুমশাই আয়ে। লেকেন পিতা'জী মরে তো উনে ফিন কেইসেন আয়ে। [জনৈক পুত্রের উক্তি হইতে] আলতু ফালতু জেনানা লেড়কা বালে বিদেশীয়েঁকো নাহী মারনে চাহী। হাম লোককো আভি করনে চাহী উন লোকোকো সরকার ইয়ে গভর্ণমেণ্টকো খত্তম। মহাত্মাজীনে হাম লোককো ওসীবাড়ে ঠিক রাস্তা বাতলায়ে হুঁ।

সুরথ চৌধুরী কিন্তু তখন অন্য এক জাগতিক তত্ত্ব ভাবতে সুরু করেছে। জনতার বে-আইনী কাজ পুলিশকে বে-আইনী ভাবে রুখতে শেখানো হচ্ছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পুলিশকে আজকে একটু আসকারা দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। ফলে, তাদের গলার বাঁধনের দড়ি শুধু লম্বা নয় বেশ একটু আলগাও

করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুরথ চৌধুরীর ভয় যে উভয় পক্ষের এই অভ্যাস দেশ স্বাধীন হবার পরও থেকে যাবে। তাতে, নাগরিকদের স্থায়ী নিরাপত্তা ও মর্যাদা বোধের হানি হবে। ফলে তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতিও ব্যাহত হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র ও স্বাধীন জাতির পক্ষে তা মঙ্গলকর হবে না। তার চেয়ে কতিপয় ব্যক্তির সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশ স্বাধীন হলে এই অভ্যাস জনতা বা পুলিশে সংক্রামিত হতে পারতো না। দেশ স্বাধীন হওয়া তো এখনো সুদূরপরাহত এক স্বপ্নমাত্র। সুরথ চৌধুরী এই বিষয়ে স্বপ্ন দেখে আর অনেক কিছু ভাবে।

বর্তমান অবস্থায় উর্দি পরে একাকী পথে বেরুলে জনতার তীব্র রোষে মৃত্যু। বে উর্দিতে বেরুলে দলবদ্ধ সহকর্মীদের কবলে বারে বারে নিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা। এ দুঃসহ অবস্থায় কুমারী পারুল রানীর বাড়ীতে একটু গল্পস্বল্প করে ক্লান্ত মনকে হালকা করা যেতো। কিন্তু সেখানে যাওয়া তার পক্ষে এখন আরও বিপজ্জনক। তার বিপথগামী বন্ধু রজত মল্লিক তার বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেখানে কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে তা কে জানে? অন্য দিকে ওদের দুয়ারে বড়বাবুর চর মোতায়েন থাকাও অসম্ভব নয়।

সমগ্র ভারতীয় জাতি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় আজ উন্মাদ। এই জাতীয় উন্মাদনা ব্যক্তির উন্মাদনের ন্যায় কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীকালীন লুসিড ইনটারভ্যাল [উন্মাদনা বিরাম] দেখা যায়। এরা মধ্যে মধ্যে কিছুদিন নীরব থাকবে। তার পর আবার কখনও হিংসার পথে কখনও অহিংসভাবে চলতেই থাকবে। এইভাবে তাকে চাকরীর জীবনের ত্রিশটি বছর কাটাতে হবে। তাদের জীবনভোর আমোদ প্রমোদ লোক লৌকিকতা সবই বাতিল। প্রয়োজনমত—কর্তব্যসাধনে সুরথ চৌধুরী কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। ততক্ষণে এলাকাতে এখানে ওখানে রাজনৈতিক দাঙ্গা সুরু হয়ে গিয়েছে। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের কবল হতে আত্মরক্ষা করে থানাতে ফেরা এখন দুরূহ। সেই সুযোগে রামদীন সুরথবাবুকে তার বাড়ীতে কিছুক্ষণ আশ্রয় নিতে বলে।

অব্যক্ত মানসিক ক্লান্তি এড়ানোর জন্যে রামদীন শাহুর তাকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ তার মন্দ লাগে নি। যে দুরূহ কার্যে তারা বেরিয়েছে তা এতো শীঘ্র সমাধা হবার নয়। তাই আরও দেরীতে থানাতে ফিরলে কোনও প্রশ্ন

উঠবে না। উপরন্তু বড়বাবুকে খুশী করার মত তাদের কাছে সংবাদও রয়েছে। ভোরের অভিযান তাদের সফল হয়েছে। এক দস্যুকে ফলো করে ভুরোমলের মূল আড্ডা তারা খুঁজে পেয়েছে। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়—উভয় কারণে ভুরোমলকে বড়বাবুর বড় প্রয়োজন। তারা উভয়ে ঐ এলাকায় ঠাকুর গলির মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু সেখানেও ততক্ষণে অপর এক খণ্ড যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। তিড়িঙ তিড়িঙ করে লাফাতে লাফাতে ছোকরার দল ইঁট ও পটকা ছুঁড়ে গলিতে ঢোকে। ওদিকে বে-আইনী জনতা ভঙ্গকারী শান্ত্রীদল পট্‌পট্‌ করে গুলি ছুঁড়ে। অসহায় গুলি ছোঁড়ে আর অসহায় সেখানে মরে। কিন্তু তখনও ওরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছিল। তাই ওর আওয়াজের সাথে তখনও ওদের কেউ ভূমিতে পড়ে নি। এবার ছোকরাদের দল ভাবে যে পুলিশ তাহলে দেশ উদ্ধারের কাজে তাদের দলে এলো। কারণ, তাদের জাতভাই দেশীয় পুলিশের কাছে তাদের অনেক আশা। কিন্তু তারা জানে না যে উর্ধতনদের অন্য আদেশ পেলে ঐ গুলি কঠোর নিয়মতন্ত্রের অধীন পুলিশের বন্দুকের মুখে মৃত্যুদায়ী বুলেটে পরিণত হবে। সুরথ চৌধুরী ঘাবড়ে গিয়ে বিপদ মুক্ত হতে নিরাপদ স্থানের সন্ধান করে। তারা আত্মরক্ষার্থে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। কয়বার গুলি হতে রক্ষা পেতে উভয়ে গৃহস্থ বাড়ির বন্ধ দুয়ারের সুমুখের স্বল্প পরিসর খাঁজে আশ্রয় নিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে বোঝে যে ভয় দেখাবার জন্যে কর্তৃপক্ষের এ ফাঁকা আওয়াজ করার আদেশ। অযথা নরহত্যা করতে স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে সভ্য দেশের সভ্য পুলিশ চাইবে কেন? দুঃখের বিষয় এই যে অহিংসার মূর্তিমান প্রতীক মহত্মাজীর মূল অহিংস নীতি তাঁর স্বেচ্ছাসেবকরা কঠোর ভাবে মেনে চললেও শিক্ষা ও দীক্ষাবিহীন স্থানীয় জনতা তা এখনও বুঝে না। এদের এ বিষয় প্রচারের দ্বারা শিক্ষিত করে তুলতে আরও বহু সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিটি নির্বিষ সাপকেও সবিষ সাপ মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ। উপরন্তু এখানে শত্রুরা চিনে ও বন্ধুরা না চিনে তাদের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। তাই রামদীন ইনফরমার ও সুরথ চৌধুরী তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষার্থে রামদীনের স্থাপিত ঐ সুদৃশ্য মন্দির ভবনে ঢুকে পড়ে। তার এই কয়ঘণ্টা থানা হতে অনুপস্থিত হওয়ার মধ্যে প্রশেসন ভঙ্গের ব্যাপারে এলাকাতে এতো গোলমাল। থানাতে ফিরে এই বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ে ঐ মন্দিরের ভিতরে বিশ্রাম নেওয়াই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে।

এই নাতিদীর্ঘ বট বৃক্ষাশ্রয়ী চকচকে সুদৃশ্য মন্দিরের ভিতরটা আরও সুন্দর। রঙিন মোজেক টালির সাহায্যে মন্দিরের মেঝে ও দেওয়ালের কিছু অংশ মোড়া। দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরথ চৌধুরী তাহার স্বল্পপরিসর গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে বাইরে উঁকি দিলে। ততক্ষণে রাজপথে পুলিশের সাথে জনতার লুকোচুরি খেলা সুরু হয়ে গিয়েছে। দূরে পুলিশের ট্রাক দেখা মাত্র জনতা ইঁদুরের মত গলিতে ঢোকে। কিন্তু ওরা সরে গেলে তারা ফিরে এসে পুনরায় ধেই ধেই করে নৃত্য সুরু করে। বড়োরা উত্তেজনার অবসানে সম্বিত ফিরে পেয়ে স্নানাহার্থে গৃহে ফিরেছে। তাদের স্থান এবার অবুঝ ও অবোধ পথচারী বালকদের দ্বারা গৃহীত। তখনও চতুর্দিকের বাড়িগুলির বারান্দা ও ছাদে গ্যালারীর দর্শকের মত খণ্ড যুদ্ধ দর্শনে আগ্রহী ভযাতুব নিস্পৃহ নরনারী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। পরিশেষে—বৃথা অপেক্ষা করেও সেই অসম যুদ্ধ না দেখতে পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে তারা এবার দলে দলে কক্ষাভিমুখী। ওদের কেউ কেউ পুলিশের হাতের টিপের উপর বিশ্বাস না থাকাতে বাইরের জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে তারই স্বল্প ফাঁকে কৌতূহলী চোখে পথের দিকে তাকিয়ে। এদের অনেকেরই অন্তরে বর্তমানে মাত্র রক্ত দর্শনে রূপান্তরিত আদিম প্রদমিত রক্তপান স্পৃহা পরোক্ষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সুরথ চৌধুরীর নাগরিক জীবনে ও পুলিশি জীবনে দেখা এই সব দৃশ্যের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু এই কদিনের পরিবেশগত অভ্যাস তার দৃষ্টিকোণ বহুলাংশে বদলে দিয়েছে। কাল তার কাছে যা সত্য ছিল তাই তার কাছে আজ মিথ্যা মনে হতে থাকে।

'আভি থানামে লোটনেমে ক্যা কাম হৈ'?—এই বলে বিগ্রহের সম্মুখ হতে কিছু পুষ্প বিল্বপত্র ও চরণামৃত তুলে রামদীন তা সুরথ চৌধুরীকে দেবার জন্য এগিয়ে আসে। সুরথ চৌধুরীকে ডাক দিয়ে তার হারানো সম্বিত ফিরিয়ে এনে তার হাতে ভক্তি ভরে সেগুলো তুলে দিয়ে ইনফরমার রামদীন শাহু বললে, 'থোড়ী প্রসাদী মিঠাই উঠাই ভি আপকো হিঙ্গা করতে হবে। সাব! এহী দেবতাকো দয়ামে হামে লোক আজ বাঁচে গেলো। সামনে দেখিয়ে হামার মা'জী'কো তসবীর। সমজে কি উনেভি হামারা এক দেবী আছে। উনেকো গদীমে হামার খুকুদিদিকো ভি দেখ লিয়ে।

ওইরূপ একটি যুগ্ম ছোটো ফটো চিত্র অর্ধেক রুমালে ঢাকা অবস্থাতে

সুরথ চৌধুরী বড়বাবুর টেবিলে দেখেছে। কিন্তু এখানকার এই ফটোখানি এনলার্জ করা বেশ বড়ো ফটো। রামদিন ফটোর দিকে তাকায়। আর চোখের কয় ফোঁটা জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। রামদীন শাহু তাড়াতাড়ি তা মুছে সেই স্থান হতে পাশের ঘরে গেল। কিন্তু তার স্থানত্যাগ বেশীক্ষণের জন্যে নয়। একটু পরে সে তার ছোটবাবুর জন্যে এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে উপস্থিত। নিজের ঘরের গরুর দুধ সে আজ তার ছোটবাবুকে খাওয়াবে। খুকুদিদির জন্যে ছোটবাবুকে তার একদিন প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য সে এখন থেকেই তাকে তোয়াজ করতে সুরু করেছে। তাকে তার পছন্দ হওয়াতে দেবতার কাছে এর মধ্যে সে মানতও করেছে।

মন্দিরের জানালার ফাঁকে দেখা যায় মন্দির সংলগ্ন একখণ্ড কাঁটা তার ঘেরা জমীন। কয়েকটা হাত গাড়ী ও রিক্সা গাড়ী সেখানে দাঁড় করানো রয়েছে। রামদীন শাহুর কয়েকটি গরু ও মহিষ মন্দিরের পিছনে বট গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লেজের ঝাপটা মেরে পিঠের মাছি তাড়াচ্ছে। একটা কাঠবেড়ালী ওদের পিঠের উপর দিয়ে গাছে উঠে গাছ বেয়ে ডালের উপরে উঠে পড়ে। মন্দিরের চাতালে একটা বিড়াল মিউ মিউ করে ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে পিছন ফিরে সুরথ চৌধুরী দেখে যে মন্দিরের গবাক্ষের মধ্য দিয়ে শ্বেত হস্তীর শুঁড়ের মত কুণ্ডলীকৃত আলোক রশ্মি বিগ্রহের উপর পড়ে তাকে অপরূপ শোভাতে শোভিত করে তুলেছে। ভারতীয় বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সমন্বয়কারী দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্ত পূজারী রামদীন মুখে ব্যোম ব্যোম শব্দ তুলে সেই সময় সুরথবাবুর জন্যে রূপার রেকাবে করে কিছু প্রসাদী মিঠাই হাতে সেখানে এসে দাঁড়ালো।

রামদীন আজ দেবতার নামে মহন্তজনোচিত সুখভোগের অধিকারী। তার এই একক সংসারে তার পুরানো দিনের চৌর্য জীবনের অভাবের বদলে প্রাচুর্যের সমাবেশ। এই সুন্দর স্বচ্ছল জীবনের মোহে তার পূর্বকালীন চৌর্য জীবন সম্পর্কিত চিন্তার আজ স্থান নেই। কিন্তু পৃথিবীতে সৎ বা অসৎ কোনও পদার্থই কখনও সম্পূর্ণরূপে হারায় না। তা ক্ষয়ে কমে যায় বা চাপা পড়ে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে তা জেগে ওঠে। তার ঐ পূর্ব স্পৃহা তার অন্তরের মধ্যে কতোটা নীচে তলানো আছে তা কে জানে? এখন বারে বারে আবার চোর ও পুলিশের সংস্পর্শে এসে তার অন্তরের সেই

লুকনো বীজ মনের প্রতিরোধ শক্তি রূপ মাটি ধীরে ধীরে অপসারণ করে উপরে উঠে অঙ্কুরিত হয়ে তার পোতা ঐ বট বৃক্ষের মত তাকে পুনরায় পূর্বের মত এক উৎকট অপরাধী করে তোলে।

সাত

মহানগরীর শান্তিডাঙ্গা বস্তীর দু'নম্বর সড়কের শেষ মুখে একটা বস্তী-গ্রাম। যতদূর দৃষ্টি পড়ে শুধু খোলার নীচু ছাউনী বা টিনের ঘর। পুরানো ভাঙা টিনের ও ছাঁচি বেড়ার ও মাটির দেওয়ালের ফাঁকগুলি এদের গবাক্ষের কাজ করে। অপরিসর আঁকা বাঁকা পথ ও তার সরু শাখা প্রশাখা বস্তীর বুক চিরে এদিক ওদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। দুই পাশের ঘরগুলোর নীচু ছাউনি পথের দুই পাশ ঢেকে দেওয়ায় সেগুলো দিনের আলোতেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সরু সরু পথগুলো এই বস্তীর ড্রেনের কাজও করে থাকে। ময়লা জল ও ভাতের ফেন গড়িয়ে গড়িয়ে বহু দূরের বড় ড্রেনে এসে পড়ে। তাই এই ময়লা জলের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলবার জন্যে একটা করে শেওয়ালা ধরা ইঁট পাতা।

এই গহন বস্তীর মাঝ বরাবর একখানা বাড়ীতে কোনও রেওয়ত নেই। তার ষোলো খানি ঘরই বাড়ীওয়ালা বাবু ভুরমলজী জনশূন্য রেখেছে। কিন্তু রেওয়ত না থাকলেও সেখানকার কোনও ঘর খালি নেই। সেখানকার প্রতিটি ঘর কাঠ কুটো বড় বড় মাটির জালা হাঁড়িকুড়ি ও ইটের টুকরাতে বোঝাই। প্রয়োজন হলে সেখানে মূল্যবান দ্রব্য রাখা হয়। সেই সাথে সেখানে মানুষ লুকিয়ে থাকে। পর্বত পরিমাণ জিনিস সরিয়ে সেই বাড়িখানা তল্লাস করতে অন্ততঃ একমাস সময় লাগবে। ঐ বাড়ীর একমাত্র সদর দুয়ারে সকল সময়ে একটা বৃহদাকার তালা ঝুলানো। তবুও সেই বাড়ীর ভেতর থেকে মধ্যে মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের ফিসফাস আওয়াজ শোনা যায়। এর প্রকৃত অর্থ বস্তীর ভালো ও মন্দ মানুষদের ভালো করে জানা আছে। তাই, তাদের কেউই এই সব বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করে না। এমন কি তারা ঐ বাড়ির কোনও বিষয়ে আলোচনা করতেও রাজী নয়। জনপ্রবাদ এই যে, ঐ বাড়িটা থেকে তাদের অপকার না হয়ে উপকারই

হবে। অথচ সেখানকার অধিকাংশ মানুষই সেই বাড়ীর মরচে ধরা তালাটা কখনও খোলাবস্থায় দেখতে পায় না।

সেই বাড়ির শেষ দিকে লাগোয়া একটা বাড়ির একটা অন্ধকার-প্রায় ঘরে ডিবে জ্বেলে ছিনতাই রাধুর [রক্ষিতা] ঘরণী রুক্মিনী একটা ছেঁড়া চেটাই-এর উপর একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে চাপিয়ে তখনো শুয়ে আছে। ওদের ডান পাশের বাড়ির একটা ঘরে একজন ঝাঁকা মুটে চটা ওঠা মেঝেয় তখনও উবু হয়ে বসে গাঁজার কলকে ফুঁকছে। শীতের রাত্রে গরম হবার জন্যে মাটির ভাঁড়ে তাড়ী খেতে খেতে কয়েকজন পুরানো চোর তাদের নপুংসক ঘরণীদের সাথে কলহে লিপ্ত। কোনও বাড়ি হতে চাপড় ও কিলের আওয়াজের সাথে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসে। কোথাও উভয় পক্ষের কর্কশ হুঙ্কার ও ঝঙ্কার শোনা যায়। হঠাৎ বস্তী বাড়িগুলির বাসিন্দা মানুষরা সন্ত্রস্ত হয়ে চুপ মেরে গেলো। তারা সেই তালা বন্ধ বড়ো বাড়ির ভিতরে ঝুপ ঝাপ আওয়াজ শুনেছে। তারা কান খাড়া করে সেখানে ভুড়ুক ভড়ুক শব্দের সাথে [কথোপকথনের] ফিসফাস ধ্বনিও শোনে। তাদের এখন আর একটু শব্দ পর্যন্ত করতে সাহস হয় না। ততক্ষণে তারা নিঃসাড় ও শব্দহীন হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপুনি শীতের রাত্রে রৌদ্রতাপ বঞ্চিত ঘিঞ্জি বাড়ির হিমশীতল ঘরগুলিতে তারা লেপ কাঁথা ও কম্বল মুড়ী দিয়ে শুয়ে পড়ে। বহু বছর আগে ঐ বাড়ী হতে ভেসে আসা অদ্ভুত শব্দ থেকে উদ্ভুত গল্পকে কেন্দ্র করে বস্তীবাসীদের মধ্যে ওই আচরণের প্রচলন হয়। কালক্রমে এইটে বিস্তীর্ণ বস্তীর এই অংশের একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে।

বাইরের [সভ্য] মানুষদের কাছে এই বাড়িটা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। তাদের ধারণা ওখানে কেউ ঢুকলে সে আর সেখান হতে বেরুবে না। সেখানকার বস্তীবাসীদের কাছেও এই বাড়ি ছিল তেমনি ভীতিপ্রদ স্থান। সাহস করে তারা এর ভিতর কখনও প্রবেশ করে নি। রাত্রিতে ঐ বাড়ির দিকে সাহস করে তারা তাকাতেও পারে না। রাতে ওদের কেউ ডেরাতে ফিরলে নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এসে সদর দুয়ারে টাঙানো চামসে ছেঁড়া চটের পর্দা চট্ করে সরিয়ে নিজ নিজ কক্ষে ঢুকে পড়ে। পরদিন সকাল হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে আর বাইরে বেরোয় না। তবে—এই দুর্ভোগ এদেরকে মাত্র সপ্তাহে একটা রাত্র ভোগ করতে হয়। এমনিভাবে বস্তু

বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও দিন এখানকার গরীব মানুষরা এই বাড়ীর রহস্য ভেদ করার কোনও চেষ্টা করে নি। ওদিকে, কিন্তু, নিয়মিতভাবে জমির খাজনা ও করপোরেশনের ট্যাক্স যথাসময়ে যথাস্থানে জমা পড়ে। কার পক্ষে কে তা দিয়ে যায় তার খবর কেউ রাখে না।

ঝুপ ঝুপ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িতে হড়্ হড়্ ঘড় ঘড় শব্দ শুনা গেল। সেখানে জড়ো করে রাখা বড়ো বড়ো খালি ড্রামের ওপর কারা পা দিলে। কিছু পরে সেই বাড়ীর একটা বড়ো ঘরের ছাদ ফুঁড়ে ছাড়া ছাড়া পাতলা ধোঁয়া বেরুতে থাকে। সেই বস্তীর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে সেই ভুড়ুক ভড়ুক প্রতিশব্দ এবার বাইরে থেকেও শোনা যায়। কিন্তু এতো সব দেখবার বা শুনবার জন্যে সারা বাড়ীতে তখন জনপ্রাণীও জেগে নেই। কেউ জেগে উঠে নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে এলে তা দেখে ও শুনতে পায়! কিন্তু সেই অপরাধে সে বারে বারে খোদার নাম নিয়ে তখুনি আবার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

অমাবস্যার রাত্রে দুটোর পর সেই বাড়ির মধ্যে এক বড়ো ঘরে বহু লোক জড় হয়েছে। রাত্রিতে এরা সেই বাড়ীতে ঢুকে পরের রাত্রে বার হয়ে যাবে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওখানে কেউ আসে না। পক্ষান্তরে অমাবস্যার নিশীথে এদের এখানে আনাগোনা। বস্তীবাসীরা তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা রেওয়াজ মত এই সময়ে ঘরের বাইরে আসে না। এই ভাবে কাজকর্মে তাদেরকে তারা সুযোগ করে দেয়। এই বিষয়ে তাই ওই নিশাচরদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

প্রৌঢ় সর্দার ভূরোমল যথারীতি বাদশাহী চালে রাত্রে এখানে দরবারে বসেছে। নড়নড়ে তক্তোপোষের উপরে পাতা ছেঁড়া চেটাইতে বসে তুলা বার করা ময়লা বালিশে হেলান দিয়ে চণ্ডুর পিতল বাঁধানো বোমা পাইপ মুখে তুলে সাকরেদদের দিকে এবার সে মুখ ফেরালো। ঘাড় ছাঁটা কালো গেঞ্জি ও ময়লা লুঙ্গী পরা ছোকরার দল সর্দারের হুকুমে একটা করে হুক্কার নল তাদের নিজের নিজের মুখে লাগিয়ে নিলে। এদের কারও কারও হাতের চেটোতে তখনও মাটির গুঁড়া লাগানো। একটু আগে তারা ভাঙা ড্রামগুলোর তলাতে কী সব গেড়ে এসে তারপর এখানে বসেছে। তাই তখনও তাদের হাতগুলো থেকে শুকনো মাটির গুঁড়োগুলো ঝরে পড়ে

নি। বিশ্রী চেহারার চোয়াড়ে ধরণের মানুষগুলো সেখানে একটা রোমাঞ্চক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একজন মাত্র ভদ্রবেশী লোক সেখানে অন্যদের সাথে মাটির ছেঁড়া চেটাইতে বসে নি। তক্তপোষের একটা কোণে সর্দারের কাছাকাছি সে বসেছিল। অনুজ্জ্বল আলোকে তার মুখ ভালো করে দেখা না গেলেও তার মুখে কোনও চোয়াড়ে ভাব ছিলনা।

'হামারা নয়া বালা লেড়কা রজতবাবু তুলোককে মদত দেবে। লেকেন— হামার বাদ তুকো মালিক কোন বানবে উ' এক খোদা জানে', এদের এই খাস জমায়েতে রজত বাবুকে আনার কৈফিয়ৎস্বরূপ সর্দার দলের লোকদের বললে, 'চুরী উরীমে হামে লোক কো জেওর 'কা সাথে কভি কভি দো একঠো পিস্তল 'ভি মিলে যায়ে। দেশো 'কো কামে এহী বাবু ওহী চিজ মুলনে মাঙছে। আরে! দেশপ্রেম তো আদর্শয়েঁাকো ক্ষেত্রেমে এক কিসিম পুতুলুয়া পূজা হৈ! দেশ দেশ কহকে ইলোক দুনিয়ামে কেতনি জুলুম বাজায়ে। হাম লোকসে ওত'না লোকসান কাঁহা হুয়ে? এ বাবু ব্রিটিশনে ভগানে হামাদের ভি মদত মাঙছে। আরে! দুনিয়ামে কোন কিসকো কব কাহাসে ভাগায়। যব টাইম হোয় তো উনলোক ভি যায়ে। "হামার রাস্তা বামে উনার রাস্তা ডাইনে। হামলোক এক সাথে কেইসেন কাম করে। আরে! কুহ রোজ বাদ সারা দুনিয়া এক হো যায়ে। হামলোক দুনিয়া এক কোরনে বালা আদমী। হামলোককা হর দেশোমে ওহী একীহী কাম। স্বদেশীয়া বিপ্লবী বালা'কো পথ দুসরী হ্যায়। হামাদের উনাদের পথ-ওউর মত উনে কোহী কিসমসে এক করনে চাহে। লেকেন— হামাদের উনাদের কাম ওউর মত ফরাক রোহেই যাবে', এই বাবুকো তুলোক ঠিকসে পছন রাখো। হামাদের ইনেকো মদতকো জরুরত হোনে শেথতি। ইনকো কহতি কি দোকান বানাও। উহাঁ তাঁত বৈঠাও। সাধী করকে ঘর বানাও। গৃহস্থিয়াসে হাম লোককো ক্যা কাম,'? মেরা কারখানাকেবাড়ে উনকো মেরে জরুরত আছে। বস—

এতো তত্ত্বকথা দলের সাকরেদদের বোধগম্য হয় না। তবু মোহমুগ্ধ বোকার দল মাথা নেড়ে তাতে সায় দেয়। সর্দারের ওপর তাদের অঢেল বিশ্বাস। সর্দারের এটা একটা নূতন কায়দা বুঝে তারা রজতবাবুকে বারে বারে দেখতে থাকে।

'ক্যা! হামারে সব কোহী ভাঁয়োলোগ জমায়েত মে, আগয়া? কোহী

গরহাজীর না আছে', চতুর্দিকে চেয়ে উপস্থিত মানুষদের মাথাগুলো গুনে নিয়ে ভূরোমলজী বললে, 'আচ্ছা! যানে দেও ওহী আলতু ফালতু বাত। এহী জমায়েতমে তুঁহো লোককো দুসরা কুছু হামে বোলবে। একঠো হলপ লেনে হোবে কি মেরে শিখানে হুয়ে কামের কায়দা ছোড়ে দুসরী ওস্তাদের কায়দা নেহী লেবে। ওহী আচ্ছা 'ভি হোয় ত ভি উহো লেনে নাহী চাহি। ক্যা? মঞ্জুর! হামে মজলিসের হয় শেয়ানার দিলের বাত শুননে মাঙছে।

সর্দারের এই জমায়েৎ খাসে উপস্থিত মানুষগুলো সকলেই পাকাপোক্ত চোর, এদের মধ্যে বে-শেয়ানা কেউ ছিল না। মুহুর্মুহু কায়দা বদলানো তাদেরও পছন্দ নয়। তাদের মনে এখন প্রশ্ন এই—'তাহলে সর্দার তাদের এই পাতালপুরীতে একজন বাবু আমদানী করে নিজেই এই রীতি ভাঙলেন কেন? এদের একজন সাহসী ব্যক্তি এই বিষয়ে সর্দারকে প্রশ্নও করে বসলো।

'হাঁ হাঁ। এ' বাত তুলোক মে'কো পূছতে পারে', সর্দার ভূরোমল সতর্ক হয়ে সাকরেদদের সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে বললে, 'এহী বঙ্গালী বাবুভি কুছ রোজ জেলমে থাকছে। বাবু স্বদেশীয়া কামমে কয়দফে পাকোড় গয়ে থে। মামুলী চোর চোট্টা উনে থোড়াই আছে। আভি এক মামলামে ফাঁসা গিয়ে ফেরারী আসামী হুয়েছে। মদত মাঙনে বালাকে মদত জরুর দিতে হোবে। ইসমে হিম্মতি বালে পুলিশনে হামেলোক না ডরে। মাল টুটানোরে [বিক্রয়] সুবিধার জন্যে ইনকে হামি নয়া রাস্তা'মে জহরত দুকানের মালিক বনাবে। আভি উনে মে'কো কম্বল কারখানাকা দেখ ভাল করতে রহে। পুলিশকো ধোঁকা দেনে ওহী দো কারবার এলাকামে রাখতে হোবে। তুলোক এক এক আদমী ওহী দুকান পছন করে আসবে। হাঁ—'

ভূরোমল সর্দার রাজনৈতিক নেতার মতো তার দল ঠিক রাখতে তাদেরকে যাই বোঝাক না কেন প্রকৃতপক্ষে সে তার আশ্রয়প্রার্থী ঐ যুবককে অপকর্মে নিযুক্ত করতে চায় নি। এই সুশ্রী শিক্ষিত যুবককে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাকে দিয়ে ভালো করে কারখানা ও একটি জুয়েলারীর দোকান সে গড়ে তুলতে চায়। প্রকৃত বিষয় তাদেরকে না জানিয়ে সর্দার তাদেরকে কথার যাদুতে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারখানার যা কিছু খরচ খরচা তা [এদের ধারণায়] সর্দারের

নিজের হিস্যা থেকে বহন করা হয়। তাই এই বিষয় তার দলের লোকদের খুব বেশী প্রতিবাদ করারও কিছুই নেই।

ভুরোমল ওস্তাদ শহরের পুরানো পাপীদের এই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের অবিসংবাদী সর্দার। সাকরেদদের মধ্যে বাঙ্গালী নেপালী বোম্বাই-ই মাদ্রাজী সব জাতের লোক আছে। এটি এদের প্রধান আড্ডা হলেও আড্ডা এদের একটি নয়। কোলকাতা ও হাওড়া শহরের বস্তীতে বস্তীতে এদের বহু ছোট বড়ো আড্ডা আছে। তবে, চোরাই মালের যা কিছু সম্ভার তা এইখানে মাটির নীচে পুতে রাখা হয়। আজ এই নিশীথ রাতের জমায়েতে মাত্র বাছা বাছা শেয়ানারা সর্দারের আহ্বানে উপস্থিত হয়েছে। সারারাত ও পরদিন সারাদিন এইখানেতে বদমাসরা থাকবে। শেষ রাতে এরা একে একে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন ছোট বস্তীতে ছড়িয়ে পড়বে। মাত্র—তাদের ঐ প্রৌঢ় সর্দার সাহেব তার পরে এখানে থেকে যাবে।

জমায়েতে জমা হওয়া পরগাছা মানুষগুলো মধ্যবিত্ত সমাজের এই মানুষটীর আড্ডা ঘরে অনুপ্রবেশ খুউব সুনজরে দেখে নি। কিন্তু সর্দারের উপর তাদের সীমাহীন আদিমযুগীয় বিশ্বাস। তাদের ধারণা সর্দারের তাদের জন্যে কোনও কল্যাণকর সাধু উদ্দেশ্য আছে। চোরাই মাল পাচার ও বিক্রয়ে ও পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে এবং সদস্যদের মামলা লড়তে ও তাদের জন্য জামানতের ব্যবস্থাতে সর্দার এমন বহু দুর্বোধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। সেই বিষয়ে সর্দারকে জবাবদিহি করাবার তাদের কোনও হুক্ নেই। এতোক্ষণ তাই সর্দারকে তারা এই লোকটি সম্পর্কে বেশী প্রশ্ন করে নি। কিন্তু চতুর সর্দারকে দলের মর‍্যাল [যৌথ-আনুগত্য] রক্ষার্থে বাকচাতুর্যে এদেরকে মোহিত করে রাখতে হয়। সর্দারের পক্ষে দলের লোকের মনোভাব বুঝতে দেরী হয় নি। হিসেবী সর্দার এই প্রথম বাধ্য হয়ে এই মধ্যবিত্ত মানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। তার দলের সাথীদের ধোকা দিয়ে খুশী করতে মুখে সে যা কিছুই বলুক না কেন? ওকে পোষ মানিয়ে নিজেদের মত করে মানুষ করা তার ইচ্ছা নয়। ব্যবসায়ের জমার খাতার বাইরে তার মনের খাতাও আছে। সেই মনের খাতার পাতাতে ঐ যুবক তার পৃথক হিসাব।

সর্দার দলের সদস্যদের কাছে খাতাপত্র খুলে ঐ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে। পরে সর্দার পরবর্তী ব্যয়সমূহ তাদের দ্বারা মঞ্জুর করিয়ে নেয়। এবারে প্রাপ্য হিস্যা ও দলীয় বিরোধ সম্পর্কিত কোনও

অভিযোগ ছিল না। তাই বিচারের কাজে সর্দারকে বেশী সময় নষ্ট করতে হয় না। ভূরোমল সর্দারকে এবার তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে মন দিতে হবে। কিন্তু—এখানে রজতবাবুকে সর্দারের বড়ো বেমানান মনে হয়।

'বাবুসাব! ইহা আনেকো বখত্ থোড়ী পোষাক বদল করতে উচিত ছিল। এতনি সফেদা পোষাক দেখ কর ইলোককো সুবা আতি। ইহা টুটা ফাটা স্বলীন উর্দি পিনকে আনে চাহি—আপকো ইবাত হাম নেহি বাতায়ে। এহী তো হামারি কসুর হ্যায়। সর্দার বিপ্লবী যুবক রজত মল্লিকের প্রতি একটা স্নেহসূচক দৃষ্টি হেনে বললে, 'আচ্ছা! আভি যন্ত্র উন্ত্র পূজা হোবার দেরী আছে। ইবার ইখানে থোড়ী ভজন উজন গানো গাওয়া ও কহনী কহেলা হোবে।'

সঙ্গীত পরিবেশনার্থে এদের কোনও ঢোল বা ডুগী তবলার প্রয়োজন নেই। তারা বগল বাজিয়ে, উরুত চাপড়ে, তালুদেশে শব্দ করে ঐকতান সৃষ্টি করতে সক্ষম। নিমেষের মধ্যে সর্দারের ইঙ্গিতে দলের কয়জন ঐকতানের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন সুরু করে দিলে। বিপ্লবী দলের স্লোগান প্রস্তুতকারী কথাশিল্পী রজত মল্লিকের কাছে পরম অর্থবাহী ঐ সঙ্গীতমালা এক পরম বিস্ময়। ফেরারী আসামী রজত মল্লিক হতবাক হয়ে এদের ওই জীবন সঙ্গীতের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

আরে! দো জড়া যাওত চলি
লেটত আওত মে—
তব তক্ তু না রহত
এ বাত মে জানে।
নন্দলালা চোর বালা
মেরে হামালা—
খানা দানা রেইশ করনা
ছোড়ত্ মে না জানা।

ঐ অপূর্ব সঙ্গীত দুইটিতে অপরাধীদের জীবন সঙ্গীতই গীত হতে থাকে। দুই শীত তথা দু'বছর চলে যাবে। দু'বছর পরে আমি জেল থেকে ফিরবো। ওয়ি চোরের ঘরনী। ততো দিন পর্যন্ত তুমি আমার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে না। এই নিছক সত্যটি তোমার মতো আমারও জানা আছে। ওগো চোরের আদুরে ঘরনী। আমার বহু হামলা তুমি সহ্য করো। যেমন ইচ্ছে

তুমি জীবন ভোগ করো। কিন্তু তুমি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ করো না। এইখানে চোরদের বহু বাঞ্ছিত হুল্লোড় তথা অরিগীর'ও ইঙ্গিত আছে। হুল্লোড় বা অরিগী বিভিন্ন বয়সী নরনারীর কামড়া কামড়ি ও খিমচা খিমচীর এক নাটকীয় উৎসব। নিম্নশ্রেণীর অপরাধী সমাজে তার প্রচলন থাকলেও ভুরোমল সর্দারের আদেশে তা উচ্চশ্রেণীর এই খানদানী অপরাধীরা বহুকাল আগে ত্যাগ করেছে। বর্তমানে তাদের উৎসবে সঙ্গীতের মধ্যে ঐ সাবেকী প্রথার কিছু কিছু শুধু আভাষ পাওয়া যায়।

সঙ্গীত পরিবেশনের পর উপদেশমূলক কহনী তথা এদের উপযোগী সারমন্ বলার রীতি। সর্দারকে বহু শিক্ষাপ্রদ গল্প এদের শুনিয়ে এদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। [কহনী বলা এদের এই উৎসবের ধর্মীয় অঙ্গ] তা না হলে সর্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাও অসম্ভব নয়। বিদ্রোহের একমাত্র পরিণতি সর্দারের মৃত্যু। এইরূপ এক গল্পের অবতারণা করলে এদের যা কিছু বিরূপতা তা বিলকুল শুধরে যাবে। কথক ঠাকুরের মত আসন পীড়িতে বসে সম্মুখের জলচৌকীতে হাতের কনুই রেখে ভুরোমল সর্দার এবার একটি কহনীয়া সুরু করে।

'মতিয়া জিলামে মহুয়া গাঁও কহকে একটা গ্রাম আছে। ইখানে একঠো গরীবোঁয়ো আদমীর এক লেড়কা ছিল। একরোজ উনেকে ধোঁকা দিয়ে এক বদমাস দো'শো রূপেয়া কর্জ নিলে। [বুড়বাক ঔউর হুঁসিয়ারোকো লড়াই—জনৈক শ্রোতার উক্তি] কুছ রোজ বাদে ঐ বুড়বাক আদমী ঐ টাকা ফিরতি চাইলে সে তা তামাম অস্বীকার করলে। [ইতো বেইমানী—অন্যজনের উক্তি] উসকো বাদে ঐ বুড়বাক আদমী পঞ্চায়েতকো পাশে নালিশ উলিশ জানালে। লেকেন উনে পাশ প্রমাণ উমান তো কুচ্ছু ছিলো না। তোখোন সে বললো কি তার কহনী মিথ্যে হোবে তো তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হোবে। উনে বুড়বাক কুঠিমে লোটে ঔউর দেখে উনকো পুত্র তো মর গয়ে। ইসমে উনকো কহনী বিলকুল ঝুটা প্রমাণিত হুয়ে। তব উনে পুঁত্রোকো মুর্দা ক্রোড়েমে লিয়ে রোনে রোনে ভগবানকে ডাকে আউর বোলে —'ভগবান! হাম তো বিলকুল সাচ্চা বোলা। লেকেন মেরে লেড়কা কাহে মর গয়ে'। থোড়ীবাদ দেখা গয়া কি কাজলী রেশনী চমক দে'কী আঁধার বনাকী শয়তান মহারাজ সেখানে আসিয়ে গেলো। ভগবান উগবান কোহী না এলো। দাঁতি'মে আপনা জিহ্বা কাটকে খুন নিকালকে নখো

উঠায়কে আপনা ছাতি জখম করকে শয়তান মহারাজ বুড়বাক বাবুকে বোললো—'ভাইয়েঁা! ভগবানকো রাজতো বহুত রোজ খতম হোয়। দুনিয়ামে এখোন হামার রাজ চলছে। তুমি সবো কুছ সাচ্চা বোলছে ওহী রাস্তে তুহোর লেড়কা মরছে। কাহে বোলা উনে তুমসে দু'শো রূপেয়া কর্জ নিলো। তুহোর ঝুটা কহকে বোলনে চাহী যে উনে তু'সে দো হাজার রূপেয়া কর্জ নিলে। ফিন যা কর পঞ্চায়েতকো তুহর বলনে চাহী কি উনে দোশো নেহী দু হাজার রূপেয়া তুসে কর্জ নিলে। এহী ঝুটা বাত বোলনেমে সাথে সাথে তুহর লেড়কা জিন্দা হোবে'। [এ বাত তো বিলকুল ঠিক—অপর একজনের উক্তি] শয়তানকো বহুত বহুত সেলাম দে'কর ফিন উনে পঞ্চায়েতকো পাশ গেলো আউর একঠো বখরী উঁহা ভেট্ দেকে উনকো খুশ করকে বললো—'হুজুর লোক! হামার ঝুটা বোলনেসে মেরে লেড়কা মর গয়ে। এবে হাম ঠিক ঠিক সাচ্চা বাত বোলছে। হামার বাত সাচ্চা হবে তো মেরি লেড়কা ফিন জিন্দা হোবে। ওহী আদমী দুশো রূপেয়া কর্জ হামসে নেহী লিয়া। ওহী আদমী হামসে দো হাজার রূপেয়া নিলো। হামার ধনদৌলত কমতি দেখলাতে হামি পহেলা ঝুটা বোলেছে। ঔউর ইসমে হাম বহুৎ দুঃখমে ভি গিরেছে। থোড়ী দেরীমে পঞ্চায়েতকো লেকর ওহী বুডবাক [আভি শেয়ানা—এক শ্রোতার উক্তি] ঘরমে আসিয়ে দেখলো যে উনকো লেড়কা জিন্দা হোয়ে গেছে। তব পঞ্চায়েতকো হুকুম মোতারেক বদমাস আদমীকো ওহী বুড়বাককো দো হাজার রূপেয়া ঝুটোমুটো দিতে হলো। [মর‍্যাল] দুনিয়াকো হেরে ফেরে'মে কেতনা শেয়ানা আদমী বুড়বাক আউর বুড়বাক আদমী শেয়ানা বনিয়ে যায়।"

সর্দারের এই কহনীয়ার শেষে অপদলের একজন মহামান্য সদস্য ফুকরে উঠে বললো—কেয়াবাত! কেয়াবাত! এদের অপর একজন মুখের ভেতর এক ভাঁড় তাড়ী ঢেলে 'বহুৎ খুব' বলে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু এতো তারিফ শুনবার মত পর্যাপ্ত সময় না থাকাতে সর্দার তাদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে বললে—একবাৎ। তুলোক শেয়ানা লেড়কা বনো? সর্দার ভুরোমল বাবুজীর হুকুম মেনে নিয়েও অপর একজন শুনোয়—সাব। লেকেন কহনীমে আপ বহুৎ রঙ লাগায়া। কিন্তু অন্যেরা নিজস্ব কায়দায় পরস্পরের মাথাতে মাথা ঠুকে [ঠকাঠক] শব্দ তুলে হাততালি দিয়ে সর্দারকে অভিবাদন জানাতে থাকে।

এই দিন এদের এখানে সাবেকী দিনের ভাঙন যন্ত্র সিঁদকাটির সাথে আরও বহু প্রকার আধুনিক ভাঙন যন্ত্র জড় করা হয়েছে। এই রাত্রে তাদেরকে স্ব স্ব হাতিয়ারে শান দিয়ে সর্দারের পাদোদক সিঞ্চনে এই গুলোকে পবিত্র করে নিতে হবে। এদের মধ্যে জনৈক শেয়ানা প্রায় সাতশো টাকা খরচা করে ষোলো রকমের ভাঙন যন্ত্র সুদূর বোম্বাই শহর থেকে তৈরী করিয়ে এনেছে। এই লোকটির উৎসাহ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যে এই ষান্মাসিক উৎসব এইখানেই ইতি করে দিতে হলো। গত ষোল বছরের মধ্যে এমন দুর্ঘটনা ওদের ওখানে কোনও দিনই ঘটে নি। এমন এক অশুভ ঘটনা এদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

বাইরের পথে 'খট খট খটাখট করে চতুর্দিকের বাড়ীগুলি হতে ঝুলে পড়া চালের বাঁশে বারে বারে কাদের মাথা ঠুকার শব্দ শোনা যায়। সাবধানী ভুরোমল সর্দার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে ভাবে যে এমন অসাবধানতার সাথে এই বস্তীর কেউ তো পথ চলে না। ওরই সাথে ওপারের গলির পথে শুনা যায় ভারী বুট জুতার মস্ মস্ শব্দ। এই দুর্ধর্ষ অপরাধী দলের দুর্দান্ত প্রৌঢ় সর্দার ভুরোমল'জী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সেইদিকে কান খাড়া করে। ভুরোমল সর্দারজী মুখ ফিরিয়ে দেখে যে বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ফিরে টর্চের আলো পড়ছে। পরক্ষণে সুরু হয় বস্তীবাসী বে-ওয়ারিশ রোঁয়া ওঠা ঘেয়ো সারমেয়কুলের অবিরাম ঘেউ ঘেউ শব্দ।

'সর্দারজী! বাহারমে কমসে কম দোশো মিলিটরী পুলিশ সমুচা কুঠি ঘির লিয়া', ঘাড় ছাঁটা লুঙ্গি পরা একজন লোক বিড়ালের মত মাত্র দুই লাফে ছুটে এসে সর্দারকে জানালো, 'লেকেন—উনলোককো খোবর কেইসেন মিলি? উনে লোক হামাদের পুরানে তালা তোড়নে লেগেছে। আপকো আভি তুরণ হুকুম ফরমানে হোগা। মালুম হোতি পক্কা খবোর লিয়ে উনারা হেনে এইয়েছে।

ভুরোমল সর্দারের আদিম শোণিত-পান স্পৃহা পুনর্বার জেগে উঠেছে। বিপ্লবী রজতের প্রতি তার প্রেমভাব তার মনের অতল তলে নেমে গিয়েছে। ভরসা এই যে—প্রেম একবার এলে তা সহজে বিদায় হয় না। তার শক্তিও অজেয়। অন্তরাল থেকে তা ভুরোমলজীর নিষ্ঠুরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে—এইটেই এখন তার মনের ইচ্ছে। সে দলের লোককে খুশী করবে ও সেই সঙ্গে বিপ্লবী রজতকে রক্ষা করবে। সেই সঙ্গে

সে পারুলকে তাকে বশ করবার জন্যে সেবা করার সুযোগ করে দেবে। যে করেই হোক পারুলের জন্যে তার একজন সরীফ আদমী—ভদ্রলোক স্বামী চাই। ভদ্রলোকের হালচাল সে ভালো করে জানে। তাই এই অদ্ভুত ব্যবস্থা।

কদিন আগে এখান থেকে নিঃশব্দে বার হয়ে রজত মল্লিক এক রাজনৈতিক ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিল। দেশ উদ্ধারের কাজে তাদের অনেক অর্থ চাই। এই অর্থ তারা পেয়েও ছিল। কিন্তু সেই অভিযানে তার দুপায়ের হাঁটু জখম হয়। দুদ্ধর্ষ হয়েও বিপ্লবী রজত মল্লিকের অন্যদের মত সেখান থেকে পালাবার শক্তি নেই।

'বাবুসাব! হাম সমঝে কি এহী বেইমানী কাম আপকো নেহী। এইসেন কুছ প্রমাণিত হোবে তো আপকো জান'ভি যাবে', সামান্য ক্ষণ ধীর স্থির দৃষ্টিতে বিপ্লবী রজত মল্লিকের প্রতি তাকিয়ে থেকে কিছু বুঝে ও ভেবে তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে মেঝে থেকে নিমেষে একটা লৌহদণ্ড হাতে তুলে ভুরোমল সর্দারজী বললে, 'হামাদের মতো আপতো ছাঁদোয়োমে ছাঁদোয়োমে ভগনে না শেখে। আপ ইহা পরই রহ যায়ে। সাব! মাফ করিয়ে। আভি হাম আপকো শিরসে থোড়ী খুন নিকাল দেবে। আপনার শিরোমে খুন নিকালতে দেখে পুলিশ লোক কুছ পুছে তো কহিয়ে কি দুকানের গহনা বাক্স লিয়ে এহী রাস্তামে হাপনি শট্‌কাট্ করিয়ে এস্‌ছিলেন। ডাকুলোক আপকো পাকড়ায়ে ইহা লে'আকর বড়ী মার মারলে। ব্যস! এতনাহী! দুসরী আলতু ফালতু বাত না কহো। ভাগ্‌ক্রম'মে উনলোককো আপকো না মিলি তো রাতো দো বাজে মেরী আদমী আপকো উঠিয়ে লিয়ে মেরি বেটী পারুয়া রানীর কুঠিতে রাখিয়ে আসবে। মালুম হোয় কি হাপনার শুশ্রূষা উঁহা আচ্ছাই হোবে। ফজীরে উঠে মেরি কম্বল কারখানাতে আঁউ। লেকেন কভি হাসপাতালমে আপ না যাঁউ। হামলোক এক মাহিনা তক কোলকাতা না লোটবে। মালুম হোয় কি এহী বেইমানী কাম মেরি দুশমন রহমনিয়ার কাম। আচ্ছা! হামে ভি উনেকো হিম্মত হিম্মতসে দেখিয়ে লেবে। উনকে সাথে মেরী লড়াই ফিন সুরু হোবে। ওহী রোজ হাম এইসেন বুড়বাক বানলো কি দো কম্বলকো সাথ মেরি আখের'ভি বরবাদ। শালো, গোয়েন্দা। ওহী রোজ মেরা আড্ডার পাত্তা নিলো।

ফেরারী বিপ্লবী রজত মল্লিক বুঝতে পারে যে আত্মগাপনের ও আগ্নেয়াস্ত্র

সংগ্রহের উদ্দেশে এদের দলে ভেড়া তার উচিত হয় নি। সে ভাল করেই বুঝতে পারে যে একটা অন্যায়ের সাহায্যে অপর অন্যায় রোধ বা ধ্বংস করা যায় না। এদের আত্মসর্বস্ব নিষ্ঠুর ও আয়েসি ভবিষ্যৎ চিন্তাবিহীন জীবনের সংস্পর্শে এসে ইতিমধ্যে তার মনের নিভৃত কোণে নিম্ন শ্রেণীর অপরাধস্পৃহা অনুভূত হতে সুরু হয়েছে। সে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক। সে একজন চোর বা প্রবঞ্চক হবে না। কিন্তু এদের সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকলে উচ্চশিক্ষা ও অবসস্পৃহা তাকে সাধারণ প্রবঞ্চক না করে ব্যাঙ্ক সুইণ্ডলার করবে। কিংবা আপন স্বার্থে চুরির বদলে সে মোটর ডাকাতি সুরু করবে। না না। পারুলরানী ওদের মধ্যে আছে বলেই তার এখানে থাকা। এই পাপের চিন্তা তার কাছে অসহ্য। ভুরোমল সর্দারজী তাকে ঠিক উপদেশ দিয়েছিল। [ওদের কাম, আর—আমাদের কাম আলাদা] অগ্নিবর্ষী সহিংস বোমারু বিপ্লবীদল, অসহযোগী [নিরুপদ্রব] অহিংস সত্যাগ্রহীরা, জনতার মধ্যে বিপ্লবপ্রসারী নির্ভিক লেখনীধারী সাংবাদিকের দল, 'গোপনে কংগ্রেসে অর্থসাহায্যকারী ব্যবসায়ী বা জমিদার সম্প্রদায় এবং জনতার মধ্যেকার স্বতপ্রবৃত্ত অহিংস বা সহিংস সাময়িক প্রতিরোধীদল—দেশমাতৃকার উদ্ধারের কার্যে এদের [সকলের] মত ও পথ বিভিন্ন হলেও তাদের গম্যস্থান ঐ একটিই। কিন্তু এই অপরাধীদের নিরাপরাধী করে না তোলা পর্যন্ত ওরা জাতির মধ্যে পৃথক জাতি। একই জাতিরূপে একই সর্বজনীন ভাবনা চিন্তা নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে রয়েছে।

সব কিছু ঠিক ঠিক বুঝেও রজত মল্লিক বুঝতে পারে না যে তার মস্তকে রক্ত ও হাতে গহনার বাক্স কি করে আসবে। তাকে আর তা বুঝবার অবসর না দিয়ে ভুরোমল সর্দারের উদ্যত হস্তের লৌহদণ্ডটি সজোরে তার মাথার উপরে পড়ে তার কপালের খানিকটা কেটে দিলে। নিদারুণ এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রজত মল্লিক দেখলে যে তার মাথা থেকে চাপ চাপ রক্ত তার গাল বয়ে ঝরে পড়ছে। ভুরোমলজী এবার এগিয়ে এসে একটা কাপড় দিয়ে মজবুত করে তার মাথাটা বেঁধে রক্ত বন্ধ করলে। তারপর সে তাকে সেখানে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাত রাখলে। পরে তক্তপোষের তলা থেকে একটা বাক্স বার করে সেটা তার পাশে রেখে সর্দারজী মুখে স্বরধ্বনি তুলে সাকরেদ'দের সঙ্কেত

করলে। রজত মল্লিকের অর্ধ উন্মুক্ত চোখ দুটো রক্তের চাপে চাপা পড়েছে। সে কানে শুনে বুঝে যে বড়ো খালি ড্রামগুলো তার ঘরে কারা গড়িয়ে দিচ্ছে। দলের লোক যাবার আগে ড্রামে ড্রামে সেই ঘর ভরতি করে দিলে। পরক্ষণেই শোনা যায় খেলার ছাদের উপর সর্দারের খক খক কাশির শব্দের সঙ্গে বহু ব্যক্তির পায়ের চাপের মড় মড় ধ্বনি। বিপ্লবী রজত মল্লিক তখন গহনার বাক্স বুকে ধরে তক্তপোষের উপরে বেহুঁস। স্নেহময়ী গর্ভধারিনী জননীর মুখটা তার মনে পড়ছিল। সেই সুপরিচিত মুখের সঙ্গে ধ্যানে দেখা দেশমাতৃকার মুখের কোনও মিল নেই। গর্ভধারিনী মা স্বমূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠে তাকে দস্যুদের দলে ভেড়ার জন্যে বকাবকি সুরু করলেন। তার ঐ উৎকণ্ঠিতা ক্রন্দনরতা মাতার কণ্ঠের স্বর এবার সে স্পষ্ট শুনতে পায়—'ওরে হতভাগা। তুই কি জানিস নে কতো কষ্ট করে একটু একটু করে আমি তোকে অতো বড়ো করেছি।' একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলে সে বোঝে যে সে বাড়ির স্বর্গের বদলে এখানের এই নরকে পড়ে রয়েছে। চোখ মেলা মাত্র রজত মল্লিক দূরে ও কাছে বহু ব্যক্তির সরব পদধ্বনি শুনতে পায়। কিছু দূরে কে একজন কর্কশ গলায় কাকে উদ্দেশ্য করে বললো—'আরে। কেয়া দেখতো মাধোব সিঙ। ডাণ্ডামে তালা তোড় দেও। নেহীতো পাঁচিল পর উঠকো অন্দর কুঁদো। তারপর সেই ভাবে দূর থেকে জনৈক বাঙালি যুবকের সু-পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এই ভদ্রলোক পুরানো তালাটা খট্‌খট্‌ করে বার দুই নেড়ে কাকে বললো—'এ জঙ ধরা তালা ক'মাসের মধ্যে খোলা হয়েছে বলে মনে হয় না। এ বাড়ীতে খুব সম্ভবতঃ কোন মানুষ নেই। ইন্‌ফরমারের সংবাদ ঠিক নয়।' এবার ঐ সব বহিরাগত নাম না জানা মানুষগুলোর নানা ঢঙ-এর গলার স্বর কাছে থেকে আরও কাছে শোনা যায়। এদের মধ্যে কে একজন কয়েকটি খালি টিনের ড্রামে পদাঘাতে ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ শব্দ তুলে বলে উঠলো—'বাবা, স্বয়ং ভগবান এলেও দু এক মাসে এখানকার এতো টিনের ড্রাম সরাতে পারবে না। এতো একটা খালি টিনের ড্রামের পরিত্যক্ত গুদাম দেখা যায়।' খসখস ও মশমশ সবুট পদক্ষেপের ধ্বনি এঘর থেকে ওঘর আসে ও তারপর কয়েকটি করে খালি টিনের ড্রাম ঢং ঢং শব্দে গড়িয়ে দিয়ে দূরে সরে যায়। লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ ও বন্দুকের কুঁদোর ঠঙ্‌ ঠঙ্‌ শব্দ প্রতিটি ঘরের মেঝেয় ধ্বনিত হয়ে আবার নীরব

হয়। ঠিক এই সময় স্থানীয় থানার বড়বাবু মহীন্দ্র বাড়ুয্যের গলায় কর্কশস্বর দেওয়ালের ওপাশে শোনা যায়। এতক্ষণে—আহত রজত মল্লিকের ভালো ভাবে জ্ঞান ফিরে এসেছে। দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও সে ডান হাতে পকেটের অটো পিস্তলটি মুঠি করে ধরে। ঐ দেশের শত্রুমন্য দুশমনকে নিহত করার মত এমন সুযোগ সে পাবে না। কিন্তু দারুণ এক উত্তেজনাতে সে পরমুহূর্তে আবার জ্ঞান হারা হয়।

রজত মল্লিক স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় যে ঠিক রাত দুটোর সময়ে কারা তাকে সযত্নে কুমারী পারুলরানীর বাড়ীতে এনেছে। দুই চোখে জল এনে তার মাখনের মত কোমল দু হাতে তাকে তুলে সে তার মুখের কাছে তার মুখ আনলো। এর পর উৎকণ্ঠিতা পারুলরানী সস্নেহে তাকে দুগ্ধফেননিভ নরম বিছানাতে শোয়ালে। তার ভয় কখন প্রতিশোধ গ্রহণকারী দেশদ্রোহী বন্ধু সুরথ চৌধুরী তাকে পাকড়াও করে উভয়কে পৃথক করে দেয়। সেই সুরথ চৌধুরী তার অত্যাচারী গুরু মহেন্দ্রবাবুর সাহায্যে তার কাছ থেকে পারুলকে ছিনিয়ে নেবে। দেশের আশু স্বাধীনতা লাভের বিষয়ও বিপ্লবী রজত মল্লিক সেই সময় ভাবে। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে দুই বন্ধুতে বিরোধের কোনও কারণ আর থাকবে না। সে তখন এই দেশরই এক মন্ত্রী হয়ে দারোগা সুরথ চৌধুরীর উপর হুকুম চালাবে। কুমারী পারুলকে উপলক্ষ করে তাদের যা কিছু বিরোধ। পারুল গণতান্ত্রিক পন্থায় চিরকালের মত সেই বিরোধ মিটিয়ে দেবে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে রজত মল্লিক ধড়মড়করে তার শতছিন্ন মলিন শয্যার উপর উঠে বসলো। তার—বহুক্ষণ আগে এখানকার খানাতল্লাশীতে হতাশ হয়ে পুলিশ ঐ বস্তী ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

আট

১০৮ শ্রীশ্রী শ্রীযুত সৎ চিদানন্দ স্বামীজীর আশ্রম। মানিকতলা স্ট্রীটের এই বাড়িটিতে সাধু সন্ত ও গৃহী ভক্তদের অবিরাম গতায়াত। স্বয়ং স্বামীজী তাঁর ষোল জন প্রধান শিষ্য সমেত এইখানে বসবাস করেন। ভক্তেরা শ্রীশ্রীভগবানের বাণী প্রচার করার জন্যে মধ্যে মধ্যে শহরের বাইরে যান, কিন্তু স্বামীজী পূজা ও ধ্যান ছেড়ে স্বয়ং বড় একটা বাড়ির বাহির হন না। এখানে সকাল সন্ধ্যা অবিরাম গীতা পাঠ ও ভজন পূজন হয়ে থাকে।

এইদিন সন্ধ্যাতে এখানে বহু লোক সমাগম হয়েছে। ভক্তদের মধ্যে ক'জন [অবসর ভোগী] জজ ও হাকিম আছেন। দুইজন [একদা নামী] রিটায়ার্ড পুলিশ সাহেবও সেদিন এখানে এসেছেন। এমন কি মানিকতলা থানার ভক্ত বড়বাবুও সেখানে হাত জোড় করে বসে থাকেন। স্বামীজী সিল্কের কাপড়ে ঢাকা একটি উঁচু গদির উপর বসে ভেলভেটের মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে গীতা হাতে বসে আছেন। সম্মুখে একটি মৃৎ পাত্রে পবিত্র [উত্তেজক] গন্ধবাহী [মনমাতানো] হোম, অগ্নি জ্বলছে। এই পূতঃ অগ্নির সম্মুখে একটি রৌপ্য নির্মিত ভারি থালার উপর সোনাদানা রূপা ও গিনি সাজানো। ভক্তেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে যে যার সাধ্যমত প্রণামী সেই থালাতে রাখে। ১০৮ শ্রীযুক্ত মহাপুরুষ স্বামীজীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মত এখানে যুবক যুবতীর সংখ্যাও কম নয়। গুরু ভাই গুরু ভগ্নীদের এখানে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। কিন্তু তা সত্বেও এদের চলন ও ভঙ্গীমা সুষমামণ্ডিত। এরা বর্ষিয়ানদের এড়িয়ে নম্রভাবে চলাফেরা করে। এদের চলাফেরা কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ফৌজী লোকদের সমতুল। ভক্ত মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে সমবেত সুরে সংস্কৃত মন্ত্রের ঝঙ্কার তুলে এদের সামগান এইমাত্র শেষ হলো। এইবার উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিরা একটু হাল্কা কথোপকথনে সময় কাটাতে চাইলেন। গুরুদেবের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বহু অবসর ভোগী সরকারী কর্মচারীর এইখানে কালোপহরণের মুখ্য কারণ।

'মহাশয়রা', একজন অবসরপ্রাপ্ত ভক্ত [একদা জবরদস্ত] উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সভাতে একটি কঠিন প্রশ্ন তুললেন ও সমবেত সকলকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'মানুষের বাঁচা কতোদিন উচিত? আমার তো বেঁচে

থেকে এ শহরে বাস করা অসম্ভব হলো। কিছুদিন আগেও এ শহরের বহু মানুষ আমাকে ভক্তি ও ভয় করতো। যতদিন চেয়ারে ছিলাম ততোদিন কতো মানুষের আমার কাছে নিত্য আনাগোনা ছিল। তারা কতো ভাবে আমাকে খুশী করতে ব্যস্ত হতো। কিন্তু চেয়ার থেকে নামবার পর [পথে ঘাটে] তারা আমাকে দেখে এমনভাবে তাকায় যে আমি যেন তাদের কাছে একটা দ্রষ্টব্য জীব। সেদিন বাজারে এক খেঁটে লাঠি হাতে মোচবালা এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। লোকটা এগিয়ে এসে আমার সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো ও বললে—হারে মশয়, হামাকে চিনতে পারেন। হামি রাম সিং জমাদার। হামাকে আপনি ডিসমিস করলেন। আভি দোকান দে'কে কমসে কম মাহিনামে হাজার রূপেয়া মে কামায়ে। [আমি কিন্তু মাত্র পাঁচশো টাকা পেনসন পাই] আশি রূপেয়ার নকরী গৈল তো ক্যা হৈল' ? গুরুদেব ! এই ঘটনার পর আমি বাজার যাওয়া বন্ধ করলাম। সেদিন ভীড় ঠেলে বাসে উঠে বসামাত্র একজন লোক আগ বাড়িয়ে এসে আমাকে সম্বোধন করে বললো—'স্যার। ভালো ? আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ভড়কে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালাম। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নয়। তার মুখে খৈ ফুটতে সুরু হলো। ছেঁড়া জামা ও ময়লা কাপড় পরা আমার সেই পূর্বতন অধীন কর্মীটি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন,—'স্যার, ধনেপ্রাণে মরে গেছি। আমি না হয় দোষ করেছিলাম। কিন্তু আমার বৌ আর ছেলে ? তারা কি দোষ করেছিল ? আমাকে ডিসমিস না করে ডিমোট করলে পারতেন। আজ আপনার সে গাড়ি বাড়ি ও রোয়াব কৈ ? এখন দিন দেখি আমাকে গোটাকয় টাকা ধার। বুঝলাম যে জমাদার লোকটির মত এই ব্যক্তি সামলে উঠতে পারেন নি। অনুতাপ এলো। মনে হলো তার কথা ঠিক। ডিসমিস না করে তাকে ডিমোট করা যেতে পারতো। কিন্তু ভুল শোধরাবার জন্যে পূর্বের সেই কলম আজ আর আমার হাতে নেই। কর্মজীবনে আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এমন ব্যক্তিও আছে যারা আগ বাড়িয়ে সেলাম করে ! এমন কি তারা আমাকে সাহায্য করতে চায় ও তা করেও। এতে কিন্তু আমার আরও অপমান। এখন মনে হয় চেয়ারে বসে মৃত্যু বহুগুণে ভালো। সেই অবস্থায় ডাঁটের সাথে ওদেরই স্কন্ধে চড়ে শ্মশানে যেতে পারতাম। সেই সব প্রসেসনিষ্টরা পথ চলতে চলতে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু

কিছু বিরূপ সমালোচনা করতো। কিন্তু সেই নেপথ্য সমালোচনা আমার কানে পৌছুতো না। সত্যি তো? গাড়ি নেই বাড়ি নেই পদ নেই রোয়াব নেই। বাসে ট্রামে কতোদিন ওদেরকে আমি বলেছি—মশয়। আপনি চিনতে পারেন নি। আমি তিনি নই। [কিংবা বিপাকে পড়ে বলেছি, উহু! আমি ওর ভাই] তা সত্ত্বেও তারা হেঁ হেঁ বলে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন। 'না স্যার। আপনাকে আমি ঠিক চিনছি। এরপর হতে আমি বাসে চড়া বন্ধ করলাম। সেদিন এক গাঁয়ের পথে গাড়ি বিগড়ে গিয়ে আমাকে বিপাকে ফেললে। রিটায়ারের আগে একজনকে ফাইন করে এইখানে বদলী করে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ক'জন সিপাহী নিয়ে সে সেদিকে আসছে। কিন্তু, আশ্চর্য! মেকানিক ডেকে সে আমার গাড়ি সারালো। সে দোকান থেকে [পয়সা দিয়ে] লেমনেড এনে আমাকে খেতে দিলো। আমার কিন্তু লজ্জাতে মাথা হেঁট। তবু—আমি কিন্তু কিন্তু করে তাকে একবার বললাম—'বাপু। তোমার তো আমি উপকার করি নি। বরং তোমার আমি কিছু ক্ষতি করেছি। তবুও তুমি আমার জন্যে এতো ব্যস্ত হচ্ছো?' 'স্যার! কি বলেন আপনি।' অফিসারটি বারে বারে আমাকে সেলাম করে বলেন, 'স্যার। তাতে কি? কিছু দোষ আমি করেছিলাম। ডিসমিস না করে আপনি আমাকে রেহাই দিলেন। তাই নিজেকে সুধরে নিতে পেরেছি। আমার স্ত্রী পুত্র এ'জন্যে আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।' গুরুদেব! এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম। তাই মনে হয় চল্লিশ বছরের বেশী মানুষের বাঁচা উচিত নয়।

এই সময় জনৈক ভক্ত একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বললেন—ওরা তো সব পুলিশ অফিসর। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যারা জনতার সেবা করেছেন? যারা সেই সব অফিসারদের অত্যাচার হতে মানী জ্ঞানীদের রক্ষে করেছেন? গণমন কি এতোই বিস্মরণশীল যে তারা উপকারী বন্ধুদের ভুলে যাবেন'! ভদ্রলোকের এই প্রশ্নে প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মীটি একটু ম্লান হাসি হাসলেন ও সেই বিষয়ও কিছু বললেন।

'হ্যাঁ। আমার একজন বন্ধুর কাহিনী বলবো। আমার সেই বন্ধু খুউব জনপ্রিয় অফিসর ছিলেন। [সে দিন—তাঁর মুখে তাঁর দুঃখের কথা শুনলাম] যে থানাতে তিনি যেতেন সে থানাকে পাবলিকে পাড়ার থানা বলতো। কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত সেই মানুষগুলোর প্রায় সকলেই আজ

[এতো দিনে] মৃত অতি বৃদ্ধ বা পঙ্গু। তাদের অনেকে বাস বদলে অন্যত্র গেছে। তাদের বহু জন আজ নিখোঁজ। তারা নগদ পাওনা মিটিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তাদের পৌত্র পুত্রের কাছে তিনি অচেনা। সে দিনের সেই জনপ্রিয়তা আজ আর তাঁর কাজে লাগে না। কিন্তু তিনি নিজে আজও বেঁচে আছেন। বাইরে বেরিয়ে তিনি শুধু অপরিচিত জগৎ দেখেন। মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ। তাঁর বহু বন্ধু সহকর্মী তাঁর মত সৎ ছিলেন না। তাঁরা কিন্তু বেশ টাকা কামিয়ে তা ব্যাঙ্কে জমিয়ে নাতি পুতি নিয়ে বুড়ো বয়সে ভালোই আছেন। আজ তাঁরা—মান অপমান ও সুখ্যাতি অখ্যাতির বাইরে। তাঁরা এখন—গীতাতে যাকে বলে মুক্ত পুরুষ। গুরুদেব! এখন বলুন কোন কোন মানুষের পরমায়ু কিরূপ হওয়া উচিত?

'জনপ্রিয় অফিসরদের রিটায়ারের পর অসুবিধা আরও বেশী', অন্য এক রিটায়ার্ড অফিসর প্রত্যুত্তরে বললেন, 'পূর্ব বিশ্বাস ও অভ্যাস মত রিটায়ারের পরও সাহায্যের জন্য তাঁদের কাছে তারা আসে। তাঁদের কথা—অমুককে বলে দিন। কিন্তু অমুকেরা ওঁর কথা শুনবেন কেন? আলেকজাণ্ডার কুড়ি বছর পরমায়ুতে যা কিছু কাজ শেষ করেছিলেন। অতএব চল্লিশের বেশী কারুর বাঁচা উচিত নয়।

হুঁ। হুঁ। হুঁ। তা আপনি ঠিকই বলেছেন। মানুষের চল্লিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বাঁচা উচিত। [কিন্তু—সেই বয়স এলে আমরা তা বিলকুল ভুলে যাবো] ঐ সময়টুকুতে মাত্র মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে', গুরুদেব তাঁর হাতের গীতাটি ভক্তি ভরে মাথাতে ঠেকিয়ে পরে সেটিকে আসনের নীচে নামিয়ে রেখে বললেন, 'একটা রূপক গল্পের সাহায্যে বুঝিয়ে বলা যায়। এটা পুরানো কাহিনী। কিন্তু শিক্ষাপ্রদ। শোনো। পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব প্রথমে পৃথিবীতে চার প্রকার জাতির সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হলে তিনি পৃথিবীতে চার প্রকার জীবের সৃষ্টি করলেন, (১) মানুষ (২) গর্দভ (৩) সারমেয় ও (৪) শকুনী। সৃষ্টি শেষ করে স্বর্গে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে একটি বিরাট সভা বসলো। দেবতারা স্বভাবতই সেখানে পিতামহকে সমীহ করে চলেন। তাঁদের কাজ শুধু শোনা। তাঁর কথার উপর কথা বলার কারও অধিকার নেই। কিন্তু ভগবতী সেখানে একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মাকে একটি খুউব সঙ্গত প্রশ্ন করলেন—'প্রভো! এই চারটি জীব তো সৃষ্টি করা হলো। কিন্তু এরা তো

দেবতাদের মত মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে না। এদের প্রত্যেকের বাঁচবার বয়েস কতো বছর হবে'। পিতামহ একথাটি এতোক্ষণ না ভাবার জন্যে লজ্জিত হয়ে বললেন—হুঁ। ঠিক ঠিক! এ কথা সত্য। কিন্তু এতো বড়ো প্রশ্ন মীমাংসা করার দায়িত্ব আমি একা নেবো না। এ জন্য দেবতাদের কয় জনকে নিয়ে একটি বোর্ড করা দরকার। সেখানে ইন্দ্র বরুণ সবিতা ও পবন থাকুন। আর ঐ মানুষ, গর্দভ, কুকুর ও শকুনী'দেরও একজন করে প্রতিনিধি থাকুক। যাদের বয়স আমরা ঠিক করবো তাদের বক্তব্য শোনার জন্যে তারা সেখানে থাকবে বৈ কি! অবশ্য ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা সমেত আমি স্বয়ং সেই সভার প্রেসিডেণ্ট হবো। [কতকটা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিসহ ব্রিটিশ তৈরী বোর্ডের মত] এই ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের মতই সেই বোর্ডে দেবতারা ঠিক করলেন যে তাঁরা সকলের প্রতি সমান [সু] বিচার করবেন। ঠিক হলো যে মানুষ গাধা কুকুর ও শকুনী নির্বিশেষে প্রত্যেক জীবেরই পরমায়ু হবে চল্লিশ বছর। মানুষের প্রতিনিধি এর প্রতিবাদ করলে দেবতারা চীৎকার করে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললেন—ভো। মানব। অনগ্রসর জীব গাধা কুকুর ও শকুনীদের বেশী [সিট্] প্রাপ্য। অতএব—ওদের পরমায়ু আরও বেশী বাড়ানো যেতো। তবুও তাঁরা সমান ভাবে সকলের প্রতি বিচার করেছেন'। মানুষ বাদে—গাধা কুকুর ও শকুনী এই সুবিচারে দেবতাদের ধন্য ধন্য করে মর্তে ফিরে গেল। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মানুষ তার প্রতি এই অবিচার মেনে নিতে চাইবে কেন? বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিমান না-রাজী মানুষ সভা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলো—এঁ্যা! 'এ কি হলো? কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ নিরুৎসাহ হয়ে পেছপাও হওয়ার জীব নয়। সে গোপনে পিতামহ ব্রহ্মার অন্তপুরে গিয়ে দরবার সুরু করে দিলে। তারা যুক্তি তর্ক দ্বারা ব্রহ্মাকে বুঝিয়ে তাঁকে স্বমতে আনবার জন্যে বললে—প্রভু! আপনার সৃষ্ট মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তারা আপনাকে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা ও ভেট পাঠায়। সেই দুরুহ কার্য সমাধা করতে জীবনের চল্লিশটি বছর পর্যাপ্ত হবে না। ওরা নিকৃষ্ট জীব হলেও যতদিন বাঁচবে মানুষ উৎকৃষ্ট জীব হয়েও ততদিন বাঁচবে। উঁহু! এ হয় না। অতএব এই বিষয়ে আপনি আপনার ভেটো প্রয়োগ করুন। পিতামহ রুক্ষ সাগ্রহে শুনলেন, বুঝলেন ও পরে মানুষকে বললেন—'হুঁ! সত্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে বোর্ড থেকে তা স্থির করা হয়েছে। এখন একক ভাবে আমি কি করে

তা নাকচ করবো। তবে! হ্যাঁ। তুমি যদি মর্তে গিয়ে সেই গাধা কুকুর ও শকুনীর সাথে অপোষে বন্দোবস্ত করো তাহলে আমি একক ভাবে পুনরায় বিবেচনা করতে পারি। ওদেরকে যুক্তি জালে [সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে ব্রিটিশরাও এই কথা বলেছে] মুগ্ধ করবার মত বুদ্ধি আমি তোমাদের দিয়েছি। যাও। মর্তে ফিরে গিয়ে ওদের কাছ থেকে কিছু বয়স ধার করে নিয়ে এসো। ওরা কুড়ি বছর করে ওদের বয়েস ছাড়তে রাজী হলে তোমার জন্যে নির্ধারিত বয়েস চল্লিশ বছরের সাথে ওদের ত্যক্ত বয়েস যোগ করে একশো বছর করে দেবো। যাও।' অগত্যা মন্দের ভালো বুঝে মানুষ মর্তে ফিরে প্রথমে গর্দভের কাছে হাজির হয়ে তাকে বললে—'হে গর্দভ, সারা জীবন ধরে মোট বহা তোমার দুর্বহ। আমরা এবার আরও বেশী মোট চাপাবো। কুড়ি বছর কোনরকমে না হয় মহা ভার কষ্টে বহন করলে। কিন্তু চল্লিশটি বৎসর এইভাবে কাটাতে হলে আরও কষ্ট। তার চাইতে বরং চল্লিশ বছর পরমায়ুর কুড়ি বছর আমাদের দাও।' গর্দভ বুঝলো যে কলহে বিপদ বাড়তে পারে। সে বললো—তথাস্তু। খুশী হয়ে মানুষ এবার কুকুরের কাছে গিয়ে তাকে বললে, 'ওহে। সারমেয়! এই ঘৃণ্য জীবন আর কতো দিন বহন করবে? যে দেখে সেই তোমাকে দূর দূর করে। খাওয়া জোগাড় করতে তোমার কম কষ্ট করতে হয় না। দুয়ারে দুয়ারে বসে যাকে দেখো তাকে খ্যাক্ খাক্ করে তেড়ে যাও। এর চাইতে বরং তোমার চল্লিশ বছর পরমায়ুর বিশ বছর আমাদের দান করো। কুড়ি বছর পরমায়ু তোমার যথেষ্ট। কুকুর শুনে ও বুঝে তার পর বলে—আচ্ছা, তাই হোক। এর পর মানুষ খুশিতে ভরপুর হয়ে শকুনির কাছে গিয়ে তাকে বললে, 'ভো,' জড়দগব! নড়তে চড়তেও তুমি অক্ষম। যে দেখে সে [তোমাকে দেখে] বিরক্ত হয়ে বলে 'দূর দূর। হুস হুস। বিদেয় হয়ে যাও।' তোমার চল্লিশ বছর এই কর্ম ভোগ করে লাভ কি? তার চাইতে তোমার বিশ বছর পরমায়ু আমাদের দান করো। শকুনী সেই সব কথা শুনে মানুষকে বললে—'আচ্ছা! ঠিক আছে। তথাস্তু। এর পর মানুষ স্বর্গে ফিরে এসে ব্রহ্মার দরবারে সেই সব নিকৃষ্ট-ঘৃণ্য জীবদের সই করা একরার নামা তাঁর কাছে পেশ করে বললে—'হুজুর। এই নিন। পিতামহ ব্রহ্মা খুশী হয়ে বললেন স্বেচ্ছায় তারা তোমাকে তাদের অর্ধেক বয়স দান করেছেন। অতএব—এতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। মানুষদের পরমায়ু

তিনি একশ বছর করে দিলেন। মানুষ খুশী হয়ে মর্তে ফিরে সেই নিকৃষ্ট জীবদের উপর আরও বেশী করে অত্যাচার করতে সুরু করে দিলে। এদিকে এই ওলট পালট স্বর্গের দেবতাদের নিকট [স্পাই মারফৎ] প্রচার হতে দেরি হলো না। বোর্ডের মেম্বার দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এসে তাঁদের অজ্ঞাতে পুনঃবিচার করার জন্যে অনুযোগ করে প্রতিবাদ জানালেন। ব্রহ্মা কিন্তু তখুনি কৈফিয়ৎ স্বরূপ দেবতাদের নিকট নিজের বক্তব্য পেশ করে বললেন—'এ্যা! কে বললে ওদের পরমায়ু একশ বছর করা হয়েছে? মানুষ মানুষের মত এই চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্তই বাঁচবে। সেই বয়সকালের মধ্যে তাকে ভালো মন্দ যা কিছু শেষ করতে হবে। এই চল্লিশ থেকে ষাইট বৎসর পর্যন্ত তো তার গর্দভ জীবন। গাধার কাছ থেকে পাওয়া ঐ বয়সকাল। এই সময় সে পরিবার ভারাক্রান্ত হয়ে গর্দভ জীবন [রেশন সংগ্রহের চিন্তাতে] যাপন করবে। অপরের ভার বহা ছাড়া তার অন্য কাজ নেই। বহু পুত্র কন্যার ও স্ত্রীর ভার এই সময় তাকে বইতে হবে। ষাট থেকে আশী বৎসর পরমায়ু সেই কুকুরের কাছ থেকে পেয়েছে। এই জন্য সেই সময় তার ঠিক কুকুরের মত জীবন যাপন করতে হবে। এই সময় তার পেনসন হওয়াতে তার অর্থাভাব ঘটবে। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে সে ক্ষীণকায়ও হতে পারে। এই সময় তারা নিদারুন ব্লাড প্রেসার রোগে আক্রান্ত হবে। মেজাজ হবে তিরিক্ষি। স্বভাব হবে কুকুরের মত। সর্বদা তার মধ্যে দেখা যাবে খ্যাক খ্যাকে ভাব। কুকুরের মত দরজায় বসে পাহারা দেবে ও ভাববে—ঐ বুঝি তার কোন মেয়ে কোন 'ছেলে'র সাথে ভাব করলো। তখন সে বুদ্ধি হারা হয়ে যাকে পাবে তাকে তেড়ে যাবে। সর্বদা তার সদা সন্দিগ্ধ পাহারা। এটা তার কুকুর জীবন। আশি বছর থেকে শত বৎসর পর্যন্ত তাঁর শকুনী জীবন। কারণ, শকুনীর কাছ হতে সে এই জীবন পেয়েছে। তাদের ভগ্নদেহ স্খলিত পদ ও মুখে অসহায় ভাব ও বাণী—'ওগো আমাকে ধরো। আমাকে একটু উঠাও।' আত্মীয় স্বজন ও পুত্র কন্যা বিরক্ত হবে ও বলবে—'বুড়ো। আপদ। মরবে কবে? হুস্ হুস্। পারি না। এই কালে এদেরকে গৃধ্ব জীবন যাপন করতে হবে। হ্যাঁ—

সারমনটি শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় ভক্তরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালেন ও মৃদু হাসলেন। কম বয়েসী ভক্তেরা বারেক নিজেদের দিকে বারেক প্রবীণদের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন তাহলে—'আর কতো দিন'।

অপর একজন রিটায়ার্ড পুলিশ সেখানে বসে এই কাহিনী নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। ইনি বেঁচে আছেন বা ইনি বেঁচে নেই—জনসাধারণের বহু ব্যক্তির তা জানা নেই। বহুকাল তাঁকে কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু তাঁর যৌবন দীপ্ত পুরানো চেহারা তাদের মনে আছে। এই বয়সে তাঁকে দৈবাৎ দেখেও তাঁদের মনে হয়—উনি তিনি নন। কিন্তু তাঁর কীর্তি কাহিনী আজও জনসাধারণের ও পুলিশ কর্মীদের মধ্যে সমভাবে প্রবাদ। ইনি ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় পুলিশ সাহেব। কিছুদিন ডি আই জি পদও উনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। পুলিশের মধ্যে ইনিই প্রথম রায় বাহাদুর ও পরে দেওয়ান বাহাদুর খেতাব পান। এঁর ভাষ্য সকলেরই শ্রব্য। এঁকে পেয়ে গুরুদেব খুউবই খুশী। তা ছাড়া—গুরুদেবের এই দিন খুশ মেজাজ। হাসি খুশীর মধ্যে তিনি থাকতে চান। ভক্তদের তিনি এখন পরম বন্ধু। সেই একদা জবরদস্ত রিটায়ার্ড ভদ্রলোকের কর্মজীবনের শেষ দিককার একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। বিগত জীবনের সেই ঘটনাটি বলার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন না।

'গুরুদেব! অনুমতি হয় তো আমার কর্ম জীবনের একটি ঘটনা আপনাকে বলি'। গুরুদেব অনুমতি দিলে ভদ্রলোক তাঁর সেই কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন, 'কর্ম জীবনে অধীন অফিসরদের কাছে আমি একজন ভয়াল মানুষ ছিলাম। কারও সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি আমার নজর এড়াতো না। এসবেতে কাউকে কোনও দিন আমি ক্ষমা করিনি। রিটায়ারের দু দিন আগে খবর এলো যে 'আমি চাকুরীতে দু'বছরের এক্সটেনসন পেয়েছি। কিন্তু অধীনদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে সেটা বেমালুম আমি চেপে গেলুম। এর পর আমি আমার অনুগত-মন্য হেড ক্লার্ককে চুপি চুপি ডেকে বললাম—'ওহে! ওরা এক্সটেনসন আমাকে দিলে না। এখুনি এ কথা তুমি কাউকে জানিও না। ভাই! [ভাই বলে সম্বোধন করাতে উনি সে কথা বিশ্বাস করলেন] কারণ, এত নরম ভাবে আমাকে কথা বলতে উনি কখনও শোনেন নি। আমি আরও নরম হয়ে এবার অনুরোধ করে তাকে বললাম 'কাজকর্ম যা বাকি আছে তা আমি শেষ করে যাবো। বিকালের দিকে খাতাপত্র এনো। সইটই যা করবার তা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিও। বিকালের দিকে দেখলাম আমাকে দিয়ে ফাইলপত্র ক্লিয়ার করানোর মরশুম পড়ে গিয়েছে। এক এক করে অফিসররা এসে আমাকে দিয়ে আবর্জনা [আস্তাঁকুড়] মুক্ত

করাতে চায়। যে সব পেণ্ডিং ফাইল আমার নজরে আনলে তাদের জরীমানা [কিংবা সাসপেণ্ড] হবার সম্ভাবনা ছিল। সেই সব ফাইলগুলি তারা নির্ভয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিতে থাকে। এটা স্যার। হে হে—একটু ভুল হয়ে গিছলো। এই সব কথা বলে তারা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অথচ আগের দিন আমার ঘরে ঢুকতে তাদের হাত পা ও বুক কেঁপে উঠতো। মুখ দিয়ে তাদের স্বর ও সুর বেরুতো না। [এদের ফাইলের ভুলচুক আমি ভালো করে দেখে রাখলাম] আমি বুঝলাম যে আমার রিটায়ারের বার্তা মুখে মুখে সর্বত্র রটে গিয়েছে। [হেডক্লার্কবাবু তা গোপন রাখেন নি] তাই আমার সহকারী ছোট সাহেব অমুক পর্যন্ত [আমাকে সেলাম দিতে] আজকে আর আমার ঘরে না এসে ডাঁটের সাথে নিজের ঘরে বসে রইলেন। এদের কাছে আমার চাইতে তাঁর আজকে বেশী খাতির। সাজানো ঘরবাড়ি ও বাগান ফেলে চলে যেতে মানুষ স্বভাবতঃই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। জীবনের বত্রিশটি শ্রেষ্ঠ বৎসরের স্মৃতি ভোলা সহজ নয়। সেই দুঃখ ও ক্ষোভ মুখে চোখে ফুটিয়ে তুলে সকরুণভাবে আমি হেড্ ক্লার্কের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের বোধ করি একটু সহানুভূতি হয়েছিল। গালমন্দ প্রত্যহ যাই থাক ওঁর সাথে আমার প্রতিটি ক্ষণের সম্পর্ক। ভদ্রলোক একটু সহানুভূতির সাথে আমাকে বললেন—স্যার। আমরা আপনাকে ভুলবো না। যখন যা দরকার হয় আমাকে বলে পাঠাবেন। এতো মানুষের অনিবার্য পরিণাম। 'যথা বাসাংসি জীর্নানি পরিত্যজাং' [এই মুখচোরা ভীতু ভদ্রলোকের মুখে যেন খৈ ফুটছে] আমি মনের ভাব চেপে রেখে মনে মনে তাকে উদ্দেশ করে বললাম—'বটে! হুম্'। আমার পুলিশি রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। তবুও ভাবলাম যে, মানুষ কখনও মরবে না বা রিটায়ার্ড হবে না' তা ভাবা একালে এক পরম আশ্চর্য। মহাভারতের কালে বোধ করি কেউ রিটায়ার্ড করতেন না। না হলে মহাভারতকার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই 'রিটায়ার্ড' শব্দটিও অন্য আশ্চর্য ভাবনার সাথে জুড়ে দিতেন। এর পর আমি মুখে কিছুক্ষণ কিছু না বলে ভদ্রলোকের দিকে মিটমিট করে চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে মনে হলো—তাঁর ভাবটা যেন—'যাক্। একটা দুর্বৃত্ত গেলো। এঁর স্থলে যেই আসুক না কেন, এত কঠোর তিনি কখনই হবেন না'। আমি সাগ্রহে এবার ভদ্রলোকের বাহুর দিকে তাকালাম। সেখানে প্রায় দশ বারোটি নানা রঙের ও ঢঙের মাদুলী বাঁধা। আমি শুনেছিলাম যে আমাকে কিছুটা বশ করে

আমার সম্ভাব্য রোষ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে উনি বহু ব্যয়ে সেই মাদুলি [রক্ষাকবচ] গুলি [শান্তি সন্ত্যয়ন ও প্রায়াণ করে] সংগ্রহ করেছিলেন। চিৎকার ও ভৎর্সনা সুরু করে ওঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখার জন্যে একটা মেমো টানা মাত্র উনি মাদুলিগুলো কিছুটা আমার দিকে এগিয়ে আনতেন। আমি এতে কৌতুহলী হয়ে প্রতিবারে আমার উদ্যত [খাঁড়ার মত] কলম নামিয়ে রেখেছি। কিন্তু উনি মনে করতেন যে ওটা ঐ মাদুলিরই গুণাগুণ। আমি এবার একটু মৃদু হেসে ওঁকে বললাম—'আমার বদলী কেউ তো এখনো এলেন না। কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত আমার কর্মকাল। তারপর এই অফিসে আমার কোনও অধিকার থাকবে না। আচ্ছা! তাহলে কাল একবার আসবো। বাকী কাগজগুলো সই করিয়ে নিও। আমার স্থলাভিষিক্ত কারও জন্য একটি কাজও আমি বাকি রাখবো না। আমার এই স্বভাব তুমি তো জানো [হেড ক্লার্ক ভদ্রলোক নীরবে হাত কচলাতে লাগলেন] আমার সরকারী জীপটা এখানে রেখে গেলাম। ওটা ছোট সাহেবকে হেপাজতে নিতে বলো। ড্রাইভারকে বললাম—হাম টেক্সিতে যাবো। গাড়ি লেকে তুম ইহা রহো। আমি চেয়ে দেখলাম যে ড্রাইভারের চোখে জল নেই। ভাবটা —'এ্যান্টনী উইল বি মাই সিজার নাউ'। এর পর আমি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। আমাকে বিদায় দেবার জন্যে ভীড় নেই। একটি ট্যাক্সি করে আমি কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। তার আগেই আমার রিটায়ারের সংবাদ দিকে দিকে রটে গিয়েছে। পথে যেতে যেতে রাস্তাতে পুলিশ পাহারা দেখি। কেউ কেউ চিনে সেলাম দেয়। আমার মনে হয় সত্যই আমি রিটায়ার করেছি কিংবা আমি মরে গিয়েছি। পথের সিপাহী সান্ত্রীদের মনে হয় তারা আমার কতো আপনার জন। কিন্তু আমার সূক্ষ্ম আত্মাকে তারা দেখতে পায় না, আমাকে চিনতে পারে না। তাই পুর্বেকার মত সেলাম জানাতে তারা ছুটে আসে না। অথচ 'প্রতিনমস্কারে' অভ্যস্ত আমার হাত আমার অজ্ঞাতেই উপরে উঠতে চায়। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হয় ঐ বুঝি ওরা সেলাম জানাতে হাত তুলেছে। কিন্তু সে হাত আর ওঠে না। এ পৃথিবীতে আমার যেন কোনও প্রয়োজন নেই। আমি নিজের ও এদের কাছে মৃত ব্যক্তি। [তারপর? তারপর? জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন] আজ্ঞে! হ্যাঁ! বলবো। শুনুন। তার পরদিন আমি টেলিফোন অফিসে সংযোগ করবার চেষ্টা করলাম। কেউ ফোন ধরলেন

নাম শুনলেন তারপর ছেড়ে দিলেন। [গুরুদেব এবার আগ্রহান্বিত হয়ে বলেন—হ্যাঁ! এইসেন] আমি একটি পরিষ্কার ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে আমাকে বেশ যুবক যুবক মনে হচ্ছে। স্যুট পরতে অভ্যস্ত ব্যক্তি ধুতি পাঞ্জাবী পরলে এবং ধুতি পাঞ্জাবীতে দেখা ব্যক্তি কোট প্যাণ্ট পরলে—তাদেরকে বোধ করি এমনি স্বল্পবয়স্ক খোকা খোকা মনে হয়ে থাকে। এর পর আমি এই পোশাকে একটি বাসে উঠে পড়লাম। একজন বাদুড়ঝোলা ব্যক্তি সেখানে আমাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি মশাই। রিটায়ার্ড করলেন না কি? বাসে তিল ধারনের স্থান নেই। বহুকাল যাবৎ গাড়ি থেকে লিফট্ ও লিফট্ থেকে গাড়ি বা বাড়ি করে বেড়িয়েছি। গন্তব্য স্থানের ভাড়া পর্যন্ত জানি না ও তা বলতে পারি না। বুঝলাম যে গত কয় বছরের অফিসারী আমাকে অপদার্থ ও অসহায় করে তুলেছে। এ অবস্থাতে কণ্ডাক্টারের পক্ষে আমাকে গেঁইয়া ভাবা স্বাভাবিক। 'স্যার! আপনি!' বাসের সিটে বসা এক ভদ্রলোক তড়াঙ করে লাফিয়ে উঠে আমাকে তার জায়গায় বসতে বলে বললে—'স্যার। আমার জায়গাতে বসুন। ভদ্রলোককে চিনলুম। আমারই অধীন এক ক্লার্ক। এ যুগে বুড়া মানুষকে বসতে বলার রীতি নেই। এঁকে পূর্বতন 'অধীন' বলেই মনে হলো। আমি একটু হেসে তাকে বললুম—'আমাকে আর খাতির কেন? আমি তো রিটায়ার্ড। আমাকে স্যার বলে লজ্জা দাও কেন? ভদ্রলোক আমার এই উক্তিতে [পোষা কুকুরের লেজ নাড়ার মত] ঘন ঘন তাঁর মাথাটা নাড়তে লাগলেন। তাঁর ভাবটা—'স্যার। আমি যদি হেলিকপটারে যাই, আর আপনি যদি গড়ের মাঠে হাঁটেন। তাহলেও সেখানে নেমে আপনার পদধূলি নেবো।' হ্যাঁ। ভদ্রলোক তাই করলেন—বাসসুদ্ধ লোককে অবাক করে তিনি আমার পদধূলিই নিলেন ও তারপর তার সেই ধূলিমাখা হাত নিজের মাথাতে ছোঁয়ালেন। আমি বুঝলাম যে এই ভদ্রলোক অন্যদের চাইতে চালাক। বোধ করি তাঁর ধারণা এই যে, মরা মানুষেরাও বেঁচে উঠতে পারে। এতো সহজে আমার মত লোক রিটায়ার্ড করবে—এটা বোধ হল এঁর বিশ্বাসের বাইরে। আফিস বাড়িতে এসে দেখি সেখানকার হাওয়া রাতারাতি বদলে গিয়েছে। উঠানে অফিসর ও কেরানীদের একটা বড়ো ভীড়। এদের মধ্যে একজনকে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম—'শালা! তাহলে গেলো। পাঁঠা মানত করা আছে। এবার সেটা খাবো। জয় মা 'কালী' [আমি মনে মনে

বললুম—হুম্।] 'এই, স্যার! স্যার এয়েছেন'—এই বলে আমার সঙ্গে আসা কেরানীবাবু তাদেরকে সরিয়ে না দিলে আরও বহু কটু কথা আমাকে শুনতে হতো। এদের কেউ কেউ লজ্জিত হলো। কেউ সেটুকুও হলো না। তবে, এতে ভয় বা ভাবনা কারও নেই। [কারণ, ঢোঁড়া সাপ নির্বিষ ও নির্বির্য] এখান থেকে আমি অলিন্দতে উঠে শুনলাম 'একদল নবীন কর্মী কাব্য আলোচনা করছে। এদের আনন্দ করার রীতি আলাদা। আমার কানে এলো। 'এতোদিন যাদেরে তুমি করিয়াছ অপমান। অপমানে হতে হবে তাদের সমান'। এরা কবীন্দ্র রবীন্দ্রের কোনও পুস্তক হতে আবৃত্তি করছিল। আরও একটু এগিয়ে এসে শুনলাম এদের একজন সহকর্মীদের একটা বই পড়ে কবিতা শুনাচ্ছেন—'রথ যাত্রা লোকারণ্য মহা ধূমধাম। ভক্তেরা লুঠায়ে পড়ে করিছে প্রণাম। রথ ভাবে আমি দেব, মূর্তি ভাবে আমি। পথ ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী'। আমি বুঝলাম যে এতোদিন এরা আমাকে সম্মান করেনি। এরা যা কিছু ভয় বা সম্মান তা আমার চেয়ারখানাকে করেছে। আমাকে দেখে এরা কেউ আধখানা কেউ সবটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'স্যার। আমরা ভাবছিলাম আপনাকে ফেয়ারওয়েল দেবো। এতো তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে ভাববার সময় পেলুম না'। [ফেয়ারওয়েল দিয়ে এরা আমার চলে যাওয়া পাকা করতে চায়।] 'আমি তো ফেয়ারওয়েল নিই না'—একটু হেসে তাদেরকে আমি বললাম, 'তোমরা ছোট সাহেবকে একটু খবর দাও'। কিন্তু ছোট সাহেব ব্যস্ত থাকার অজুহাতে নীচে নামলেন না। আমি তাঁর ঘরে যেতে চাওয়ায় দরজার সিপাহী আমাকে জানালে—স্যার? ক্যা বোলে! হুকুম নেহী! কাড্'! অগত্যা এদেরকে আমাকে একটা গাড়িতে বাড়ি পৌছুয়ে দিতে বলতে হলো। আমার এতোদিনের ভক্ত ড্রাইভার তা শুনে লজ্জাতে মুখ নীচু করলে। আমার চাকুরির এক্সটেনসনের সরকারী হুকুমটা 'কিন্তু' তখনও আমার পকেটে।

[কিন্তু এই ঘটনাগুলি আমার কাছে শিক্ষাপ্রদ মনে হয়নি। বরং এজন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকাই আমি সমীচীন মনে করেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম যে এর পুনরুক্তি সত্যকারের রিটায়ার্ড করার দিনও ঠিক এইভাবে হবে। আমি এজন্যে আমার নীতি বদলানোর প্রয়োজন মনে করিনি।]

তখুনি বাড়ি ফিরে আমি য়ুনিফর্ম পরলাম। স্টার ও ক্রাউন ঠিক ঠিক কাঁধে লাগালাম। এর পর ট্যাক্সি করে সোজা আফিসে এসে উপস্থিত।

চতুর্দিকে তখন হলা হলা শব্দ। সুন্দর বনের বাঘও তাদেরকে এতো আতঙ্কিত করতে পারতো না। [তারপর?—এক ভক্তের প্রশ্ন] তারপর। আমি সেখানে প্রলয় নাচন সুরু করে দিলাম। ছোট সাহেব অমুককে ডেকে সর্ব সমক্ষে অপমান করলুম। টেলিফোনে কমিশনর সাহেবকে ডেকে তাঁকে অনুরোধ করলাম—অমুককে [ছোট সাহেব] এখুনি হঠান। আমার সিংহনাদ শুনে যে যার সিটে গিয়ে তখুনি বসে পড়েছে। আমার জীপের ড্রাইভার ও দরজার সিপাহীকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম—'বাপু! তোমাদের তো আমি কোনও ক্ষতি করিনি। তোমরা আমাকে অমনভাবে অপমান করলে কেন'? এরা উত্তর না দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হওয়ার মত। এর পর সেই পাঁঠার মানত করা কয় ব্যক্তিকে তখুনি সাসপেণ্ড করে বসিয়ে দিলাম। বাসে দেখা কেরানীবাবু [পরে তাকেও ছাড়ি নি] ব্যতিরেকে সেখানে সকলেরই মুখ কালো। বড়বাবু হাত জোড় করে ভেতরে এলে দেখি যে তার বাহুর সব ক'টি মাদুলি তিনি [নিষ্প্রয়োজন বুঝে] খুলে ফেলেছেন। তাঁর সার্ভিস সিটে এতো দিনের পর প্রথম একটি ব্যাড্ মার্ক পড়লো। পরের দিন ভদ্রলোক মাদুলিগুলি পূর্বের মত পরে এসেছিলেন। এর পর আমা হতে তাঁর আর কোনও বিপদ হয়নি। এবারও বোধ করি উনি মাদুলির জয় ভাবলেন'।

স্বামীজী বলতে পারতেন—বাপু! মৃত্যুর পর বেঁচে ফিরে আসা সম্ভব হলে তুমি এর চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ পেতে। আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রীপুত্রের কাণ্ডকারখানা দেখে আরও বেশী অবাক হতে।' কিন্তু তিনি অন্য পথে গেলেন। এইখানে তিনি মস্তবড় ভুল করলেন।

'হুম'! ১০৮ শ্রী সৎ চিদানন্দ স্বামী এই কাহিনীটি শুনে একটু মৃদু হেসে বললেন, 'মাদুলিগুলোর মধ্যে একটা রূপোর, একটা সবুজ ও বাকি কটা তাম্র নির্মিত ছিল। এটা সেই সময় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। ওই ব্যক্তিকে আমি চিনতাম। লোক সে সুবিধে ছিল না। এদের সতী সাধ্বী স্ত্রীরা অনুরোধ না করলে এদেরকে কোনও উপকার আমরা করি না। ওই মাদুলি সেইদিনই তার খোলা উচিত হয়নি। ওগুলো তখুনি না খুললে ওর সার্ভিস বুকে ব্ল্যাক মার্ক পড়তো না।

কথা কয়টি বলে ১০৮ শ্রীযুক্ত সৎ চিদানন্দ স্বামীজী তাঁর ঝুলি থেকে কয়টি রূপার মাদুলি বার করে সম্মুখের একটি রূপার রেকাবে রাখলেন।

এইখানেতে ১০৮ শ্রীযুক্ত মহারাজ স্বামী একটি মস্ত ভুল করলেন। স্বামীজীর সেই ব্যবহার ব্যক্তিত্বপুর্ণ এই রিটায়ার্ড অফিসরের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুললে। যেরূপ বাক্‌প্রয়োগ কোনও বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর কার্যকরী, সেরূপ বাক্য-প্রয়োগ অপরজনকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। মানুষের কালচার তথা কৃষ্টি ও শিক্ষা-দীক্ষার উপযোগী করে বাক্‌-প্রয়োগ করার রীতি। এ বিষয়ে একটুমাত্র ভুল করলে মানুষ গুরুদের প্রভাব-মুক্ত হয়ে ওঠে। রায় বাহাদুর অমুকের সাধু সন্ন্যাসীদের উপর কোনও বিশ্বাস নেই। তবে—তিনি মধুর ও গম্ভীর সংস্কৃত ছন্দে গীতার ব্যাখ্যা শুনতে ভালবাসেন। এই গীতা ভবনে তিনি গীতার ব্যাখ্যা শুনতে আসতেন। গীতার ব্যাখ্যা এই সাধুবাবা ভালোরূপেই করতে পারতেন।

সেই রিটায়ার্ড ভদ্রলোকের এখানকার সাধুবাবাদের প্রতি আকর্ষণের অন্য কারণও ছিল। এই আশ্রমের সাধুবাবারা গৈরিক বসন পরতেন না। এঁরা পরিষ্কার সাদা ধুতি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছলেন। রঙিন বস্ত্রে মলিন ছাপ বহুদিন চোখে পড়ে না। কিন্তু শ্বেত বস্ত্রে সেই ছাপ সামান্য হলেও তখুনি তা চোখে পড়ে। এই আশ্রমের পিছনে একটি পঙ্কিল বস্তী আছে। ভদ্রলোক স্বচক্ষে এঁদেরকে বস্তীবাসীদের সেবা করতে দেখেছেন। এই নোঙরা বাড়ির পিছনে তাঁর দ্বিতল কোঠা বাড়ি। তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতি দিন তিনি দেখেন—'কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সেই বস্তীর পথ ঘাট তাঁরা ঝাঁট দেন। তাদের অসনে ব্যসনে তাঁরা সাহায্য করেন। তাদের মধ্যে যারা রুগ্ন তাদেরকে সেবা করেন ও তাদের শিশুদের বই কিনে দেন ও সেখানে পাঠশালা খুলে তাদেরকে পড়ান। তাই বাড়ির কাছে এই গীতা ভবনে উনি প্রায়ই আসতেন। কিন্তু আজকের বড় সাধুবাবার এই সামান্য অবিবেচনা-প্রসূত উক্তি তাদের এখানে আড্ডা গাড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে কিছুটা সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসর অমুক বাবু কিন্তু তখনও সেখানে তেমনি ভাবে হাতজোড় করে বসে আছেন। তাঁর লোলুপ দৃষ্টি সেই মাদুলীগুলির দিকে ততক্ষণে প্রসারিত। কিন্তু রায়বাহাদুর অমুক ভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বহু প্রবীণ পুলিশ অফিসর এঁর কাছে আজও উপদেশ নিতে আসেন। তাই অবসর গ্রহণের পরও এইবার রায় বাহাদুরকে দেওয়ান বাহাদুর উপাধি দেওয়া হলো। পুলিশের এমন কোনও ডেকরেশন বা পদক নেই যা রিটায়ার করার পুর্বে তিনি পান নি। সমস্ত

বুকভরা [দুই সারি] মেডেল ঝুলিয়ে ইনি বারোটি এক্সটেনসনের পর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। পুরানো ফাইল নথীভুক্ত ব্যক্তির নাম ধাম ও তাদের দলের স্বরূপ আজও তিনি মুখস্থ বলতে পারেন। তাঁর এই তীব্র স্মরণ শক্তির জন্য কর্তৃপক্ষের তাঁকে প্রয়োজন হয়। এর এখানে আনাগোনার কারণে স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের এতোদিন এই আশ্রমের উপর নজর পড়ে নি। তিনি গুম হয়ে গিয়ে ইচ্ছা করেই চোখ বুজলেন। কিন্তু—মনে মনে ঠিক করলেন যে বাড়ি ফিরে তিনি মেছুয়া থানার মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে ডেকে পাঠাবেন। ভদ্রলোক এবার তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে এখানকার হালচাল ও কার্য কারণ বুঝতে চান। নিমীলিত চক্ষুর অন্তরালে তিনি লক্ষ্য করলেন মাথায় ফেট্টি বাঁধা এক যুবকের সাথে কয়জন লুঙ্গির আকারে কাপড় পরা সাধু লোক মুদ্রিত চক্ষু বড়ো সাধু'জীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এদের সাথে একজন চোয়াড়ে চেহারার কুলীর মাথাতে একটি বড়ো কাঁঠাল। বড়ো সাধুবাবা গল্পের মধ্যে ডুবে না গেলে এই জমায়েত এতক্ষণে ভেঙ্গে দিতেন। এই সাধুবাবারা ঘড়ির সময় ধরে কাজ করে থাকেন। সময়ের ভুলে এদের এখানে এই ভাবে আচম্বিতে আগমন।

জনৈক প্রৌঢ় সাধু দেওয়ান বাহাদুরকে সেখানে উপস্থিত দেখে চুপ করে সাধুবাবার পিছনে ভীড়েব পিছনে বসে পড়লো। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেওয়ান বাহাদুরের তাঁকে চিনতে বাকি থাকে নি। তিনি আড়চোখে তাঁকে দেখে চিনে মনের পথে পিছিয়ে যেতে থাকেন। বাঙ্গলার বিপ্লবী দলগুলি তখন সবে মাত্র সৃষ্টি হতে সুরু হয়েছে। দেওয়ান বাহাদুর অমুকবাবুর তখন প্রথম যৌবন। নবীন অফিসর অমুকবাবু জনৈক বিপ্লবীকে অনুসরণ করে তাঁর গাঁয়ের পথে যাবার জন্যে মাঠের পথ ধরলেন। সেই বিপ্লবী যুবক তাঁর বোনের বিয়ের গহনার বাক্স [কলকাতা থেকে গড়িয়ে] নিয়ে তাঁর গ্রামে ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় ক'জন গুণ্ডা তাকে ধরে সেই বাক্স ছিনিয়ে নেয় আর কি! দস্যুদের সাথে অসম যুদ্ধে তাকে কাবু হতে দেখে তিনি প্রমাদ গুণলেন। তাঁকে বাধ্য হয়ে বহু পিছন হতে ছুটে এসে পকেট থেকে পিস্তল বার করে রুখতে হলো। দস্যুদল পালিয়ে গেলে উনি সেই বিপ্লবী যুবককে সম্বোধন করে বললেন—মশাই। একি উপদ্রব। ভগ্নীর জন্য এক পাত্রের সন্ধানে অমুক গ্রামে যাচ্ছিলাম। আমি পাশের জেলার এক জোতদার মানুষ। সেখানে আমাদের গুড়ের ব্যবসা আছে। ভাগ্যিস পিস্তল সঙ্গে ছিল। ওনার মুখে

তাঁদের গ্রাম ও তাঁদের বাড়ির কথা শুনে একটু হেসে ওনাকে সে বলেছিল—তা মশাই। এরকম একজন ফ্রি সশস্ত্র গার্ড ভাগ্যি সঙ্গে ছিল। এখন আসুন। আমাদের বাড়িতে যাবেন ও আহার করবেন। তাঁরা সেদিন পরস্পর পরস্পরকে চিনে মাত্র এক রাত্রের জন্যে তাঁরা বন্ধু হন। [দেওয়ান বাহাদুর অমুকবাবুর জীবনের সেই চ্যাপটার এখন ক্লোসড্] তারপর আবার তাদের ছাড়া ছাড়ি। পরে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেদিনের সেই নবীন বিপ্লবী এখন প্রবীণ। রায়বাহাদুর কিন্তু সেই এ্যাবস্কণ্ডারকে ঠিকই চিনেছেন। ওদিকে—গুরুদেবও কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ভুললেন না।

'দরজা বন্ধ'—চক্ষু উন্মিলীত করে বড় সাধুবাবা হঠাৎ ভক্তদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন। ধ্যানস্থ অবস্থাতে পিছনে কাদের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন। একজন চেলা সাধু উপস্থিত ভক্তদের সম্বোধন করে অনুযোগ করে বললেন 'তাহলে মহাশয়দের এখন উঠতে আজ্ঞা হয়। গুরুদেব এসময় একটু নিভৃত সাধনা করবেন'। দেওয়ান বাহাদুরের চক্ষে এদের এই বুজরুকি নগ্ন মূর্তি ধারণ করলো। এতোটা—অবিমৃষ্যকারিতা ও হটকারিতা এদের সেদিন না করলেই ভালো ছিল। লোক ঠকানোর কাজে বারে বারে সফলতা বোধ করি তাদের এই হিসাবের ভুলের কারণ। দেওয়ান বাহাদুরের পুরাতন পুলিশি রক্ত এবার টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠেছে। 'এসো হে দীনবন্ধু!' মাণিকতলা থানার ভক্ত বড়বাবু দীনবন্ধুবাবুকে হাত ধরে উঠিয়ে তিনি বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর যেতে যেতে একটু বড়ো গলা করে [সকলকে শুনিয়ে] তিনি বললেন—আচ্ছা! এবার যাওয়া যাক। গুরুদেবের এখন নিভৃত তপস্যার সময়। [পরে তাঁর কানে চুপি চুপি তিনি বললেন] শীঘ্র পালাও। এক্ষুনি পুলিশ আসবে। কারও দয়া হলে তোমাকে বাদ দিতে পারে। [না'হলে] তারা তোমাকেও ওদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে। এসো। দেওয়ান বাহাদুর হতচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিশকর্মী দীনবন্ধুবাবুকে হাত ধরে বার করে নিয়ে গেল। সাধুবাবার [উপাসনা] ঘরের [আশ্রমের] দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যবনিকার অন্তরালে সেখানে—এখন গ্রীণরুমের দৃশ্য দেখা যায়।

আরে। রজত! তুমি এসেছো? গুরুদেব এবার আসন ছেড়ে উঠে ভূমিতে রাখা কাঁঠালের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তোমার খবর ঠিক ঠিক

সময় পেতাম। গুণ্ডাদের কাণ্ডো! কটা পিস্তল ওদের দৌলতে পেলুম। এই যা। তা' তুমি আরও কটা দিন সর্দারের মেয়ের বাড়িতে রইলে না কেন? এ হে হে! তোমার মাথার ঘা' কিন্তু এখনো শুকোয় নি। তাহলে—

বিপ্লবী রজত মল্লিক আরও ক'দিন পারুলদের বাড়িতে থাকতে পারলে খুশী ও সুখী নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু সেখানে বাধার সৃষ্টি হলো। ক'দিন রাত জেগে পারুল তার শুশ্রূষা করেছে। কিন্তু ভোরে উঠে পারুলের হাত থেকে এক গ্লাস দুধ নিয়ে, তা এক চুমুকে শেষ করে হঠাৎ সে চমকে উঠলো। তার তৃতীয় নয়ন কোথায় যেন বিপদ দেখতে পেয়েছে। সে চট করে বারান্দাতে বেরিয়ে দেখলে যে দু'জন লোক হাঁ করে সেই বাড়ির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভুরমল সর্দারের একজন 'শেয়ানা' বডিগার্ড স্বরূপ রজতবাবুর সাথে সাথে থাকতো। ওষুধ পথ্য প্রয়োজন মত আনার ভার ছিল তার ওপর। আর দেরী না করে তাকে নিয়ে রজতবাবু সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন।

রজত মল্লিককে সেখান থেকে চলে যেতে দিতে পারুলরানীর মন চায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই মৃত্যুমুখী যুবকের শুশ্রূষার দায়িত্ব নেওয়া সহজ কথা নয়। ওদিকে 'তার বাপজান এই দুর্ঘটনার হেতু বুঝে, তার অপরিসীম লজ্জা। এমন বিপদে সে জীবনে পড়ে নি। রজতবাবুর স্বজনের কোন খোঁজ নেই। একমাত্র তার বন্ধু সুরথবাবুর সে ঠিকানা জানে। কিন্তু তাকে খবর দিতে তার একই সাথে সমীহ ও ভয় হয়। ওদিকে ওঁর খোঁজে পুলিশ'ও এ বাড়ি চড়োয়া হতে পারে। সেই সন্দেহও আজ সত্য হলো। কিন্তু ঐ আহত দেশপ্রেমিক—কোথায় আশ্রয় পাবে? এটাও তার একটা বড়ো দুর্ভাবনা। তবু তার মঙ্গলের জন্যই পারুল-রানী তার সেই বন্ধুকে চলে যেতে দেয়।

ভুরোমল সর্দার কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছে। পারুলের কাছে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে রজতবাবু তার পিস্তলটা সেখানে আগেই এনে রাখা কাঁঠালের মধ্যে পুরে ফেললে। তার পর সে সেই কাঁঠাল শেয়ানা রামজীউর মাথাতে তুলে গুরুজীর আশ্রমের দিকে রওনা হলো। গোয়েন্দাদের ওয়াচার বলে তার যাদের মনে হয়েছিল—তারা কিন্তু তার সঙ্গ নেয় নি। কিন্তু একটু সতর্ক হলে সে বুঝতে পারতো যে, তাকে যারা অনুসরণ করবে তারা তার আগে আগে চলেছে। গুরুর আশ্রমে এসে পৌঁছুতে তার খুব বেশী দেরি

হয় নি। গুরুদেব যাই বলুন না কেন, প্রতিটি কথা তাঁকে বলা যায় না। পট পরিবর্তনের মুখে ওসব ব্যক্তিগত নেপথ্য কাহিনী এখানে অবান্তর। বরং কিছুক্ষণ বিগত দিনের ঘটনাগুলো ভুলতে পারলে সে মনে শান্তি পায়।

'হুম'। গুরুজী হরিদাস দা কাঁঠালটিতে কি আছে তা জেনে ও বুঝে—আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন 'ইউরেকা'। এটা এতোদিন আমাদের মাথায় আসে নি। শোনো। বিপ্রদাস আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেদিন পোষ্ট অফিস থেকে ডাকাতি করে দশহাজার টাকা পেয়েছিলাম। মোটর ডাকাতি করে অমুকের বাড়ি থেকে ছয় হাজার লুটে এনেছি। দেশোদ্ধারের পর জননীদের তা ফেরত দেবো বলে রসিদও দিয়ে এসেছি। 'মা! সুদসুদ্ধ ফেরৎ দেবো—এই বলে কত মা'র গায়ের গহনা খুলেছি। কিন্তু এখন শুনছি যে বিপ্রদাস, পুলিশের সঙ্গে যোগ সাজসে জেলে গিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে তার ভাই এলাহাবাদে একটা বড়ো প্রেস খুলেছে। জেলে বসে বসে সে আমাদের ধরিয়ে দেবে। আদালতের মত তাকে অন্য শাস্তি দেবার সুযোগ নেই। কিন্তু তাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। ঠিক এই ভাবে কাঁঠালে করে আমাদের সুনীল বসাককে একটা গুলিভরা পিস্তল পৌছিয়ে দিতে হবে। কমরেড সুনীলকে তার কর্তব্যের বিষয় জানাও। সৌভাগ্য এই যে সুনীল এখন জেলে। কিন্তু কি করে এটা তার কাছে এখন পাঠানো যায়।

'সেটা আমি পারবো। আমার সঙ্গের লোক একজন শেয়ানা। ও দেশ প্রেম বোঝে না। কিন্তু আমাকে ও ভালবাসে', একটু ভেবে রজত মল্লিক প্রত্যয়ের সুরে তার নেতাকে বলেন, 'এক বাঙ্গালীর বাড়ির ও একজন চাকর। ওর মতলব চুরি করা। আমাকে তার জায়গায় বদলী দিয়ে [দেশে যাবো বলে] সে জেলে যাক। আমরাই ওর বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে ওকে জেলে পাঠাবো। এর মধ্যে জেলে সুনীলদার ভিজিটার 'বা আত্মীয় সেজে জেলারকে কয়েকটা কাঁঠাল উপঢৌকন পাঠাবো। জেলারের কয়েদী চাকর আমার এই শেয়ানা বন্ধুর দোস্ত। এর অনুরোধে সে ঠিক কাঁঠালটা বেছে নিয়ে সুনীলদা'কে দিয়ে আসবে। ব্যস।

১০৮ শ্রীযুক্ত গুরুজী অমুক দা আজ সশস্ত্র। সঙ্গে তাঁর সশস্ত্র বডিগার্ড। তাদের সামনে এলে আজ কারও রক্ষা নেই। ঠিক সেই সময় আশ্রমের সুমুখের রাস্তার ওপারের পানের দোকানে অপর এক সশস্ত্র ব্যক্তি এসে সওদা করতে শুরু করেছেন। তিনি পান নিলেন। পরে কিছু চুন নিলেন।

কাশীর জর্দা আছে কি'না তা'ও জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি সামনের আশ্রম বাড়ির দিকে তাকালেন। আশ্রম বাড়ির ছাদের উপর পোঁতা সিঁদুর মাখানো ত্রিশূলটা দেখে সেই দিকে ফিরে জোড় হাত করে প্রণাম জানালেন। এদিকে সেখানে দু'জন মুচি এসে ফুটপাতে তাদের সরঞ্জাম পেতে বসে গিয়েছে। ক'জন ফেরিওলাকেও কাপড় কাঁধে ঘুরা ফিরা করতে দেখা যায়। আশ্রম বাড়ির পেছনের বাস্তীতেও কুলপি বরফ ও চিনে বাদম ও চানা চুর ভাজা ওয়লাদের হাঁকা হাঁকি শুরু হয়ে গেলো। [এরা সুরথবাবুকে ফলো করে এখানে এসেছে] কিন্তু উর্ধ্বতন পুলিশ পাকা খবর দেওয়ান বাহাদুরের কাছ থেকে পেয়ে গেলেন।

একটু পরে সকলকে সচকিত করে বিভাগীয় ছোট সাহেব রায়সাহেব প্রভাতনাথের নেতৃত্বে সেইখানে দুই ট্রাক সশস্ত্র শান্ত্রী এসে উপস্থিত। এঁদের সঙ্গে মহীন্দ্রবাবু ও সুরথবাবুও আছেন। মোটরের হর্ণের সাথে তাল রেখে আশ্রমেও ঘণ্টা বাজতে সুরু হলো। রায়সাহেব প্রভাত মুখার্জি দম্ভভরে হুকুম দিলেন—কোনও ভয় নেই। আমি সঙ্গে আছি। তোমরা দরোজা ভাঙ্গো। মহীন্দ্রবাবু ও সুরথবাবু দরজা ভাঙ্গতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রভাত মুখার্জি তাদের সঙ্গে না গিয়ে বিজ্ঞ জেনারেলের মত [নিরাপদ দূরত্ব রেখে] রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুড়ুম! বিরাট এক শব্দ। চারিদিকের বাড়িগুলো তখনও কাঁপছে। চারিদিক ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন। বোমার ডিরেকট হিট্ প্রভাতবাবুর জিপের উপর হলো। সৌভাগ্য এই যে তার একটু পুর্বে বাড়িটা ভালো করে দেখার জন্যে তিনি রাস্তাতে নেমে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাহলেও তিনি স্পিন্টারের আঘাত থেকে রক্ষা পেলেন না। তাঁর বাম বাহুতে কটা স্পিন্টার ঢুকে সেটা অবশ করে দিলে। ছোট আঘাতে মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিন্তু বড়ো আঘাতে শকের সৃষ্টি হয়। তাই তা বুঝতে মানুষের একটু দেরি হয়ে থাকে। প্রথমে প্রভাত মুখার্জি মনে করেছিলেন যে তিনি বড় জোর বেঁচে গেলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর লক্ষ্য হাতের ওপর পড়ে। সেই হাত বয়ে রক্ত তাঁর জামাটা ভিজিয়ে দিয়েছে। তিনি তাই দেখে ভয়ে কাত হয়ে জিপের উপর এলিয়ে পড়লেন।

রায়সাহেব প্রভাতনাথ মুখার্জিকে পুলিশ ভ্যানে হাসপাতালে তখুনি পাঠানো দরকার। বোমা কিন্তু তখনও একটার পর একটা রাস্তার উপর

পড়ছে ও ফাটছে। ক্ষণিকের মধ্যে রাজপথ জনশূণ্য হয়ে গেল। যানবাহন আর সে পথে এগুতে চায় না। মহীন্দ্রবাবু ও সুরথবাবু ছুটন্ত স্পিণ্টার তুচ্ছ করে তাঁকে তুলে নিলেন। তাঁকে একজন অফিসরের জিম্মাতে পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে পরে দরজা ভেঙ্গে আশ্রমে ঢুকে মহীন্দ্রবাবু ও সুরথ বাবু দেখলেন যে সেখানে জন প্রাণী নেই। নিচের তলে পুজার উপকরণ ও বাসন কোশন ডিঙ্গিয়ে তাঁরা উপর তলে উঠে চমকে উঠলেন। সেখানে তাঁরা একটা শক্তিশালী বোমার কারখানা আবিষ্কার করেছেন। বারান্দার মেঝেতে বহু কাগজপত্র ও চিঠি চাপাটি ও দলীয় নির্দেশনামা জ্বলছে। বোমা তৈরির বহু উপকরণ সমেত দশটি তাজা বোমা সেখানে পাওয়া গেল। সেখানে মাল পাওয়া গেল। কিন্তু তার মালিক নেই। তারা পলাতক। পুলিশের দ্রুতগামী ছদ্মবেশী স্কোয়ার্ড তাদেরকে রুখতে পারে নি।

ফাঁকা মাঠে গোল দেবার লোকের অভাব হয় না। এই অদ্ভুত খবর সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। একে একে প্রেস রিপোর্টাররা এসে গেলেন। সংবাদপত্রের সান্ধ্য সংস্করণ প্রেসে ছাপানো হলো। ছোট বড়ো বহু সাহেব সেখানে এলেন। সকলেরই একবার স্পট্‌টা পরিদর্শন করা দরকার। পিছনের বাড়ি থেকে দেওয়ান বাহাদুর এসে গেলেন। মুখে তার এখন একটা তৃপ্তির হাসি। মনে মনে তিনি [জনান্তিকে] আওড়াতে থাকেন—'হুঁঃ! আজকালকার গোয়েন্দারা কিছু খবর রাখে না। তাঁর নূতন করে পুলিশে ঢুকতে ইচ্ছে হয়। হঠাৎ এবার সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়ায়। খোদ পুলিশ কমিশনার হার্বাট সাহেব এলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই দেওয়ান বাহাদুর অমুকের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—হ্যালো। গুড্ গুড্। থ্যাঙ্কস! ইউ আর ষ্টিল হার্টি [Hearty] এণ্ড গেয়েই [Gay] ইয়্যা। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের ভাবনা, খবর না রাখার জন্য এবার তাদের চাকুরী না যায়। তাঁদের সকলের মনে একই অভিমান—'উনি তাদের খবর দিলে পারতেন। উনি সোজা কমিশনারকে এসব জানালেন কেন? কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর অমুক বাবু অতো বোকা নন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাকে জানালে তাঁরা সেটা তাঁদের খবর বলে চালাতেন। এই ভেবেই বোধ করি দেওয়ান বাহাদুর বাড়ি ফিরে কমিশনারকে তাঁর সন্দেহের বিষয় জানিয়েছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর ঠিক সময়ে ইংরাজ কমিশনার স্যার অমুককে ফোন করে ছিলেন। কারণ পর দিনই চীফ্ সেক্রেটারী গ্রে' সাহেব 'সি-আই-ই-খেতাব

দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করবার জন্যে রাইটারে আসবার জন্য তাঁকে মেসেজ পাঠিয়ে ছিলেন। ওদিকে যারা রজত মল্লিককে অনুসরণ করে সেই আশ্রমে এসেছিল—তারা সকলেই হতভম্ভ। তাদের কৃতিত্বের কথা তখন আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আপাততঃ—এই সব বিচার্য বিষয় মুলতুবি রেখে চারিদিকে সাজ সাজ পড়ে যায়। সারা শহরের প্রতিটি সন্দেহমান মহল্লা 'কুউপ' করে বাড়ি বাড়ি সার্চ করে বিপ্লবী দলকে নির্মূল করতে হবে। ইংরাজ কমিশনার স্যার অমুকের এটা কড়া হুকুম। অফিসররা যে যার বেতনভুক ইনফরমারদের সঙ্গে দেখা করে খবর সংগ্রহ করার জন্যে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। বিপ্লবী যুবক রজত মল্লিকের বর্তমান অবস্থানের খবর নেবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা খোদ বেরিয়েছেন। কিন্তু—ততক্ষণে রজত মল্লিক নির্ভরযোগ্য চমৎকার একটি আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে।

পরদিন সকালে সংবাদপত্র খুলে আশ্রম রেইডের খবরের সাথে অপর এক খবর পড়ে সকলে অবাক হয়ে যায়। মাণিকতলায় বোমার আড্ডা আবিষ্কার—এতো আগের দিনের সন্ধ্যা সংস্করণের খবর। কিন্তু অন্য খবর তাদেরকে আরও চমৎকৃত করে তুলে। জেলের মধ্যে এক বিপ্লবী অপর বিপ্লবীকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে গুলি করে হত্যা করে নিজে সাইনাইট বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। গুলিভরা পিস্তল ও সাইনাইট্ কেমন করে ও কোথা হতে জেলের মধ্যে আসলো তা তখনও জানা যায় নি।

নয়

বাড়িটা পুলিশের। বাড়ির সংলগ্ন অফিসও পুলিশের। বাড়ির মালিক নামকরা পুলিশ অফিসর। তা সত্ত্বেও সেই বাড়ি ও অফিস ঘিরে ছদ্মবেশী পুলিশের দল। কিছু পরে সেখানে সশস্ত্র উর্দিপরা পুলিশও এসে পৌছুবে। কিন্তু বাড়ির মালিক সেই উচ্চপদি পুলিশ অফিসর তখনও তা জানে না। তাই তখনও সেখানে যথারীতি কাজকর্ম ও লোকজনের আনাগোনা অব্যাহত। তাঁকে আগে ভাগে তাঁর বাড়ির বিষয় জানানো নিষেধ। তিনি জানলে তাঁর পরিবারবর্গও জানবে। ফলে, গোয়েন্দাদের সকল পরিশ্রম পণ্ড হবে। গুপ্তচরের সংবাদ এই যে এই বাড়িতে এক দুর্দান্ত দস্যু আশ্রয় নিয়েছে। এ পক্ষে কয়েকজন মৃত্যুবরণ না করলে তাকে ধরা বা মারা সম্ভব নয়।

তাই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সকলের এতো সতর্কতা। অভিযাত্রীদের ভাবনা যে তাদের মধ্যে এইদিন কে তার গুলির মুখে প্রাণ দেবে কে বা না মরে ঘরে ফিরবে। তাদের দেহ মন থেকে থেকে শিউরে উঠছে। অবশ্য সম্ভাব্য অঘটন ঘটতে এখনও অনেক দেরী। এই বাড়িটি ও তার অধিকারীর একটু পরিচয় দিলে সুবিধা। সেখানে পরে কি ঘটবে বা না ঘটবে তা পরের কথা।

সমগ্র কলিকাতা মহানগরী জরুরী অবস্থায় উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতাতে বিভক্ত। প্রখ্যাত শান্তি-ভাঙ্গা থানাটি মধ্য কলিকাতার দুনম্বর বিভাগের ছটি থানার মধ্যে অন্যতম কর্মবহুল থানা। ১২নং পল্টন রোডে বড়ো দ্বিতল বাড়ির একটি নাতি দীর্ঘ কক্ষে কলকাতার দু নম্বর বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা রায়সাহেব প্রভাতনাথ মুখার্জী তাঁর সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বসে আছেন। মাত্র কদিন আগে বোমারু বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে তিনি নিজে আহত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অনাবৃত বাম হাতটির পাশ ব'য়ে তার কোটের বাম দিকের মুক্ত হাতাটি নড়বড় ভাবে ঝুলে আছে। সেই কোর্ট জামার ডান হাতাটার মধ্যে সেঁদুনো সুস্থ ডান হাতটির সাহায্যে হাসপাতাল থেকে সদ্য প্রত্যাগত রায়সাহেব প্রভাত মুখার্জি টেবিলের উপরে রাখা সরকারী ফাইলগুলিতে বেছে বেছে দস্তখত দিচ্ছেন। এতো বড় বিপদের পরও তিনি ছুটি নিতে চান নি। কিংবা চেয়েও তা তিনি পান নি। তাঁকে দেখতে গিয়ে হাসপাতাল থেকে বিমুখ বহু ব্যক্তির তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে তখনও তাঁর গৃহে আসার সম্ভাবনা। এজন্যে তাঁর ষ্টেনোর ও তাঁর নিজের দুটি অফিসই ঝকঝকে তকতকে করে পরিষ্কার রাখা হয়েছে। কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসারেরও সেখানে আসার সম্ভাবনা। তারা সেখানে এসে দেখবে যে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সরকারী কাজকর্মে অবহেলা নেই।

আশপাশের চেয়ারগুলি দখল করে বহু বন্ধুবান্ধব সহকর্মী ও অভ্যাগত বসে আছেন। কাগজে সই করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি খুশী মনে এর ওর সাথে কথা বলছেন। আর মধ্যে মধ্যে তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে রাখছেন কে কে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে সেখানে এলেন না। সকলেই হাসপাতাল প্রত্যাগত বিপন্মুক্ত পুলিশ সাহেব প্রভাতনাথকে পরস্পরের মুখের শব্দ কাড়াকাড়ি করে সহানুভূতি জানাতে ব্যস্ত। পুলিশের রিটায়ার্ড ও

প্রাক্তন পুলিশ সাহেব রায় বাহাদুর সুধীন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সেখানে এসেছেন। কিন্তু, সেই সময় তাঁর এখানে আসার অপর এক অনিবার্য কারণও ছিল। শুভেচ্ছা জানানোর পর তাঁকে তাঁর এক ব্যক্তিগত উপকার করার বিষয়ও বলতে হবে। করুণাপ্রার্থী প্রাক্তন উর্ধ্বতন এই রিটায়ার্ড অফিসরের সন্দেহ যে এই নায্য ও আইনসম্মত উপকারটুকুও এখানে পাওয়া যাবে না। কারণ, স্বভাব দাম্ভিক মানুষ মাত্রেই ভাবে যে সে কোনও দিন মরবে না বা রিটায়ার করবে না। একদা দুর্দান্ত এই প্রাক্তন পুলিশি পুরুষ অধুনা নিবীর্য ও নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ মাত্র। তাদের পক্ষে তাদের প্রাক্তন অধীন কর্মীদের কাছে আবেদন জানাতে সমীহ হয়। ভয়, পাছে তিনি তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান না দেন। পূর্ব-সূরীদের পরিত্যক্ত দাম্ভিকতার এঁরাই এখন উত্তরাধিকারী। এই জন্য সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্মীও কম দায়ী নন। কারণ, কর্মেবহাল থাকাকালীন ওঁরা এদের রাজকার্য শিখালেও বিনয় শেখান নি। তাই এর কাছে তাঁর ন্যায্য পাওনার বিষয় বলতে গিয়েও তাঁর এতো সঙ্কোচ।

যৌবনে রায় সাহেব প্রভাতনাথ এঁরই করুণাধীন শিক্ষানবীশ ছিলেন। সেই সময় তিনি এঁকে ভয় করেছেন ও তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করেছেন। তাঁর কর্মকালে কয়েক ক্ষেত্রে এঁর দ্বারা তিনি উত্যক্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ যে না হন তা নয়। তাঁকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে পূর্ব ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার এই তো মৌকা। ঐ সব বিস্মৃতপ্রায় অতীত অপ্রিয় ঘটনার স্মৃতির ধার এখন ক্ষীণ ও ম্লান। অমন ব্যবহার উনিও এখন তাঁর অসহায় অধস্তনদের উপর কারণে ও অকারণে করেন। অন্য দিকে অতীতে ওঁর দ্বারা তার অপকারের তুলনাতে উপকারের সংখ্যাও কম নয়। এঁকে দেখে পূর্বের মত সম্মান দেখাতে লাফিয়ে উঠার তাঁর আজ প্রয়োজন নেই। একটু অনুকম্পার সঙ্গে তাঁর দিকে একবার:উনি তাকালেন। চেয়ার থেকে কিছুটা উপরে উঠে তাঁকে তিনি অভিবাদন জানালেন।

'বাবা! কাগজে ঘটনা পড়ে আমার চক্ষুস্থির। ভায়া! আমরা এখন যাকে বলে ডেড্ হর্স। তাই বেশী বাইরে বেরুই না। কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলি। সুবিধে হলে অন্য শহরে চলে যাই। সেখানে অচেনা মানুষের মধ্যে মান অপমানের বালাই নেই। আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন অফিসারের সংখ্যা তো কম নয়। কর্তব্যপরায়ণ ষ্ট্রিক্ট্ অফিসার হওয়ার অসুবিধা পেনসন হওয়ার পর বোঝা যায়,' অধুনা রিটায়ার্ড প্রাক্তন

জবরদস্ত পুলিশ সাহেব রায়বাহাদুর অমুক সাহেব একটু মৃদু হেসে তাঁর পূর্ব দিনের অধীন অফিসর রায়সাহেব প্রভাত মুখার্জিকে বলেন, 'তবু আহত হওয়ার দুঃসংবাদ শুনে তোমাকে একবার দেখতে এলাম। তোমরাই এখন আমাদের বাহুতে বল ও হৃদয়ে শক্তি। বড্ড বেঁচে গেলে ভাই। তোমার কমিশনারের সাথে ক্লাবে দেখা। তাঁর কাছে শুনলাম সব। আরে! বারে বারে গুরু-মশাই মেরে ওদের লাভ কি? এক গুরু গেলে অন্য গুরু আসে। একজন মরলে অন্যজন তার স্থলে প্রমোশন পায়। [এই জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের আর্মি অফিসররা যুদ্ধ চায়] তবে বাবা কারও মারা গেলে আর বাবা আসে না। কিন্তু বিদেশী বাবা রূপ বিদেশী গভর্নমেণ্টকে ওরা সরাতে পারে কৈ? এখন স্বদেশী বাবুদের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসে মন উঠে না। এবার ওদের নির্ভেজাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চাই। বাপরে বাপরে। আচ্ছা! আসুক ওরা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্! ওটা রক্ষা করতে হলে পুলিশেরই সাহায্যে তা করতে হবে। না হলে অন্য কেউ এসে ওদের হটিয়ে গদী দখল করবে। নিজেদের দেশ ও জাতি উচ্ছন্ন যাক। এ'কথা পাগলেও বলে না। কিন্তু তা বলে প্রাণের ভয়ে অন্যত্র রওনা হও না।' রোগের অজুহাতে ছুটি নেওয়াও অন্যায় হবে। তাহলে ইংরেজগুলো বলবে যে বাঙালী ভীরু বলে প্রাণ ভয়ে পালালো। ভীরুতার অপবাদের চাইতে গুলি খেয়ে মরাও ভালো। আমাদের কালে আমরাও তাই-ই মনে করেছি। এই অভিমান ও সম্মানবোধ তখন আমাদের মধ্যেও ছিল। বিশ্বাসঘাতকতার দোষেও নিজেদের পুষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ এদের নিমক খাচ্ছো ততক্ষণ এদের পক্ষে থেকো। নয় তো তোমার বন্ধু ইনসপেক্টার যতীন লাহিড়ীর মত কর্মে ইস্তফা দিয়ে ওদের ক্যাম্পে যোগ দিও। সকালের কাগজে দেখলাম যে সেই [ভূতপূর্ব পুলিশ অফিসর] যতীন লাহিড়ীকে পিকেটিং করার অপরাধে তারই এক পূর্বতন সহকর্মী গ্রেপ্তার করেছে। পূর্বতন সহকর্মীর সাক্ষাতে বিচারে ভদ্রলোকের ছয় মাস জেল হয়ে গেল। কিন্তু বৃথা তাঁর এই আত্মহত্যা তথা আত্মত্যাগ। চাকুরিতে থাকলে ঐ যতীন লাহিড়ীর আজ তোমার জায়গায় পুলিশ সাহেব হবার কথা। আমাদের দেশ এখনও সর্বজনীন বিপ্লবের জন্য তৈরী কৈ? এই দেশকে তৈরী করবে ঐ ন্যাংটা ফকীর মহাত্মা গান্ধী! গভর্নমেণ্ট বোমারু দলের ভয়ে খুব বেশী ভীত নয়। ওরা জানে যে বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী, নেভি ও এয়ার ফোর্সের সামনে এরা তৃণবৎ বালখিল্য শিশু মাত্র। কিন্তু ঘুমন্ত গণদেবতাকে

জাগাতে সক্ষম ঐ নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দলোনকে ওদের বড়ো ভয়। বোমারু বিপ্লবীরা যুবকদের দ্রুত সঞ্চরণক্ষম মৎস্য হতে হবে। জনসাধারণকে হতে হবে তাদের আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকত্রী গভীর সমুদ্র। সেই অতল সমুদ্র এবার ব্রিটীশ প্রভুদের ভোগাবে। ওদের রাজ্য আমরা খুব বেশি দিন বুদ্ধি বলে ও বাহুবলে রক্ষা করতে পারবো বলে মনে হয় না। ওরা ভারতের দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি এনে একটিকে দাবিয়ে অন্যটিকে তুলছে। এতে আমাদের মত পুরুষানুক্রমে রাজভক্ত মানুষগুলোও আজ আর ওদের বন্ধু নই। আমাদের না হয় এখন জীবনে যা কিছু উন্নতি তা শেষ। কিন্তু ওদেব ভেদবুদ্ধির কবলে পড়ে আমাদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ কোথায়? ভারতের স্বাধীনতা আনতে সচেষ্ট বাঙ্গালীদের ওরা আজ শাস্তি দিতে ও মারতে চায়। কিন্তু বাঙ্গালীদের প্রতিজ্ঞা এই যে নিজেদের সর্বনাশ করেও ওদেরকে তারা তাড়াবেই। অবশ্য কর্তব্য কর্ম আমাদের ঠিকই করে যেতে হবে। আমার শুভেচ্ছা এই যে একটু সুস্থ হয়ে তুমি আবার সরকারের পক্ষে ঐ একই কাজ করো। ইংরাজ পুলিশ কমিশনারকে বলে আমার বাঁদরটাকে [পুত্র] এবার কলকাতা পুলিশে ঢুকিয়েছি। আর! পুরানো অফিসর কয়জন বাদে সবাই তো একে একে আমাদের ভুলে গেলো। আমার পুত্রকে তোমার অধীনে বদলী করে নিয়ে এলে ভালো হয়। একদিন তোমাকে আমি তালিম দিয়েছি। এবার আমার পুত্রকে তুমি তালিম দাও। যদি কখনও দেশ স্বাধীন হয় তো বলে রাখি যে তা রক্ষা করতে তোমরা নির্মম হোয়ো কিন্তু দুর্বল হয়ো না। তোমরা মনে রেখো যে হাত যোড় করা দৌবারিকের ধর্ম নয়। ডাণ্ডা বন্দুক তাকে ব্যবহার করতে হবেই'।

প্রভাতনাথ মুখার্জি কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারেন না। রায় বাহাদুর হীরেন গাঙ্গুলীও প্রত্যাখ্যানের দায় এড়াতে চুপ করে যান। তাঁদের নীরবতার মধ্যে বাইরে থেকে খট্ খট্ অবিরাম শব্দ আসে। কন্ট্রাক্টরের অধীন মিস্ত্রীরা এই বাড়ির দোতলার জানালা তারের জাল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। যাতে বিপ্লবীরা খড়া বয়ে উপরে উঠে প্রভাতবাবুর প্রাণনাশ না করতে পারে। চতুর্দিকে একই বিপদ বুঝে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্য পুলিশি ব্যারাকেও করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যাদের জন্য এতো রক্ষা ব্যবস্থা তাদের কাউকে কাউকে একলা [গার্ড না নিয়ে] বাজার থেকে বাজার করে

ঘরে ফিরতে দেখা যায়। এতে লাভ যা কিছু তা বোধ হয় চতুর বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টরদেরও হয়ে থাকে। এ'সবে প্রভাতবাবুর মন তৃপ্ত হলেও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ হীরেনবাবু একটু হাসলেন। তার পর তিনি প্রভাতবাবুর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তাঁর দিকে তাকালেন!

আগন্তুকের দল একে একে তাদের কর্তব্য সমাপন করে রায়সাহেব প্রভাত মুখুজ্যেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পুলিশের পুর্বতন দীক্ষা গুরুও বহুক্ষণ পুর্বে তাঁর মূল বক্তব্যের পর ঘরে ফিরেছেন। এবার একটু ফাঁক পেয়ে ভদ্রলোক তাঁর রিভলবিং চেয়ারের সিটের ওপর দেহটা স্বস্তিতে এলিয়ে দিলেন। ক্রমাগত চাটুকারিতা শুনতে তাঁর আর ভালো লাগে না। এবার তাঁর [কারও কাছ থেকে] কিছু হক্ বা কড়া কথা শুনতে ইচ্ছা হয়।

কদিন রায়সাহেব প্রভাত মুখার্জি হাসপাতালে বেশ শান্তিতে ও আনন্দে কাটালেন। তাঁর জন্যে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গ ও অধস্তন অফিসরদের দারুণ উৎকণ্ঠা তাঁর উপভোগ্য মনে হতো। এতো তৃপ্তি ও আনন্দ জীবনে তিনি কোনও দিনই পান নি। গভর্নমেণ্টের এই দুঃসময়ে ছুটি নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। এখন তা চাইলে বিপদ আছে। তা চাইতেও লজ্জা আসে। এ ছাড়া কাজের লোকের কর্মহীন বিশ্রাম অসহনীয়। সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ছুটি নিয়ে এরা কোথায় কার সাথে কথা কইবেন। ওদিকে তাঁর সহকর্মীরা থাকবেন বহু দূরে। বরং এতে ওর হার্টের অসুখ ও ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে। ছুটির সময় তাঁর জায়গাতে যিনি কাজ করবেন তাঁকেও বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি এই মোওকামত খুঁজে খুঁজে তাঁর ভুল-চুক কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে জনসাধারণের মত আত্মীয়স্বজনও এখন পুলিশকে এড়িয়ে চলে। সাধারণ মানুষের সাথে আড্ডা জমাতে উচ্চপদস্থদের আত্মাভিমানে বাধে। অন্যেরা তাঁদের সাথে প্রাণ খুলে কথা কইতে ভয় পায়। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশরা সমাজের মধ্যে সমাজ গড়েছে। ছুটি নেওয়ায় চিন্তা তাঁর কাছে অসহনীয়। আহত হয়ে হাসপাতালে এলে তবু তাঁদের কিছুটা বিশ্রাম হয়।

হাসপাতালে আটক থাকাকালীন সুখ স্মৃতি তাঁর তৃষিত বক্ষে জল সিঞ্চন করে। বিগত কয়দিনের একটি ঘটনাও ভুলবার নয়। হাসপাতালে তাঁর শুভাগমন না হলে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাকেও তাঁর এমন ভাবে চিনবার বা বুঝবার সুযোগ হতো না। তারা কতোই না তাঁকে ভালবাসে। তাদের

মধ্যে ফল্গুনদীর মত কতো উৎকণ্ঠা লুকানো। হাসপাতালে ভর্তি না হলে তা তাঁর অজ্ঞাত থেকে যেতো।

তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে স্ত্রী পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের হাহাকার এবং বন্ধুবান্ধব ও অফিসরদের কলগুঞ্জনের মধ্যে তাঁকে দ্বিচক্র যানে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসা তাঁর নাকের উপর জনৈক ডাক্তারের ধরা গ্যাসযুক্ত পাম্পিং বেলোর ভোঁস ভোঁস আওয়াজ স্পষ্ট মনে পড়ে। একবার তিনি তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে বলেছিলেন যে তাঁর জ্ঞানেতেই তাঁর দেহে ছুরি চালানো হোক। কিন্তু শল্যবিদ ডাক্তাররা তাঁর এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তাঁকে ক্লোরফম করার পূর্ব মুহূর্তে মুখে কাপড় ঝুলানো নির্বাক ডাক্তার ও নার্সের সারিবদ্ধ দাঁড়ানোর দৃশ্য তাঁর মনে আছে। কিন্তু তার পরের কোনও ঘটনা তাঁর আর জানা নেই। এইটুকু মনে পড়ে যে অপারেশন টেবিল থেকে তাঁর অর্ধচৈতন্য দেহটা ঐ একই দ্বি-চক্র যানে তুলে তাঁর বেডের দিকে কারা নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ধারণা তিনি সত্যই বুঝি মৃত। তারস্বরে চীৎকার করে তিনি স্ত্রীপুত্রকে ডাকতে চান। তার আত্মাবিহীন দেহ নড়ে না বা তাঁর [অশরীরী] দেহের মুখ বা ঠোঁট একটুও কাঁপে না। কিন্তু দ্বিচক্র যানের ঘর ঘর শব্দ ভেদ করে তাঁর স্ত্রী কন্যার করুণ কান্না তাঁর কানে পৌছয়। কান্নায় ফেটে পড়ে তার সাধ্বী স্ত্রী ও কন্যা কম্পিত হৃদয়ে ভয়ে পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—'ডাক্তারবাবু! আপনি আমাদের স্তোক বাক্য দিলেন না তো'! তাদের করুণ ক্রন্দনের কিছু কিছু প্রভাত মুখার্জির কানে পৌছেছিল। সেই দিন প্রভাত মুখার্জি তার স্ত্রী পুত্র কন্যা'কে নূতন করে আবিষ্কার করলেন।

প্রভাত মুখার্জি আবার গভীর নিদ্রাতে ডুবে যান। ঘুম ভাঙার পর উঠতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হাত দুটো খাটের সঙ্গে বাঁধা। আর একটু হলে তিনি চোর চোর বলে চিৎকার করতেন। তাঁর মনে পড়ে যে তিনি অস্ফুট যন্ত্রণা কাতর স্বরে একবার বলেছিলেন—এ্যাঁ! আমাকে বাঁধলো কে? তার পর জোর করে চোখ মেলা মাত্র চতুর্দিকে দণ্ডায়মান স্বজনদের দেখে তাঁর পূর্বাপর সকল ঘটনা মনে পড়ে। তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি মরেন নি। তিনি ঈশ্বরের দয়ায় এযাত্রা বেঁচে গেলেন।

বহু আত্মীয় স্বজন ও অধীন অফিসর এবং মান্যগণ্য বন্ধুমন্য ব্যক্তি তাঁকে

হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন। ডাক্তারবাবু এতো ভীড় দেখে সপ্রশংস নেত্রে প্রভাতবাবুকে জানিয়েছিলেন—স্যার! আপনি খুব পপুলার তো! আফিস থেকে বারান্দা পর্যন্ত এতো লোক। ডাক্তারবাবু সেদিন তাঁর ঘরের সামনে একটা প্লাকার্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন—'নো [No] ইণ্টারভিউ। ডাক্তারবাবুর সেই উক্তি শুনে ও শুভাকাঙ্ক্ষীর ভীড় দেখে প্রভাত মুখার্জি খুবই খুশী হন। এই ভীড়ের মধ্যে এমন কয়জন ভীত ও সন্ত্রস্থ রাজপুরুষও আছেন, যাদের মৃত্যুবান হাসপাতালে আসার পূর্বে তিনি তৈরী করেছেন। এদের বিরুদ্ধে প্রোসিডিঙের কাগজে বরখাস্তের হুকুম লিখন সমাপ্ত। এমন কি সেটা টাইপ করাও হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জন্য তাতে তিনি দস্তখত করেন নি। সুস্থ শরীরে তাঁর মনে প্রশ্ন এই যে অতোগুলো মানুষের স্বার্থহীন ও স্বার্থহীন প্রীতি তাঁর উপর আছে কি? কৈ? এমন কোনও সৎকাজ বা কাউর উপকার তিনি তো করেন নি। তাঁর সন্দেহ হয় তারা তাঁকে না তাঁর চেয়ারকে ভালবাসে। কাল তিনি মৃত, অপসৃত বা রিটায়ার্ড হলে ওদের এ শ্রদ্ধা কি থাকবে? না, এণ্টনী ইজ মাই সিজার নাউ [Now] বলে তাঁরা তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সেলাম দেবে। ভগবান রূপ কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখা যায় না। কিন্তু হর্তাকর্তা বিধাতা রূপ পুলিশ সাহেবকে দেখা যায়। ইনি—অধীনদের উপকার ও অপকার করতে এখুনি সক্ষম। তাই সাহেবের জন্য তাদের এত চিন্তা। রায় সাহেব প্রভাত বাবুর দিব্য দৃষ্টি ও জ্ঞান লাভ হয়। তিনি এইবার তাঁর অফিসকক্ষ ও বাসা বাড়ির মধ্যবর্তী দুয়ারের পথে অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। ঐ দুয়ারের ওপার থেকে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যার কলকণ্ঠ শুনা যায়। সেই সাথে তাঁর নব নিযুক্ত ভৃত্য বাবলুরামের বিনীত কণ্ঠস্বরও তিনি শুনতে পান। সে তার মা ঠাকরুণের দাদাবাবুর ও দিদিমণির খিদমদগিরী খাটতে ব্যস্ত। পুলিশ সাহেব প্রভাত মুখার্জি বোঝেন যে ঐটুকুই যা সত্য। পূর্বাপর বাকী যা কিছু তা ক্ষণস্থায়ী মায়া। চুপ করে বসে বিগত ক'দিনের ঘটনা বুঝে বুঝে ভাবতে রায় সাহেব প্রভাত মুখার্জির ভালোই লাগছিল।

প্রভাতবাবুর অফিসের ঠিক পাশের ঘরটাতে তাঁর স্টেনোর অফিস। তাঁকে না বলে সাহেবের ঘরে ঢোকার নিয়ম নেই। হঠাৎ সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের বড় সাহেব উপস্থিত হলেন। এসময়ে তাঁকে সেখানে আসতে দেখে স্টেনোবাবু অবাক হয়ে যান।

'মর্নিং' স্যার। আজ্ঞে হাঁ! স্যর! সাহেব এখনও অফিসে আছেন', রায় সাহেব প্রভাতনাথ মুখার্জির স্টেনোবাবু শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ঠুকে বললেন, 'যান স্যার। সোজা ওঁর অফিসে চলে যান। আপনি আবার কি খবর পাঠাবেন। একটু আগেও ওঁর ঘরে অনেকে ছিলেন। এখন বোধ করি উনি একাই আছেন। না স্যার! গোয়েন্দা ইনেসপেক্টর মধুসূদনবাবু এখনও আসেন নি। ওঁর আজ সাহেবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ওঁর জন্যই উনি অপেক্ষা করছেন। সুরথ চৌধুরী এখানে দশটাতে আসবেন। অন্য কেউ এখানে আসবেন ব'লে শুনি নি। তবে পাটনাব এক বাঙালী পুলিশ সাহেব আমাদের সাহেবকে ফোন করলেন। তিনি এখানে আসতে পাবেন।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা রায় সাহেব ললিত ব্যানার্জি তাঁর বন্ধু ডিসট্রিক্ট পুলিশের কর্মকর্তা রায় সাহেব প্রভাতবাবুর অফিস ঘরে এলেন। তাঁর মুখে চোখে দারুণ সঙ্কোচ ও গোপন উৎকণ্ঠা। কিন্তু তাঁর উৎসাহের কমতি নেই। তাঁর আগমনের মূল হেতু এখুনি বন্ধুকে বলা যায়না। কর্তৃপক্ষের আদেশে এক অপ্রিয় কাজের ভার নিয়ে তিনি সেখানে এসেছেন। অথচ তিনি জানেন যে তাঁর এই সতীর্থ পুলিশ বন্ধুর নিজের কোনও অপরাধ নেই। অবশ্য কর্তৃপক্ষও তাঁর মতে মত দিয়ে বারে বারে সেই একই কথা বলেছেন—বাট্ প্রভাট ইজ্ এ ট্রাষ্টেড ম্যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই দুরূহ তত্ত্ব ও তথ্য তাঁকে তিনি এখুনি জানাতে অক্ষম। প্রভাত মুখার্জির সাথে কথোপকথনে কাল হরণই তাঁর উচিত মনে হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এক পুলিশ প্রধান অপর পুলিশ প্রধানকে তাঁরই বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা কপট কথাবার্তায় আটকে রাখতে চান। হেড্কোয়ার্টার থেকে এক বিরাট সশস্ত্র ফৌজের আগমন পর্যন্ত এই কূটনৈতিক ব্যবস্থা। আত্মীয় বন্ধু নির্বিশেষে এইরূপ লুকোচুরি পুলিশ বিভাগে মাত্র সম্ভব। হেথায় সগৌরবে বলা হয় যে—'কাকের মাংস কাকেরা খায় না। কিন্তু উহার ব্যতিক্রমও কম নয়। লজ্জা দমন করে তিনি বন্ধুর কাছে সহজ হলেন। তাঁর তৈরী ঘটনা তাঁকেই সামলাতে হবে। সে ক্ষমতা তাঁর মতন মানুষের আছে। বন্ধুর কোন ক্ষতি তাঁর কখনও কাম্য নয়।

'ওহে। প্রভাত! হাসপাতালে বহুবার তোমাকে দেখতে গেছি। কিন্তু প্রতিবারেই তোমাকে ঘুমন্ত দেখি। তুমি বোধ হয় ভাবলে আমি যাই নি', গোয়েন্দা বিভাগের প্রবীণ কর্মকর্তা ললিত ব্যানার্জি আসন গ্রহণান্তে বন্ধু

রায়সাহেব প্রভাতনাথের করমর্দন করে বললেন, 'বাপস! একেবারে যাকে বলে ডিরেকট হিট্। দাদা! বোমাটা আধ ইঞ্চি এধারে পড়লে বাঁচতে না। যাক। পৃথিবী একদিন সকলকেই ত্যাগ করতে হবে। তা বলে আমাদের কাপুরুষ বা বেইমান তো কেউ বলবে না। কিন্তু সাহস দেখালো বটে তোমার অফিসর মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে আর তার সহকারী দারোগা সুরথ চৌধুরী। তোমাকে তো তখুনি গাড়িতে ওরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু—তখনও সেই বাড়ির দুতলা হতে বেটারা রাজপথে বোমা ও ইট ফেলছে। সেই বোমা বৃষ্টি ভেদ করে আহত হয়েও উপরে উঠে তারা ওদের ডিস্‌লজ করেছে। তোমার ওপর জঘন্য আক্রমণের প্রতিশোধও আমরা নিয়েছি। ওপাড়ার প্রায় প্রত্যেক সমর্থ যুবককেই গ্রেপ্তার করেছি। ওদের গোয়েন্দা অফিসারদের ওপরই রাগ ও তাপ। থানা পুলিশের ওপর ওদের অতো রাগ নেই। তা সত্বেও তোমার মত সৎ লোককেও ওরা ঘা দিলে। আমরা না হয় পাপী মানুষ। কিন্তু তোমার একি দুর্ভোগ! ওরা মারতে চেয়ে ছিল মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে। দৈবাৎ ওটা তোমার দেহে লেগে গেছে।

এতোক্ষণ বন্ধু ললিত ব্যানার্জির কথাবার্তা প্রভাতবাবুর ভালোই লেগেছে। কিন্তু তাঁর শেষ উক্তিটি তাঁকে মনঃ ক্ষুন্ন করলে। এ্যা! শান্তি ভাঙ্গা থানার অফিসর ইনচার্জ মহেন্দ্র ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য? ওঁর মত একজন দায়িত্বপূর্ণ অফিসরের মুখে এ কি কথা। হাসপাতালে স্বয়ং গভর্নর বাহাদুর পর্যন্ত তাঁকে দেখে এলেন। কতো সাহেব বীরত্বের জন্য তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তাঁর আশা তাকে বীরত্বসূচক মেডেল ও রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া হবে। হতভাগা ললিত বন্ধু হয়েও কর্তৃপক্ষকে বিপরীত রিপোর্ট দিলো না তো! শেষবেশ এই খেতাব ও মেডেল মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে পাবে না কি! প্রভাতবাবুর ভয় এই যে শেষ পর্যন্ত মারটুকু ও তার দাগটুকু না শুধু রয়ে যায়।

আবার আর একদল শুভাকাঙ্ক্ষীর আবির্ভাব। তাদের ভয় যে দেরীতে আসাতে সাহেব যদি উঠে বাড়ির ভিতর চলে যান। ওদিকে তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে সমবেদনা জানানো উচিত। হয়তো আজকেই উনি কাজে জয়েন করে বাইরে বেরুবেন। সাহেবের দেখা পেয়ে তারা আশ্বস্ত হলো। আজ এখানে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রের অবারিত দ্বার। কে কে

তাঁকে সহানুভূতি জানাতে বা কুশল জিজ্ঞেস করতে এলেন না, এইটুকুই বরং তিনি মনোপটে টুকে রাখছিলেন। একবার তাঁর মনে হয় ললিত ব্যানার্জি বিদায় নিলে ভালো হয়। তাহলে সকলকে তাঁর বীরত্বের কাহিনী ফলাও করে বলা যেতে পারবে। কিন্তু ললিত ব্যানার্জি বিদায় না নিয়ে আরও জেঁকে বসলেন। এঁরা একত্রে অফিসরদের সেলাম নেন ও তাদের মুখের চাটুকারিতা শোনেন। তাদের সবাইকে তাঁরা একে একে কর্তব্য সেরে সেই স্থান ত্যাগ করতেও দেখেন।

'স্যার। 'শান্তি ভাঙ্গার' ছোটবাবু সুরথ চৌধুরীকে আজ আপনি আসতে বলেছিলেন। তাঁকে আপনার আদেশে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম', প্রভাত মুখার্জির ষ্টেনো বাবু উভয় অফিসের মধ্যেকার ফ্লাইঙ দুয়ার খুলে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনার হুকুম মতো সকাল দশটাতে উনি এলেন। আপনি ব্যস্ত থাকাতে ওঁর বিষয় আপনাকে জানাইনি। আপনার হুকুম হলে ওঁকে এখানে ডেকে আনি।'

পুলিশ সাহেব প্রভাতনাথ তাঁব স্টেনোর দেওয়া সংবাদ শুনলেন। কিন্তু তিনি তার কোনও উত্তর দিলেন না। কোনো উত্তর না পেয়ে স্টেনোবাবু বুঝলেন যে 'দারোগা সুরথবাবুকে উনি অপেক্ষা করতে বললেন। স্পষ্ট ভাষাতে সাহেবের অব্যক্ত হুকুম তিনি সুরথবাবুকে জানিয়ে দিলেন। সাহেবদের অনুক্ত ভাষা একমাত্র ষ্টেনোবাবুই বোঝেন। ওঁদের উচ্চারিত ভাষাও এঁদের টাইপ করার আগে মার্জিত করে নিতে হয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা অর্থের বিনিময়ে এঁদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন। অধীন অফিসরদের নিজেদের ভাগ্য আগে ভাগে জানতে এঁদেরই দ্বারস্থ হতে হয়। টাইপে হাঁ'র স্থানে একটা 'না' বসিয়ে এরা অঘটনও ঘটান। এ র মুখে অভয় বার্তা শুনে সুরথ চৌধুরীও আশ্বস্ত হলেন। সাহেব এমন কোনও খাস কাজে তাঁকে ডাকেন নি। বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি খবর তিনি সংগোপনে জানতে চান। ষ্টেনোবাবু তাঁকে সতর্ক করে বলে দিলেন যে বডবাবু মহেন্দ্রবাবুর নৌকা উঁচু জমিতে বাঁধা। সেখানে তাঁর এই সাহেব শিশুর মত অসহায়। এমন কি গোয়েন্দা বিভাগের সাহেব পর্যন্ত তাঁকে ভয় করেন। অতএব তাঁর মহেন্দ্রবাবুর পক্ষেই থাকা ভালো। উনি এই সুযোগে সুরথবাবুকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধও জানান। সুরথবাবু যদি তার বড়বাবুকে বলে তাঁকে থানাতে বদলী করান। কারণ, উনি চাইলে না বলবার ক্ষমতা বাঙ্গালী কর্মিদের

কারুরই নেই। তা তিনি যতো বড় জাঁদরেল অফিসরই হোন না কেন! স্টোনো বাবুর উদ্দেশ্য সুরথবাবুর সাহায্যে এখান থেকে থানাতে বদলী হওয়া। কারণ, এখানকার অফিসের কাজে তাঁর প্রাপ্তিযোগ কিছুই নেই। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তিনি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারেন নি। ফলে, সৃষ্টি লোপ ও বংশ লোপের সম্ভাবনা আছে। ষ্টোনোবাবুর এই খেদোক্তিতে সুরথবাবু কোনও উত্তর না করে একটু হাসলেন মাত্র। প্রথম বিষয়ে অবশ্য তিনি ষ্টোনোবাবুর সাথে একমত হন। সুরথবাবু ভালোই বোঝেন যে এক ছাদের তলাতে বাস করে পরস্পরকে বিইট্রে করা চলে না। ইমিজিয়েট সুপিরিয়ার অফিসরদের প্রতি লয়েলটি রক্ষা করা শ্রেয়ের কাজ।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সাহেব তখনও সেখানে বসে আছেন। এইবার তাঁকে একটু চা খাইয়ে আপ্যায়িত করা দরকার। প্রভাত মুখার্জি এবার অফিস সংলগ্ন তাঁর বাড়িমুখো দুয়ারের দিকে মুখ করে চীৎকার করে কাকে বললেন—'ওরে! ও বাবুয়ারাম! ট্রে করে চা আর বিস্কুট'। বাড়ির ভেতরের কোনও স্থান থেকে বাবুয়ারামের কোনও উত্তর এলো না। মুখুজ্যে সাহেবের ষোড়শী কন্যা রাধারানী [তাঁর ঐ] ভৃত্যের প্রদেয় উত্তর নিজে দিয়ে বাবাকে জানায়। 'বাবা! বাবুয়ারাম আজও দাদার কাছে ফাষ্টবুক নিয়ে বসে 'বি-এল্-এ ব্লে আর সি-এল্-এ ক্লে' করে পড়া শিখছে! তুমি দাদাকে একটু বকো দিকি। চাকর বাকরকে দাদা বড্ড আস্কারা দেয়। উনি ওকে নেকাপড়া শেখাবেন। ক'দিনে চাকরটা বাড়িসুদ্ধ লোককে মুগ্ধ করেছে। মা পর্যন্ত ওদের একটুও বকতে চান না। আমি চা তৈরী করে বাবুয়াকে ধমকে ট্রেতে করে এখুনি চা পাঠাবো'। নেপথ্যে কলেজে পড়া কন্যার ঝঙ্কার দেওয়া কথাগুলো শুনে মুখার্জি সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে উঠে বন্ধু ললিত ব্যানার্জিকে বললেন—আরে, আমার এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি নি। বেটার সোসিয়েলাষ্টিক টেম্পারামেণ্ট ডেভালাপ করেছে। গরীব। ডিউটি। কতো বড়ো বড়ো বার্তা। আরে, গরীব তো আমরাও। আমরা হচ্ছি পিতৃ সম্পত্তি বঞ্চিত সেল্ফ মেড্ ম্যান। সৎপথে থেকে রিটায়ার্ড করলে আমাদেরও হবে ঐ একই অবস্থা। হেঃ! একটা গণ্ডমূর্খ নির্বোধ চাকরকে উনি লেখাপড়া শেখাবেন। সেদিন ওকে জনসন সাহেবের কাছে নিয়ে গেছলাম। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে সে নির্বিবাদে আমার মুখে কালি লেপ্টে বললে কিনা! 'না স্যার। আমি পুলিশ হবো না। আমি ইঞ্জিনিয়ার

হবো। ড্যাম! ভাই, আরও একটু বসো। কন্যারত্নের নিজের তৈরী চা খেয়ে যাও। ওদিকে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর মধু বাঁড়ুজ্যে তো এখনও এলো না। ঐ ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ গিন্নির আত্মীয় বিধায় তাঁকে উনি ওঁর মধুসংক্রান্তি ব্রত উদযাপনে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ করেছেন। নিজের ভৃত্য সম্পর্কিত অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে বন্ধু ললিতের মন অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ষ্টেনো সুরেন নিয়োগীকে হাঁক দিয়ে ডেকে বললেন—ওহে! সুরেন, এবার অফিসর সুরথ চৌধুরীকে ডাকো। ওর সাথে ওর বড়বাবু মহেন্দ্র বাড়ুজ্যেও এসেছে না কি! ওহো! তাকে বুঝি আমি বাড়িতে ডাকি নি। উঁ! না ডাকলে উনি কোথাও আসেন না। না! আচ্ছা—

প্রভাত মুখার্জির এই অনুযোগ শুনে ও বুঝে ললিত ব্যানার্জি একটু হাসলেন। এতক্ষণে তিনি বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। গুপ্তচরের মুখে শোনা সংবাদ তা'হলে মিথ্যা নয়। যাই হোক। চা আসার সাথে সাথে তাঁর চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। তিনি বন্ধুর অফিস সংলগ্ন গৃহমুখী দুয়ারের দিকে অধীর আগ্রহে বসে থাকেন। এতক্ষণ পর হুকুম পেয়ে সুরথ চৌধুরীও সেখানে এসে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় মুখুজ্জে সাহেবের নবনিযুক্ত গৃহ-ভৃত্য বাবুয়ারামও চায়ের কাপ সমেত একটা কাঠের ট্রে হাতে সেখানে উপস্থিত।

সুরথবাবুকে সেখানে দেখে গৃহভৃত্য বাবুয়ারামের দুই হাত থর থর করে কেঁপে ওঠে। বুঝিবা তার হাত থেকে ট্রেখানা মাটিতে পড়ে সব ক'টি চায়ের কাপ চুরমার হয়ে ভেঙে যায়। বাবুয়াকে ভৃত্যবেশে সেখানে দেখে সুরথবাবুরও চোখের পাতা নীচে নামে না। এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তা উভয়েরই কল্পনার বাইরে। উভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থাণুবৎ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সুরথবাবু ভাবেন পুলিশের কর্তব্য কেমন করে করবেন। বাবুয়ারামও ভাবে যে এবার তারই বা কর্তব্য কি? কেউই কর্তব্য ঠিক করতে পারে না। এমনি ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না।

অন্য কেউ না চিনুক সুরথবাবু বাবুয়ারামকে ঠিকই চিনেছে। কিন্তু ললিত-বাবুর ও প্রভাতবাবুর তাকে চিনতে না পারার কারণ অন্য। ওঁদের উভয়ের কাছে ছদ্মবেশী বাবুয়ার হুলিয়া থাকার কথা। কিন্তু গালের একটা তিল বা কপালের একটা দাগ মানুষের চেহারা বদলে দেয়। বাবুয়ার কপালে ক'টি গভীর দাগ থাকার জন্যে ওঁদের উভয়েই বিভ্রান্ত। ভুরোমল সর্দারের এঁকে দেওয়া তার কপালের দুটি গভীর দাগ এখনো তার পরম সহায়। কিন্তু

অতি ঘনিষ্ঠতার কারণে সুরথবাবুর ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ বাবুয়ার এই ভোল বদল কাজে লাগলো না।

'আরে! সুরথ। তুমি আমার চাকরটাকে চেনো না কি। অমন করে ওর দিকে তাকিয়ে আছো। ও কোনও চোর টোর তো নয়', সুরথবাবু ও বাবুয়ারামকে পরস্পরের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকাতে দেখে মুখার্জি সাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই। কিন্তু এই লোকটা খুউব সার্ভিসেবেল। জল তোলা কাপড় কাচা মায় রান্না পর্যন্ত করতে পারে। রাত্রে আমাকে ম্যাসেজও করে দেয়। ওর পেছনে তোমরা আর লেগো না। তোমাকে আমি এখানে ডেকেছি অন্য এক কাজে। [ললিতবাবু থাকাতে তাঁর আসল বক্তব্য উহ্য থাকে] হাঁ! তোমাদের এলাকাতে সেই ডবল মার্ডারের কিছু কিনারা হলো না। উহুঁ। তোমার বড়বাবুর এবার বদনাম হবে। সদ্য কলেজ ত্যাগী নব্য ছোকরা তোমরা। স্বদেশীওয়ালাদের সাথে একটু মিশতে পারো তো। তোমাদের পুলিশ ব'লে এখনও কেউ চেনে না। হান্ট্ সাহেব ঐ কাজেতে তোমাকে লাগাতে বললেন। শুনা যায় আমার অফিস থেকে কয়েকটা খবর বার হয়ে যাচ্ছে। এমন খবর যে ষ্টেনোবাবুও তা জানে না। কাল থেকে অফিসে একটা জরুরী ফাইল নিখোঁজ। সব কাগজপত্র উল্টে পাল্টে দেখলাম। এমন মিস্‌লেইড্ হলো যে এখনও সেটা পাই না। আমার ষ্টেনোটাও হয়েছে একটা ওয়ার্থলেস। রাউণ্ডে বেরিয়ে আমার বাড়িটাতে একটু নজর রেখো। কে বলতে পারে আমার এই বুদ্ধু চাকরটা কাউর গুপ্তচর নয়। ওর হাতের দশ অঙ্গুলীর টিপ নিয়ে ওর এ্যান্টিসিডেন্ট ভেরিফাই করো। অবশ্য ওর ওপর এমন কোনও সন্দেহ আমার নেই। তবুও। তুমি আরও একটু ষ্টেনোর অফিসে অপেক্ষা করো। চাকরটাকে আমি তোমার কাছে একটু পরে পাঠাবো।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় একটু আগে অভুক্ত সুরথবাবুর পেটটা মুচড়ে উঠছিল। তাকে এখানে এমন ভাবে আটকে রাখার কোনও সার্থকতা সে দেখতে পায় না। মুখুজ্যে সাহেবের এই অবিবেচনাতে বিরক্তও তিনি কম নন। কিন্তু বাবুয়াকে দেখার পর তার পেটের ক্ষিদে মিলিয়ে যায়। তাঁর ভাগ্য ভালোই যে কর্তব্য ঠিক করতে একটু সময় পাওয়া গেল। বাবুয়ার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সুরথবাবু ষ্টেনোর কক্ষে যান। তাই দেখে বাবুয়া নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে ফাঁড়া তাহলে কাটলো।

'ওহে! প্রভাত! সাবধান! তোমার বাড়িতে উল্টোপুরাণ না অভিনীত হয়। তোমার চাকরটাকে কিন্তু আমার ভালো লাগলো না। তোমার একটু সাবধান হওয়া ভালো। আমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা তুমি শুনেছো। কিন্তু সবটা তোমাদের কখনও বলে নি। আগে আমার জীবনের কাহিনীটা শোনো', চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গোয়েন্দা প্রধান বাড়ুজ্যে সাহেব তাঁর কাহিনী শুরু করলেন, 'পুলিশ বিভাগের এক সরকারী উকিলের বাড়িতে তাঁর পুত্রদের সহযোগে বিপ্লবী যুবকদের প্রধান আড্ডা গড়ে উঠে। উকিলবাবু কিন্তু তাঁর পুত্রদের কীর্তিকলাপের কোনও খবরই রাখেন না। বাল্যকালে ডিসগাইস্‌ড স্পোর্টসে একবার ভিখারী সেজে প্রাইজ পেয়েছিলাম। বন্ধুদের পিকনিকে রন্ধন কার্যও আমাকেই করতে হতো। সেই বিদ্যার জোরে ওঁদের বাড়ীতে আমি রাঁধুনী বামুনের কাজ নিই। মধ্যে মধ্যে ছুটি নিয়ে ওদের দলের খবর সাহেবদের জানিয়ে যেতাম। সেই বাড়ির দিদিমণি নামে কন্যাটি কিন্তু আমাকে এতটুকুও পছন্দ করতো না। উঠতে বসতে সে আমাকে—এই ভুত বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু আমার ছিল তাকেই সব চাইতে বেশী পছন্দ। যত্ন করে রেঁধে ওরই পাতেতে আমি বড়ো মাছের মুড়ো দিতাম। ওরা প্রত্যেকে আমার মত একজন কৃতি স্নাতককেও নির্বোধ গরীব বামুন ভাবতো। কিন্তু ভালবাসার অভিনয় করতে করতে ওদের সত্যই আমি ভালোবেসে ফেলি। ওদের ওপর এমন মায়া পড়ে যায় যে ওদের ক্ষতি করতে মন চায় না। আমি ঠিক করে ফেলি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবো। একদিন ওদের কাছে সব কথা স্বীকার করে আমি তাদেরকে বলে ফেলি! মশাইরা। আর কিন্তু পারলাম না। অবশ্য ওদের বাড়ীর কজনা বাদে দলের অন্যদের আমি ঠিকই এ্যারেষ্ট করাই। আমার এই দুর্বলতা তৎকালীন কমিশনারকে আমি অকপটে জানিয়ে দিই। সহৃদয় ইংরাজ ভদ্রলোক সব কথা শুনে ও জেনে আমার পিঠ চাপড়ে বলেন—'নেভার মাইণ্ড। মাই বয়। গো এহেড্‌। তাঁর বিশ্বাস এই যে ভবিষ্যতে তাকে আমি পুলিশ অফিসরের স্ত্রী রূপে মোল্ড করে নিতে পারবো। সেই উকিলবাবুর কন্যা এখন আমার সহধর্মিণী। একদিন তাকে আমি রেঁধে খাইয়েছি। দাদা! এখন তিনি আমাকে রেঁধে খাওয়ান। সেই সময় তিনি এমন রঙিন হাসিটি হাসেন যে মনে হয় সেটা খাদ্যের চাইতে অনেক মিষ্টি। কিন্তু দাদা?

সকলের এই ভাগ্য সমান হয় না। যাক! কাহিনীটি এই খানেই তাহলে শেষ করি।

গোয়েন্দা প্রধান বাঁড়ুজ্যে সাহেব এবার তার হাত ঘড়িটির দিকে তাকান। সেই ঘড়িতে তখন অভিযানের আধঘণ্টা বাকী। আরও একটু কাল যাপনের প্রয়োজন আছে। ললিতবাবু ভাবছিলেন যে এবার আর কি গল্প তিনি ফাঁদবেন। সেই সময় উভয়ের এক পুরাতন বন্ধু সেখানে হন্ত দন্ত হয়ে উপস্থিত। ভদ্রলোক পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের গোয়েন্দা বিভাগের একজন স্বনামধন্য প্রধান কর্মকর্তা। বিহারের রায়বাহাদুর হীরেন গাঙ্গুলীকে ভারতের লোক আজ এক ডাকে চেনে। লোকে বলে তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী বিপ্লবীদের নিকট এক মূর্তিমান বিভীষিকা। তাঁর মতন লোকও বিপাকে পড়ে পাটনা ছেড়ে আজ কলকাতায় দৌড়ে এসেছেন। বিশ বৎসর পর এঁকে দেখে উভয় বন্ধু মনের পথে পিছিয়ে যান। এতো দিন পর তাঁকে সেখানে দেখে তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন।

কাহিনীর মধ্যে এটা অপর এক কাহিনী। সেটা না বললে এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সবটুকু বলা হবে না। সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কাহিনী। বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যা সম্বলিত বাঙলা প্রদেশের পুলিশ বিভাগে তাঁরা তিনজনে একত্রে ঢুকেছেন। ভাগলপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে বাঙালী ও ইংরাজ ছাত্রের মধ্যে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র। তা সত্ত্বেও অপরের সাথে তাঁরও সেই এক রায় যে কোশ্চেন আউট্ করতে হবে। ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছাত্রদের কাছ থেকেও চাঁদা ওঠে। ছাত্রদের বাৎসরিক ফেলের হারে ললিত বাবু ক্ষুব্ধ ব্যথিত। এক চান্সে বন্ধুদেরও তিনি পাশ করাবেন। বিট্রে না করার গোপন প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রত্যেকে সই দিলেন। ছাত্র হীরেন গাঙ্গুলীর দস্তখত সবার উপরে। অন্যদের মত এবিষয়ে তাঁরও সমান উৎসাহ। ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ স্বরূপ ললিতবাবুর নামে দেশ থেকে প্রিন্সিপালের ঠিকানাতে টেলিগ্রাম এলো—'মাদার ইল্। কাম সার্প।' ললিতবাবু কয়দিনের ছুটিতে কলকাতাতে এসে গভর্নমেণ্ট প্রেসে বালক ভৃত্যের [বয় পেজ] চাকুরী নিলেন। কোশ্চেন পেপারের ম্যাটার প্রেসের মেসিনে উঠলে তিনি সাদা সার্টের ওপর তা ছেপে তার ওপর কোর্ট পরলেন। গেটে রুটিন মাফিক তল্লাসীতে তাঁর কাছে কিছু পাওয়া যায় নি। এর পর

উনি অন্য প্রেসে ঐ প্রশ্ন পত্র দিস্তা দিস্তা ছাপিয়ে নিলেন। পুলিশ কলেজের হোষ্টেলে হোষ্টেলে সেগুলো বিতরিত হয়েছিল। এই কার্যটি অবশ্য প্রভাতনাথ মুখার্জি করেছিলেন। স্বভাবতঃই কেউ আর পরীক্ষার জন্য পড়া শুনা করে নি! পরীক্ষার হলে আনন্দে তারা পা ঘসছিল। এই ষড়যন্ত্রে ইংরাজ রিক্রুটরাও ছিল। বাঙ্গালীদের সাথে এই অকার্যে তাঁরা চাঁদাও দেন। তাঁরা আউট প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেছেন। কিন্তু অন্য কিছু তাঁরা পড়েন নি। কিন্তু কোশ্চেন পেপার এলে দেখা গেল যে প্রশ্ন পত্র আগাগোড়া বদলানো। তাঁদের স্পষ্ট মনে পড়ে যে ইংরাজ ছাত্ররা লাফিয়ে উঠে চুল ছিঁড়ে বাঙ্গালীদের গাল পেড়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—'বেঙ্গলীস্ হ্যাভ্ চিটেড্ আস্' [us] সেদিন ঐ নূতন প্রশ্নপত্র দেখে বাঙ্গালী বিহারী ও উড়িয়া ছাত্ররা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সেবার মেধাবী ছাত্র ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিরেকে অন্য কেউই পরীক্ষাতে পাশ করতে পারে নি। ষড়যন্ত্রে প্রত্যেকে থাকাতে অতো ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তাই তাদের অনেকে অল্প স্বল্প শাস্তিতে রেহাই পায়। আদর্শ শাস্তি দেবার জন্যে ললিত বাবুর প্রোসিডিঙ হলো। ললিতের মেয়াদ হওয়া ও বরখাস্ত হওয়া দুই বুঝি কপালে আছে। জনৈক ইংরাজ বিচারক সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করলেন। উনি তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন বটে! কিন্তু রায় প্রদানের মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত মন্তব্য করলেন। তাঁর মতে ওঁর মত এরকম এক করিতকর্মা কর্মীকে পুলিশে পেয়ে হারানো ঠিক হবে না। এঁর মত রবিন হুড্ জাতীয় উপযুক্ত এক ব্যক্তি পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। অতএব দশদিন এক্সট্রা ড্রিল রূপ শাস্তি দিয়ে এঁকে কর্মে বহাল রাখা হোক'। ফলে, যুবক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের কর্মে বহাল থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে হীরেন গাঙ্গুলী পরীক্ষাতে না বসলেও তাঁকে পাশ করিয়ে দেওয়া হলো। কর্তৃপক্ষ বিট্রেয়ার হীরেন গাঙ্গুলীকে আর বাঙ্গালা দেশে বাহাল রাখতে সাহসী হন না। তাঁদের ধারণা তাঁর জীবন তাতে বিপন্ন হবে। তাই তাঁকে দল ছাড়া করে পাটনাতে পোষ্টেড্ করা হয়। কিন্তু সেই দিনের সেই চপলমতি বালকও পরবর্তী কালে জীবনে কারও চাইতে কম উন্নতি করেন নি। রায়বাহাদুর হীরেন গাঙ্গুলী এঁদের মতোই ইংরাজ সরকারে একজন অতি বিশ্বাসী উচ্চপদী পুলিশ কর্মচারী। বিহার আগ্রা ও আউদের বাঙ্গালী বিপ্লবী দল এরই চেষ্টাতে নির্মূল হয়। প্রবাসে এমন কম বাঙ্গালী পরিবারই

আছে যেখান থেকে অন্ততঃ একটি যুবককে বা যুবতীকে তিনি পাকড়াও না করেছেন।

এই যুগে প্রত্যেক সাহসী বাঙ্গালী যুবককে পুলিশ বিভাগ ও বিপ্লবী দল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই উভয় দল একত্রে কাজ করলে দেশমাতৃকা বহু পূর্বে স্বাধীন হতেন। ভারতের ভাগ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছেই ও তা চিরকাল থাকবেও। কিন্তু কেউ বলতে পারে না যে এমন দিন আসবে না যেদিন ব্রিটিশ প্রভুরা ভারতীয় পুলিশ ও আর্মির উপর নির্ভর করতে পারবে না। সেই সন্ধিক্ষণ না আসা পর্যন্ত কারও পক্ষে স্বাধীনতা পাওয়া ও রাখা দুষ্কর।

ললিতবাবু আড়চোখে সম্মুখে উপবিষ্ট হীরেনবাবুর দিকে একবার তাকালেন। ত্রিশবছর পরে দেখলেও তাঁকে চিনতে তাঁর অসুবিধা নেই। আজই প্রভাতে প্রভাতনাথ তাঁকে একবার দেখেছেন। কিন্তু ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় এতোদিন পরে তাঁকে প্রথম দেখলেন। ওঁরই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যৌবনে তিনি চরম অসুবিধায় পড়েছিলেন। কিন্তু অতীতের সেই ক্ষোভ এখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবুও প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের দিকে চাইতেও তাঁদের লজ্জা। কিন্তু সদ্য ঘটা এক করুণ কাহিনী সেই লজ্জা ঢেকে দিলে। ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র কলকাতার এক মেডিকেল কলেজে পড়তেন। এক সতীর্থের উপর তাঁর পিতা কর্তৃক দেশপ্রেমের অপরাধে উৎপীড়নের প্রতিবাদে তাঁর ঐ পুত্র কলেজের হোষ্টেলে গত কাল বিষ পানে দেহত্যাগ করেছে। স্পষ্টতঃ তাঁর ঐ স্পর্শকাতর একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ সৎকারের উদ্দেশ্যে তাঁর সেখানে আগমন। এই উদ্দেশে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র প্লেনে কলকাতায় ছুটে এসেছেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ভদ্রলোকের কাঁদবারও অধিকার নেই। মানুষের এমন অসহনীয় অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।

'ওহে! প্রভাত! সরকারী কাজকর্মে আমার বহু ঝঞ্ঝাট। তার ওপর এই উৎপাত। তাই! আর তো আমি পারি না,' ফোলা ফোলা শুকনো শুকনো ও ঝলসানো চোখ মেলে পকেট থেকে পিতার উদ্দেশ্যে লেখা পুত্রের শেষ পত্রটি বার করে রায়বাহাদুর হীরেন্দ্র গাঙ্গুলী বললেন, 'খোকা! তোমাদের ও আমার নামে দুই খানি পত্র বন্ধুদের হেপাজতে রেখে গিয়েছে। এই নাও। দেখো। পিওর সুইসাইড্। চেয়াইয়ে না পাঠিয়ে দেহটা দাও। নিজে

হাতে ওকে পুড়িয়ে যাই। পড়লে পত্রটা। হুঁঃ! বেটা আমাকে উপদেশ দিয়েছে। আমি দেশমাতৃকার শত্রু। আমাকে কর্মে ইস্তফা দিয়ে দেশ সেবা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। হুঁঃ। ওরে। আমি না হয় তোর কাছে অপরাধী। কিন্তু তোর গর্ভধারিনী জননীর অপরাধ কি? হারামজাদা। এখোন তোর সতীসাদ্ধি মা'কে আমি কি করে বাঁচাবো। তুই তো বেঘোরে মরে নিষ্কৃতি পেলি। তোদের এতোই হিম্মত ·তো আমাকে গুলি করে মারতে পারলি কৈ? তাহলে অন্ততঃ তুই তোর দেশের একটা কাজ করলি বুঝতাম। কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড! যাক। দাদা। এখন গতির কাগজটা সই করে দাও। বেটাকে নিজে হাতে পুড়িয়ে আসি। পাটনা শহরে আমার এখন বহু জরুরী কাজ বাকী। সেখানে ফিরে আবার আমাকে ফাইল পত্রে ডুবতে হবে। দূর দূর। মায়া মোহ। মোহ মায়া।'
[এতক্ষণে ভদ্রলোক বোধ করি ঠিক পথে এলেন।]

এক মাত্র পুত্রের মৃত দেহের নিকট আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে। এই গতির কাগজ পেলে তবে স্থানীয় পুলিশ মর্গ থেকে সেই মৃত দেহ ছাড়বে। এই পুত্রের জন্য পরের মাসে খরচ পাঠানোর দায় থেকে তাঁর এবার নিষ্কৃতি। টলতে টলতে রায়বাহাদুর হীরেন্দ্র গাঙ্গুলী স্থান ত্যাগ করলেন। সেই গতির কাগজ হাতে কারও সাথে বাক্য বিনিময়ের ইচ্ছা বা সময় তাঁর নেই।

উভয় সাহেব এইবার মুখ চাওয়াচায়ী করে ভবিতব্যের বিষয় ভাবেন। কিছুকাল এই বিপ্লবীর দল তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সকালে বেরুলে বিকালে তাঁদের ফিরবার নিশ্চয়তা নেই। এই বিপ্লবীর দল পথে ঘাটে তাদের কুকুরের মত গুলি করে মারতে চায়। আজ শোনা যায় অমুককে গুলি করে মারা হয়েছে। কাল শুনা যায় অমুকবাবু আর ইহ জগতে নেই। তারা এবার তাঁদের সন্তানদের সাথেও বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। কিন্তু তাঁদের এতো ত্যাগের মূল্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি দেবে? এই প্রশ্নের উত্তর মাত্র অন্তর্যামীই জানতেন। সেই বিষয় জিজ্ঞাসিত হলে অন্তর্যামী তাঁদের অবাক করে একটি অদ্ভুত বারতা শোনাতেন! যথা, তোদের বঙ্গভূমিকে খানখান তিনখান করে ওরা তোদের রাজভক্তির মূল্য দেবে। কারণ, নিজেদের স্বার্থ দেশের পুলিশ বা বিপ্লবীরা কেউই ঠিক ভাবে বোঝে না।

অন্তর্যামীর এই অনুক্ত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সত্য ছিল। প্রথম মুভমেণ্টে বাঙ্গালী তাদের কলকাতার রাজধানী হারালে। দ্বিতীয় আন্দোলনে তারা

সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির কবলে পড়ে নিজ প্রদেশে পরবাসী। এবার তৃতীয় আন্দোলনে তাদের প্রদেশ খানখান তিনখান হয়ে যাবে। উভয় পক্ষেরই [পুলিশ ও বিপ্লবী] সন্তান সন্ততিদের সেদিন পরিচয় হবে—রিফিউজি। প্রতিটি আন্দোলনে এরা সমগ্র দেশকে এগিয়ে দেয় বটে! কিন্তু নিজেদের প্রদেশকে পিছিয়ে আনে। হিষ্ট্রিয়া রোগগ্রস্ত আত্মধ্বংসকামী গোষ্ঠীদের বিশেষত্বই হলো এই। তবুও বলা যায় যে বাঙ্গালী গোয়েন্দা ও বাঙ্গালী বিপ্লবী উভয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। তা না হলে এমন ভাবে তারা পরস্পরের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতো না। তাদের এই বীরত্ব ও সাহস উত্তর পুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত হলে মন্দের ভালো।

'বাবা! বাবা। মধুসংক্রান্তির ব্রত উদযাপন করে 'মা' এখনও উপোস করে আছেন। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে না ভোজন করিয়ে তিনি জলগ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমাদের পুলিশ মামা [ইন্সপেক্টর মধুসূদন গাঙ্গুলী] এলেন কৈ? একটা ফোন করে দেখুন ওঁর দেরী কেন?' প্রভাত মুখার্জির কন্যা রাধারানী দুয়ারের পাশ থেকে কলকণ্ঠে পিতাকে বললে, 'ওদিকে দাদার পেয়ারের চাকর বাবুযারাম এখুনি চলে যেতে চায়। তার মা'র নাকি বাড়ীতে অসুখ। পুলিশ মামার খাওয়া দাওয়ার পর তাকে ছাড়তে রাজী। কিন্তু সে আর একটুখানিও এখানে থাকতে চায় না। এখুনি ও—

ললিত বাঁড়ুয্যে এইবার শশব্যস্তে তাঁর হাত ঘড়িটি দেখলেন। রাজপথে ভারী বুটের শব্দ ও বন্দুকের ঠন ঠন শব্দ শুনে বোঝেন যে ফৌজ বাড়ীটা ঘিরেছে। বাঁড়ুয্যে সাহেব এবার বন্ধুকে তাঁর এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বলতে চাইলেন। সেই সময়ে ষ্টেনোবাবু ফ্লাইঙ দরজা খুলে সাহেবের হাতে একটা মেসেজ তুলে ধরলেন। ষ্টেনোবাবুর মুখে চোখে ভীত ত্রাস্ত ভাব। বুঝিবা কোথায় এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এক টুকুরো কাগজের ভারে প্রভাতবাবুর হাত কাঁপতে থাকে।

'হোয়াট! হোয়াট!' ঐ হলদে রঙের মেসেজের ওপর একটু মাত্র চোখ বুলিয়ে প্রভাত মুখার্জি চীৎকার করে উঠলেন, 'ম—মধুসূদন গাঙ্গুলী সট্ ডেড্। আমার বাড়ীতে আসার পথে সে মলো। স্কাউণ্ড্রেলস্! ব্রটস! তোদেরও আমরা দেখবো। ও হো! হো! ওঃ! অভুক্ত মধু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো। তা হলে—

'মুখুয্যে! মধু চলে গেলো। এবার আমাদের পালা। এখুনি ড্রয়ার থেকে

পিস্তল বার করো,' ললিত ব্যানার্জি শিকারী বাঘের মত দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে পিস্তল বার করে সেটা উপর দিকে উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'প্রভাত! তোমার বাড়ীতে কালসাপ। তোমাকে আমাকে যাকে পাবে তাকেই ছোবলাবে। তোমার স্ত্রী কন্যা পুত্রকে এখানে ডাকো। তাঁরা নিরাপদ হন। যুদ্ধ এখুনি সুরু হবে।' প্রভাতবাবুর স্ত্রীকন্যাকে সেখানে আনার সময় হলো না। তখুনি বাইরে ও ভিতরে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলো।

কেবল মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান। ঘরে ও বাইরে এবার ঘন ঘন হুইসেল ধ্বনি। তারই মধ্যে ছদ্মবেশী গৃহভৃত্য তার ভাঙা টিনের ব্যাগ হাতড়ে সদর দুয়ারে এসেছে। ডান হাতে তার গুলিভরা অগ্নিবর্ষী অটো পিস্তল। বাঙালী বিপ্লবীরা বিনা যুদ্ধে ধরা দেয় না। দারোগা সুরথ চৌধুরী তার বন্ধু হলেও এখন ভিন্ন মানুষ। তার কর্তব্যের ও বন্ধুত্বের বিরোধ ভাঙতে দেরি হয় নি। তার দোদুল্যমান চিত্ত ঠিক স্থানে পৌঁছে এখন স্থির। এরই মধ্যে সে ক্ষিপ্র গতিতে সদর দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। এবার সেই দিকে পিঠ রেখে দুই হাত মেলে সে সামনের দিকে ছুটে আসে। সদরের পথে তাকে পালাতে দিতে সে রাজী নয়। মহাবিক্রমী দস্যুর গুলিভরা পিস্তলের মুখে সে বুক পেতে দিলে। সে সেই দুর্দান্ত দস্যুর মোকাবিলা করতে ভয় পায় নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে সেই দস্যুর পিস্তল থেকে গুলি বার হলো না। সুরথ চৌধুরী এক লাফে তার ঘাড়ে পড়ে ঐ উদ্যত পিস্তল মুঠি করে ধরা মাত্র ঠিক টিকটিকির লেজ খসার মত সেটা সুরথবাবুর মুঠির মধ্যে খসে পড়লো। ঠিক সেই সময় পুলিশের দুই সাহেব শান্ত্রী সমেত তাদের পিছনে পৌঁছুলেন। এবার কিন্তু ছদ্মবেশী গৃহভৃত্য বাবুরাম আর সদরের দিকে এগুলো না। সে বিদ্যুৎ গতিতে এক ব্যাক জাম্প [পশ্চাদগামী উলম্ফন] দিয়ে অতর্কিতে শান্ত্রী দলের মধ্যস্থলে তাদের মাথার উপর পড়লো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছত্রভঙ্গ শান্ত্রীদল এ অবস্থাতে তার উপর গুলি বর্ষণ করতে পারে নি। এই গোলমালে গুলি করলে নিজেদের লোকেরও মৃত্যুর সম্ভাবনা। সেই অদ্ভুত ঘটনাটা তারা বুঝবার আগেই ক্ষিপ্ত বরাহের মত সে তাদের ব্যূহ ভেদ করে হতচকিত ও সন্ত্রস্তভাবে দণ্ডায়মান প্রভাত মুখার্জির স্ত্রী ও কন্যার পিছনে এসে পড়েছে। শান্ত্রীদের রাইফেল উঁচু হওয়ার পূর্বেই অন্তপুরচারী মহিলাদের কভারেতে [আচ্ছাদনে] অন্তর্হিত হয়ে দস্যু বাড়ীর পিছনের উঠানে এলো। সেখান থেকে শান্ত্রিদের রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনা যায়—গুড়ুম দুড়ুম।

সকলে বুঝলেন দস্যুর ইহলীলা তা'হলে এবার শেষ। সকলে দৌড়ে উঠানে এসে অবাক হয়ে দেখে যে এক শান্ত্রীকে তার পিছন হতে বন্দুক সমেত ঢালের মত তুলে ধরে সেই দস্যু পায়ে পায়ে পিছিয়ে চলেছে। 'স্যুট এ্যাট সাইট—এই হুকুম তার সম্পর্কে পুলিশের উপর ছিল বটে। কিন্তু এই নির্দোষ শান্ত্রীকে বধ না করে ঐ দস্যুকে বধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার সুমুখ মুখো হয়ে তার আবার একটি উলম্ফন। ফলে পাঁচিলের এপারে সেই শান্ত্রীটি ও তার ওপারে বিপ্লবী দস্যু ছিটকে পড়লো। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়েন ও হাই জাম্প বিশারদ—ছদ্মবেশী দস্যুকে আর সেখানে দেখা যায় না।

সপ্তরথী একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও অভিমন্যু বধ অসমাপ্ত থাকলো। পরক্ষণে অলিতে গলিতে শান্ত্রী বোঝাই ফ্লাইঙ স্কোয়ার্ডের ছুটা ছুটি সুরু হয়। যেরকম করে হোক সাংঘাতিক বিপ্লবী যুবককে পাকড়াও করতে হবে। বিভাগে বিভাগে টেলিফোনের ঝন-ঝনানি শুনা যায়। কিন্তু দস্যু যুবকের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ কোথায়ও নেই।

নগর পুলিশের প্রতিটি লোক দিকে দিকে ধাওয়া করেছে। মোড়ে মোড়ে গাড়ী থামিয়ে তল্লাসী সুরু হয়। শহর থেকে নির্গমন পথের লক গেট্ বন্ধ। কিন্তু প্রভাতবাবু তাদের দলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। আহত প্রভাতবাবুকে এই কাজে কর্তৃপক্ষ রেহাই দিলেন। তাই—সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লজ্জিত প্রভাত মুখার্জি ক্ষুণ্ণমনে বাসাতে ফিরলেন। দস্যুর ফেলে যাওয়া ফুল তোলা রঙ ঝরা টিনের বাক্সটি দরদালানে পড়ে রয়েছে। ওটা এবার তল্লাস করে দেখা দরকার। হয়তো চুরি করা গহনা ওতে আছে। ভদ্রলোক সক্রোধে বুটসুদ্ধ পদাঘাতে বাক্সটি উল্টিয়ে দিলেন। ফলে, তার ভেতর থেকে কয়েকটি বাঁধানো ইংরাজী বই বার হয়ে গড়িয়ে পড়লো।

মুখার্জি সাহেবের শিক্ষিতা ষোড়শী কন্যা দূর হতে তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। সে ছুটে গিয়ে বই ক'খানা তুলে তা খুলে দেখে যে প্রথম পাতায় লেখা আছে—শ্রী রজত মল্লিক বি এ। এম-এ সিক্সথ ইয়ার। হিন্দু কলেজ —হষ্টেল। রাধারানী তার দাদার চেয়েও চালাক। এরূপ সন্দেহ তার মাঝে মাঝে হতো। এখন সে তার চাক্ষুস প্রমাণ পেলে। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে যায়।

'আরে! আরে! কি ঘেন্না কি লজ্জা। রজত মল্লিক আমাদের এখানে চাকর হয়ে ছিলেন। উনি নিশ্চয়ই নিজের বাড়ীতে ঝগড়া করে এখানে লুকিয়ে

ছিলেন। ওঁর বাড়ীতে রুগ্না মা'কে দেখবার জন্য অমন করে উনি পালালেন। বাবা। তোমরা ভুল করে ওকে দস্যু মনে করেছো। এই দেখ বইখানার এই পাতাটাতে লেখা কার নাম, বইকটা তাঁর পুলিশ সাহেব পিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে কন্যা রাধারানী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'ওঁর লেখা কয়েকটি বই আমার কলেজের এক বান্ধবী আমাকে পড়িয়েছে। উনি একজন নাম করা বড়ো লেখক। কতো বড়ো বড়ো দেশ প্রেমিক বীরের কাহিনী তাতে লেখা। অমন ভাবে খোঁচালে বিড়ালও কোন [BAY] নেয়। ও দস্যু হলে কি কাউকে ঘায়েল করতো না। হায় হায়। ওঁকে কতো হেনস্থাই না আমরা করেছি। এ্যাঁ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

প্রভাত মুখার্জি এই প্রথম জানলেন যে ফেরার বিপ্লবী রজত মল্লিক তাঁরই বাড়ীতে এতোদিন আত্মগোপন করে ছিল। তার মাথার উপর দশ হাজার টাকার শিরোপা। তাকে যে ধরবে সে ঐ টাকা পুরস্কার পাবে! ঐ রিওয়ার্ড পাওয়া তো দূরের কথা। এখন বুদ্ধু বনার জন্য তার চাকুরী রাখা দায়। আপন কন্যার এই ন্যাকাপনা খেদোক্তিতে প্রভাত মুখার্জি ক্ষেপে উঠলেন।

'থাম তুই। তোর দাদা হনুমানটা গেলো কোথায়? মা'কে এবার বল—খেয়ে নিতে। তাঁর ব্রত এবার শেষ হলো। দস্যু তোদের মধ্যে কতোটা বিষ ছড়ালো, এসব আমার জানা দরকার। ওরা মগজ ধোলাই করে ছেলে মেয়ে দলে ভেড়ায়', প্রভাত মুখার্জি ধমক দিয়ে তাঁর কন্যাকে বললেন, 'তোর দাদাকে আমি এ্যারেষ্ট করে ডেটিনিউ করে সাগর দ্বীপে পাঠাবো। মরুক সে সেখানে গিয়ে সাপের ছোবলে কিংবা বাঘের মুখেতে। সেখানে চাষীর মেয়ে বিয়ে করে ত্যজ্য পুত্র হোক। এ'ও তো আখছার হচ্ছে। এ্যা! বি-এল্-এ ব্লে! সি-এল-এ ক্লে। এই সব তাকে পড়ানো হচ্ছিল। আমার চাকরীটাও কি তোরা খাবি! আমার এতো দিনের প্রতিষ্ঠা মান সম্মান মুহূর্তে গলে পচে গেলো। ওঃ—

প্রভাত মুখার্জির এবার স্মরণ হয় যে তাঁর পুত্র একদিন গোপনে একটা চরকা কাগজে মুড়ে বাড়ীতে এনেছিল। তাঁর মেয়ের হাতে একটা তকলিও একদিন তিনি দেখেছিলেন। ওদের সেই শিশু সুলভ চপলতা বুঝে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। প্রভাত মুখার্জির এবার মনে পড়ে ময়দানে জনৈক স্বদেশী নেতার বক্তৃতা। 'একটা শক্তিশালী কামান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরত্বে গোলাবর্ষণ চলে। কিন্তু এই চরকার শক্তি এতো বেশী যে, তা দশ হাজার

মাইল দূরে অবস্থিত মানচেষ্টারের ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করতে সক্ষম।' প্রভাতবাবুর ভাবনা যে এই সামান্য দ্রব্যকে তুচ্ছ বুঝে তাঁর তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় নি। ব্যক্তির অনুপ্রবেশ অপেক্ষা আদর্শের অনুপ্রবেশ আরও ভয়ঙ্কর।

ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে স্ত্রীর বালিশের তলা থেকে একটা সুতা কাটা তকলী বার করে সেটা দুমড়ে মুচড়ে ভাঙলেন। তারপর তিনি তাক থেকে কাঠের চরকা পেড়ে সেটাকে আছাড় মারলেন। প্রাচীন ঢেঁকি তিনি দেখেছেন। কিন্তু চরকা কি দ্রব্য তা এর পূর্বে দেখেন নি। এই ক্রোধের মধ্যেও ভাঙা চরকার দিকে কৌতূহলী হয়ে একবার তাকালেন। এর পর তিনি পুত্র কন্যার পাঠকক্ষে ঢুকে দেওয়ালে টাঙানো মহাত্মা গান্ধীর ফটোর দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু এই বার প্রভাত মুখার্জির পিছু হটার পালা। মহাত্মাজীর দেহে আঘাত হানার সাহস তাঁর হলো না। অতি বড়ো দস্যুও তা পারে না। প্রভাত বাবু নিকটে কেউ আছে কিনা,—তা সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে নিলেন। তারপর মহাত্মার দিকে চেয়ে ডান হাতটা তাড়াতাড়ি কপালে ঠেকিয়ে দ্রুতগতিতে সেই ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। ততক্ষণে তাঁর আহত বাম হাতটাতে যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। পরিশ্রান্ত প্রভাত মুখার্জি আফিস ঘরে ফিরে কর্তৃপক্ষের নিকট বিপ্লবী রজতকে চাকর রাখার কৈফিয়ত লিখতে বসলেন।

একটি হাত অকেজো হলে অপর হাতটি ঠিক চলে না। দু হাতের কাজ শুধু শ্রম লাঘবের জন্য নয়। তারা দেহের ভারসাম্য রক্ষারও কাজ করে। আবার দেহের সঙ্গে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক! তাই এবার তার দেহ ও মন উভয়ই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। তবুও তাঁকে শুশ্রূষার জন্য তাঁর স্ত্রীর তাঁর নিকট আসার সাহস নেই। হাতের টনটনানি ও হৃদয়ের ঝনঝনানি একত্রে তাঁকে অস্থির করে তুললো। তিনি কলম টেবিলের পাটাতনে রেখে চক্ষু মুদ্রিত করে ঢুলে পড়লেন। তাঁর মনের চিন্তা সুস্থতা অতিক্রম করে এলো-মেলো হয়ে উঠেছে। তাঁর অসংলগ্ন চিন্তার একটির সহিত অপরটির সংহতি নেই। পর পর যা মনে আসে তাই তিনি ভাবতে থাকেন।

প্রভাতবাবুর বাহু থেকে ছটা স্পিণ্টার অপরেশনে বার করা হলেও দুটা স্পিণ্টার তখনও সেখানে থেকে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে সেই স্থানটা ফুলে ওঠে। লৌহখণ্ড ঈষৎ নড়া চড়া করে। ছোট সার্জেন আর একবার

অপরেশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বড়ো সার্জন তাতে রাজী হন নি। তিনি ধমকে উঠে তাকে বলেছিলেন—থামো। পরের শরীরে ছুরি চালাতে লজ্জা। না! তারপর তিনি প্রভাত মুখার্জিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'আরে! আপনি উঠে পড়ুন মশাই। অতোবড়ো শরীরে দুটো স্পিণ্টার কিছু নয়। ছত্রপ'ত শিবাজীর দেহে চারটে, মহারাণা প্রতাপের দেহে দুটো ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেহে একটা গুলির টুকরো ছিল। না হয় আপনার দেহেও দুটো ঐ রকম টুকরো রয়ে গেল। ভাবুন ও দুটো দেশ-প্রেমিক যুবকদের আপনাকে উপহার। ওরা আপনাকে লৌহমানব তৈরী করে দিলে'। সেই বীর প্রভাতবাবুর আজ এমন বিপদ। ডাক্তার বাবু তাকে এও বলেছিলেন যে বাড়ীতে চোর ঢুকলে যেমন সকলে তাকে ঘিরে রাখে তেমনিভাবে দেহে ফরেন বডি ঢুকলে দেহ কোষ তাকে ঘিরে সিষ্ট তৈরী করে। ধীরে ধীরে কয় বৎসর পরে ওটা গলে গলে নিঃশেষ হ'বে। ডাক্তারবাবু তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন যে এর শেষ বিন্দু ক্ষরিত হওয়ার সাথে সথে আপনাদের দেশও স্বাধীন হবে। পথে ঘাটে মাঠে মঠে সবাই সেই একই কথা কয়। কিন্তু সেই একই কথা উচ্চারণ করতে তাঁদের এতো ভয়। না জেনে কাউকে আশ্রয় দিলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

প্রখ্যাত চিকিৎসক অমুকবাবু ঠিক কি অর্থে উপরোক্ত বাণী কটি বিতরণ করেছিলেন, এই সব কাউর পক্ষে তখুনি বলা কঠিন। কিন্তু প্রভাত মুখার্জির আর একটি পুলিশি ব্যাখ্যা মনে আসে। শিবাজী প্রতাপ রণজিৎ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাদের বুকে লৌহ পিণ্ড ধারণ করেন! কিন্তু—'তুমি সেই একই কাজ করছো তোমার দেশ মাতৃকার অগ্রগতি পিছিয়ে দিতে। কিন্তু—কেন? হাঁ! দেহে ফরেন বডিই ঢুকলে চতুপার্শ্বের সেলগুলি তাকে ঘিরে রাখে। সেইভাবে দেশে ফরেন পাওয়ারকেও বিপ্লবীর দল তেমনি ভাবে ঘিরলে তাদের অন্যায় কোথায়? এ্যাঁ! এসব কি তিনি আবোলতাবোল বিষয় ভাবছেন। এতো হবে স্প্রেডিঙ ডিসএফেকসন এমঙ্গ হিজ ম্যাজেষ্টিস ফোর্স। প্রভাতবাবু তন্দ্রার মধ্যে প্রতিবেদন লেখার জন্য কলম তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই হাত তুলবার ক্ষমতা যেন তিনি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছেন। তন্দ্রালু পুলিশ সাহেব প্রভাত মুখার্জি ভাবেন তার এই হাত বুঝি সত্যই অকেজো হয়ে গেলো। তাই যদি হয় তাহলে—টু [Two] হ্যাণ্ড ইজ,

লাঙ্গারী। এই বলে তাকে সান্ত্বনা পেতে হবে। তাতে তাঁর নিয়োগকারী প্রভুদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু—এ দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। সমঝদার সাহেবরা সেদিন বিলাতে থাকবেন। আজকের বড় বড় উপাধি ও মেডেল সেদিন এদেশে অচল হয়ে যাবে। গোয়েন্দা বিভাগের শহীদদের বিষয় কেউই সেদিন ভাববেন না। দেশসেবী শহীদদের স্বাধীন দেশে হবে জয় জয়কার। প্রভাতবাবুরা সেদিন প্রকৃত তথ্য গোপন করে তাঁদের ক্ষতচিহ্ন ও আঘাতের কারণ স্বরূপ বাঘ শিকারের বা ডাকাত ধরার গল্প ফাঁদবেন। প্রভাতবাবুর শুধু হাসপাতালে যাওয়া ও সেখান থেকে ফিরে আসার ঘটনাগুলি মনে পড়ে। এইদিন এতো বড় বড়ো ঘটনা যা ঘটলো তা তিনি ভুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্যগুণে ঐ একটি দিনের ঘটনা ইতিহাসের একটি অধ্যায় হয়ে উঠেছে। তবুও মন্দের ভালো যে কুখ্যাত বলে সেই ইতিহাসে যদি তাঁদের স্থান হয়। বীর সাহেব প্রভাত মুখার্জি এবার কৈফিয়ৎ লেখা শেষ করে অসুস্থতার অজুহাতে ছুটির দরখাস্ত লেখা সুরু করলেন। কিন্তু তা শেষ করার পরেই তাঁর দস্যু রজত মল্লিকের কীর্তি মনে পড়ে যায়। রবীন হুডের কাহিনী তিনি বইয়ে পড়েছেন। এই দিন তাকে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। কিন্তু—তাকে প্রশংসা করা গেলেও তাকে জামাই করা যায় না।

রায় সাহেব প্রভাতনাথের বড়ো দুঃখ যে কর্তৃপক্ষ এ বিষয় তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর উপর নির্ভর করলেন না। এ সংবাদ তাকে গোপনে জানালে ঐ ফেরার বিপ্লবীর পলায়নের সাধ্য কি? কর্তৃপক্ষের এই অতি সাবধানতার মূল্য দিতে হবে দেশীয় অফিসরদের। ঐ বিপ্লবী হয়তো এবার আরও বেপরোয়া হয়ে উঠে আরও কতো লোককে হত্যা করবে। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় প্রভাত মুখার্জির বড় অপমান। ইংরাজরা যে দেশীয়দের খুউব বেশী বিশ্বাস করে না—সেই নিদারুণ সত্য ভোরের তাজা ফুলের মত তাঁর কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। হু-ইজ্ হু? তা বুঝতে এখন এরা অক্ষম। বিশ্বস্ত বন্ধুদের এরা এবার শত্রু করবেন। ক'জন নির্বোধ ছোকরা ইংরেজ সাহেব সাম্রাজ্যকে ডোবাবে। অতি স্তাবক বিশ্বস্ত-মন্য অতি অফিসররা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করতে সুরু করেছে। অবশ্য—এর দ্বারা তারাও প্রকারান্তরে দেশের কাজ করছে। পুলিশের এই হীন কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রভাতবাবুর শহর ছেড়ে বহুদূরে পালাতে ইচ্ছা হয়।

দশ

শান্তি ভাঙ্গা বস্তীতে আবার এই দিন ভীষণভাবে শান্তি ভঙ্গ হলো। বিড়াল পচা গলির এপারের ওপারের—দুই বস্তীর দুই দলের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা সুরু হয়েছে। বস্তীর চালের উপর বসে কজন গুণ্ডা লোক বিপক্ষের খোলার চাল গুলতির সাহায্যে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে থাকে। অন্য পক্ষ নীচের রাস্তা থেকে কানা ভাঙা কাঁসার থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোঁ সোঁ করে উপর দিকে ছুঁড়ে দেয়। কেউ কেউ দড়ির গিঁটে ইঁটের টুকরো লাগিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিপক্ষের দিকে ছুঁড়ে মারে। চতুর্দিক কম্পিত করে শোনা যায় দুই দিকের দুই দলের রণহুঙ্কার 'মা—মারে ফাঁক। দিদারী হাঁক। কেউ কেউ সোডা ওয়াটার বোতল ছুঁড়ে আগুয়মান দলকে প্রতিরোধ করে। সোডা ওয়াটার বোতল ভাঙা কাঁচের টুকরতে রাজপথ ভরে গিয়েছে। এই যুদ্ধে চতুপার্শ্বের সব ক'টি সোডা ওয়াটারের দোকান লুঠ হয়ে গেল। কিন্তু—এ ব্যাপারে তাদের [প্রতিবাদ করে] টু শব্দটি করবার উপায় নেই। এরূপ বাৎসরিক খেসারতি দিয়ে—তাদেরকে সেখানে ব্যবসা করতে হয়। তখনও পর্যন্ত সেখানে চাকুবাজী ও লাঠিবাজী সুরু হয় নি। তবে—তার জন্যে ভিতরে ভিতরে ওদের মধ্যে প্রস্তুতি চলছে। বস্তীর প্রধান পথের দু'ধারের প্রতিটি দোকানের ঝাঁপ দাঙ্গার সাথে সাথে বন্ধ। দোকানীরা যুদ্ধস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে একস্থানে জড হয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের এই যুদ্ধ দেখে। হঠাৎ যোদ্ধা লোকগুলোর মাথার উপর একজন উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার পর সে মানুষের মাথার উপর দিয়ে মাছের মত পিছলে পিছলে এগিয়ে তার নিরেট মাথাটা বিপক্ষের এক ব্যক্তির মাথাতে ঠুকে সেটা ফাটিয়ে দিলে। এই ভাবে ঢুঁ মেরে আরও দু'চারজনকে সে জখম করে দিলে। অন্য পক্ষের একজন ল্যাঙ মেরে এ'পক্ষের বহুজনকে শুইয়ে দিয়েছে। ওদের অপরজন লাফিয়ে দুই হাঁটুর গুঁতোতে ক'জনকে পেড়ে ফেললে। আহত লোককে কাঁধে করে এরা বস্তীতে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে কাউকে এরা শুশ্রূষার জন্যে হেঁচড়ে টেনে ভিতরে নিয়ে গেলো।

এই দাঙ্গায় রহমন খাঁর লোকজন বেশী মার খেলো বটে! কিন্তু এতে তুরোমলের তাঁতের কারখানা ক্ষতিগ্রস্থ হলো। সেটা বিধস্ত করে রহমনের

দল এবার পিছিয়ে যায়। ভুরোমলের দল তাদের পিটিয়ে হটিয়ে দিয়ে তাদের বস্তীর কিছুটা দখল করে নিলে। কিন্তু জয়পরাজয় নির্ধারিত হতে তখনও বহু সময় বাকি। উভয় দলের পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে আসা সমানে চলতে থাকে।

একটা বালকের দখলি সত্ব উপলক্ষ করে রহমন সর্দার ও ভুরোমল সর্দার এখানে বিবাদরত। রহমন সর্দারের অভিযোগ যে ঐ বালককে ভাঙিয়ে নিয়ে বিপক্ষ পক্ষ তার দলে নিয়েছে। ভুরোমল সর্দার সেই অভিযোগ খণ্ডন করে বলে যে ঐ বালক উৎপীড়িত হয়ে স্ব ইচ্ছাতে তার দলে যোগ দিয়েছে। এ ছাড়া তার পুত্রী পারুলরানীকে অপহরণের ব্যাপারে তার কোনও হক ছিল না। তার আরও সন্দেহ এই যে পুলিশকে সে তার আড্ডার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। অতোগুলো অপরাধের জন্য নগদ মূল্যে সে রহমনের কাছ থেকে খেসারত চায়। কিন্তু রহমনের পাল্টা অভিযোগ এই যে—তার বন্ধু গণ্ডারিয়া রাম ও তার দলবলকেও সে উৎকোচে বশীভূত করেছে। তা না হলে তারা তার দল ছেড়ে ভুরোমলকে মদত দিতে আসে কেন? যারা এই দাঙ্গা মেটাতে এসেছিল তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

এদের বিবাদের অন্য এক কারণও ছিল। সম্প্রতি এদের বস্তীগুলো ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভাঙতে সুরু করেছে। ভুরোমলজী এই বস্তী উচ্ছেদ নিরোধে রহমনের সাথে সহযোগিতা করতে রাজী নয়। তার পুষ্যিপুত্র রজতবাবুর পরামর্শে সে ভিন্ন পথ ধরেছে। রহমন খাঁ এই সাধারণ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে শহরের অন্যান্য বস্তীর সর্দারদের একত্রিত করার বৃথাই চেষ্টা করেছে। কারণ, ভুরোমলজী তার সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রধান বাধা। সে এখন তাদের জাত পেশা অপকর্ম ছেড়ে গৃহস্থ বেনে যেতে চায়। সে রহমন খাঁকে জব্দ করার জন্যে নিজের বস্তী ভাঙতে দিয়েছে। এক লোণ্ড্রা বালককে উপলক্ষ করে এই হাঙ্গামা সুরু হলেও এইসব কারণে তার সব আক্রোশ ভুরোমলের কারখানার উপর পড়ে। রহমন খান তার অধীন বস্তী কিছুতে ভাঙতে দেবে না। ভুরোমলজী কিন্তু তার অধীন বস্তী ভাঙাতে খুউব খুশী।

ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভুরোমলজীর বহুকালের গোপন আড্ডাটি ভেঙে দিয়েছে। তার অধীন বস্তীর বেশী অংশ তারা ভেঙে তছনছ করেছে। সেখানে বিস্তীর্ণ অংশ এখন ফাঁকা মাঠ। তখনও দাঁড়িয়ে থাকা ঘরগুলির

ছাদে একটিও টালি নেই। সেখানে শুধু কঙ্কালসার বাখারীর ছাউনি দেখা যায়। সেগুলিও দ্রুতগতিতে ভেঙে জায়গাটা মাঠ করে ফেলা হবে। এর মধ্যে সেই গহন পঙ্কিল বস্তীর বুক চিরে বেরিয়েছে সদ্য তৈরী প্রশস্ত রাজপথ। ভুরোমলের তাঁতের কারখানা এই বড়ো রাস্তাতে এসে পড়েছে। ভুরোমলের ভাগ্য, একটুর জন্যে সেটা ভাঙন থকে রেহাই পেয়ে গেল। ফলে, এর সৌন্দর্য এখন শত গুণে বর্ধিত। ভুরোমল কারখানার সুমুখে দাঁড়িয়ে মুক্ত বায়ুতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। সে বিমুগ্ধ হয়ে ভাবে সে বুঝি নরক থেকে স্বর্গে উঠে এলো। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য ভুরোমলের সূক্ষ্ম বৃত্তিকে ধীরে ধীরে সবল করে। ফলে, আপনা হতে তার স্থূল বৃত্তি দুর্বল হয়ে যায়। তবুও তার ভয়—তার বাড়ী ভাঙ্গার পর রহমনের বস্তী না অভাঙ্গা থেকে যায়। তাহলে তার আর আপশোষের সীমা থাকবে না। বস্তী অপসারণের ফলে ভুরোমল সর্দারের দল ছত্রভঙ্গ। রজতবাবু ও তার উকীল তাকে বুঝিয়েছে যে বস্তীতে তার স্বত্বের বিনিময়ে সরকার তাকে বহু অর্থ দেবে। সে সেই বিপুল অর্থ দিয়ে তাঁতের কারখানা বাড়াবে ও সেখানে সে তার দলের লোকদের চাকুরী দেবে। এই স্বভাব অলস লোকগুলোর অলসতা এক অভিনব উপায়ে রজত মল্লিক এর মধ্যেই দূর করেছে। প্রতি সপ্তাহে দশ মিনিট করে কর্মকাল বাড়িয়ে সে তাদের একটানা আট ঘণ্টা কর্মে অভ্যস্ত করতে পেরেছে। অপরাধীদের চিকিৎসা কার্য ও তার নিজের আত্মগোপন একই সাথে এখানে চলে। এই তাঁতের কারখানা রহমন খাঁ ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাই ভুরোমল তার নূতন বন্ধু গণ্ডারিয়ার সাহায্যে রহমনের এই অপচেষ্টা প্রতিরোধ করলে।

ভীত ত্রস্ত পথচারীদের মুখে খবর পেয়ে দু'জন টহলদারী সিপাহী ভোর রাত্রে এখানে উঁকি দিয়ে বুঝলো যে দাঙ্গা দমন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি তারা দুটো রিক্সা গাড়িতে উঠে চালকদের হুকুম দিলো—'জলদী সিধা থানা। মানুষ ঘোড়া দুজনে নিমেষে তাদের থানা পৌঁছিয়ে ভাড়া না নিয়ে কেটে পড়ে। বে-লাইসেন্সী চালকদের ভয় লাইসেন্স দেখতে চেয়ে এরা তাদেরকে না হাজতে পোরে।

সিপাহীদের মুখে দাঙ্গার খবর পেয়ে থানাতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কারও পুরা ইউনিফর্ম পরবার সময় নেই। ক'জন সিপাহী হাফ উর্দিতে কাপড়ের উপর উর্দির কোট] খেঁটে লাঠি হাতে ছুটে আসে। এদের নিয়ে

দারোগা আশু ঘোষ ঘটনাস্থলে এসে দেখে দাঙ্গাকারীদের একজনও সেখানে উপস্থিত নেই। ভাঙা কাঁচ ইঁট ও ভাঙা বাড়ি থেকে উঠানো বাঁশ খুঁটি পথ জুড়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই ভোর রাত্রে সেখানে একজনও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। সেখানে কেউ কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগও করে না।

'আইয়ে। বাবুসাব। শালা লোক সবকোই ভাগিয়েছে। হামিই থানাতে খবর ভেজিয়েছি। হাপনি বহুৎ লেট করিয়ে এলেন। ডরকো মারে সিপাহীরা ইধারে আইসে না। হাম একলা ক্যা করে বোলেন? বাপস্। কেতনা জুলুম উনে লোক করলে,' সাইন বোর্ড লাগানো তাঁতের কারখানার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভুরোমল সর্দার স্মিত হাস্যে দুই হাত কচলে দারোগা আশু ঘোষকে বললে, 'ফজীর হোনে দিইয়ে বাবু। বস্তীকো ভিতর আভিতক আঁধার। আভি বস্তীয়েঁা অন্দর যানে ঠিক হোবে না। ক্যা জানে কোন পিছুসে হাপনাদের ছুরি উরি মারিয়ে দেয়। আচ্ছা! সাব! লেকেন উনলোক থে' কোউন? [পরে অন্য এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে] আরে! এ গণ্ডারিয়া। আরে। কোহীকো সাহেবকো গোড় থোড়ী দাবানে বোলো। আরে ভাই! পহেলা তো দোঠো লেমনেড সাহেবকো বাস্তে মাঙাও। আরে! কেয়া বুড়বাককো মাফিক দৌড়তি রহো। পহেলা কারখানাসে একঠো কুরশী [চেয়ার] নিকালিয়ে বাহারমে ফুটো পর রাখো—ও।

এই রাত্রের লড়াইয়ে ভুরোমল সর্দারের নবলব্ধ বন্ধু গুণ্ডাবাজ গণ্ডারিয়া সেকেণ্ড-ইন্ কম্যাণ্ড ছিল। এখন সে ভুরোমল সর্দারের মত ভোল বদলে নিরীহ ব্যবসায়ী ব্যক্তি। সে লেমনেডের দোকানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুট দিয়েছিল। ভুরোমলের দ্বিতীয় আদেশে সে মধ্যপথ থেকে ফিরে কারখানা থেকে একটা শক্ত চেয়ার বার করে সেটা ফুটের উপর বসিয়ে দিলে। থানার মেজবাবু গ্যাট হয়ে তাতে বসলে সে পূর্বের মত ছুট দিয়ে ওপারের পানের দোকান থেকে দুটো লেমনেড উঠিয়ে নিলে। রাতের লড়াইয়ে সেই দোকানের সবকটি লেমনেডের বোতল এ্যামুনেসন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মালিকের ভাগ্য-গুণে সেখানে দুটিমাত্র তাজা বোতল অক্ষতভাবে তখনও মজুত ছিল। এবার সে দুটিও দোকানীর চোখের সামনে থানার মেজবাবু আশু ঘোষের সেবার জন্যে উঠিয়ে আনা হলো। আশুবাবুর তখনও ধারণা গণ্ডারিয়া সেই দোকানের মালিক। আশু ঘোষ পকেট থেকে ক'টা আনি বার করে তাকে বললেন—'আরে। তুহো গরীবিয়া আদমী। লোকসান কাহে করো। লে'ও পয়সা।'

কিন্তু—পরে তিনি গণ্ডারিয়াকে সলজ্জভাবে জোরে জোরে মাথা নাড়তে দেখে পয়সা ক'টা নিজের পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন। মদতদারী গণ্ডারিয়ার এটা একটা আতিথেয়তা। কিন্তু পানবালা দোকানী আগেও যেমন এদের বাধা দিতে পারে নি এবারও তেমনি সে তাদের বাধা দিতে পারলো না। একটা কাঁচের গ্লাসে পানীয়টুকু গণ্ডারিয়া ঢেলে সেটা দারোগা বাবুর হাতে তুলে দিলে। তারপর নিজে সে মাটিতে উবু হয়ে বসে আশু ঘোষের হাঁটু টিপতে থাকে। ভোরের ফুরফুরে হাওয়াতে আশু ঘোষ পানীয়ের গ্লাসটিতে মুখ নামিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর তিনি গণ্ডারিয়ার মজবুত দেহের দিকে প্রশংসা নেত্রে তাকালেন।

'বাঃ! তুমি তো বাপু বেশ মজবুত লোক হে'! থানার মেজ দারোগা আশু ঘোষ গণ্ডারিয়া বাবুর ফতুয়ার তলায় তার নীরেট দেহটির দিকে তাকিয়ে পিঠের উপর একটি জোরে চাপড় দিয়ে বললে,—'তোমার মত পালোয়ান লোক এখানে থাকতে গুণ্ডারা এখানে গণ্ডগোল করতে সাহস করে। উঁ! তুমি ধরে সব কটাকে পিটিয়ে দিতে পারো না। আমার হুকুম রইল। ওদের কাউকে পেলে টেনে থানাতে নিয়ে আসবে।

থানার মেজবাবুর মুখে তার প্রশংসা শুনে গণ্ডারিয়া বাবু আহ্লাদে আটখানা হওয়ার ভাব দেখিয়ে দন্ত বিকাশিত করে তার হাত দুটো আরও জোরে জোরে কচলাতে কচলাতে বলে উঠলো—'মেহের বানী। সাব! বান্দাকে একটু খেয়াল রাখবেন।' রহমন সর্দার ও তার লোকেরা বস্তীর অলিগলি হতে এদের এই মহবত দেখে অবাক হয়ে যায়। এদের জানা আছে যে এই দিন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দুশো মজুর রহমন সর্দারের অধীন বস্তী বাড়ীগুলি ভাঙতে সুরু করবে। দলবল সহ তাদের বাধা দিতে রহমন সর্দার বদ্ধপরিকর। তাই শক্তি ক্ষয় না করে সে এতো শীঘ্র রণে ভঙ্গ দিয়ে ছিল।

দারোগা আশুবাবু এবার কি ভেবে দাঁড়িয়ে উঠে কারখানাতে ঢুকে পড়লেন। ভোর ছ'টাতে তাঁতের কাজ সুরু হয়েছে। পাশের ছোট ঘরে রজত মল্লিক লুকিয়ে ছিল। প্রভাতবাবুর বাড়ী থেকে সোজা সে এখানে চলে এসেছে। আশু ঘোষ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হলো। ভুরোমলের ভয় পাছে সে সেই ঘরে ঢোকে। সে তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দুয়ারে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে বলে উঠলে—'হুঁজুর! উহা মেরী বেটাকো বহুঁ [বউ] শুয়া আছে'। আশু ঘোষ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে আসলেন।

'বহুৎ আচ্ছা কারখানা বানিয়েছেন আপনি,' আশু ঘোষ সপ্রশংস নেত্রে চতুর্দিকে তাকিয়ে ভূরোমলকে বললে, 'আচ্ছা। আপতো খানদানী আদমী আছে। লেকেন রহমন বাড়ীওয়ালা [সরকারী লোককো] বস্তী তোড়নে রুখে কেনো? আজ চার বাজে হামাদের বহুৎ আদমী হিঁয়া আসবে। আপ উনলোককো জরুর মদত দেবে। হাঁ। হামাদের খবর আছে কি এক স্বদেশী বাবু হিঁয়া ছিপায়ে। উনকে পাত্তা দিবে তো পাঁচ হাজার তঙ্কা বখশীস্। হাঁ—

একদিকে রহমন সর্দারের অধিকৃত [তখনও অভগ্ন] গহন বস্তী অন্য দিকে কিন্তু ভূরমলের পূর্বেকার সেই গহন বস্তী: আজ আর নাই। সেখানে দেখা যায় ভাঙা দেয়াল, ভাঙা ছাউনী, ভাঙা বেড়া ও খুঁটি। কয়েকটি দেয়ালে তখনো কয়েকটা পুরানো ক্যালেণ্ডার টাঙানো। এখানে ওখানে ভাঙা হাঁড়ি কুড়ির গাদা। বস্তী ধ্বংসের সাথে পাপও ধ্বংস। বাকী বস্তী ক'টা ভাঙলে এদিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অপরাধীদের বাসা ভেঙে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট শহরে অপরাধ কমালো। না, পুলিশের ধরপাকড়ের কারণে অপবাধীরা শহর ছেড়ে পালালো ও তার ফলে অপরাধ কমলো? পরবর্তী কালে সংখ্যা তত্ত্বের সাহায্যে পুলিশ এই সম্বন্ধে তাদের কৃতিত্বের দাবী করবে। তাদের সেই দাবীর মধ্যে কতোটা সত্য আছে—তা ভবিষ্যতে অপরাধ বিজ্ঞানীদের বিবেচ্য বিষয় হবে। সে কথা এখন থাক। দারোগা আশু ঘোষ খুশী হয়ে তার এলাকার এই নূতন রূপ চেয়ে দেখলেন। তার পর তিনি দুই ঝুড়ি ইটের ও কাঁচের টুকরা রিক্সাতে তুলে থানাতে ফিরলেন। তাঁর দুঃখ এই যে এক জন দাঙ্গাকারীকেও তিনি গ্রেপ্তার করতে পারেন নি।

বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু দাঙ্গার খবর পেয়ে উপরের কোয়ার্টার থেকে নীচে নেমে ছিলেন। ওখানকার খবর শুনবার জন্যে তিনি থানার আফিস ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। আশুবাবুর ফিরতে আরও একটু দেরী হলে তাঁকে সেখানে নিজেরই যেতে হতো। তাঁর আশা বিনা হজ্জুতে বহু আসামী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আশুবাবুকে শুধু হাতে থানায় ফিরতে দেখে তাঁর দিকে তিনি অখুশী দৃষ্টিতে তাকালেন। কয়েকটি কারণে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু আশুবাবুর উপর এমনিতেই অখুশি। আশুবাবুকে রিক্ত হাতে থানাতে ফিরতে দেখে তার সেই অখুশিভাব চরমে উঠলো।

'একি! তুমি একেবারে শুধু হাতে এলে। থানার হাজত ঘর হচ্ছে

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ও ঘর কি কখনও খালি রাখতে আছে?' বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বিরক্তির সঙ্গে আশু ঘোষের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা বিশ দিন পরে বিশ জনকে ধরবে। তার মধ্যে দশ জন চালান হবে। তার মধ্যে দু'জনের মাত্র সাজা হবে। তাও আপিলে সব খালাস পাবে। এই তো তোমাদের এলেম। আমাকে আর জ্বালিও না বাপু। তোমার ঐ দেঁতো হাসি ভালো লাগে না। তিনটের সময় তুমি তৈরী হয়ে নীচে নামবে। ফের তোমাদের সেইখানে যেতে হবে। সে সব তোমার মনে আছে? তোমাদের চাইতে নূতন অফিসর সুরথ চৌধুরী ঢের ভালো। যাও—

আশুবাবুকে খামকা অপমান করলো বড়বাবু। এর জন্য সুরথবাবু দায়ী নয়। তবু আশু ঘোষের রাগটা শেষে নির্দোষী মানুষ সুরথবাবুর উপর পড়লো। বড়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন যে সুরথবাবু তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে ডাইরী লিখছেন। ঘৃণা ব্যঞ্জকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে দেখে আশু ঘোষ উপরের কোয়ার্টারে উঠে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর জন্যে চা ও খাবার তৈরিরতা তাঁর স্ত্রীকে অকারণে খিঁচিয়ে ওঠেন। দুয়ার খুলতে দেরী করার জন্যে তিনি তাঁর বালক ভৃত্যকে বেশ ঘা'কতক পিটিয়ে দেন। নীচের অশান্তি ও আগুন নীচে না রেখে তিনি তা উপরে এনেছেন। আশু ঘোষের এই দুর্ব্যবহারের উৎস কোথা তা তাঁর স্ত্রীর জানা ছিল। তাই তিনি স্বামীর সেই অমূলক ব্যবহারে রাগ না করে সহানুভূতিশীল হন। তারপর একটু হেসে তিনি স্বামীকে বললেন—তুমি একটুতেই বড্ড উতলা হও। স্ত্রীর সান্ত্বনা ও হাসিটুকু আশুবাবুকে সহজ মানুষ করে তুললো। অনুতপ্ত ও লজ্জিত আশু ঘোষ স্ত্রীর হাত থেকে চা'য়ের কাপ হাতে তুলে একটা টুলে বসলেন। আশু ঘোষের সাধ্বী স্ত্রী মেনকারানী তাঁর য়ুনিফর্মের কোর্ট খুলে নিয়ে আলনাতে তা টাঙিয়ে রেখে স্বামীর ভারি বুট জুতোর ফিতে খুলতে সুরু করলেন। মেনকারানীর ভয় আবার এখুনি না কেউ কাজের জন্য তাঁর স্বামীকে নীচে থেকে ডাকতে আসে। কতো দিন স্বামীকে অভুক্ত ভেবে তিনি সারাদিন অভুক্ত থেকেছেন। স্বামী কিন্তু বাইরে ডিউটি দিতে দিতে কাউর বাড়ীতে বা হোটেলে চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খেয়েছেন—বাড়ীতে ফিরে সে রাত্রে জল গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু এ'জন্য তাঁর কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ নেই।

পুলিশ অফিসরদের নিজেদের অনেকেরই স্বভাব চরিত্র যাচ্ছেতাই হলেও

প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মাতা ও স্ত্রীরা সর্বদাই ধার্মিক ও সহানুভূতিশীল হন। পতি পুত্রের কোনও দুষ্কর্ম অবগত হওয়া মাত্র তাঁরা তাদের ভৎর্সনা করে সংযত করে থাকেন। কিন্তু সেই সাথে স্বামী পুত্রের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য তাঁদের অঢেল চিন্তা। বাইরে থেকে তাঁরা সুস্থ দেহে থানাতে না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা সশঙ্কিত থাকেন।

স্নানাহার শেষে আশু ঘোষ তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর স্নেহ ছায়াতে শয়ন কক্ষের খাটে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর সুখনিদ্রা ভোগকরা সম্ভব হয় নি। ঘড়িতে তিনটা বাজা মাত্র দুয়ারের কলিঙ্‌বেল ক্রীঙ্‌ ক্রীঙ্‌ করে বাজছে। ভারী জুতার আওয়াজের সাথে একজন সিপাহী বাজখাঁই গলাতে হাঁক দিলে,—বাবু! মেজবাবু! বড়বাবু সেলাম দিয়া। তিন বাজ গ'য়া'। আশু ঘোষের মনে পড়ে যায় যে সুরথবাবুর সাথে চারটায় বস্তী ভাঙিয়েদের রক্ষার্থে বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁর শান্তি ডাঙ্গা মহল্লাতে যাবার কথা। সেই সম্পর্কে বেলা তিনটে থেকে থানাতে প্রস্তুতি পর্ব নিশ্চয়ই সুরু হয়েছে। আরও আগে তাঁর নীচে নামা উচিত ছিল। 'হাঁ হাঁ! চলো ভাই। আওত'—উদ্বিগ্ন হয়ে অপ্রস্তুত ভাবে কথা ক'টা বলে আশু ঘোষ ধড়মড় করে উঠে বসে ডিউটির কথা তাকে মনে করিয়ে না দেওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর একটু রাগারাগি করলেন। কোনও রকমে পেন্টুলেন'টা পায়ে গলিয়ে দিয়ে স্ত্রীর সাহায্যে তিনি য়ুনিফর্ম পরে ফেললেন। তার পর কোনও দিকে না চেয়ে তর তর করে সিড়ি ব'য়ে নীচে নামলেন।

থানার সামনে ফুট ঘেঁসে সশস্ত্র শান্ত্রী বোঝাই বারোটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধোপ দোরস্ত সাদা উর্দী পরা অফিসররা ফুটের উপর জটলা সুরু করেছে। সুরথ বাবুও সেখানে কোমরে পিস্তল এঁটে প্রস্তুত। সুরথবাবুকে দেখে তার বুকটা আর একবার জ্বলে উঠলো। ফলে, তাঁকে ঠাণ্ডা করার একটা অপ্রত্যাশিত হদিসও তিনি পেয়ে গেলেন। মানুষ যা চায় বহুক্ষেত্রে তা অপ্রত্যাশিতভাবে তার কাছে এসেও যায়।

অফিসে এসে আশুবাবু দেখেন যে অন্য দিনের মত এই দিনও যুবক সিপাহী আকবর খাঁন সুরথবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কি বুঝবার চেষ্টা করছে। সুরথবাবুর প্রতি তার এই মনোভাব তিনি আগেও বহুবার লক্ষ্য করেছেন। অন্য দিনের মত তার এই মনোভাব আজ আর তিনি তাচ্ছিল্য করতে পারন নি। তাঁর এখন ধারণা যে, সে সুরথ বাবুর সম্বন্ধে এমন

কিছু জানে যা সে ভয়ে বলতে পারে না। সিপাহী হিসাবে এই সিপাহীর নাম আছে। এতো কম বয়সেও তার জমাদারের প্রমোসনের লিষ্টে নাম উঠেছে। তার সার্ভিস বুক রিওয়ার্ডে রিওয়ার্ডে ভরে গিয়েছে। পুলিশি ভাষাতে যাকে বলে লালে লাল। কারণ, উহা লাল কালিতে লেখা হয়। সেখানে তাব পানিসমেণ্টের কালো চিহ্ন একটিও নেই। পলাতক চোর ও ফেরার আসামী যে সে কতো ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ক্যা আকবর! হাম দেখে হরবখৎ তু' ছোটা বাবুকো পর তাকতে রহে। ইসমে কুছ দুসরি বাত আছে তো হামসে চুপিসে তু বোল', আশু ঘোষ এগিয়ে এসে সিপাহী আকবর খাঁনকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আসলি বাত ক্যা তু মেকো কহ দে। হাম লোকসে তুকো পুরা মদত মিলবে। ডরো মাৎ, হুঁ—

'হুজুর। ডরকে মারে হাম এতনা রোজ কোহিকে কুছ না বোলে', ছোট বাবু সুরথ বাবুকে আড়াল থেকে আর একবার দেখে সে চুপি চুপি মেজবাবু আশু ঘোষকে বললে, 'স্যার। গিয়া বরষ গ্রহণ' কী রোজ মেরা ভি গঙ্গা কিনারে ডিউটি ভৈল। লেকেন আভি আপকো সব কুছ বাতানে টাইম কাঁহা? হাল্লা ডিউটিসে লোটকে আপকো কোয়াটার যা কর—আপকো সব কুছ বাতায় দে' গে'।

হুশিয়ার যুবক সিপাহী আকবর খাঁন ও দারোগা আশু ঘোষ এর বেশী অধিক কথোপকথনের সময় পায় না। বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু ডিউটি চার্ট ঠিক করতে করতে চীৎকার করে হেঁকে উঠলেন—'কই? আশু বাবু কৈ'? দেরী করে অফিসে আসার জন্য বড়বাবুর তাঁকে ধমকানোরও সময় নেই। শান্তি ডাঙ্গা বস্তীর একটা ম্যাপ তিনি অফিসরদের দেখিয়ে তাদের ডিউটির স্থানগুলি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। কোন পথে কি ভাবে কাকে কোন দিকে অগ্রসর হতে হবে—তা তিনি অভিযাত্রীদের সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বহু উপদেশ দিলেন।

রামদীন 'ইনফরমার' খবর এনেছে যে সেখানে একটা বড়ো গোলমাল হবে। ভূরোমল তার বস্তী ভাঙতে দিয়েছে বলেই রহমন তাতে রাজী নয়। রেষারেষির কারণে এদের একজন যা করবে অপরজন তার উল্টো করবে। মহীন্দ্র বাড়ুয্যে একটু চিন্তা করে অফসরদের বললেন—'ভূরোমল বাড়ীওয়ালা বোধ হয় আমাদের সাহায্য করবে। ওকে আজকে এজন্যে একটু আসকারা

দেওয়া যেতে পারে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আমাদের রীতি। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের লোকজনরা যেন কেউ আহত না হয়। পারত পক্ষে তোমরা ফায়ারিঙ করবে না। শুধু শুধু ম্যান কিলিঙ্ আমার পছন্দ নয়। সুরথের সাথে একজন মজবুত সিপাহী দিতে হবে। আচ্ছা! ওর সাথে সিপাহী আকবর খান থাকুক'। আকবর খান এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বড়বাবুর আদেশ পেয়ে সে খুশী হয়ে ছোটবাবুর সঙ্গ নিল। তার আশা এই যে—সেই সুযোগে সে আরও ভালো করে ছোটবাবুকে দেখতে ও বুঝতে পারবে।

কিছুক্ষণ ধরে থানার বাইরে ও ভিতরে ঘড়ঘড় খসখস হুমহুম ধ্বনি ওঠে। গাড়ীর চাকার শব্দ ও বুটের ধ্বনি দূর হতে দূরে চলে যায়। পরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে তা মিলিয়ে যায়। নিমেষে এই বিরাট চমূ শান্তিভাঙ্গা বস্তীর বুকের উপর এসে উপস্থিত হলো। উদ্দেশ্য—শান্তিভাঙ্গা বাস্তীতে শেষ বারের মত শান্তি রক্ষা করা। পুলিশের পিছনে লরীতে বোঝাই গাঁইতি ও সাবল হাতে প্রায় দু'শো জন ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্টের কর্তব্যে অটল সাহসী মজদুর।

পুলিশ বাহিনীর রক্ষণাধীন মজদুরের দল তাদের বাবুদের নির্দেশে তড়্ তড়্ করে বস্তীগুলির চালের উপর উঠলো। তারপরেই সাবল গাঁইতি ও কুড়ুলের আঘাতে সেখানে ধ্বংস যজ্ঞ সুরু। বস্তীবাসী নর নারী ও শিশুর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভরে গেলো। তাদের মাথায় ছাউনী একে একে শূন্য হতে থাকে। তারা ভয়ে পিল পিল করে বাক্স পেঁটরা মাথায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আনা লরীতে তারা কিছুতেই উঠবে না। দুধের বাটি হাতে শিশু কোলে জনৈক নারী তারস্বরে পুলিশকে গাল দিলে। কিন্তু তার এই ব্যবহারে তারা কেউ রাগ করে না। পুলিশ বরং তাতে লজ্জিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরায়। ওদের আশ্বাসদাতা [উস্কানিদাতা] নেতৃবৃন্দের তখনও সেখানে দেখা নেই। তারা সেই সময় সংবাদ পত্রের অফিসে [কাগজে তাদের নাম বার করার জন্য] ধন্না দিচ্ছে। এদের জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। চতুর্দিকে শুধু টুকরো টুকরো হওয়া ভাঙা টালি, জীর্ণ বাঁশবাখারী ও ভাঙা হাঁড়ি কুঁড়ির খাপরা কুচি পুরানো তোষক ও বালিশ ছেঁড়া রাশি রাশি তুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চালের

ওপর তখনও গাঁইতির খট্ খট্ ও দেয়ালে সাবলের গপা গপ শব্দ। ঐ বুঝি কারা ছাউনী বা দেয়াল চাপা পড়ে। ঘরের চালা থেকে নেমে মুরগীরা এবার রাস্তাতে দৌড়াদৌড়ি সুরু করলে। মানুষের সাথে তাদের পোষা কুকুর গরু ও ছাগলও ঘর ছেড়ে এখন রাস্তাতে। শতেক বৎসর যাবৎ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বস্তী কাল আর সেখানে থাকবে না।

রহমন বাড়ীওয়ালা কিন্তু তার বাড়ীখানা ভাঙতে দেয় না। পঞ্চাশজন সমর্থকের সাথে প্রতিরোধার্থে সে রুদ্ধআক্রোশে রুখে দাঁড়ালো। কিছুতেই সরকারি কুলিদের সে এগুতে দেবে না। এতক্ষণ পুলিশ মজদুরদের পিছনে ছিল। এবার তাদের মজদুরদের সামনে স্থান নিতে হলো। ঠিকাদার বাবুকে তার মজদুরদের সঙ্গে পালাতে দেখে ভুরোমলের লোকেরা এগিয়ে এলো। তাদের কেউ কেউ টালি ভাঙতে রহমানের বাড়ীর চালে উঠেছে। রহমন খান ও তার দল এবার মরীয়া। চতুর্দিকে মার মার কাট কাট ও লাঠির ঠকঠক শব্দ শোনা যায়। ইষ্টক বৃষ্টির মুখে পুলিশ বাহিনী হটতে আরম্ভ করেছে। সরু সরু গলির মুখে রাইফেল অচল। দক্ষ জেনারেলের মত সুরথবাবু এগিয়ে এলেন। গুণ্ডাদের নেতা রহমনকে তিনি চিনে রাখলেন। কারণ, এই নেতার পতন ঘটলে বাকী লোক পালাতে সুরু করবে। সুরথবাবু সদলে ভীম বেগে গুণ্ডাদের ব্যূহ ভেদ করে ওদের নেতা রহমন খানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। রহমন খান একগোছা ছুরি হাতে করে সোঁ সোঁ করে সেগুলো ছুঁড়তে থাকে। আর একটু হলে সুরথবাবুকে তার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ফল ভোগ করতে হতো। সুরথবাবুর অন্যতম দেহরক্ষী আকবর খান দৌড়ে এসে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালো। তার পর সে তার ছোটবাবুকে বাঁচাতে নিমেষের মধ্যে ওদের দলপতি রহমন খানের মাথা লক্ষ্য করে লাঠি হাঁকড়ালে। সেই লাঠির নিদারুণ আঘাতে রহমন খান মাটিতে পড়ে গেল বটে! কিন্তু তার আগেই সে তীক্ষ্ণধার ছুরি ছুঁড়ে সেটা আকবর খানের বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা দুজনে রক্ত মেখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বেহুঁস হয়ে গেল। দলপতির অবর্তমানে গুণ্ডারা কার স্বার্থে লড়াই করবে? তারা নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে দিকে দিকে ছুট দিলে। শত্রু নিষ্কণ্টক পুরী ভাঙতে আর একটুও বাধা বা বিঘ্ন নেই। দরিদ্র-দরদী নেতারা ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টারদের সাথে ঘটনাস্থলে এসে দেখেন বস্তিবাসী শান্তশিষ্ট জনতা তাদের নেতাদের গাল

পাড়তে পাড়তে মাথা নীচু করে তাদের বিকল্প আবাসে যাবার জন্য সরকারী গাড়ীতে উঠে বসেছে।

আহত মানুষদের শুশ্রুষায় শত্রু মিত্র ভেদ নেই। এ্যাম্বুলেন্স আসে। একই এ্যাম্বুলেন্সে রহমন খান ও আকবরকে উঠানো হয়। আশুবাবুকে ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত রেখে সুরথ চৌধুরী এ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলেন। দ্রুতগতিতে এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে ছুটে চললো। সুরথবাবু তার জীবনরক্ষী আকবরের কাছে কৃতজ্ঞ। যে রকম করে হোক তাকে সে বাঁচাবে। আকবর বেঁচে উঠলে সুরথবাবুর বিপদ। কিন্তু সুরথবাবু সে বারতা জানে না। বড়বাবুর পর্যন্ত তা অজ্ঞাত। ঈর্ষান্বিত অফিসরদের ধারণা--আকবর অনেক কিছু জানে। তারা এখন আকবরের মুখে কিছু শুনতে চায়। এই নিয়ে কিছু কিছু ফিসফিসানি তাদের মধ্যে সুরু হয়ে গিয়েছে। আকবর আহত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ায় তাদের মনে এখন নিদারুণ হতাশা।

আসামী ও ফরিয়াদী এখন একই হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে। একত্রে মৃত্যু ঘটলে এদেরকে একই মাটিতে পাশাপাশি কবর দেওয়া হবে। দেহ ছাই বা মাটি হলে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ থাকে না। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কালে মানুষের কাল একটি বিন্দুরও বিন্দু। তবু বিশ্বময় মানুষে মানুষে এতো হানাহানি। বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার যুদ্ধ, বাসস্থান ও খাদ্য সংগ্রহের যুদ্ধ, সম্মান ও বংশ রক্ষার্থে যুদ্ধ—পৃথিবীর আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে আসছে। সেই জীবন যুদ্ধেরই এরা আজ যুগপৎ শিকার।

উভয়ের বুকে ও শিরে শক্ত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উভয়কে ডাক্তাররা মরফিয়া ইনজেকসন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এখুনি তাদের কাছ থেকে কোনও বিবৃতি গ্রহণে ডাক্তারদের ঘোরতর আপত্তি। গভীর রাত্রে আশু ঘোষ এদের দুজনার—বিশেষ করে আকবরের [উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে] একটি বিবৃতি গ্রহণ করতে এলেন। কিন্তু সুরথবাবুর ভাগ্যগুণে তাঁকেও ডাক্তাররা রাত্রে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলেন।

সুরথবাবু সিপাহী আকবরের মল্লুকে তার মা'র নামে একটা টেলিগ্রাফ করে দিয়ে তাঁর কোয়ার্টারে উঠলেন। তার কাজে বড়বাবু মহেন্দ্রবাবু খুউব খুশী। অন্য অফিসরদের তাতে বড আফশোষ। সুরথবাবুর বিরুদ্ধে তাদের আশা পুরণ হলো না। তবে—একেবারে তারা নিরাশ নন। আকবর সেরে ওঠা পর্যন্ত তাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে।

থানার ক্যালেণ্ডারের তারিখ যথারীতি পাল্টে গিয়েছে। রাত্রের শেষে আবার দিন এসেছে—বেলাও কিছুটা গড়িয়ে গিয়েছে। ভোর রাত্রে ফিরে সুরথবাবু ঘুমিয়েছেন। কোয়ার্টারে তিনি একা। কেউ তাকে ডেকে দেয় নি। এক ঝলক রোদ্দুর তার মুখে পড়া মাত্র সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। এতক্ষণে আশুবাবু ও অন্যেরা নীচে নেমে কাজ শুরু করেছে। বড়বাবুও যথারীতি নেমে এসে তাঁর আফিসে বসেছেন। গত দিনের ঘটনা সুরথের আবছা মনে পড়ে। এতক্ষণে টেলিগ্রাম পেয়ে হয়তো সিপাহী আকবরের মা' থানায় এলো। তার আগে হাসপাতাল থেকে ওদের দুজনার কারো মৃত্যুর সংবাদ আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখনও কেউ তাকে আফিসে ডেকে পাঠায় নি কেন? খুবই সম্ভবতঃ বড়বাবু তার রাত জাগার জন্যে এইদিন একটু রেহাই দিলেন। তার প্রতি বড়বাবুর ক্রমবর্ধমান স্নেহ সে লক্ষ্য করছে। কিন্তু—ওঁর মত হৃদয়হীন ব্যক্তির এই ব্যতিক্রমের কারণ তার বোধগম্য নয়।

সুরথবাবু তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে ও য়ুনিফর্ম পরে কোমরে পিস্তল এঁটে সিড়ি দিয়ে তর তর করে নীচের আফিসে নেমে এলেন। দেরীতে নীচে নামার জন্য মুখে চোখে তার অসীম লজ্জা। ভয়—বড়বাবু তাকে দেরীতে নামার জন্য সর্বসমক্ষে বকুনি না দেন। কিন্তু সেরকম কিছুই এদিন সেখানে ঘটলো না।

সরকারী কাজে সহকর্মীদের ক্রমবর্ধমান ঈর্ষা ও তার নিজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি সমভাবে শিরে তুলে সুরথবাবু ক মাসের চাকুরিতে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর দক্ষিণ হস্ত। সহকর্মীদের ভয় এই যে, এবার বুঝি উনি সকলকে ডিঙিয়ে [টপ্‌কে] থানার সেকেণ্ড-ইন্‌ কম্যাণ্ড স্বরূপ সেকেণ্ড অফিসর হন। পরে দ্রুত প্রমোশন পেয়ে বড়বাবুর স্থলে ওঁর বড়বাবু হওয়াও অসম্ভব নয়। আশু ঘোষও অন্যদের মত ভবিষ্যতে এই ছোকরার অধীনে কাল কাটাতে রাজী নন। সুরুতে এই সুরেনবাবু, হরিপদবাবু ও অন্যদের সাথে দল পাকালেও পরে আশু ঘোষ স্ত্রীর পরামর্শে ষড়যন্ত্র হতে সরে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বুঝিয়েছে যে প্রথমে সুরথবাবুর ভাগ্য ফিরলেও পরের বার তাঁরও ভাগ্য ফিরবে। মধ্যের ক মাসের ব্যবধানে তার এতো উতলা হওয়া ঠিক নয়। আশুবাবু সরে এলেও অন্য ক'জন ষড়যন্ত্রকারী অফিসরের উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। হাসপাতাল থেকে আকবর খানের ভালো হয়ে

ফিরার অপেক্ষাতে তাঁরা অস্থির হন। এ'ছাড়া সুরেনবাবু অন্য এক খবরও পেয়েছেন। সেটি সুরথবাবুর বিরুদ্ধে একটি অব্যর্থ মৃত্যুবান। কিন্তু এখুনি সেই ব্রহ্মাস্ত্রের বিষয় তিনি অন্যদের জানাতে নারাজ।

এ্যাবস্কণ্ডার [ফেরার আসামী] রেজিষ্ট্রারে ডবল মার্ডার মামলা সম্পর্কিত সাক্ষীদের নাম লেখায় ব্যস্ত আশুবাবুকে ঘিরে ওরা সেদিন জটলা করছিল। সুরথবাবুকে ওখানে আসতে দেখে এরা মুখ চাওয়া চায়ী করে চুপ মেরে গেল। এদের দিকে অর্থপুর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুরথবাবু বড়বাবুর ঘরে ঢুকে দেখলেন যে ডুরে কাপড় পরা নাকে বিরাট নোলক দোলানো এক নারী এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর পাশে মেঝেয় বসে রয়েছে। সেই নারীর ঘোমটার ফাঁকে তার মুখের বেদনা ও চোখের জল সুপষ্ট দেখা যায়।

'সুরথ! এই স্ত্রীলোকটি হচ্ছে সিপাহী আকবর খাঁনের গর্ভধারিণী মা। ওর পতি বিশ বছর আগে গাঁ থেকে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। সেই থেকে সে গ্রামে আর ফেরেনি। এর প্রার্থনা এই যে ওর স্বামীকে আমরা খুঁজে বার করে দিই। ওর বিশ্বাস সে এই শহরে লুকিয়ে আছে। হেঃ! ওর পতি গেছে। এবার পুত্রের কি হয় দেখো। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে করে স্ত্রীলোকটি রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় এলেন। শান্তিভাঙ্গা বস্তী উচ্ছেদ সম্পর্কিত ঘটনার প্রতিবেদন লিখতে লিখতে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু ভ্রু কুঁচকে সুরথবাবুকে বললেন, 'আমাদের ডিপুটী সাহেব নর্টন জন হাসপাতালে বীর সিপাহী আকবর খান'কে দেখতে যাবেন। আমাকে থানা থেকে তাঁর গাড়ীতে উনি তুলে নেবেন। তুমি এখুনি এই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাও।

সুরথবাবু স্ত্রীলোকটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকালো। রহমন খানের নোলক ভীতির ব্যাখ্যা রামদীনের কাছে সে শুনেছে। বড়বাবু সেই বিষয় ওয়াকীবহাল কিনা সে জানে না। এই ছোট খাটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অবান্তর। তবু তার মনে হয় যে ঐ স্ত্রীলোকটির নাকের ওই নোলক মুমূর্ষু রোগী রহমনকে ভীত করে তার ক্ষতি না করে। কারণ, উভয় রোগীকে সেখানে পাশাপাশি বেডে শোয়ানো আছে। আকবর খানের মায়ের মনে তখন অন্য এক চিন্তা। থানা এসে সিপাহীদের মুখে ঘটনার বিষয়ে সকল কাহিনী সে শুনেছে। তার ক্ষোভ এই যে তার পুত্রের পাশে শোয়া আততায়ীকে তাকে দেখতে হবে। মনে মনে সে ঠিক করে যে তার

পুত্রের কোনও ভাল মন্দ হলে সে নখ দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফাঁসী কাঠে ঝুলবে। তার পুত্র হন্তা সেই দস্যুকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মনকে সে প্রস্তুত করে নিয়ে সুরথবাবুর সাথে হাসপাতালে উপস্থিত হলো।

হাসপাতালে উভয় রোগীই তখনও মরফিয়ার গুণে ঘুমে অচৈতন্য। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে সুরথবাবু আকবর খানের মাতা মুখিয়া বিবিকে নিয়ে হলে ঢুকলেন। হাসপাতালে এসে মুখিয়া বিবি একটা চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করলে। সকলে মিলে ধমকেও তাকে নিরস্ত করতে পারে না। তার চেঁচামেচি ও বক্তব্য শুনে বিছানা থেকে অন্য রোগীরা মাথা তুলে তা জেনে আশ্চর্য হয়। সেই সঙ্গে তা জেনে ও বুঝে উপস্থিত পুলিশ কর্মী, ডাক্তার ও নার্সেরাও কৌতুহলী হয়ে ওঠে।

'আরে! হাম এ'ক্যা দেখোত। খোদা! হামার আজ কেতো বড়ো ভাগ [ভাগ্য]। হারে বাপ। হারে মা'জী! এক সাথে মেরে পতি-পুত্র মিলে গেলো রে'! এই কুড়ি বছর পরে মুখিয়া বৌ তার স্বামীকে চিনতে পেরে ঘোমটা খুলে ফেলে বুক চাপড়ে বলে উঠে, 'হারে! পিতা পুত্রকে আউর পুত্র পিতাকে মারিয়ে দিলে। উনে কোহী কোহীকে না চিনোত তো ক্যা করত। মেরি পতি। মেরি বেটা। হারে বাপ। হা খোদা! হাম আভি হিঁয়া মর যায়ে। হারে—

মস্তকের আঘাতের কারণে রহমন সর্দারের পুর্ব আশ্রমের [গৃহস্থাশ্রম] বিষয় ভাসা ভাসা—মনে পড়ছিল। মুখিয়া বিবির চেঁচামেচিতে চোখ খোলা মাত্র তার মুখিয়ার বিবির নাকের নোলকের দিকে নজর পড়ে। প্রথমে তা দেখে সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণে সেই নোলক ও তার পিছনের মুখটা চিনতে তার দেরী হয় নি। তা দেখে সে প্রথমে মুখিয়ার মতই হতভম্ব ও বাক্‌রহিত। কিন্তু পরে আবার তার মতই বাক্‌মুখর।

আরে! তু মুখিয়া। আ'গয়া তু? লেকেন—এতনা দেরী'মে'? আপন স্ত্রীকে চিনতে পারার সাথে সাথে পুর্বাপর সকল বিষয় ভুলে গিয়ে আকুল আবেগে রহমন খান বলে উঠলো—'মুখিয়া হাম কাঁহা হো! আকবর'কে লে'আয়া নেহী। বাচ্ছা আচ্ছা। উনকো তবীয়েত ঠিক হো। তু উসকো লে আয়া। কাঁহা কাঁহা! মেরি আকবর কাঁহা হো?

এতো দিন পরে তার পুত্র আকবর কতো বড়ো হতে পারে তা রহমনের খেয়াল নেই। স্ত্রীর মুখে সে সকল কথা শুনে ও বুঝে আঘাতের যন্ত্রণা ভুলে

পাশের খাটে শোয়া পুত্রের মুখের উপর ঝুকে পড়ে চীৎকার করে শিশুর মত ককিয়ে কেঁদে উঠে বলে—'খোদা! এ' হাম ক্যা কিয়া? ভূরোমল! আভি তু মেকো কোতল কর! ঠিক সেই সময় আহত সিপাহী আকবর খান ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখে যে তার এক পাশে তার গর্ভধারিনী মাতা। কিন্তু শয্যার অপর পাশে হাঁটু গেড়ে-বসা সর্বজন ঘৃণ্য গুণ্ডা সর্দার রহমন। গুণ্ডা রহমনকে মাতার পাশে দেখে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে উঠে বসলো। কিন্তু—পরে মা'র মুখে সকল কাহিনী শুনে সে লজ্জায় তার মাথাটা নীচু করলো। তারপর সে ধীরে ধীরে দেহটা আবার বিছানার ওপর এলিয়ে দিলে। এ'ক্ষেত্রে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকা ভিন্ন তার অন্য উপায় নেই। বারেক পিতা বারেক মাতা'র দিকে চেয়ে আকবর খান চোখ বুজলো।

আকবর খান ঘুমিয়ে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু মরফিয়ার আমেজের মধ্যেও তার ঘুম আসে না। সহকর্মীরা এ'সব জানলে তাদের সঙ্গে মুখ তুলে সে কথা কইবে কি করে? তার চেয়ে কর্মে ইস্তাফা দিয়ে ওদের সাথে মুল্লুকে যাওয়া ভালো। সে কান পেতে শুনে যে তার বাপজান তার মা'কে জিজ্ঞাসা করছে যে তাদের বাটির সুমুখের হেলে পড়া বুড়ো নারকেল গাছটা তখনও আছে কিনা! আশ্চর্য বিষয়, রহমনের মত তার পুত্র আকবরেরও সেই গাছ তেমনি প্রিয়। তাদের বুড়ী গাইটা আজ আর নেই জেনে রহমন খান দুঃখিত হয়। কিন্তু ঐ বুড়ী গাইয়ের একটা বাছুর আছে শুনে সে আনন্দিত হয়ে ওঠে। কথাবার্তা শুনে আকবর খানের তার বাপজানকে মন্দ লাগে না। বাপজান তার মাকে বারে বারে তাকে ছেড়ে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সে আরও শোনে যে বাপজানের এই শহরের সম্পত্তির মূল্য বিশ হাজার টাকার ওপরে। সেই টাকায় দেশে জমিদারী কিনে বাপজান তার মা'র দুঃখ ঘোচাবে। আকবর খান জানে এই অর্থ কোথাকার। কিন্তু টাকা কখনও অপবিত্র নয়। তার জাত নেই। তা বাস্তব ধর্মী। ধনী বাপের প্রতি তার সকল ঘৃণা এবার অপসারিত। কর্পূরের মত তা ধীরে ধীরে উবে গিয়েছে।

হাসপাতালে আবার একটা মৃদু গুঞ্জন ও আন্দোলন শোনা যায়। ইংরাজ ডিপুটী জন্ সাহেব সেখানে স্বয়ং রোগী দেখতে এসেছেন। বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু তাঁকে পথ দেখিয়ে ওদের বেডের কাছে আনলেন। এই নাটকীয় ঘটনাটি নীচের আফিস থেকে তাঁরা শুনে এসেছেন। উপরের হল ঘরে এসে তা তাঁরা

চাক্ষুস দেখলেন। হোম সিক্ [Home Sick] জন সাহেবের তাঁর নিজের হোমের কথা মনে পড়ে যায়। এই ছোট 'খান' পরিবারকে দেখে [কৌতূহলী] সাহেব আনন্দে শিশ দেন। কিন্তু সাহেবের মনের ইচ্ছা সকলের অগোচর। তাই তাঁরা চুপ করে শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'মহিন্দির বাবু! রহমনিয়ার বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু করলে ওর পুত্রকে এ্যামব্রাস করা হবে। সিপাহী আকবরকে আমরা পুরস্কৃত করতে চাই। তাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত কাজ হবে না', ইংরাজ ডিপুটি জন সাহেব ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর আদেশ জানালেন, 'হাউস সার্জেন নীচেয় আমাকে বললেন যে ওঁরা আজই আকবরকে ও রহমনকে ডিস্‌চার্জ করে দিতে প্রস্তুত। ভালো কথা। আজই রহমন গুণ্ডাকে প্যাক করে ওর স্ত্রী ও পুত্রের সাথে ওদের দেশে পাঠিয়ে দাও। এখুনি। কিন্তু সর্ত এই যে দু'বছর রহমন খান আর এই শহরে ফিরবে না। এসব ছোটখাটো মামলা ছেড়ে থানার ডবল মার্ডার কেসের কিনারা করো। এছাড়া বিপ্লবী রজত মল্লিককে ট্রেশ করা চাই। মাই হার্টি কনগ্রাচুলেশন টু ইউ এণ্ড সুরথ চৌধুরী। গুড্! আচ্ছা—

এই অদ্ভুত আদেশ জানিয়ে জন সাহেব চলে গেলে সেই দিকে চেয়ে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু একটু মুখ বাঁকালেন। তারপর বাকি কাজের ভার সুরথ বাবুর উপর ছেড়ে দিয়ে তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়ে তিনিও সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

বাঁধাছাদা তল্পিতল্পা সাথে বহু বন্ধু সিপাহীর উৎসুক দৃষ্টি ও উল্লাস ধ্বনির মধ্যে মাথা নীচু করে আকবর খান্ তার মাতা ও গুণ্ডা পিতার সঙ্গে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হ্যাকনী ক্যারেজে উঠে বসলো। হাওড়া স্টেশনগামী সোয়ারীসহ এই ঘোড়ার গাড়ীটি ছেড়ে দেওয়া মাত্র রাস্তার অপর পারে অপেক্ষমান অপর এক হ্যাকনী ক্যারেজও পূর্বগামী অশ্ব শকটিকে অনুসরণ করতে থাকে। এই হ্যাকনী ক্যারেজে ভুরোমল সর্দার স্বয়ং বসে আছেন। রহমনের ঘরোয়া ব্যাপার চরের মুখে সে এর মধ্যে জেনে নিয়েছে। তাই সেখানে তার ছুটে আসতে দেরী হয় নি। গাড়ীতে এক বোঁচকাতে বহু গোল গোল পদার্থ তা বোমা বা নেবু বোঝা যায় না। উভয় শকটই পর পর হাওড়া রেল স্টেশনে হাজির হলো। সপরিবারে রহমান খান ভিতরে

গেলেও ভুরোমল কিছুক্ষণ বাইরে থেকে যায়। পুলিশেব প্রতি ভুরমলজীর সতর্ক দৃষ্টি। তাই গাড়ী থেকে নামতে ও ষ্টেশনে যেতে তার একটু দেরী হয়।

পাটনাগামী ট্রেনখানি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। গাড়ীর গার্ড হুইসিল দিয়েছে। ইঞ্জিনের গর্জনও সুরু হয়েছে। ঠিক সময় ভুরোমলজী কমলা লেবুর একটা পুঁটলি রেল কামরার জানালা গলিয়ে রহমনের হাতে তুলে দিয়ে সকলকে অবাক করে দিলে। অন্যেরা অবাক হলেও রহমন তাকে দেখে ভয় পায়। তার পুত্র আকবর সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। লেবুর মধ্যে বিষ আছে ভেবে সে তা ফেলে দিতে চায়। কিন্তু ভুরমল রাগ করে না। কারণ, তারা জানে না যে—মরদের লড়াইয়ে বিষের স্থান নেই। তাদের সকল সন্দেহ ও আশঙ্কার কিছুটা অবসান ঘটিয়ে ভুরোমল প্রথম কথা কইলে। আজকের ভুরোমল ও পুর্বের ভুরোমলের মধ্যে এখন অনেক তফাৎ।

'রহমন! তু' জিতো মে হারে। তু' সে মে ক্ষমা চাহে', প্রতিদ্বন্দ্বি রহমন খানকে উদ্দেশ করে তার চির শত্রু ভুরোমলজী বললে, 'তু'তো ভাই ভাবী'কো সাথ রেহন্ত'মে চলে। লেকেন মে তো দোজাক'মে গিরে রহে আও। হামলোক সবকোই আভি ঘরিয়ালা বন যায়ে। আভি সমঝে কি পারুয়া'ভি তেরি এক লেড়কী। উনলোককো তু দাদা আশীর্বাদ কোর। উনকে কুছ রোজ বাদ হামি সাবি দিইয়ে দেবে। [তু'ভি হামার সাথে আও —রহমন খান প্রত্যুত্তর করে] ভাঁয়ো। মেরি তো কলকাত্তামে আভি বহুৎ কাম। হামার অউর তুহর দলকো সবকোই আভি বেকার। উলোক তুথামে মরবে। হাম কারখানা বানাবে অউর বাড়াবে। অউর উনলোককো উঁহা নকরী দেবে। হামার তো আভি ওহী একীহি কাম। আভি তো দেখে চুরি উরীসে কারখানামে যাস্তি নাফা। চুরি উরী হাম কোহিকে আর করতে না দেবে।

ভুরোমলের এই শুভেচ্ছার কোনও প্রত্যুত্তর রহমনের মুখে যোগায় না। সে লজ্জিত হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। স্ত্রী-পুত্রের সামনে চুরি উরী শব্দ তার কানে বেখাপ্পা শুনায়। পারুয়াকে অপহরণ সম্পর্কিত ঘটনার জন্যে সে ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু গলায় স্বর আটকে যাওয়ায় সে তা পারে না। ওদিকে তার স্ত্রী পুত্র ভুরোমলের সঙ্গে তাকে কথা কইতে দিতে নারাজ। তাদের ভয়—পাছে ভুরমলের সঙ্গদোষে রহমন আবার বিভ্রান্ত হয়।

রহমনের ভয় এই যে পাছে তারা ভূরোমলকে কোনও রূঢ় কথা বলে বসে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক ঐ সময়ে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে হুস হুস করে দূরে চলে গেল। ভূরোমলের দীর্ঘ দেহ তাদের চোখে ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে মিলিয়ে যায়। খালি লাইনের পাশে বৃথা আর না দাঁড়িয়ে ভূরোমলজী নিজের ডেরাতে ফেরে। তার দুঃখ এই যে শহরে তার প্রতিদ্বন্দ্বি হবার উপযুক্ত আর একটি লোকও রইলো না। ঘরে ফিরে এক পাঁট মদ গলধঃকরণ করে সে তার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতো। কিন্তু সেখানে রজত মল্লিকের সামনে তার সে কাজ করারও উপায় নেই।

এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু ভূরোমলজীর প্রতিদ্বন্দ্বি রহমন খানের সঙ্গে রেষারেষির ইচ্ছা বিদায় নেয় না। তবে উভয় কালের ইচ্ছার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। তারও ইচ্ছা যে রহমনের মতো, সেও এক ঘর সন্তান সন্ততি নিয়ে বাস করে। এই প্রতিযোগিতাতেও সে হারতে রাজী নয়। বারে বারে তার রজত মল্লিক ও পারুলরানীর মুখ দুটো মনে পড়তে থাকে। তার মনের আশা—এদের নিয়ে সে বাবুদের মত সংসার গড়বে।

বস্তুতঃ পক্ষে যারা বংশ রেখে মরে তারা মৃত্যুহীন। নব কলেবরে তারা পুত্র পৌত্রের মধ্যে বর্তমান। বিরাটকায় রণতরী একদিন লোহস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা তার বংশের ধারার মধ্যে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে। হোক পারুল তার দত্তক পুত্রী। তবুও সে তার পুত্রী। ওদের পুত্র পুত্রী হবে তার দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। ইহ জীবনে তার এইটুকু লাভ। প্রকৃত মনুষ্য জীবন তাব এতদিনে সুরু হলো।

ভূরোমল যাই আশা করুক কিন্তু—সত্যই কি তাই। বোধহয় তা নয়। কাকের বাসাতে কোকিল মানুষ হলো বটে! কিন্তু কোকিল কোকিলই। ওরা কাকের দলের কেউ নয়। তাই রহমনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবার তার নিশ্চয়ই হার হবে। কোকিল কাকের বাসা ত্যাগ করার পর কখনও আর সেখানে ফেরে না। পূর্ব স্মৃতি তখন তাদের মনে থাকে না। কিংবা তা তাদের অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এগারো

আশুবাবুর আজ থানাতে অনেক কাজ। কোটটা চেয়ারে রেখে তিনি থানার কাজে মন দিয়েছেন। হঠাৎ দারোগা সুরেনবাবু বাইরে থেকে সেখানে এসে ঢুকলেন। তার সাথে আছে একজন গুণ্ডা। সুরেনবাবুর মুখে দেখা যায় ক্রূর হাসি। ভদ্রলোক আশুবাবুর কানে কানে কিছু বললেন।

কাজ করতে করতে আশুবাবু দারোগা সুরেন ঘোষের মুখে সেই কঠিন বার্তা শুনে স্তম্ভিত হন ও ভাবেন—উঃ! সুরেন কি ভিন্‌ডিকটিভ্‌। গতায়ু ঝমরুর বন্ধু অমরুকে সুরেনবাবু সাথে করে এনেছেন। দারোগা সুরেনবাবু তাকে বড়বাবুর কাছে পেশ করবেন। আশু ঘোষ তাতে হাঁ বা না কিছু বলেন না। দারোগা সুরথবাবু তখন বড়বাবুর ঘরে বসে। হঠাৎ অমরুকে নিয়ে সুরেনবাবুকে বড়বাবুর ঘরে ঢুকতে দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এই এলাকার ডবল মার্ডার কেসের প্রত্যক্ষদর্শী [সুরথবাবুর ধারণা মত] পাঁচজন। যথা, পারুল ও তার মা, গণ্ডরিয়া, অমরু ও ঝমরু। এর মধ্যে পারুল ও তার মা'র প্রশ্ন আসে না। ঝমরু ও [নিহত] সিপাহীরা গত হয়েছে। কিন্তু তার দোস্ত অমরু এখনও জীবিত। সেই অমরুকে সুরেনবাবু এতোদিন পরে খুঁজে বার করেছেন। সুরথবাবু এতোখানি আশঙ্কা করেন নি। পাছে অমরু তাকে চেনে সেই ভয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কয়েকটি কারণে সুরেনবাবু তার উপর ঈর্ষান্বিত। সেটা সুরথের অজানা নয়।

'স্যার! এই দস্যুটাকে আজ একটা খবর পেয়ে অতিকষ্টে গ্রেপ্তার করেছি; এ থানার ডবল মার্ডার মামলা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত খবর আমাদের বললো, বারেক বড়বাবুর দিকে বারেক সুরথবাবুর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সুরেনবাবু বললেন, 'কিন্তু এর কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ধমক খাওয়ার পরও এ ঐ একই কথাই জোর করে বলে। আমি কিন্তু এসব কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই একে আপনার কাছে আনলাম। এ আরও বলছে যে সিপাহী আকবর খান সেই রাত্রে গঙ্গার ঘাটে ডিউটিতে ছিল। সেও ঘটনাটা পুরাপুরি দেখেছে। কিন্তু ভয়ে সেই কথা এতোদিন কাউকে বলতে পারে নি। মুলুক থেকে ফিরে সেও যদি এর বিবৃতির সমর্থনসূচক বিবৃতি দেয় তা হলে এবিষয় তো অকাট্য প্রমাণ হবে।

এক পুরানো দস্যুর সাহায্যে সুরেনবাবু অমরু গুণ্ডাকে পাকড়াও করে এনেছে। সেই দস্যুর মারফত তাকে সত্য বলবার জন্যে সে তালিমও দিয়েছে। সুরেনবাবুর সেই ইনফরমার তখনও থানার দুয়ারে দাঁড়িয়ে। রুগ্ন স্ত্রীর শয্যার পাশ থেকে এরা অমরুকে তুলে এনেছে। এদের প্রতিশ্রুতি এই যে, সত্য কথা বললে এখুনি সে থানা থেকে ছাড়া পাবে।

অমরু গড় গড় করে বড়বাবুকে যা বলে গেল তাতে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত। এর পর সিপাহী আকবর খান ফিরে এসে একে সমর্থন করলে তো এ বিষয়ে আর অন্য কোনও কথা নেই। কিন্তু খোদ বড়বাবু তাতে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেলেন। সুরথবাবুর বিরুদ্ধে ক'জন অফিসরের ঈর্ষাজনিত দল পাকানোর সংবাদ জনৈক সিপাহীর মারফত তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র এতোদূর গড়াবে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। আগে তা জানলে ক'জনকে উনি অন্য থানাতে বদলী করতেন। মহীন্দ্রবাবু ওদের এই ষড়যন্ত্র তাঁর নিজের বিরুদ্ধে বলে মনে করতে থাকেন। বড়বাবু স্থাণুবৎ উপবিষ্ট সুরথবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলেন। পরে—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন উল্লম্ফন করে অমরু গুণ্ডাকে ধরে নির্মমভাবে প্রহার করে তার মাথাটা উপর্যুপরি থানার দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে সিংহনিনাদে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঠিক করে বল। এ কথা সত্যি ?' এই গুণ্ডাদের স্নায়বিক কারণে কষ্টবোধ কম। তাই মারেতে তার এতোটুকু কষ্ট নেই। এদের স্বাভাবিক নৈতিক অসাড়তার কারণে এতে তার অপমানও নেই। তবু সে ব্রীড়া নম্রভাবে সুরথবাবুর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলো। তারপর সে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে থানার বড়বাবুর দিকে চেয়ে বললে—'হুজুর'। ডরকে মারে মে বিলকুল ঝুটা বাতালে। [ওরই মধ্যে সে ইঙ্গিতে দারোগা সুরেনবাবুকেও আশ্বস্ত করলে] এ দারোগাবাবুকো [সুরেন বাবুর] কুছু কসুর নেহী। রহমন খানকো আদমী ভজুরাম এ [ঝুটা] বাত মেকো শিখালে। আপী'সে হামে মাফি মাঙে। হুজুর!

অমরু গুণ্ডা দারোগা সুরেনবাবুকে সত্য কথা বলেছিল। কিন্তু পরিশেষে তার এই মত পাল্টানোর কারণ বোঝা গেলো না। বড়বাবুর প্রহার এর কোনও এক কারণ হতে পারে না। কারণ, মারের পর এরা মিথ্যা না বলে সত্য বলে। বড়বাবুরও তাই ধারণা। গোলমাল শুনে আশুবাবু সেখানে এসে গিয়েছেন। আশুবাবুকে বড়বাবু জনৈক অনারারী হাকিমকে দিয়ে অমরুর

শেষ বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করিয়ে আনতে হুকুম দিলেন। তারপর সুরেনবাবুর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললেন—'যান। আমি কিন্তু থানার ক্লীক ভাঙবো। সব্বাইকে এখান থেকে বদলী করবো।' অনারারী হাকিমের কাছে গিয়ে [অব্যবস্থ চিত্ত] অমরু আবার কি বলে? সুরথবাবু ভয় পান ও চিন্তা করেন। সুরেনবাবুর দিকে তাকাতেও বড়বাবুর বড় ঘৃণা। সহকর্মীকে বিনা দোষে সে ফাঁসীকাঠে ঝুলাতে চেয়েছিল। উঃ! বড়বাবু এবার ধমক দিয়ে আসামী সমেত তাদেরকে পাশের ঘরে পাঠালেন। সুরথবাবু তখনও মাথা নীচু করে বড়বাবুর ঘরে বসে। কিন্তু বড়বাবু সুরথবাবুর সঙ্গে কোনও কথা কইলেন না। ডাকে আসা লেফাফা ছিঁড়ে চিঠি বার করে তিনি আপন মনে তা পড়তে সুরু করলেন।

বড়বাবুর মন ক'দিন যাবৎ ব্যথা ভারাক্রান্ত। তার কারণও ছিল। মাত্র কদিন আগে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত ইন্‌স্পেক্টর মধুবাবুকে শ্মশানে পৌছিয়ে তাকে স্যালুট করে থানাতে ফিরেছেন। পুরা উর্দিতে কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে ফিউনেরাল প্রশেসনে অন্য বহু অফিসরদের সঙ্গে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। মধু গাঙ্গুলীর পুষ্পাচ্ছাদিত শবাধার তাঁর কোয়ার্টারের সামনে নামানোর দৃশ্য তার স্পষ্ট মনে পড়ে। আলুথালু বেশে তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রীকে শবাধারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি দেখেছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে তাঁর আত্মীয়েরা জোর করে বাড়ীর ভিতর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো। কি কুক্ষণে বড়সাহেব তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আজ আর কারও অজানা নেই যে বিপ্লবী রজত মল্লিক তার সেখানে যাওয়ার বিষয় গুপ্তঘাতকদের জানিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে তাঁর আসার পথে ওরা ওৎ পেতে থাকতে পারতো না। যে পথে মধুবাবু গিয়েছেন সেই পথে তিনি কখনও ফেরেন নি। এতো সাবধানতা সত্ত্বেও বিপ্লবী রজতের গোপন খবরে তাঁর মৃত্যু হলো। এর জন্য দায়ী প্রভাতবাবু, রজত মল্লিক না তাঁর অদৃষ্ট? তা বড়বাবু মহেন্দ্রবাবু বহু ভেবে বুঝতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে মহীন্দ্রবাবু সেই তারিখের সান্ধ্য গেজেট খুললেন। তাতে কালো বর্ডারে শোক প্রকাশের সঙ্গে আরও কিছু লেখা—পুনর্বিবাহ পর্যন্ত মধুর স্ত্রী মাসিক তিনশত টাকা ভাতা পাবেন। [পুনর্বিবাহ? এ্যা! হিন্দুদের পুনর্বিবাহ—মহীন্দ্রবাবু ভাবেন ও ভ্রূ কোঁচকান] হাঁ। মৃতের পুত্রদের পড়াশুনার খরচ ও পরে তাদেরকে চাকুরি দেওয়ারও ভার সরকারের।

উপরন্তু তাঁর মেয়েদের বিবাহে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। যাক! মধু বেঁচে থেকে পরিবারের জন্য এতোটা করতে পারতেন না। মন্দের ভালো এই যে [পুলিশের মত] নিহত বিপ্লবীদের এই সুবিধাটুকু নেই।

বড়বাবু নিবিষ্টমনে যখন এই সব ভাবছিলেন, তখন পাশের ঘরে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। পাশের ঘরটি সহদারোগাদের অফিস ঘর। সহদারোগারা সেখানে নথিপত্র লিখতে ব্যাস্ত। আসামীর জামীনের জন্য এক উকীল বাবুও সেখানে বসে। এদের দিকে ও অমরুর দিকে চেয়ে সুরেন বাবু ইসারার আশু ঘোষকে কিছু বলতে চাইলে। আশু ঘোষ [স্ত্রীর উপদেশ মত] অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেউ কাউকে মারতে দেখলে অন্যদেরও তাকে পিটতে ইচ্ছে হয়। উপরন্তু সুরেন বাবুর অমরুর উপর ক্রোধেরও কারণ কম নয়। আশুবাবু তাকে পাশের ঘরে আনা মাত্র সুরেন বাবু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মিথ্যাবাদী আসামী অমরুকে একটা বিরাট চড় বসালেন। এমনি চড় পুর্বেও তিনি বহু বহু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সে দিন ঐ একটি চড়েতে অমরু মাটিতে পড়ে আর উঠতে পারলো না। তার মুখে একটু গাঁজা ওঠে। তার পর তার চোখ বুজে যায়। অমরুরই উকীলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এর পর আর তাকে কেউ ছুঁতে পর্যন্ত সাহস করে না।

'স্যার! আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। দোহাই। আপনি আমাকে এ'যাত্রা বাঁচান', পাগলের মত ছুটে বড় বাবুর ঘরে ঢুকে তার পা'দুটো জড়িয়ে ধরে সুরেনবাবু বলে উঠলেন, 'স্যার। এবার বোধ করি আমাকে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হলো। [পরে সুরথবাবুর দিকে চেয়ে সে বললে] ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার পাপের শাস্তি এখুনি হলো। আমার কতো গুলি কাচ্চা বাচ্চা আছে। ওরা তো একেবারে নিরাপরাধী। ওদের এখন কি হবে ভাই। বাবা। ও' বাবা—

সুরথবাবু তার ঠাকুমার মুখে শুনেছে যে তার ভাগ্যাকাশের নক্ষত্র অতি শক্তিশালী। তাকে যে আঘাত করবে সে নিজেই ভেঙে চুরমার হবে। বারে বারে সেই বাণীর সত্যতার প্রমান পেয়ে সে অবাক হয়। সন্ত্রস্থ সুরথ বাবু ভাবে—পাপ করেও তার শাস্তি নেই। কিন্তু পাপ না করেও অপরে শাস্তি পায়। তারা শুধু তাকে বাঁচাবার জন্যেই যেন বিপদে পড়ে। কিন্তু —সেজন্য অনুশোচনা করবারও তার সময় নেই।

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে দুর্ঘটনার বিবরণ শুনলেন। 'এ্যা'! এ তুমি বলো কি! ওঘরে বাইরের কেউ নেই তো'!—ব্যস্ত হয়ে তিনি পাশের ঘরে ছুটে এলেন। তার পর অমরুর দেহ পরীক্ষা করে অমরুর জামীনের জন্য সেখানে উপস্থিত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী উকীল বাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি সুরেন বাবুকে বললেন, 'হুম্! ঠিক মারতে না জেনে মারো কেন? কোনও এক অস্থানে আঘাত লেগে লোকটা গত হলো। এর হার্টের অসুখ নিশ্চয়ই ছিলো। এখন আমরা কর্তৃপক্ষকে কৈফিয়ৎ দেবো কি? থানাতে আসামী হত্যা অতি দোষনীয়। তোমাকে সাসপেণ্ড আমাকে করতেই হয়। একটা খুনের মামলাও তোমার বিরুদ্ধে আমাকে লিখতে হবে। আজকাল রাষ্ট্রদ্রোহীদের দৌলতে সরকার আমাদের একটু আসকরা দিচ্ছেন। এর জন্য যদি কিছুটা সামলাতে পারা যায়। এই প্রত্যক্ষদর্শী উকীলবাবু উপস্থিত না থাকলে মামলা একটু হাল্কা করা যেতো। কিন্তু! ওঃ—

'স্যার। আমরা আপনাদেরই লোক। মক্কেল আমাদের যাবে ও আসবে। কিন্তু আপনারা বরাবর থাকবেন। তবে ঘটনাটা নিশ্চয়ই শোচনীয়', উকিল বাবু একটু দুঃখের হাসি হেসে বড়বাবুকে বললেন, 'দেখুন। যদি ভদ্রলোককে বাঁচাতে পারেন। আমার দিক থেকে আপনাদের কোনও ভয় নেই।

বড়বাবু প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাইলেন। তার পর লাসের উপর একজনকে ডিউটিতে রেখে নিজের ঘরে এলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে টেলিফোনে কথা কইলেন। তার পর আশু ঘোষকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। সুরথবাবু তখনও নীরবে সেখানে বসে আছেন।

ঘটনা পরম্পরার গতি দৃষ্টে বিস্মিত সুরথ চৌধুরীর মনে হল যে তাকে রক্ষার জন্যে স্বয়ং ঈশ্বর বারে বারে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কিন্তু এমন কোনও মহাপুণ্য তিনি তো করেন নি। তিনি নিজে যে দোষে দোষী সেই দোষে অপর লোক শাস্তি পাবে। কিন্তু তার গায়ে আঁকড়টি পর্যন্ত লাগবে না! সকল দিক বিবেচনা করে সুরথ চৌধুরী ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। নিজের দোষ কবুল করে সুরেনবাবুকে রক্ষা করা যাবে না। 'না' হলে তিনি এই দিন দোষ স্বীকার করে সে চেষ্টা করতেন।

'হুম্'! আশুবাবু! সুরথ চৌধুরী নূতন অফিসর। খুনের মামলা তার

তদন্তাধীন করা ঠিক হবে না। তুমি স্থরেন বাবুর নামে একটা আধা হত্যার মামলা [হত্যা নিকৃষ্ট মামলা] রুজু করে ও'কে জামীনে ছাড়ো। 'র‍্যাস্ এণ্ড নেগলিজেণ্ট এ্যাক্ট—এটা ওর'! এই বলে বেলিয়া থানা থেকে পাঠানো একটা পোষ্ট্যাল খাম থেকে সদ্য বার করা একটা দীর্ঘ টেলিগ্রামে চোখ বুলাতে বুলাতে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু এবার আঁতকে উঠলেন—'এঁ্যা! দুঃসংবাদের পর আবার দুঃসংবাদ। থানাতে দেখছি আগুণ লাগলো। আহত সিপাহী আকবর খানের তার দেশের বাড়ীতে মৃত্যু হয়েছে। ওখানকার লোক্যাল থানা থেকে এই মাত্র খবর এলো। উপসর্গ—ক্ষত হতে উদ্ভূত টিটেনাস রোগ। আশুবাবু! তোমাকে তাহলে আরও একটা হত্যার মামলা নিতে হয়। তোমার উপর একটু বেশি কাজের চাপ পড়লো। কিন্তু—আমি এতে নিরুপায়। এখুনি একটা জরুরী খবর আসবে। স্থরথকে নিয়ে ঐ কাজে আমাকে বেরুতে হবে। রহমন গুণ্ডার বিরুদ্ধে সিপাহী হত্যার মামলা রুজু করো। তাকে গ্রেপ্তার করে এখানে পাঠানোর জন্য স্থানীয় থানাকে লিখে দাও। বেচারা! মুখিয়া বিবি। স্বামী পুত্র'কে পেয়েও আবার তাদেরকে হারাতে হলো। [স্থরথ বাবুর দিকে চেয়ে বড়বাবু বললেন] কি হে ছোকরা! খুউব অদ্ভুত লাগে। না! আমরা সাধে এথিষ্ট হয়ে যাই। জন সাহেব অপাত্রে দয়া করলেন। তাই উনিই হলেন তার মৃত্যুর কারণ। হাসপাতালে তাকে কিছুদিন রাখলে সে বাঁচতো। যাই হোক। এ'জন্য ফাঁসী হবে শুধু রহমন গুণ্ডার। অবশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আদালতের বিচারে মোড় নিতে পারে। এই যা। আবার ঈশ্বরের নাম নিলাম। ঈশ্বরের নাম নেওয়া মানে অসাহায়তা। এই আর কি। ওদিকে অমরু মরলো। ডবল মার্ডারে আর একটা সাক্ষী কমলো। ঠিক আছে। নিজের নিজের কাজ তো করে যাওয়া যাক।

কথা কটা বলে বড়বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্থরথবাবুর দিকে চেয়ে দেখেন। কি যেন তিনি তার সম্বন্ধে এখন বুঝবার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় সেখানে জব্বর এক খবর নিয়ে বড়বাবুর গোয়েন্দা এসে উপস্থিত। এই ব্যক্তির জন্য বড়বাবু এতক্ষণ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। উভয়ে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। হঠাৎ আবার থানাতে সাজ সাজ রব। গোয়েন্দা লোকটি একটা জব্বর খবর এনেছে। তাড়াতাড়ি স্থরথবাবু ও কয়জন ছদ্মবেশী সিপাহীর সাথে বড় বাবু পথে বার হলেন। খবর এই রাস্তার মোড়ে

এক বিপ্লবী বালককে রাত্রে পাওয়া যাবে। তার সাথে টোটা ভরা একটা পিস্তল আছে।

যে লোক ভাঁওতা দিয়ে বলে কয়ে তাকে সেই পিস্তল গছিয়েছে, সে'ই তাকে দূর হতে পুলিশকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। বিপ্লবী বালক এক স্মাগলারের কাছ হতে সেই অস্ত্র কিনেছে। দলের কাজের জন্য এই অস্ত্র তাদের বড় প্রয়োজন। সেখানে সামান্য মাত্র ধস্তাধস্তি। তার পর বালক পুলিশের হাতে বন্দী। থানাতে সে নীত হলো বটে। কিন্তু তখনও সে সিংহ মূর্তি। ভয়ের কোন বালাই তার নেই।

আমি বেঁচে আছি কি আপনারা বেঁচে আছেন—তা' একমাত্র ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধররা বলতে পারবে। উন্নত শিরে দীপ্ত কণ্ঠে এক দুগ্ধপোষ্য বালক বড়বাবুর হুঙ্কারের মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে উত্তর করলে, 'আমার দুঃখ এই যে আমার ডেড্ বডিই [মৃতদেহ] না এনে আমার জীবন্ত দেহ আপনারা থানায় আনলেন। আমি ফাঁসি কাঠে মৃত্যু বরণ করার পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে আবার একবার আপনাদের সম্মুখীন হবার স্পর্ধা রাখি। মশয়। এই পরাধীন দেশে আমরা না'ই বা বেঁচে রইলাম। আমি বালক হলেও আমাকে আপনারা তুমি সম্বোধন করতে পারেন না। যদি কথা কইতে হয় তো আমাকে আপনারা আপনি বলে' সম্বোধন করুন।

এই বালককে যে ব্যক্তি তার দলের ব্যবহারের জন্য তাকে একটা পিস্তল গছিয়ে দিয়েছে, আড়াল থেকে সেই ব্যক্তিই গোপনে অপেক্ষারত ছদ্মবেশী পুলিশকে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। বাইরের স্মাগলার ব্যক্তি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু, তখনও পর্যন্ত তার সেই বর্ণচোরা বিপ্লবী [—মন্ত্র] বন্ধুর প্রতি তার অটেল বিশ্বাস। সেই বালক তখন মনে মনে অন্য এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করে। তার প্রতিজ্ঞা দৈবক্রমে মুক্তি পেলে তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বালককে অতর্কিতে রাজপথ হতে গ্রেপ্তার করে থানাতে আনা হয়েছে। এসময়ে তাকে থানার জিজ্ঞাসা ঘরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ স্বরু করা হলো। কিন্তু কিছুতেই তার মুখ হতে আশানুরূপ কোনও বিবৃতি আদায় করা যায় না। দলের গোপন আস্তানার ঠিকানা পুলিশ'কে বলার চাইতে মৃত্যুই তার কাছে কাম্য। রাত বারোটা পর্যন্ত বহু জনের চেষ্টা সত্বেও একটুকু খবরও তার মুখ হতে বার করা যায় নি।

'আমরা আবার সাবেকি কালের বিক্রমশালী হংশেশ্বর দারোগার যুগ

এদেশে ফিরিয়ে আনবো। মেঝেয় শুইয়ে বাঁশ দিয়ে তোমার বুক ডলা হবে। তুমি জেনো যে আমি একটা নরখাদক রাক্ষস। জল দিয়ে কাঁচা মানুষ আমি গিলে খেতে পারি'—বড় বাবুর সেই সিংহনাদ শুনে সেই বিপ্লবী বালক হা হা করে হেসে উঠলে বড়বাবু আরও ক্ষেপে উঠে একটা বিরাট হুঙ্কার ধ্বনি তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'আচ্ছা! এবার ওর উপর থার্ড ডিগ্রি মেথড্ প্রয়োগ করতে হবে। সারা রাত্রি ধরে দু'ঘণ্টা করে একএকজনের ওর ওপর ডিউটি থাকবে। ওকে পালা করে তোমরা সারা রাত প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে নাস্তানাবুদ করো। তোমরা পালা করে ঘুমিও। কিন্তু ওকে একটু ঘুমতে দিও না। আমার বিশ্বাস শেষ বেশ ওকে একটা বিবৃতি আমাদেরকে দিতেই হবে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে এইভাবে ডিউটি ভাগ করে নাও। দেখি!

প্রথম রাত্রে বড়বাবু মধ্য রাত্রে আশুবাবু ও শেষ রাত্রে সুরথবাবুর ডিউটি। এক নাগাড়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নের সম্মুখীন হলে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। অনিদ্রাজনিত অবক্লান্তি হতে উদ্ভূত নিদারুণ যন্ত্রণা এড়াতে মানুষ পাগল হয়ে যায়। এরূপ এক দুর্বল মুহূর্তে এক বালকের পক্ষে স্বীকারোক্তি অসম্ভব নয়। তবু তার মুখ থেকে কেউ একটি কথা'ও বার করতে পারলে না। ভোর রাত্রে আশু ঘোষের বদলে সুরথবাবু সেখানে এসে বসলেন। কিন্তু সুরথবাবু প্রথমেই আসল কথা না পেড়ে তার সাথে দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন।

সুরথবাবু তাকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারলেও বালকের মনের সংহতি তখনও পুরামাত্রায় বর্তমান। মনের বল সে তখনও হারায় নি। বিপ্লবী বালক দুই এক কথা বলে থেমে যায়। বিপ্লবী দলে শিক্ষাব সব স্তর তার শেষ। এবার তাকে অফিসরদের গুলি করবার ভার দেওয়া হবে। মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্যে দাদার দল যথারীতি বহু গাল গল্প তাদেরকে শুনিয়েছে। যথা, সুন্দর বনের গহনে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি ও সেখানে দুলক্ষ সশস্ত্র জোয়ানের প্রস্তুতির গালগল্প। ডুবো জাহাজ ভর্তি করে প্রচুর অস্ত্র ও অর্থ বিদেশ থেকে সেখানে এসেছে। এইসব কাহিনী অকপটে সে বিশ্বাস করেছে। দুগ্ধপোষ্য বালকের মনে তখনও রঙিন নেশা ও কর্তব্য বোধ।

'বাপু'। তার মনের অবস্থা বুঝে সুরথবাবু বললেন, 'দশজন বিপ্লবী নিয়ে তোমরা দল করো। তার মধ্যে অর্ধেক আমাদের স্পাই'। 'চুপ করুন

মশাই', সেই বালক এবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, 'আমরা দেশ সেবক। রক্তের অক্ষরে সকলে প্রতিজ্ঞ পত্রে সই করেছি। মা কালীর সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—এই জিহ্বা কেউ কেটে দিলেও কিংবা চক্ষু উপড়ে নিলেও বিশ্বাস-ঘাতক হবো না।

'বটে। আচ্ছা,' সুরবাবু এবার টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে গড়গড় করে তাকে শুনাতে থাকেন 'গত সাত দিন তুমি কোথায় ছিলে। কার বাড়ীতে কার সাথে কি কথা বলেছো। সে সব শুনে যাও। দলে বহু বিশ্বাস ঘাতক না থাকলে—এতো আমরা জানবো কি করে? আমরা সরকারের কাছ থেকে মাইনে পাই যৎসামান্য। কিন্তু তা সত্বেও আমরা কেউ বেইমান নই। আমরা প্রত্যেকে কর্তব্যপরায়ণ সুদক্ষ মানুষ।

দলের এতো গোপন কথা গড় গড় করে সুরথ বাবুকে বলতে শুনে সেই বালক অবাক হয়ে যায়। হাততালি কুড়বার জন্যে কৃতিত্ব জাহির করবার এদের উপায় নেই। তাদের গোপন কৃতিত্ব তাদের দলের কাছেও গেপোন থেকে যায়। এ'সত্বেও এতো খবর পুলিশ জানতে পেরেছে! তার এবার মনে হয়—তাহলে সে ছাড়া আর সকলে স্পাই। এইখানেই সেই বালক মস্ত একটা ভুল করলে।

ক্লান্তিতে জর্জরিত—সেই বালক বলবো না বলবো না করেও বহু বিষয় সুরথবাবুকে বলে ফেললে। ভোরের বাতাস তখন বইতে সুরু করেছে। ঠিক সেই সময়ে বালকের এক বৃদ্ধ দাদু থানায় উপস্থিত। সিপাহীর মুখে তা' শুনে সুরথ সাদরে তাঁকে অফিসের ভিতরে আনলে। বৃদ্ধের বোধ হয় ধারণা যে দোষ স্বীকার করলে এ' পৃথিবীতে মুক্তি পাওয়া যায়। বালক গুরুজনের আদেশে সব কিছু অকপটে স্বীকার করতে থাকে। নূতন পরিবেশে সে এখন ভিন্ন মানুষ। সেই বৃদ্ধের বিদায়ের পর কিন্তু এ'জন্যে তার অনুশোচনার সীমা থাকে না। কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার তা সমাধা হয়ে গিয়েছে।

সকল সমাচার অবগত হয়ে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু কোয়ার্টার ত্যাগ করে তর তর করে সিঁড়ি ব'য়ে নেমে এলেন। সুরথ চৌধুরীর এই সাফল্যে মহানন্দে—তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। এই বিপুল প্রশংসনীয় সাফল্য এখুনি কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এর পর সুরু হয় বিভিন্ন মহলের সাথে টেলিফোনে কাথাবার্তা। সুরথ চৌধুরীর এই পুলিশি প্রতিভাতে সংশ্লিষ্ট সকলে

মুগ্ধ। রাষ্ট্র বিপ্লবের ভয়ে ভীত সাহেবরা থানায় এসে সুরথ চৌধুরীর সাথে করমর্দন করে গেলেন। তাদের মোটর হুস হুস করে এসে হুস হুস করে চলে যায়। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বাছা বাছা অফিসর থানাতে এসে জমা হয়। সারা দিন ও সারা সন্ধ্যা জল্পনা কল্পনার বিরাম নেই। বিপ্লবী দলের মূল ঘাঁটির ঠিকানা পুলিশ জানতে পেরেছে। অন্ধকার হওয়া মাত্র থানার সম্মুখে বহু ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র শান্ত্রীর ভীড়। অফিসরদের কোর্তার নিম্নে লোহার বর্ম ও তাদের বাম হাতে ঢাল ও ডান হাতে পিস্তল। সেখানে অভিযাত্রীদের মধ্যে সাজ সাজ পড়ে গিয়েছে। বিনা রক্তপাতে বিপ্লবী যুবকরা কেউ ধরা দেবে না। উপস্থিত অভিজ্ঞ অফিসরদের প্রত্যেকের তা জানা আছে। ওদের দুর্দন্তপানা সম্বন্ধে তারা সবাই ওয়াকিবহাল। জীবন সম্বন্ধে বেপরোয়া অজ্ঞ শান্ত্রীদের সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া হবে ঠিকই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অফিসরদেরও কেউ কেউ নিহত হবে। কাল পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে কে বা থাকবে না, এইটেই তাদের কাছে অন্যতম সমস্যা। অজানা আশঙ্কাতে তাদের বুক দুরু দুরু করে ওঠে।

ভারি জুতার মস মস শব্দ ও যন্ত্র শকটের হুস হাস ধ্বনি—হাজত ঘর হতে সেই বিপ্লবী যুবক স্পষ্ট শুনতে পায়। তারই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বন্ধুদের আজ অসম যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে। অনুশোচনায় বিদগ্ধ মানসিক যন্ত্রণা থেকে সে অব্যহতি পেতে চায়। আর কয়দিন পরে বিপ্লবী দলে সে প্রমোশন পেতো। পিস্তল তাকে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আর দুই দিন পরে তাকে সাহেব মারার ভার দেওয়া হতো। কিন্তু—আজকে সে দেশের কি সর্বনাশ করে বসলো। সে কিছু ভেবে হাজতের জানালার গরাদে তার ধুতির একটা খুঁট বেঁধে অপর খুঁট তার গলাতে জড়ালে। তার পর তাতে গিঁট বেঁধে সে নীচে ঝুলে পড়লো। এটা না দেখার জন্যে লক-আপ' এর সিপাহীর বিপদ হবে ঠিক। কিন্তু সে কথা না ভেবে সেই বালক বিপ্লবী এবার অচিন দেশে চলে গেলে। পাপ মুখে দেশ মাতৃকার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে না। একটু পরে তার সেই বৃদ্ধ দাদুর তাকে দেখতে আসার কথা। এই সমস্ত কথা বোধ হয় সে সেই সময় ভুলে গিয়েছিল।

থানার দুর্ধর্ষ বড়বাবুর নেতৃত্বাধীনে বিরাট সশস্ত্র বাহিনী অগ্রসর হয়ে তাদের লক্ষ্য স্থলে পৌছিয়ে গিয়েছে। সেখানে মরণপণ যুদ্ধ এবার আরম্ভ হলো বুঝি! নীরবে শান্ত্রীদল বাড়ীটা চারদিকে বেড়ে ঘিরে ফেললে। কিন্তু

মার্চ করে যাওয়া সেনাদলের ভারি জুতার মচ মচ শব্দ চাপা থাকে না। সেই বাটীর ছাদের উপর পাহারারত দুজন যুবকের দৃষ্টি তারা এড়াতে পারে নি। ফলে, ছাদের উপর হতে টর্চের আলো নীচে এসে পড়ে। সেই সাথে নীচে হতে ফ্ল্যাস লাইটের আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে চতুর্দিকের পথ ঘাট আলোকিত হয়। মুহুর্ মুহুর্ আওয়াজ করে পিস্তল হতে গুলি বেরোয়। রাইফেলের অব্যর্থ গুলি ছাদের দিকে ছোটে। ছাদের ওপর হতে ছোঁড়া বোমার শব্দে চতুর্দিক কেঁপে উঠে। নীচের মাঠের মাটী ও গৃহের দেওয়ালের প্যালেসতারা গুঁড়ো হয়ে ধুলি হয়। নিমেষের মধ্যে দুই দলে সেখানে মহা যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এক গোরা সৈনিক বিপ্লবীদের তাগ করে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ উপর হতে এক পিস্তলের গুলি ছুটে এসে তার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। 'ওঃ মাই গুড্'—মাত্র দুটি বাক্য উচ্চারণ করে সে উপুড় হয়ে পড়লো। তারই পাশে শুয়ে অপর এক সৈনিক গুলি তখনও চালাচ্ছিল। অতি কষ্টে পকেট হতে একটা ফটো বার করে সেটা সে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'জন্। আমি চললাম। লণ্ডনে এটা ফিয়াঁসোকে পৌছিয়ে দিও। প্লিজ্'। তার বন্ধু জন শুনে বগলে রাইফেল চেপে তাড়াতাড়ি একটা রুমাল বন্ধুর বুকের ক্ষতে চেপে ধরলো বটে! কিন্তু ততক্ষণে আহত সৈনিকের চক্ষুর শ্বেতাংশ তার কপালের দিকে ঠেলে উঠেছে। একজন দেশওয়ালী জমাদারের বাম হাতে তীর বেগে একটা গুলি বিঁধলো। সে হাতের মাসকেট নীচে ফেলে অসহ্য যন্ত্রণাতে চীৎকার করে উঠলো—'হা বাপ। হা মা। মর গয়া'। তারই পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে জনৈক সার্জেণ্ট তার সার্ভিস পিস্তলের নলটা বিপ্লবী দলের দিকে তাগ করছিল। আহত জমাদারের চীৎকারে বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দিয়ে সে বলে উঠলো—'এই! চুপ রহো। কমবখত'। আবার রাইফেলের আওয়াজ—'ঠাঙ্ ঠাঙ্। মুহূর্তের অন্যমনস্কতার ফল ফললো। সাহেব কাত হয়ে পড়ে গেলেন। ততক্ষণে চতুর্দিকে ধোঁয়াতে ভরে গিয়েছে। 'বন্দেমাতরম মন্ত্র' বহু কণ্ঠে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তার প্রত্যুত্তরে এ'পক্ষ হতে বারে বারে শুনা যায়—মারো! আঁ! ফায়ার। সামনে দুষমন। হুঁশিয়ার। ওকে হাসপাতালে পাঠাও। এখুনি'। ওরই মধ্যে বিপ্লবীদের বাটীতে দুয়ার ভাঙার শব্দ শুনা যায়। হ্যামারের সাহায্যে পুলিশ তাদের

দুয়ার ভাঙতে ব্যস্ত। সেই শব্দ শুনে পাশে গৃহস্থ বাটীর কয়জন সাহসী ব্যক্তি বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই টহলদারী সিপাহীদের ধমক খেয়ে তারা বাটীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। রাস্তার ওপারে ঘন পাতার একটা ঝাপালো গাছ। সেই গাছের ডালে আত্মগোপন করে বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু রাইফেল চালিয়ে বিপ্লবীদের একে একে পেড়ে ফেলছিল। এই সময় সুরথবাবু পুলিশ দল ও সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ রক্ষণে নিযুক্ত ছিল। ঠিক ঠিক স্থানে সিপাহী মোতায়েন করে এবার সে সেই বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ালো। কিছু প্রয়োজন হলে সে তার বড়বাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

এবার ভুরোমল সর্দারকে রাস্তার ওপারে দেখা গেল। তার বগলে একগোছা কম্বল। ভোর রাত্রে গোপনে বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্য সে কম্বল আনছিল। তার পিছন পিছন পথ দেখিয়ে রজত মল্লিক আসছে। তাদের সাথে গুণ্ডা সর্দার গণ্ডারিয়াও আছে। এখানের ব্যাপার দেখে তারা অবাক হয়। কিন্তু রজত মল্লিকের কর্তব্য ঠিক করে নিতে দেরি হয় নি। তখুনি সে মহেন্দ্রবাবুর পিঠ লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়েছে। ততক্ষণে সুরথ চৌধুরী অটো পিস্তল হাতে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রজত মল্লিক নিম্নস্বরে বলে উঠলো—এই! এ' কি হচ্ছে? এটা যুদ্ধ। মরো। নয়—মারো। তখনও রজত মল্লিকের পিস্তল গর্জে ওঠে নি। কিন্তু সুরথের অটো পিস্তল হতে গুলি ছুটলো। অতর্কিতে তার অঙ্গুলি টিগার চেপে দিয়েছে। এক ঝাঁক গুলি বার হয়ে সুরথ চৌধুরীর বুক ঝাঁঝরা করে দিলে। রুদ্ধ আক্রোশে ভুরোমল সর্দার ফুটে এসে দাঁড়ালো। আগ্নেয়াস্ত্র তাদের অস্পৃশ্য। কিন্তু ছুরি ছুঁড়তে সে ওস্তাদ। সুযোগও তার মিলে যায়। রজতকে পড়তে দেখে সুরথ ঠিক থাকতে পাবে নি। সে আর্তনাদ করে উঠে বন্ধুর পাশে এসে বসে পড়েছে। আর একটু হলেই সে ছুরিকা বিদ্ধ হতো। কিন্তু এবার ভগবান তাকে রক্ষা করলেন। মহীন্দ্রবাবু ভুরোমলের দিকে ও রাইফেল চালালেন। দুড় দড়ুম। গণ্ডারিয়া ততক্ষণে ভুরোমলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ভুরোমলের বদলে মরলো গুণ্ডাবালা গণ্ডারিয়া। এরপর ভুরোমল'কে সেখানে আর দেখা যায় না। সুরথ রজতের অবস্থা বুঝে আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে বড়বাবুকে সেখানে দেখে সে চুপ মেরে যায়। সুরথের বুক ফাটা বেদনা কিন্তু বড়বাবুর চক্ষু এড়ায় নি।

'ব্রেভো সুরথ', বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু সুরথের কাছে এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, 'রজত মল্লিককে তুমি চিনতে না কি! কাউকে চেনাতে কোনও দোষ নেই। তুমি কর্তব্যকর্ম ভালো করেই করেছো। আমিও বাপু তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যাও। এখন ওকে ট্রাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাও। ওঃ! ওর দেহ থেকে বড্ড রক্ত ঝরছে। দুজন সিপাহী সাথে নাও। ওর দেহ পথে না কেউ ছিনিয়ে নেয়। তা'হলে যাও এখন। কুইক—

হুকুম পেয়ে সুরথবাবু দুই হাতে নিজেই বন্ধুর দেহটা একটা ট্রাকে তুললে। পিছনের সিটে সশস্ত্র সিপাহীদের সে বসিয়ে নিলে। ড্রাইভারের পাশে বসে সে লক্ষ্য করে যে তার দুই হাত বন্ধুর রক্তে রাঙা। সে খুন রাঙা রঙ রাত্রের অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যায়। পথের উপর দিয়ে ট্রাক মহা গতিতে ছুটে চলে। সেই ছুটন্ত ট্রাক থেকেও রাইফেলের পট পট আওয়াজ তার কানে আসে। তখনও আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা যুদ্ধে মত্ত। এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীরও ছুটাছুটির অন্ত নেই। সেই গাড়ী উভয় পক্ষে বহু হতাহতদের হাসপাতালে বহন করে এনেছে। এবার সুরথবাবুর তত্ত্বাবধানে আরও এক মৃতপ্রায় ব্যক্তি সেখানে এসে পৌছুলো।

ডাক্তাররা আহত পুলিশদের উপর খুব বেশী আগ্রহী নয়। তাদেরও মন এদের উপর বিষিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সুরথবাবুর পরিচিত কয়েকজন ডাক্তার ছিল। দলগত ভাবে পুলিশ অপ্রিয় বটে। কিন্তু ব্যক্তিভাবে তাদের জনপ্রিয়তা আছে। এরা সুরথবাবুর ইউনিফর্ম রক্ত রঞ্জিত দেখে চিকিৎসার্থে ছুটে আসে। তার দেহ থেকে আঘাত খুঁজে বার করে পট্টি ধরাতে চায়। সুরথবাবু রজত মল্লিককে 'স্পেশাল কেস' রূপে ভর্তি করে নিতে তাদেরকে অনুরোধ জানায়। তারপর সে অপারেশনের ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতিটি বুলেট তার বুকে ঢুকে পিঠ দিয়ে বার হয়েছে। তাই বেশীক্ষণ তাকে সেখানে রাখার দরকার হলো না।

বেলা দু'টাতে একটা কড়া ইনজেকসনের পর রজত মল্লিকের জ্ঞান কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এলো। আলো নিববার পূর্ব মুহূর্তের মত তার চনচনে ভাব। চতুর্দিকে চেয়ে কাকে যেন সে খুজতে আরম্ভ করে। সুরথবাবু তখনও তার পাশে বসে আছে। বড়বাবুর হুকুম 'জ্ঞান হওয়া মাত্র তার বিবৃতি নিতে হবে'। সুরথকে তার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতে দেখে রজত

একটু হাসে। সৌভাগ্য—ডাক্তার বা নার্স কাছে নেই। তাহলে তারা এদের টু শব্দ পর্যন্ত করতে নিষেধ করতো।

'এই মওকাতে চাকরী ছাড়তে পারলে একদিনে তুই হিরো হয়ে যেতিস। আমার বোন মল্লিকা সেদিনও তোর কথা জিজ্ঞাস করছিল। তোকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে আমার স্বার্থ ছিল। আমার ইচ্ছা—তোর প্রতি অনুরক্ত আমার বোনকে তুই গ্রহণ কবিস। মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে আমি পারুল রানীর ভার নিতে ইচ্ছুক হই। সম্প্রতি দিল্লীতে সে কংগ্রেস সেচ্ছাসেবিকার দলের একজন। তাই আমাদের সরকারী চাকুরিয়া পিতা তাকে'ও ত্যজ্য-পুত্রী করে দিলে। তুই পুলিশে ঢুকেছিস শুনলে কিন্তু সে মনে খুব ব্যথা পাবে। তাই এ সংবাদ এখনও তাকে আমি জানাইনি। অবশ্য আমার মৃত্যুর পর তুই ভিন্ন পারুলের অন্য কোনও গতি নেই'—খুব ক্ষীণ স্বরে থেমে থেমে ছাড় ছাড় ভাবে মৃত্যুপথযাত্রী রজত মল্লিক বন্ধু সুরথকে যা জানালো তার নিগলিত অর্থ মাত্র এইখানে বলা হলো। কিন্তু এইটুকুই তার বলা শেষ সংবাদ বা বিসংবাদ নয়। সে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের নিদারুণ কষ্ট অগ্রাহ্য করে বন্ধুকে আরও কয়টী খাস কথা শুনিয়ে দিলে—'হ্যাঁ! আরও শোন। পারুল রানীর জন্ম বৃতান্ত আমি জেনেছি। সেই দস্যু গৃহে এক বাক্সোর মধ্যে তার আমি সন্ধান পাই। [অতি কষ্টে পকেট থেকে একটা লকেট বার করে] সুরথ! এই নে সেই লকেট। ওর বাপের ও মায়ের নাম এতে আছে। এ'জন্মে ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লড়লুম। পরজন্মে হয়তো ইংলণ্ডে জন্মে ভারত হিতৈষী ইংরেজ হবো। মহাজগতের মধ্যে এবার আমি বিলীন হবো। ক্ষোভ নেই। স্বাধীন ভারত তোরা দেখবি। কিন্তু আমি দেখতে পাবো না। তবু তুই আমার জন্য একটুও দুঃখ করিস নি। মাতরম্। ক্ষমা—

কষ্ট করে কথা বলার চেষ্টা রজত মল্লিক'কে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিলে। তার বিক্ষুব্ধ বন্ধু সুরথবাবু কিন্তু এতটা ভেবে দেখেনি। এতটা বুঝলে সে রোগীর ত্রিসীমানাতে আসতো না। বিপুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয় ভুলে বিপ্লবী রজত মল্লিক ধীরে ধীরে চোখ বুজলো। সুরথের ধারণা—ক্লান্ত বন্ধু একটু ঘুমবে। সুরথ মনে মনে চাকুরী ছাড়া ঠিক করে ফেলেছে। এই জঘন্য পুলিশের চাকুরী সে আর করবে না।

'ওকে আপনারা কোনও কথা বলান নি তো! উঠুন। উঠুন। ওখান

থেকে উঠে আসুন', রোগীর পাশে সুরথবাবুকে উপবিষ্ট দেখে এক ডাক্তার বিরক্ত হয়ে তাকে বললে, 'রোগী একটা মাত্র কথা বললেও তার বিক্ষত বুকে চাপ পড়বে। তখন ওকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। ওঁকে বাঁচালে একটা রেকর্ডেড্ কেস হবে। আমাদের আশা নির্মূল করবেন না। আপনাদের শুধু মামলা বাঁচানোর চেষ্টা। আমরা পেসেণ্টকে বাঁচাতে চাই। মশাই! উঠে আসুন ওখান থেকে।

এই ছোকরা ডাক্তার পুলিশ বিরোধি হলেও সরকারী কর্মচারী। সুরথ বাবুকে বেশী ঘাঁটাতে তার সাহস হয় না। ঘৃণার দৃষ্টিতে সুরথের দিকে তাকিয়ে দুই আঙ্গুলে সে রজত মল্লিকের নাড়ী চেপে ধরলে। তার পর সে হতাশার স্বরে বলে উঠলো—উঁ! কেন? এ'কি? সিঙ্কিঙ্ ফাষ্ট। সেই ডাক্তার বাবুর ইঙ্গিতে কয়জন সিনিয়র ডাক্তার ও নার্সের দল সেখানে ছুটে আসে। আরও কয়েকটা কড়া ইনজেকসন রোগীকে দেওয়া হয়। পরিশেষে জনৈক ডাক্তারকে তার বেডের টিকিটে কলমের শেষ আঁচড়ে লিখতে হয়—'সিন্ ডেড্'। সুরথ চৌধুরীর তখনও ধারণা তার বন্ধু বেঁচে যাবে। একজন ডাক্তার এবার এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটু নাড়া দিয়ে তাকে সচকিত করে তুলে বললে,—'আর কেন? উঠুন, সব শেষ। চাপরাশীরা এসে লাল পর্দার বেড়া দিয়ে মুর্দাকে অপর রোগীদের চোখের আড়াল করে দিলে।

একটা জ্বলন্ত শিশার টুকরোর মত এই দুঃসংবাদ সুরথবাবুর কাণে পৌঁছুলো। সুরথ চৌধুরী তার স্নায়ুর শেষ শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলছে। এতো লোক থাকতেও সে যেন সেখানে একাকী বসে রয়েছে। তার স্নায়ুর শেষ শক্তি হারিয়ে সে এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। একজন য়ুনিফর্ম পরা পুলিশ অফসরকে এর আগে কেউ কাঁদতে দেখে নি। সকলে অবাক হয়ে সেখাসে ভীড় করে দাঁড়ায়। একজন পুলিশ অফসর তারই ধরে আনা আসামীর পাশে বসে কাঁদছে। সুরথ লজ্জিত হয়ে তার স্নায়ুর শক্তিকে ফিরিয়ে আনে। তার লজ্জা ঢাকতে তাকে সকলকে জানাতে হয় যে তারই এক বাল্য বন্ধুকে সে'ই গুলি করে মেরে ফেলেছে। এই সকল স্বীকারোক্তিতে উপস্থিত ডাক্তার ও নার্সেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আনে। তাদের কেউ তাকে বিদ্রূপ করে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। অপর ক'জন সহানুভূতির সাথে তাকে হাতে ধরে তুলে বাইরের বারাণ্ডাতে একটা চেয়ারে বসায়। উপরের সিলিঙের পাখাটা এক

ডাক্তার বাবু জোরে চালালেন। তাঁর ইঙ্গিতে জনৈক নার্স এক কাপ গরম চা এনে তাকে পান করতে বললে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও রজত এক ঢোক চা'ও গলাধঃকরণ করতে পারলো না।

বিপ্লবী ভাই রজত মল্লিক সুরথকে ক্ষমা করে গিয়েছে। কিন্তু তার বিপ্লবীনী ভগিনী তাকে ক্ষমা করবে না। সংবাদপত্রের মারফত সে সব কিছু জানবে। তাকে শাস্তি দিতে সে গণ-আন্দোলন সুরু করবে। তাদের সাথে সকল সম্পর্ক এইখানেই শেষ। সুরথের বাল্য জীবন স্পষ্ট মনে পড়ে। নীচে থেকে উপর ক্লাশ পর্যন্ত তারা পাশাপাশি বসতো। তাদের সাবেকী পর্দানশীন পরিবারে রজতের একটুকু প্রবেশ অধিকার নেই। কিন্তু রজতের আধুনিক পরিবারে সুরথের অবাধ যাতায়াত ও মেলামেশা। সুরথের স্পষ্ট মনে পড়ে ওর পিতার দিল্লীতে বদলী হওয়ার কথা। হাওড়া ষ্টেশনে সুরথ ওদেরকে তুলে দিয়েছিল। মল্লিকার বিষয় ভাবাও এখন তার পাপ। আর কিন্তু—এখানে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। থানাতে এতোক্ষণ তার জন্যে খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছে। সুরথবাবু পিছনের হলঘরের দিকে তাকাতে পারে না। সে স্খলিত পদে বেরিয়ে থানাতে ফেরে। সরকারী মহলে সে এখন একজন বীরপুরুষ। কিন্তু একথা ভাবতেও তার মনে মহা লজ্জা ও ক্ষোভ।

সুরথবাবু সারাদিন একটুকুও কাজ করতে পারে নি। তাকে কেউ থানার কোনও কাজ করতেও বলে নি। কতো লোক থানায় এসে ঘটনা জানে। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তারা বীর সুরথ বাবুর দিকে চেয়ে দেখে। কিন্তু—গত রাত্রের লড়ীয়ে সুরথ বাবুর মুখে কোনও ভাষা নেই। সারা দিন রজত মল্লিকের দেহ নিতে লোক এসেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে তার দেশপ্রেমী ভগিনী মল্লিকারও শহরে আসার সম্ভাবনা। কর্তৃপক্ষের হুকুম গভীর রাত্রে রজত মল্লিকের দেহ পোড়ানো হবে। সেই রাত্রের অগ্রদূত সন্ধ্যা এসে গিয়েছে।

'সুরথ! আজ রাতে তোমাকে কষ্ট দেবো না। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। আজ রাত্রে ভালো করে ঘুমিয়ে নাও', বড়বাবু মহীন্দ্রবাবু তাঁর কলমটা দাঁতে চেপে সুরথবাবুকে বললেন, 'বিপ্লবী রজতের বন্ধুরা দিনে তার মৃতদেহ দাহ করতে চাইল। কিন্তু অতো রিস্ক আমি নিতে পারলাম না। দিনের আলোয় মৃতদেহ দিলে হাঙ্গামা বাধবে। তাই রাত্রে আশু ঘোষ মৃতদেহ মর্গ থেকে শ্মশানে পৌঁছিয়ে দিক। সাহেবরা তোমার উপর খুব খুশী। গুড্‌লাক এ'ওয়েটিঙ্‌ ইউ। ডাকাতটা তোমার হাতেই

তাহলে মলো। ওঃ! পিস্তলে তোমার কি সুন্দর টিপ্। একটু মিস্ করলে বাপু সর্বনাশ হতো। রজত মল্লিকের মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার আছে। অতো বড়ো অঙ্কের টাকার পুরস্করটা তুমি বাপু একাই পাবে।

সুরথবাবু বিশ্রামের জন্য বড়বাবুর আদেশ পেয়েছে। এটা তার এখুনি দরকার। সে ধীর গতিতে উপরে উঠে যায়। কতো দিন সে বাড়ী যায় নি। মার কথা তার মনে পড়ে। সেই মুহূর্তে রজতের মুখও তার মনে জাগে। সামান্য কিছু মুখে গুঁজে সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু সে ঘুমতে পারে না। রাত দুটো বেজে যায়। এতোক্ষণে রজতের দেহ শ্মশানে পৌছে গেল। মৃত্যুর কারণ—'বুলেট কৃত ক্ষতে রক্তক্ষরণ। কাল দেশ স্বাধীন হলে এই বৈধ খুন অবৈধ হবে। তারা তখন তাকে ফাঁসী দেবে। পরক্ষণে তার মনে হয় এটা সুসভ্য ভারতবর্ষ। এরা রাজাকে সিংহাসন হতে নামালেও তার মস্তক দেহ থেকে নামায় না। এই একটি বিষয়ে অবশ্য বৃটিশরাও কয়েকক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারী। ক'দিনের নিহত ব্যক্তিরা যেন তার আশে পাশে ঘুরছে। মৃতের মিছিলের পুরোভাগে বন্ধু রজতকে সে দেখতে পায়। আর্তনাদ করে সুরথবাবু জেগে উঠলো। তার মা'কাছে থাকলে তার বুকে মাথা রাখতো। সুরথবাবু আর ভাবতে পারে না। ধীরে ধীরে উঠে সে অফিসে নেমে টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করে।

'বাবু সাব! এহী রাঁতোমে আপকো নাইট ডিউটি কাঁহা? আপ ঝুট মুট নীচু উতার আয়ে', দরজার সিপাহী সুরথ চৌধুরীকে নীচে নামতে দেখে বললে, 'বড়বাবুকো চার বাজেসে ছ'বাজে তক রাউণ্ড থি। উনে তো কবই থানাসে নিকাল গেলো। হারে বাপ! কয় রোজ এলাকামে কেতনি জুলুম হৈল। ভগবান করে কি অউর হল্লা গোল্লা না হোয়'।

সুরথবাবু এর উত্তর না করে সিপাহীর দিকে মাথা তুলে একবার চাইল। তারপর সে আবার টেবিলের উপর তার মাথা রাখলো। হটাৎ বহু ব্যক্তির পদধ্বনিতে সে মাথা তুললে। ক্লান্ত শ্রান্ত বড়বাবুর পিছনে আশু ঘোষ থানায় ঢুকছে। আশু ঘোষের সাদা উর্দীতে কয়লার গুঁড়ো। তার মাথার উস্কো খুস্কো চুল ধূলিতে ভরা। রজতের মৃত দেহ ভস্মীভূত হয়েছে। থানায় ফিরে এখন তিনি নিশ্চিন্ত। সম্ভাব্য গণ্ডোগোল এড়াতে পেরে বড়বাবু নিরুদ্বিগ্ন।

'সুরথবাবু! তোমার শরীর খারাপ, না, মন খারাপ' বড়বাবু সুরথের

প্রতি একটা স্নেহসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'প্রথম প্রথম এরকম চিত্ত বিক্ষোভ সকলেরই হয়। আমি গার্ডোয়ানদের হাঙ্গামায় প্রথম গুলি করি। সেরাত্রে বাড়ী ফিরে সারা রাত ঘুমোতে পারি নি। আর একবার গুলি চালিয়ে এসে সারারাত আমি কেঁদেছিলাম। এখোন ও'সব আমি বাঘমারার সামিল মনে করি। অশরীরী আত্মাকে আবার ভয় কি? এতোক্ষণে ওরা পুনর্জন্ম নিয়েছে। যাও। ভোরের হাওয়াতে একটু বেড়িয়ে এসো।

বড়বাবুর উপদেশটুকু সুরথবাবুর মনোমত হয়েছিল। ওঁরা উপরে উঠে গেলে সুরথবাবু পথে বার হলেন। কিন্তু পথ তার একটিই উন্মুক্ত ছিল। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির মত সে পারুল রানীর বাড়ী এসে পৌছয়। পারুলের ধাইমা সে সময় গঙ্গাস্নানের জন্য গঙ্গার ঘাটে। সুরথবাবু পায়ে পায়ে ওদের বাড়ীর দ্বিতলের উপরে উঠে গেলেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার খবর পারুলরানী অত সকালেই পেয়ে গিয়েছে। পারুল জলভরা চোখে তার শয়ন ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। সুরথ কিংবা রজত—উভয়ের একজনকে বেছে নেওয়ার দায় হতে সে আজ মুক্ত। এবার উভয়ে উভয়কে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। পরে—তারা চোখের জল মুছে পরস্পরের দিকে স্থির নয়নে তাকাল। বহুক্ষণ পর্যন্ত কারও মুখে কোনও ভাষা নেই। নারীর সহ্যশক্তি পুরুষদের চাইতে বোধ হয় বেশি। তাই পারুলরানীই চোখের জল অলক্ষ্যে মুছে প্রথমে কথা কইলো।

একটু আগে বাশজান আমার সাথে দেখা করে গেলেন। জীবনে এই প্রথম দিনের আলোয় তাকে আমি দেখলাম। তাঁর মুখে আমি ঘটনার সবটুকুই শুনেছি। আমি নারী। তাই—বিপ্লবীদের মত আমরাও তৃতীয় নয়নে দেখতে পাই। তাই অনুমান করতে পারি কিরূপ পরিস্থিতিতে এ'কাজ আপনি করেছেন' পারুল রানী চোখের জল মুছে সুরথবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আপনার দুঃখ অন্য কেউ না বুঝলেও আমি তো বুঝি। বাপজানের বোধ করি কিছুটা আশা ভঙ্গ হলো। তিনি আপনার উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। আমার ভয়—পথে ঘাটে আপনাকে একাকী পেয়ে অনর্থ না ঘটান। আমি তাঁকে তাই মনের কথা বলে নিরস্ত করে বিদায় দিয়েছি। উঃ! দিনের আলোয় তাঁর চেহারা কি ভীষণ! আপনাকে ধৈর্য হারা হয়ে আমি ভেঙে পড়তে দেবো না।'

'এতো ভোরে আপনার বাড়ীতে ছুটে এলাম। এ জন্য আমি আপনার

কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার মতো খুনে লোকের কোনও শাস্তি নেই। কতো লোককে ঈশ্বর শাস্তি দিলেন। কিন্তু—'আমার ভাগে শুধু পুরস্কার', পারুলরানীর কাছ হতে একটু সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে সুরথবাবু বললেন, 'আমার মনে আজ বড় ক্ষোভ ও অসহ্য অনুতাপ। ঈশ্বরের পক্ষপাত বিচারে আমি আর সায় দিতে পারি না। বড়বাবুর কাছে আমি আত্মসমর্পন করবো। তার আগে আপনাকে আমি একটা বড়ো কথা জানাবো। আপনি বড়বাবুর অপহৃত একমাত্র সন্তান। রঞ্জত মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তা' জানায় ও তার প্রমাণ আমার হাতে দেয়। আপনি কি আপনার পিতার কাছে ফিরে যেতে চান? ঐ দস্যু ভুরমল'জী আপনার অপহারক। ওর দুষ্কার্যে আপনার গর্ভধারিণী মাতা কেঁদে কেঁদে গত হয়েছেন। পারুল-দেবী! আমি বহু বৈধ ও অবৈধ খুন করেছি। ঐ দস্যুকে গুলি করে আর একটা খুন করবো। তারপর—পুলিশ হয়েও পুলিশের কাছে সব দোষ কবুল করে আমি ফাঁসিতে ঝুলবো।

পারুলরানী স্তম্ভিত হয়ে সুরথবাবুর মুখে তার জন্মের বৃত্তান্ত শুনতে থাকে। শৈশবের ভুলে যাওয়া স্মৃতি এবার তার একটু একটু মনে পড়ে। থানা বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠতো। এবার সে তার প্রকৃত কারণ বুঝতে পারে। সে তার দস্যু পিতা ও ধাইমার চরিত্র বুঝে শিউরে ওঠে। সুরথ তাকে ধরে না ফেললে সে মাটিতে পড়ে যেতো। তাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে সুরথ লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়ায়। পারুলরানী কিন্তু এবার এমন কাণ্ড করলো যে সুরথবাবু অবাক হয়ে গেলেন। সে তাকে দুই হাতে ধরে ঘরে টেনে এনে খাটের উপর বসিয়ে দিলে। কিন্তু—পারুলের চোখের জল মুছাবার সাহস সুরথের নেই।

আপনাকে হাতে ধরে খাটে বসানোর জন্য আমাকে অপনি ভুল বুঝবেন না। এই প্রথম আমি একজন পুরুষকে স্পর্শ করলাম। এর পরে আর কাকেও কোনও দিন আমি স্পর্শ করবো না। কিন্তু এ জন্যে আপনার ওপর আমি কোনও দাবী দাওয়া'ও রাখছি না। আপনি এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন', পারুলরাণী সুরথ চৌধুরীর দুই হাত আবেগ ভরে চেপে ধরে বললে, 'আপনার অনুতাপ বিদগ্ধ মনে শান্তি নেই। এ'কথা আমি ভালো করে বুঝতে পারি। এভাবে বিবেক দংশনে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। বড়বাবুর কাছে অপরাধ আপনি স্বীকার করুন। বড়োজোর আপনার আন্দামানে দ্বীপান্তর হবে। সেখানে

কয়েদিদের বাইরে বাস করতে দেওয়ার রীতি। ওখানে হাসপাতালে ও স্কুলে নারী কর্মী পাওয়া কঠিন। প্রায়ই ওর জন্যে ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। আমি চাকুরী নিয়ে সেখানে যাবো ও আপনার সেবা করবো। সেখান হতে আমাদের এই সহরে না ফিরলেও চলবে। পরলোকের পথ আমাদের পরিষ্কার থাকুক। ইহলোকেই প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নেওয়া ভালো।

কক্ষের দেওয়ালে অহিংসার প্রবর্তক তথাগত বুদ্ধদেবের একটা বড়ো ফটো-চিত্র টাঙানো। তারই নীচে টেবিলের উপর অহিংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধিজির একটা মূর্তি বসানো। সুরথবাবু বাক্ রহিত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু পারুল তখন ভাবছে অন্য এক কথা। খবরের কাগজ পড়ে সে বুঝেছে ও লোকের মুখেও শুনেছে—যে বড়বাবু কি ভীষণ লোক। তার নিষ্ঠুরতা এ'অঞ্চলে জনপ্রবাদ। আপন কন্যা বা সুরথবাবু—যেই হোক, দোষ পেলে সে কাউকেই ছাড়ে না। সুরথের জন্য পারুলের মনে এবার দারুণ ভয় ও উৎকণ্ঠা।

সুরথবাবু মন ঠিক করে বিদায় নিয়ে এবার থানায় ফিরবে। কিন্তু—অপর এক দুর্ঘটনা তাদেরকে বিব্রত করে তুললে। উভয়ে লক্ষ্য করেছে যে একটা ছায়া ওদের কক্ষের দুয়ারে পড়ে ও আবার সেটা দূরে চলে যায়। মধ্যে মধ্যে মানুষের সতর্ক পদক্ষেপও তাদের কানে এসেছে। তাদের ধারণা ধাইমা বুড়ি কাপড় শুকতে দিতে এসেছে। কিন্তু, ধাইমা বুড়ি যে কান পেতে তাদের কথা শুনছে, সেটা তাদের একেবারে ধারণার বাইরে ছিল।

দুয়ারের কাছে একটা মুখ হঠাৎ দেখে পারুল রাণী চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে —কে? কে? প্রত্যুত্তরে শুধু ধড়াস করে বারাণ্ডাতে একটা পতনের শব্দ শুনা গেল। দৌড়ে তারা বাইরে বেরিয়ে দেখে ধাই মা বুড়ি সেখানে শুয়ে গোঁ গোঁ করছে। মুখ থেকে বার হওয়া লালা জিহ্বা দিয়ে চেটে ধাইমা চোখের জলে ভেসে পারুলকে বললে—পারু! ক্ষমা! ঘৃণা—না। বড়ো কষ্ট।' ভূরমলের পছন্দ রজত মল্লিক—কিন্তু তার পছন্দ সুরথ চৌধুরী। এদের এই নিবিড় মিলন আশাপ্রদ বুঝে সে আড়ী পেতেছিল। তার ধারণা ছিল যে সত্য ঘটনা কোনও দিনই প্রকাশ হবে না। কিন্তু তাদের কথা-বার্তাতে বুড়ি বুঝেছিল যে, পারুল নিশ্চয়ই শুনেছে যে সেই তাকে চুরি করে আনতে ভূরোমলকে সাহায্য করেছে। পারুল এবার তার প্রকৃত পিতা

বড়বাবুর বাসাতে চলে যাবে। আগে হতে বুড়ির চিকিৎসাবিহীন হার্টের অসুখ ছিল। আশা ভঙ্গ জনিত দুঃখে এবং ভয় ও ক্ষোভে তাই তার দেহ থরথর করে কাঁপে। এই সামান্য কাঁপুনীটুকুও এবার ধীরে ধীরে থেমে গেল। উভয়ে তাকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে দেহে তার প্রাণ নেই। কিন্তু তার জন্য এখন পারুলের কাঁদবারও সময় নেই।

'আমি চাকরকে দিয়ে বাপজানকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এসে এঁর সৎকারের ব্যাবস্থা করবেন এখন', পারুলরাণী বুকে ও মনে বল এনে সুরথবাবুকে বললেন, 'বড়বাবুর সম্বন্ধে আমি বহু বিষয় বহু লোকের কাছে শুনেছি। এবার বোধ হয় তিনি আমাকে তাঁদের থানার মামলায় নির্জীব এক্সজিরিট্ রূপে ব্যবহার করবেন। এখান হতে এবার তিনি আমাকে উদ্ধার করে কোনও এক উদ্ধার আশ্রমে পাঠাবেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ—বাপজান ধাইমাকে সৎকার করে এখান হতে চলে যাওয়ার পর আপনি বড়বাবুকে সব কথা যেন জানান।

সুরথবাবু স্খলিত পদে থানায় ফিরে এলেন। থানায় তখন তার জন্যে এক বিরাট সম্মান অপেক্ষা করছে। সুরথবাবু কিন্তু থানায় দেরী করে ফেরার জন্য চিন্তিত। এবার বড়বাবু এজন্য তাকে দশটা কথা না শুনান। পরক্ষণেই তার মনে হয়—আরে! সেতো গ্রেপ্তার বরণ করতে চলেছে। তবু তাঁর কটা কথায় তার এতো ভয়!

'আরে। সুরথ। এতোক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়? এ্যা? বড়বাবু মহীন্দ্র বাঁড়ুয্যে সহাস্য মুখে এগিয়ে এসে তাকে হাতে ধরে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'তোমার আর আমার দুজনারই সুখবর। কর্তৃপক্ষ কাল হতে আমাকে বড়সাহেবের পদে উন্নীত করেছেন। এক্সিলারেটেড্ প্রমোশন দিয়ে এই থানায় তোমাকে তাঁরা অফিসর ইনচার্জ করলেন। তোমাকে ওঁরা বীরত্বের জন্য পুলিশ পদকও দেবেন। এবার চার্জ দেওয়া নেওয়া'র কাজ সেরে ফেলা যাক। হুঁ। গঙ্গার ঘাটের ওপর পাওয়া পায়ের ছাপ মৃত রজতবাবুর পায়ের ছাপের সাথে হুবুহু মিলে গিয়েছে। এবার জোড়া খুনের মামলার দু নং আসামীকে খোঁজার ভার তোমার ওপর পড়লো। ওকে খুঁজে ধরে আনো দেখি। দুঃখ এই যে এই থানায় আরও একবার এলাম। কিন্তু সেই কন্যা হরণের মামলাটার কিনারা করে যেতে পারলাম না।

'স্যার! আমার একটা জরুরী বিষয় আপনাকে নিবেদন করার আছে।'

আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তা আপনাকে শুনতে হবে'। সুরথবাবু দম বন্ধ করে বড়বাবুকে বললে, এ থানার জোড়া খুনের মামলার দু-নং আসামী স্বয়ং আমি। আপনার হারিয়ে যাওয়া শিশু কন্যা পারুল রানীর ও তার অপহারকের খবর আমি জানি। এই দুই মামলায় যা কিছু করবার তা আপনাকেই করতে হবে।

এঁ্যা! কি! কি! তুমি বলছো কি! বাইজোভ'।—কথা কটা বিস্ফোরক পদার্থের মত বড়বাবুর মুখ হতে বার হয়ে এলো। বড়বাবু চেয়ার হতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে সুরথ চৌধুরী পাংশু বর্ণের হয়ে গিয়েছে। তার হাত পা ও ঠোঁট সমান ভাবে কাঁপতে থাকে। তবু—সুরথবাবুর আত্মকাহিনী সুরু করতে দেরী হয় নি। তার মনের ঝোঁক বজায় থাকতে থাকতে কাহিনীটি তাকে শেষ করতে হবে। চিত্রাপিত ব্যক্তির মত নিশ্চুপ হয়ে বড়বাবু সে অদ্ভুত কাহিনী শুনলেন। একটা পেনসিল তিনি হাতে তুলে নিলেন। পরে সেটা খাতার পাতার মধ্যে রেখে সেটা বন্ধ করলেন। সুরথবাবুর কাহিনীতে এতটুকু গোপনতা নেই। সে আজ তার প্রাপ্য শাস্তি গ্রহণ করতে চায়। লৌহমনা বড়বাবু এবার সত্যই যেন লোহার তৈরী মানুষ। তার দেহটা লৌহ ধাতুর মত ক্রমান্বয়ে ভারি হতে থাকে। তার ভার রাখতে অক্ষম হয়ে চেয়ারখানা বুঝিবা এবার ভেঙ্গে পড়ে। এত সত্বেও এক সময় তিনি নড়ে বসে কথা বললেন।

'হুম্। আইনে পেলে জন্মদাতা পিতাকেও আমি ছাড়ি না। কিন্তু—অমরু ও ঝমরু গুণ্ডার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী তোমার পক্ষে। প্রত্যক্ষদর্শী অমরু, ঝমরু, গণ্ডারিয়া, ধাইমা মাগী ও সিপাহী রহমন গত হয়েছে। দারোগা সুরেনবাবু অমরু গুণ্ডাকে সত্য কথা বলাতে পারে নি। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে আমি তাকে ঠিক সত্য কথা বলাতাম। হুম্। এখন বাকী পারুলরানী। তার আন্‌করোবোরেটেড্ ষ্টেট্‌মেণ্ট আদালতের বিশ্বাস্য হবে না। এ'ছাড়া—তোমার বিরুদ্ধে তাকে সাক্ষী দেওয়ানো শক্ত। তুমি দোষ স্বীকার করলেও আদালত তা বিশ্বাস করবে না। জজ ও জুরী ভাববে তুমি আত্মহত্যা করতে চাও কিংবা তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। আসামীর বিবৃতির সমর্থনসূচক সাক্ষী না পেলে ওরা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে না। তাই সরকারী উকিল এ মামলা আদালতে পাঠাতে রাজী হবেন না। তুমি রাষ্ট্রবিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছো। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে তুমি কোনও

অপরাধ করো নি। দোষ কবুল করে তুমি আমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছো। এখানে তোমার কর্তব্য শেষ ও আমার কর্তব্য সুরু। এ'বিষয়ে অযথা ঝামেলা তুমি না করলেই পারতে। তবু—আমি এ'বিষয়ে সরকারী উকিল ও উদারমনা জন সাহেবের সাথে পরামর্শ করবো। কিন্তু! কিন্তু এখন আমি অন্য কথা ভাবছি। এখন প্রশ্ন এই যে, পারুলকে নিয়ে আমি করবো কি? আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করবো। তুমি কি সত্য সত্যই কুমারী পারুলকে ভালোবাসো?

একজন ভিখারীর মত কম্পিত বক্ষে দুর্ধর্ষ বড়বাবু সুরথ বাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। সুরথের মুখের একটি উত্তরের উপর তাঁর যেন বহু কিছু নির্ভর করছে। সুরথবাবু বড়বাবুকে এমন মূর্তিতে কখনও দেখে নি। সুরথবাবু যেন এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কথা কইছে। বড়বাবুর এই অতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবার মত তার মুখে কোনও ভাষা নেই। মুখ তুলে বড়বাবুর দিকে সুরথবাবু একবার চেয়ে দেখলো। তারপর সে সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করলো।